

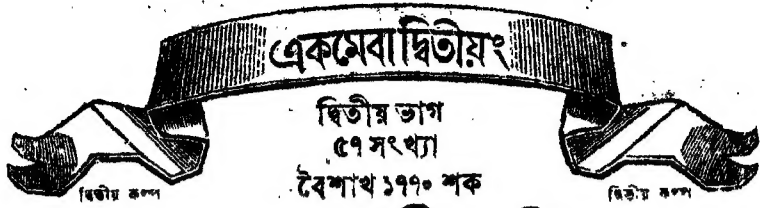
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কন্ঠের দ্বিতীয় ভাগের নিৰ্বাণ পত্র

৫৭ সংখ্যা	
	পৃষ্ঠা
৪৬শ সংখ্যিক ৫১-৭০	১
মহাভারত পাণ্ডুপুত্র ও পুত্রাস্তিপুত্রদিগের আত্ম পরীক্ষা	৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য	১৬
৫৩৮ নিরূপণ-ইতিহাসিক বিচার	১৯
৫৮ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ৭১-৯২ কন্ঠের সাংক্ষিপ্ত	
বিদ্যার	১১
বিদ্যা আবেগের	১৪
বিদ্যা বিচার	১৬
বিদ্যা বিচার-বিদ্যা বিচার	১৯
বিদ্যা বিচার-বিদ্যা বিচার	১৯
বিদ্যা বিচার-বিদ্যা বিচার	১৯
৫৯ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ৯৩-১০০	১১
৪৬শ সংখ্যিক ১০১-১০৮	১২
৪৬শ সংখ্যিক ১০৯-১১৬	১৪
৬০ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ১১৭-১২৪	১১
৪৬শ সংখ্যিক ১২৫-১৩২	১৪
৪৬শ সংখ্যিক ১৩৩-১৪০	১৬
৪৬শ সংখ্যিক ১৪১-১৪৮	১৯
৬১ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ১৪৯-১৫৬	১৯
৪৬শ সংখ্যিক ১৫৭-১৬৪	২১
৪৬শ সংখ্যিক ১৬৫-১৭২	২৩
৪৬শ সংখ্যিক ১৭৩-১৮০	২৬
৬২ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ১৮১-১৮৮	১১
৪৬শ সংখ্যিক ১৮৯-১৯৬	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ১৯৭-২০৪	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ২০৫-২১২	১৮

৬৩ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ২১৩-২২০	১১
৪৬শ সংখ্যিক ২২১-২২৮	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ২২৯-২৩৬	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ২৩৭-২৪৪	১৮
৬৪ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ২৪৫-২৫২	১১
৪৬শ সংখ্যিক ২৫৩-২৬০	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ২৬১-২৬৮	১৫
৬৫ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ২৬৯-২৭৬	১১
৪৬শ সংখ্যিক ২৭৭-২৮৪	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ২৮৫-২৯২	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ২৯৩-৩০০	১৮
৬৬ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ৩০১-৩০৮	১১
৪৬শ সংখ্যিক ৩০৯-৩১৬	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ৩১৭-৩২৪	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ৩২৫-৩৩২	১৮
৬৭ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ৩৩৩-৩৪০	১১
৪৬শ সংখ্যিক ৩৪১-৩৪৮	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ৩৪৯-৩৫৬	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ৩৫৭-৩৬৪	১৮
৬৮ সংখ্যা	
৪৬শ সংখ্যিক ৩৬৫-৩৭২	১১
৪৬শ সংখ্যিক ৩৭৩-৩৮০	১৩
৪৬শ সংখ্যিক ৩৮১-৩৮৮	১৫
৪৬শ সংখ্যিক ৩৮৯-৩৯৬	১৮

স্বাক্ষরাদি বর্ষক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কণ্ঠের দ্বিতীয় ভাগের নিষ্পত্তি পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ		সংখ্যা	পৃষ্ঠ
মহোদয় সংখ্যা: ১৯১১-১৯১২	৫৭	১	মহাকারত—সভাপত্র	৬২	১০২
ই	৫৮	৩৭	মহাকারতীয় প্রোকাঃ	৬১	২৮
ই	৫৯	৭২	মহাকারতীয় প্রোকাঃ	৬০	১০৪
ই	৬০	৯৭	মহাকারতীয় প্রোকাঃ	৬৫	১৭০
ই	৬১	১২১	মহাকারত—আদিপত্র প্রথমখণ্ড	৬৭	১৮২
ই	৬২	১৪৬	ই	৬৮	২২৩
ই	৬৩	১৭১	বৃত্তকোপনিষৎ—সুভূত	৬১	১১৪
ই	৬৪	১৯৬	বাক্যের সঠিত মানস প্রকৃতির সম্বন্ধ		
ই	৬৫	২২১	চিত্র— ক্রমিক:	৬৬	২৮৩
ই	৬৬	২৪৬	ই	৬৭	২৮৩
ই	৬৭	২৭১	ই — প্রাকৃতিক নিয়ম	৬৮	১১৮
ই	৬৮	২৯৬	বিশ্ব কল্যাণ — কায় ও কৃষ্ণ	৬৮	১৫
ই	৬৯	৩২১	ই	৬৯	৪২
ই	৭০	৩৪৬	বিশ্ব কল্যাণ — সামাজিক	৬৯	২০
ই	৭১	৩৭১	শাশ্বতপন্থী	৬৩	১০
ই	৭২	৩৯৬	কৌশলপন্থী	৬৪	১৫
ই	৭৩	৪২১	কৌশলী	৬৫	১৪
ই	৭৪	৪৪৬	সাম্প্রদায়িক	৬৬	৪
ই	৭৫	৪৭১	সাইনিক	৬৬	২৭৭
ই	৭৬	৪৯৬	কৌশলী	৬৭	১১৯
ই	৭৭	৫২১	কৃষ্ণকোষ	৬৮	১৮
ই	৭৮	৫৪৬	কৃষ্ণকোষের প্রথমভাগের সঙ্কলন	৬৯	২৭
ই	৭৯	৫৭১	কৃষ্ণকোষের দ্বিতীয়ভাগের সঙ্কলন	৭০	১১
ই	৮০	৫৯৬	কৃষ্ণকোষের তৃতীয়ভাগের সঙ্কলন	৭১	২৭
ই	৮১	৬২১	কৃষ্ণকোষের চতুর্থভাগের সঙ্কলন	৭২	২৭
ই	৮২	৬৪৬			
ই	৮৩	৬৭১			
ই	৮৪	৬৯৬			
ই	৮৫	৭২১			
ই	৮৬	৭৪৬			
ই	৮৭	৭৭১			
ই	৮৮	৭৯৬			
ই	৮৯	৮২১			
ই	৯০	৮৪৬			
ই	৯১	৮৭১			
ই	৯২	৮৯৬			
ই	৯৩	৯২১			
ই	৯৪	৯৪৬			
ই	৯৫	৯৭১			
ই	৯৬	৯৯৬			
ই	৯৭	১০২১			
ই	৯৮	১০৪৬			
ই	৯৯	১০৭১			
ই	১০০	১০৯৬			
ই	১০১	১১২১			
ই	১০২	১১৪৬			
ই	১০৩	১১৭১			
ই	১০৪	১১৯৬			
ই	১০৫	১২২১			
ই	১০৬	১২৪৬			
ই	১০৭	১২৭১			
ই	১০৮	১২৯৬			
ই	১০৯	১৩২১			
ই	১১০	১৩৪৬			
ই	১১১	১৩৭১			
ই	১১২	১৩৯৬			
ই	১১৩	১৪২১			
ই	১১৪	১৪৪৬			
ই	১১৫	১৪৭১			
ই	১১৬	১৪৯৬			
ই	১১৭	১৫২১			
ই	১১৮	১৫৪৬			
ই	১১৯	১৫৭১			
ই	১২০	১৫৯৬			
ই	১২১	১৬২১			
ই	১২২	১৬৪৬			
ই	১২৩	১৬৭১			
ই	১২৪	১৬৯৬			
ই	১২৫	১৭২১			
ই	১২৬	১৭৪৬			
ই	১২৭	১৭৭১			
ই	১২৮	১৭৯৬			
ই	১২৯	১৮২১			
ই	১৩০	১৮৪৬			
ই	১৩১	১৮৭১			
ই	১৩২	১৮৯৬			
ই	১৩৩	১৯২১			
ই	১৩৪	১৯৪৬			
ই	১৩৫	১৯৭১			
ই	১৩৬	১৯৯৬			
ই	১৩৭	২০২১			
ই	১৩৮	২০৪৬			
ই	১৩৯	২০৭১			
ই	১৪০	২০৯৬			
ই	১৪১	২১২১			
ই	১৪২	২১৪৬			
ই	১৪৩	২১৭১			
ই	১৪৪	২১৯৬			
ই	১৪৫	২২২১			
ই	১৪৬	২২৪৬			
ই	১৪৭	২২৭১			
ই	১৪৮	২২৯৬			
ই	১৪৯	২৩২১			
ই	১৫০	২৩৪৬			
ই	১৫১	২৩৭১			
ই	১৫২	২৩৯৬			
ই	১৫৩	২৪২১			
ই	১৫৪	২৪৪৬			
ই	১৫৫	২৪৭১			
ই	১৫৬	২৪৯৬			
ই	১৫৭	২৫২১			
ই	১৫৮	২৫৪৬			
ই	১৫৯	২৫৭১			
ই	১৬০	২৫৯৬			
ই	১৬১	২৬২১			
ই	১৬২	২৬৪৬			
ই	১৬৩	২৬৭১			
ই	১৬৪	২৬৯৬			
ই	১৬৫	২৭২১			
ই	১৬৬	২৭৪৬			
ই	১৬৭	২৭৭১			
ই	১৬৮	২৭৯৬			
ই	১৬৯	২৮২১			
ই	১৭০	২৮৪৬			
ই	১৭১	২৮৭১			
ই	১৭২	২৮৯৬			
ই	১৭৩	২৯২১			
ই	১৭৪	২৯৪৬			
ই	১৭৫	২৯৭১			
ই	১৭৬	২৯৯৬			
ই	১৭৭	৩০২১			
ই	১৭৮	৩০৪৬			
ই	১৭৯	৩০৭১			
ই	১৮০	৩০৯৬			
ই	১৮১	৩১২১			
ই	১৮২	৩১৪৬			
ই	১৮৩	৩১৭১			
ই	১৮৪	৩১৯৬			
ই	১৮৫	৩২২১			
ই	১৮৬	৩২৪৬			
ই	১৮৭	৩২৭১			
ই	১৮৮	৩২৯৬			
ই	১৮৯	৩৩২১			
ই	১৯০	৩৩৪৬			
ই	১৯১	৩৩৭১			
ই	১৯২	৩৩৯৬			
ই	১৯৩	৩৪২১			
ই	১৯৪	৩৪৪৬			
ই	১৯৫	৩৪৭১			
ই	১৯৬	৩৪৯৬			
ই	১৯৭	৩৫২১			
ই	১৯৮	৩৫৪৬			
ই	১৯৯	৩৫৭১			
ই	২০০	৩৫৯৬			
ই	২০১	৩৬২১			
ই	২০২	৩৬৪৬			
ই	২০৩	৩৬৭১			
ই	২০৪	৩৬৯৬			
ই	২০৫	৩৭২১			
ই	২০৬	৩৭৪৬			
ই	২০৭	৩৭৭১			
ই	২০৮	৩৭৯৬			
ই	২০৯	৩৮২১			
ই	২১০	৩৮৪৬			
ই	২১১	৩৮৭১			
ই	২১২	৩৮৯৬			
ই	২১৩	৩৯২১			
ই	২১৪	৩৯৪৬			
ই	২১৫	৩৯৭১			
ই	২১৬	৩৯৯৬			
ই	২১৭	৪০২১			
ই	২১৮	৪০৪৬			
ই	২১৯	৪০৭১			
ই	২২০	৪০৯৬			
ই	২২১	৪১২১			
ই	২২২				



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

করাপত্র। অগুণমোহকর্ত্তেরদ্বারাযেহেঁদেহেঁদেঃশিক্ষাক্ষেপার্যাকরুণং নিরুজ্জ্বলং হ্রস্বোক্তোক্তিরমিতঃ।
অথপত্রাংবা ভদ্রকরং গণিতমাত্রে ।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে

তৃতীয়ং সূক্তং

মধুচ্ছন্দঃকবিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

৩১

১ যজ্ঞন্তি ব্রধুমরুৎ চরন্তুৎ
পরিতস্থবঃ ! রোচন্তেরোচনা
দ্বিবি।

১ 'ব্রধুং' আদিভাষ্যে ইন্দ্রং 'অকরং' অদি-
রপং ইন্দ্রং 'চরন্তুৎ' বায়ুতপং ইন্দ্রং 'পরিতস্থবঃ'
পরিভোক্তবহিঃসঃ সর্বলোকবহিঃসঃ প্রাদিবাঃ 'কুঞ্জি'
হকীয়ে কর্ম্মদি দেবতায়েন সমুৎস্ব কুঞ্জি 'রোচ-
না' রোচনামি নকত্রাদি ইন্দ্রস্য মুত্রিংশেবকুত্রাদি
দ্বিবি' দুঃলোকং 'রোচন্তে' প্রতাপন্তে।

১ সমুৎস্ব লোকের আদি পণ আদিত্য
রূপ ইন্দ্রকে অগ্নিরূপ ইন্দ্রকে বায়ুরূপ ইন্দ্র-
কে আপন আপন কর্ম্মতে দেবতা রূপে যুক্ত
করে, ইন্দ্রের অববর বিশেষ নকত্র নকল
আকাশে প্রকাশ পাইতেছে।

৫২

২ যজ্ঞস্তস্য কাশ্যা হরী বিগক-
সা যজ্ঞে। শোণা ধুকু নুবাহসা।

২ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'রুধে' 'কাশ্যা' কামৌ ভাবয়ি-
তবৌ 'বিপকসা' 'বিপকসৌ' 'বিধিধে পাকনী কৃষসা
পার্থৌ যথো অথথো চৌ রুগসা যথোঃ পাথং
যোজিতাইভাথঃ' 'শোণা' 'শোণৌ' রুকরনৌ 'ধুকু'
হাণেকৌ 'নুবাহসা' 'নুবা'হসৌ নুবাং পুত্রমাণাং ইন্দ্র
পুত্রস্বাধিপ্রসুখানাং বাহুকৌ 'হরী' এতন্নামনৌ
দ্যাবনৌ নারথকঃ 'কুঞ্জি'।

২ রক্ত বর্ণ নির্ভর প্রাণীর ও রক্তের
উভয় পাথে যোজ্য হরি নামক ইন্দ্রের বাহক
সহি অথ এই ইন্দ্রের বধে নারধির যোজন্য
করে।

৩৩

৩ কেতুং রুণম্কেতবে পেশো-
মর্য্যাপেশসে। সমুৎস্বিরজা-
ম্বধাঃ।

৩ হে 'ধর্য্য' সমুৎস্ব ইত্যাক্ষর্য্য-পশ্যতঃ। আদি-
ভাষ্যেপোহং ইন্দ্রং 'উমুক্তি' উমঃ কাশিঃ পরিভঃ প্রাভি-
সনং 'গং' অজ্ঞাধর্য্য 'সব্জাতত সমুৎস্বগাত' 'অভে-
সনে' 'বাহৌ' মিতুগ্ভিতুতকেন প্রজ্ঞানবহিত্য প্রাণি-
ন প্রাতঃ 'কেতুং' প্রজ্ঞানং 'কুশন' কুশনং 'অপেশনে'
সংক্রিয়াকারাতুতয়েন কামভিব্যাক্ষ্যং রূপবহিত্য
পরাধীয় 'অজ্ঞারনিভারয়েন প্রাতঃ' 'পেশঃ' রূপং
অভিব্যাক্ষ্যমানং কুশনং।

৩ হে সমুৎস্ব সকল আশ্চর্য্য দেখ মিত্রাতে
অভিভূত চেতন রহিত আণিকে চেতন করত
এবং অজ্ঞাকারে আবৃত রূপ বীন পরার্থকে
রূপ প্রদান করত প্রভি দিন উবা কালের
সহিত সূর্য্য রূপ ইন্দ্র উভয় হয়েন।

মরুতোদেবতা

৫৬

৪ আদহঃ স্বধামনু পুনর্গত্ব-
নেরিরে। দধানানাম যজ্ঞিষৎ।

৪ দেবর্ষিঃ 'আহ' অমরণ্যঃ 'অহঃ' এর 'ধামন' অর্থাৎ 'জন্ম' 'অনুপলভ্য মরুতোদেবতার মেঘতোষা পুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রতিবৎসরং 'মতজ্ঞঃ' কলন্য পরিকল্পণঃ 'এরিরে' 'এরিরহতাঃ' 'সজ্জন্য' সক্রোধঃ 'নাম' 'মথানায়' দারহতাঃ।

৪ দেবর্ষিঃ কবুর পরেই মরুৎ দেবতারার মরুৎকর্তব্যঃ কতিয়া জলের গভীরপ বাস্পকে মেঘ মধ্যে প্রতিবৎসর পুনঃ পুনঃ প্রেরণা করেন। এই মরুৎ দেবতারার বিশেষযজ্ঞীয় নাম ধারণ করেন *।

ইন্দ্রঃ কঃ দেবতা

৫৬

৫ বীর্ভূচিদাকৃতু তিষ্ঠহাচিদ
শু বহ্নিভিঃ। অবিন্দউনুযাত-
নু। ১। ১। ১। ১।

৫ যে 'বহ্নি' 'বীর্ভূচ' মরুৎদিগের প্রধান্যঃ 'কঃ' 'কৃত্যসিঃ' 'তিষ্ঠিঃ' 'তিষ্ঠিঃ' 'বোহ্নিঃ' অমরণ দেবতঃ সর্বত্র মরুতঃ সতিঃ অঃ 'এতাস্য' ওষা-মূষপি হাশিষাঃ 'ইতিগঃ' গাঃ 'অনু-অভিগঃ' 'অবিন্দ' 'অভিক' বহ্নোনিগ। ১। ১। ১। ১।

৫ দুর্গম স্থানকে ভঙ্গ করিতে পারেন এবং এক স্থান হইতে অন্য বস্তু সকলকে বহন করিতে পারেন এমত যে মরুৎদেব গণ ইন্দ্রেরবিশেষ রহিত হে ইন্দ্র তুমি গহ্বরস্থিত যোগ সকলকে লাভ করিয়াছিলে। ১। ১। ১। ১।

৫৬

৬ দেবযজ্ঞোষথা স্তি মচ্ছা বি-
কল্পসং গির্যঃ। মহাশনুযত ক্রতং।

* ইন্দ্র অসত্যের ইচ্ছায় বিশেষ বিশেষ নর ওষা মরুৎ দেবতারার মরুৎকর্তব্য উক্ত করেন।

৫ পানি নামক অনুবেরা যেস যেক সইতে কতক ণীম যোগ অপসরং পতিয়া গাঃ সনিককে অক্ষতঃ প্র-কর্য বাশিষাঃ মরুৎদেবতারিগের সতিঃ ভঙ্গ ভাষারিগকে উদ্ধার কতিয়াছিলে, এই প্রকৃতিঃ উপাশ্যানকে অভিপ্রায় করিয়া এইধক উক্ত হইয়াছে।

৬ 'দেবযজ্ঞঃ' দেবানু ইচ্ছাঃ 'গির্যঃ' স্তোত্রঃ। 'অভিগঃ' 'বিরমণ্যঃ' 'বিরম' 'সহিমান' 'বেদযৎ' 'বসু' 'ধনং' 'হনঃ' 'তং' 'মহাং' 'মহাশনু' 'ক্রতং' 'বিধাতং' 'মরু-দস্যঃ' 'অচ্ছা' 'অচ্ছ' 'প্রাপ্ত' 'অনুযত' 'কতবর্যঃ' 'কেন' 'প্রকারেণ' 'যথা' 'বেদ' 'প্রকারেণ' 'মতিঃ' 'মহাশনু' 'জানিবতং' 'ইন্দ্রং' 'তে' 'কবতি'।

৬ দেবতাদিগকে ইচ্ছা করিতেছেন এমত যে স্তোত্রা স্বয়িক সকল তাঁহারা ধন দ্বারা মহিমায়িত, মহানু এবং বিখ্যাত মরু-দগণকে আশ্রিত নিহিতে সেই প্রকারে স্তুতি করেন; যে প্রকারে তাঁহারা জানিবানু ইন্দ্রকে স্তুতি করেন।

মরুতোদেবতা

৫৭

৭ ইন্দ্রেণ সংহিদৃক্ষসে সংজ-
গমানো অবিতাষা। মন্দু সনান-
বচসা।

৭ যে 'সংজ্ঞা' 'অবিদ্যাম' 'সীত্রিতঃ' 'ইন্দ্রেণ' 'মহ' 'সংজ্ঞামঃ' 'সংজ্ঞামঃ' 'অঃ' 'সং-সুকসে' 'মহাঃ' 'সংজ্ঞা' 'হি' 'বসু' 'অচ্ছাতিঃ' 'সীন্দ্রে' 'ইন্দ্র-মরুতঃ' 'মহ' 'বিতাশ্রুতিঃ' 'মমান' 'বর্জসে' 'সমা' 'মহাঃ' 'দুলাদীপী'।

৭ ভয় রহিত ইন্দ্রের সহিত একত্র গমন করবে হে মরুদগণ তোমরা আমারদিগকে নিঃসন্দেহে দর্শন দেও। ইন্দ্র এবং মরুদগণ নিতঃ স্বর্ষয়ুক্ত এবং সমান দীপ্তি বিশিষ্ট।

৫৮

৮ অনবদ্যৈরতিদ্যতিশ্মাধঃ সঙ্-
স্বদচতি। গণৈরিন্দ্ৰস্য কাঠোঃ।

৮ 'অন' 'স্বা' 'যজ্ঞঃ' 'অনবদ্য' 'সোবরচিঃ' 'অতিশ্মাধিঃ' 'দ্যালোক' 'অভিঃ' 'কাঠোঃ' 'ঘনপ্রা-জেন' 'কামিঃ' 'গণৈঃ' 'মরুদগণৈঃ' 'মহ' 'ইন্দ্রস্য' 'ইন্দ্রং' 'সংজ্ঞং' 'মলসুক্য' 'যথা' 'কবতি' 'কবতি' 'পুরুষতি' 'প্রীক্ষতী' 'চক্ষুঃ'।

৮ দোষ রহিত, দ্যালোক প্রাপ্ত কল-দাতা যেরূ প্রার্থনীয় মরুদগণদিগের সহিত ইন্দ্রকে এই যজ্ঞ বল প্রদান করত স্তুত্ব করে।

৫৯

৯ অতঃ পরিক্রময়গাহি দিবো-
বা রোচনাদধি। সমন্নিম্বল্লতে
গির্যঃ।

সহস্রাব্দব্যাপকগাথাবিন্যাসকেই মনোবোধের পিতৃরূপ।

৪ যে ইন্দু তুমি উদ্ভূত তুমি বৃদ্ধাপি পরা-
জিত নহু যোগ্যে সেই অপরাজিত রক্ষা
দ্বারা যুদ্ধের সহস্রাব্দেও আশ্রয়দিগ্ধকে
রক্ষা কর।

৫ ইন্দুঃ বৃষাঃ মহাধনইন্দুভূতে
হবানভ্যঃ। যুদ্ধঃ বৃহেয় বজ্রি-
নঃ। ১১। ১১। ১৩।

৫ ইন্দুঃ বৃষাঃ মহাধনইন্দুভূতে হবানভ্যঃ। যুদ্ধঃ বৃহেয় বজ্রিনঃ। ১১। ১১। ১৩।

৫ সত্য পদার্থ নিমিত্তে আশ্রয়দিগ্ধের সহ-
কারী এবং সত্য পদার্থের সহকারী বজ্র উক্ত
ইন্দুকে আশ্রয় আশ্রয় করিতেছি। অপর
পদার্থ নিমিত্তেও আমরা ইন্দুকে আশ্রয়
করিতেছি।

৬ সত্যে বুদ্ধমুখং চক্ৰং সত্রাদা-
বৃষপাবৃধিঃ। অশ্বাভ্যামপ্রতিমুঃ তঃ।

৬ সত্যে বুদ্ধমুখং চক্ৰং সত্রাদাবৃষপাবৃধিঃ। অশ্বাভ্যামপ্রতিমুঃ তঃ।

৬ যে বুদ্ধমুখ ইন্দু হে এককালে সর্ব
কাল পদার্থসকল তুমিই যোগ্যে উদ্ভাটন
পরিচালনা করিতে পার। তোমার নিকটে
আমরা সত্য সত্যে আশ্রয় করি তাহাতে
তুমি আমাদের পদ পূস্কারণ কর না।

৭ ইন্দুঃ বৃষাঃ বৃহতীঃ। ন বিদ্বৈ অস্য
সুকৃতিঃ।

৭ ইন্দুঃ বৃষাঃ বৃহতীঃ। ন বিদ্বৈ অস্য সুকৃতিঃ।

৭ ইন্দুঃ বৃষাঃ বৃহতীঃ। ন বিদ্বৈ অস্য সুকৃতিঃ।

৭ প্রতি দেবতাকে যে যে উৎকৃষ্ট স্তোত্র
সকল আছে সে সমস্ত একত্র হইলেও তা-
হাকে বজ্রবৃক্ষ এই ইন্দুর যোগ্য স্তুতি রূপে
পাঠ্য করি না।

৮ বৃষা যুথেষ বং সগাঃ কৃক্ষীরি-
যুর্ভ্যোজসা। ইন্দুনোঅপ্রতি-
কৃতঃ।

৮ বৃষাঃ বৃষাঃ বৃহতীঃ। ইন্দুঃ কৃক্ষীরি-
যুর্ভ্যোজসা। ইন্দুনোঅপ্রতিকৃতঃ।

৮ কামা বস্তুর মর্মে কর্তা ইন্দু স্বকীর
বস্তুর দ্বারা অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তে নন্দুবা
সকলকে প্রাপ্ত করেন, যেমন শোভন গতি
বিশেষ কোন এক পক্ষ বৃষা যোগ্য সকল-
কে প্রাপ্ত হয়, সেই ইন্দু সমর্থ এবং তাঁহার
নিকটে আমরা সত্য আশ্রয় করি তাহাতে
তিনি কখনো শব্দ প্রত্যুচ্চারণ করেন না।

৯ যএকশ্চবর্ণীনাং বসুনানির-
জ্যতি। ইন্দুঃ পক্ষিক্তীনাং।

৯ যএকশ্চবর্ণীনাং বসুনানিরজ্যতি। ইন্দুঃ পক্ষিক্তীনাং।

৯ এক যে ইন্দু তিনি মনুষ্যের ইন্দুর ধ-
নের ইন্দুর এবং নিবাস যোগ্য পক্ষিক্তির
ইন্দুর।

১০ ইন্দুঃ বোবিশ্বতস্পরিহবা-
মহে জনেভ্যঃ। অশ্বাক্ষরস্ত্র কে-
বলঃ। ১১। ১১। ১৪।

১০ ইন্দুঃ বোবিশ্বতস্পরিহবামহে জনেভ্যঃ। অশ্বাক্ষরস্ত্র কেবলঃ। ১১। ১১। ১৪।

১০ হে ভক্তিগণধরমায়ঃ 'বিশ্বতঃ' সর্বেভ্যঃ 'মনে-
ভ্যঃ' 'পরি' উপরিষিতং 'ইন্দ্রং' 'হঃ' যুজসর্ভং
'হরামহে' 'আজ্ঞাধারঃ'। নইন্দ্রঃ 'আম্বাকং' 'দেবলঃ'
'অশাধারঃ' 'অস্ত'। ইত্যন্তোপাধিকং অনুগ্রহং
বরোজিতার্থঃ। ১। ১। ১৪।

১০ হে স্বকমান আর স্বহিকেরা সর্গ জন
হইতে উপরিষিত ইন্দ্রকে ভোমারদিগের
নিমিত্তে আমরা আস্থান করিতেছি। ইন্দ্র
কেবল আমারদিগের হউন। ১। ১। ১৪।



মহাতারত

পাণ্ডু পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের
অস্ত্র পরীক্ষা।

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে * অস্ত্র
পক্ষে কৃতবিদ্যা দেধিরা রূপ, সোমহৃত,
বাহুস্বাক, ভায়, ব্যাস ও বিদুরের সমক্ষে
শ্রেণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিলেন
“মহারাজ! রাজকুমারেরা কৃতবিদ্যা হইয়া-
ছেন, আপনাদের মতি অনুমতি কর তবে তাঁ-
নারা স্ব স্ব শিকার পরিচয় প্রদান করেন।”
দুপতি ইহা শ্রবণ করিয়া অতি হৃষ্ট অন্তঃ-
করণে কহিলেন “হে ষিকোত্তম ভারত্বাক!
আপনি মতৎকর্ম করিয়াছেন। এই অস্ত্র
পরীক্ষার নিমিত্ত যে দেশ ও যে কাল আ-

পনি উপযুক্ত বোধ করেন, আত্মা করুন
আমি তাহাই বিধান করি। আমার স্বয়ং
চর্শন সামর্থ্য নাই, এইক্ষণে এই অভিগাম
বে চক্ষু রত্ন বিভূষিত গুরুগেরা আমার
পরীক্ষিত পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা দৃষ্টি ক-
রুন।” “আচার্য্য! গাছা অনুমতি করেন হে
বিদুর! গাছা তুমি পালন করা হে স্বর্ষক
গল! এতাদৃশ শ্রিত কর্দ আমারদিগের
আর কিছুই নহে।” তদনন্তর জুপতিকে
সন্তুষ্ট পূর্বক বিদুর বাহিরে আগমন করি-
লেন। মহাপ্রাজ্ঞ শ্রেণাচার্য্য কুমারদিগের
অস্ত্র পরীক্ষা নিমিত্তে বাহাতে বৃক নাই
জ্ঞানু নাই এবং পুকার গমপ্রভবগণাশী এক
ধণ্ড তুমি পরিমাণ করিলেন। তদনন্তর
উত্তম তিথি ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া তাহা-
তে যথা বিধি দেবার্চনা করিলেন। সমাজ
মধ্যে এবিষয়ের ঘোষণাস্বর নিয়োজিত
শিষ্যকারদিগের দ্বারা রক্ত তুমি প্রান্তে রাজা
ও রাজ মহিষীদিগের জন্য সর্গ অস্ত্রে পরি-
পূর্ণিত, স্বর্ণ মণি হৃত্ত্বিত, মুক্তা জাল পরি-
লম্বিত, হবিপুল সর্বাঙ্গ হন্দর দিবা প্রেক্ষা-
গার হরচিত হইল। প্রথম লোকদিগের
নিমিত্তে বিস্তারিত উচ্চ মঞ্চ সকল নির্মিত
হইল। অনন্তর নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত
হইলে ভীম ও রূপাচার্য্যকে অস্ত্রের করিয়া
মহারাজা মন্ত্রী গণ সবে প্রেক্ষাগারে আগ-
মন করিলেন, এবং ভাগ্যবতী পাক্ষারীণী,
পাণ্ডব জন্মদী কুন্তী, ও রাজ পরিবারক অন্য
অন্য স্ত্রী সমস্ত ছাত্র পরিক্ষয় পরিধান পূ-
র্বক পরীচারিকা গণ সবে বেবকন্যাগিণের
বেকুণিগিরি আরোহণের ব্যায় মঞ্চোপরি ল-
মারোহণ করিলেন। নগর হইতে ব্রাহ্মণ,
ক্সত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, চাতুর্ভূগ্য জন সমস্ত

* কুর হং শূত্র মঃ শূত্র পুত্র বিচিত্রবীর্ষ কাশী না-
জার অধিকা ও অঘালিকা নামে দুই জন্যতে বিবাহ
করেন। তাঁহার পরলোক গমনানন্তর বেবকন্যার
ঐশ্বর্য আধিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অঘালিকার গর্ভে
পাণ্ডুরাজার জন্ম হয়। দুর্গোধন দুশালান প্রকৃতি
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র। পাণ্ডু নিঃসন্তান হইলেন; তাঁহার
মহিষী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বাহু ও ইন্দ্রের দ্বারা দুধিষ্টি-
ভীম এবং অর্জুন এই তিন পুত্রের উপরি এবং
অন্য মহিষী মাদুরি গর্ভে অধিনী কুমার হদের দ্বারা
নকুল ও সহদেবের জন্ম হইবার আখ্যান আছে।
এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্গোধনামিকে এবং পাণ্ডু পুত্র
দুধিষ্টির প্রকৃতিকের ভারত্বপুত্র শ্রেণাচার্য্য অস্ত্র বিদ্যার
উপদেশ করেন।

† ভীম সান্তনু রাজার পুত্র, এবং বাহুলীক রাজা
তাঁহার ভ্রাতা। অনুমানতঃ বাহুলীক সেন্য (বালক)
ইহার রাজা ছিল। সোমহর এই বাহুলীক রাজার
পুত্র। ব্যাসের ঐশ্বর্য ও শূদ্রার গর্ভে বিদুরের জন্ম
হয়। লভ্যধতির পুত্র রূপ; ইহার ভগিনী কৃপাকে
শ্রেণাচার্য্য বিবাহ করেন।

‡ হুলে আছে যে “মহাশঙ্করাধার্য্যপুত্রঃ জাম
পমাজনায়। বিপুলানুকূয়োপেভ্যাক্ষিকান্দ মহা-
ধনায়ঃ” “বনশীল গ্রামে লোকেরা গ্রহণ উচ্চ মঞ্চ
সকল ও শিবিকা সকল প্রস্তুত করাইলেন।” এ হুলে
শিবিকা শব্দের পরিবর্তে শিবির শব্দ উপযুক্ত হয়।

§ ধৃতরাষ্ট্রের মহিলীর নাম পাক্ষারীণী। পাক্ষার শে-
ণীত রাজার কন্যা প্রসূক ইনি পাক্ষারী নামে খ্যাত
হইলেন।

কুমারদ্বিগের অল্পপ্রবীণা দর্শনাভিলাষে কণ কাল মধ্যে রক্ষভূমিতে একত্র সমাগত হইলেন। বাদকদিগের রণবাহাদুরী ও জন সমূহের কৌতূহল ধ্বনি দ্বারা রক্ষ লম্বাক তরঙ্গোপিত মহা সমুদ্র তুল্য আন্দোলয়মান হইল। তখন স্বরূপকেশ, গুরুশ্যামল, গুরু-বস্ত্র পরিধান, স্তম্ভ ঘঞ্জোপবীত, এবং গুরু মালাবুলেপন বিশিষ্ট রক্ষগুরু জ্যোতিষ্য স্বপূজ্য সম্মতিবাচ্যের রক্ষ ভূমিতে প্রবেশ করিলেন, যজ্ঞে দ্যুতিমান নিবাকর নির্মল আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলে গগনরণ কামে। তখন আচার্য্য দেবার্জুন করিলেন, তিনিপূর্ণ মন্ত্রক জ্যোতিষ্য লোক মঙ্গলাচরণ করিলেন, এবং পূজ্যক নামান সমাপ্ত হইলে রাজ জ্যোতিষ্য কুমারদ্বিগের অল্প প্রজ্ঞামি উপকারণ করিয়া রক্ষ ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তখন গুরু অঙ্গুলিপ্রদান, কক্ষ্য বাক্য, এবং তখন ধনু বন্ধ করত মন্ত্রাচ কুমারে সকল জ্যোতিষ্য ভিত্তি মনে মনে মন্ত্রাচ পেশী বন্ধ হইয়া রণ ক্ষেত্রে প্রবেশ হইলেন ও মন্ত্রাচ পেশী তার সিন্ধা সকল মনসে মনসে মন্ত্রাচ পেশী বন্ধ করিলেন। চতু-র্দিকি ভীষণ বাণ বিস্তার। লোক সকল বি-ম্বিত হইয়া দৃষ্টি করিতেছে। অমেকে শর-ক্ষেপ ভয়ে মহান দম্ব করিতেছে। স্তম্ভ ঘনামমান অশ্রাক্ত যোদ্ধাণে বিবিধ নামা-কিত বাণ এক্ষেপে বিনা আয়াসে দূরবর্তী গম্য সকল ভেদ করিতেছে। গন্ধর্ব সমশো-ভদমান ধন্যশরণীল কুমার মৈনোয় পরাক্রম প্রতীতি করির মন সমুদ্র চমৎকারে গির হইল। স্তম্ভ সহস্র পরিমাণে লোক সকল বি-ম্বিত হইলে উৎকণ্ঠনো হইয়া উৎকণ্ঠনো সাধু-নাথ ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই মহাবল দার মন রথ, গজ, মন্থ পুষ্টিগরি আরোহী হইয়া কক্ষ্য ধনু শর প্রয়োগ মহাবিক্রম

প্রকাশ করিতেছে, কক্ষ্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহ যুদ্ধে মন্ত হইতেছে, খড়্গ চর্ম ধারণ পূর্ক পরস্পর অস্ত্র প্রহারে বিচেষ্টিত হইয়া রক্ষময় বিচরণ করিতেছে। তাহার-দ্বিগের মনের হৈর্ষ্য, হস্তের দৃঢ় মুক্তি, অ-স্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ, শরীরের হ্রশোতা, গম-নের প্রবীর বেগ এবং হল্যাব অক্ষ চর্ম্যা লোক সকল মন্ব হইয়া বেধিতে লাগিল। অন্যন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নিত্য হুই ভীম দুর্ঘোধান প্রত্যেকে কক্ষ বন্ধ করিয়া গমা হস্তে একশৃঙ্গ পর্কিত সমান দণ্ডায়-মান হইলেন। এবং হস্তিনী নিমিত্ত মদ-মত্ত হস্তী ধয়ের ন্যায় ভীষণ গর্জন পূর্কক বাম দক্ষিণে চক্রাকারে সঞ্চার করিতে লাগিলেন। এই তমুল সংগ্রাম কালে ভীম বা দুর্ঘোধানের প্রতি পক্ষপাত প্রযুক্ত রক্ষ লম্বাক হুই বলে বিভক্ত হইল, এবং লহসা হা ভীম হা দুর্ঘোধান এই প্রকার বি-পুল ধ্বনি উৎপিত হইতে লাগিল। তখন রক্ষ ভূমিকে তরঙ্গোপিত মহাধন তুল্য আন্দোলয়মান দেখিয়া হস্তিন জ্যোতিষ্য্য স্থায় শ্রিয় পূজকে কহিলেন “ অক্ষপামা! মহাবীর্ষ্য ভীম দুর্ঘোধানকে নিবারণ কর, থাকান্তে তাহারদ্বিগের রক্ষ একোপ না হয়। যুগান্ত কালের প্রলয় পবন প্রহার দ্বারা বি-পুল তরঙ্গোপিত উদ্ভস্ত লম্বুজের ন্যায় একু-পিত উদ্ভ্যতগম মহাবীর ভয় গুরু পূজের নিবারণ বাক্য বর্ষণে হস্তরাং ক্ষান্ত হই-লেন।

তখন জ্যোতিষ্য্য রক্ষ ক্ষেত্র মধ্যে উপ-স্থিত হইলেন, এবং মহা মেঘ গর্জনে সম বাহুধনি বন্ধ করাইয়া কহিলেন “ আমার পূজ হইতেও প্রিয়তর, সর্ব অস্ত্র বিশাশ্ব, ইন্দ্রানুজ লম অর্জুন! এখন আগমন কর।” আচার্য্যের বচন শুনিয়া অর্জুন বর্ষোচিত মঙ্গলাচরণ পূর্কক গোধা, অঙ্গুলিপ্রদান, এবং কাঞ্চন কবচ পরিধান করিয়া শর পূর্ণ ভূগ ও ধনুক লঙ্ঘে সায়ং কালিক সূর্য্য প্রভা প্রদী-পিত, ইন্দ্র ধনু শোভায় বিচিত্রিত, এবং বিদ্যুজতা প্রকাশে উজ্জ্বলিত অলধর লম শোভাযুক্ত হইয়া রক্ষ মধ্যে অবতীর্ণ হই-

* মিলি ৩ জ্যোতিষ্য অনুসারে মঙ্গলের মন্ত্রিত সূর্য্যের যোগ হইলে তাহার অস্ত্র তরঙ্গোপিত হইয়া পৃথি-বতে অনাবৃষ্টি হয়। হবার নাম কৃষ্ণপৃথ যোগ। অস্ত্রের এক্ষেপে সেই কৃষ্ণপৃথ যোগের উপমা দিয়া জ্যোতিষ্য্য ও তাহার পূজের অতিশয় তেজঃ হস্তাচ প্র-তিপন্ন করিয়াছেন।

লেন* । তাঁহার আগমনে রক্ত স্নায়ু দর্শক গণ বিস্ময়াপন্ন হইল । চতুর্দিকে শব্দ নাম ও বিবিধ বায়ুধ্বনি প্রবাহিত হইল । চতুর্দিক হইতে এবস্পকার প্রতিষ্ঠা রব প্রেরিত হইল, যে “এই মধ্যম পাণ্ডবী জীমান্ কুন্তীহৃত ইন্দ্রের পুত্র ; ইনি কুরু বংশের রক্ষা কর্তা ইনিই সর্বোত্তম অস্ত্র পণ্ডিত, ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হুশীল ধর্ম প্রাপালক ।”^১ সম্রাটের স্বখ্যাতি স্বরূপ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে জননী কুন্তীর আনন্দ অশ্রুতে বশক আশ্র হইল । এই যশঃ শব্দ ধারা স্রাবিত-পূর্ণ হইয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্র স্রুত মনে বিহুরাক জিজ্ঞাসা করিলেন, “সহসা উপিত মহা ভীষণ নাম যে গগন তেজ করিতেছে এ কি ?” এবং তিনি অর্জুনের অবতরণ শুনিয়া আপনাকে ধন্য মানিলেন, ও পাণ্ডবদিককে শাধু বাদ করিলেন ।

অর্জুন হর্ষাধ্বিত রক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র অস্ত্র বল প্রকাশ করিলেন । অগ্নি অস্ত্র, বরুণ অস্ত্র, পার্শ্বিত অস্ত্র প্রভৃতিগুণ

ধারা সনস্ত লোককে চমকিত করিলেন । তিনি ক্ষণে দৌধাকার, ক্ষণে হস্ত, ক্ষণে চক্ষু মুখস্থিত, ক্ষণে রথ মদ্য স্থানে দ্রাব্যমগ্ন, ক্ষণ মধ্যে ভ্রমিতলে অবতীর্ণ হইতে চেন ; বিবিধ শর ধারা অতি কোমল, ক্ষমিন, নিসূক্ষ লক্ষ্যাকে তাঁহু রূপে ভেদ করিলেন । ক্রমশ শীল লৌহ বরাহের মূর্গ চারে এক কালে পৃথক পৃথক বাণ খেপণ করিলেন । রক্ত ধারা অবলম্বিত বিধাণ কোমল হিত মধ্যে একবিশিষ্ট শর বিক্ষ করিলেন । এবস্পকার ধনু ধারা, ষড়গ ধারা, ও বিশিষ্ট ষড়শীল গদাচর্যা ধারা মহাবীর্ষ্য অস্ত্র কুশল অর্জুন অস্কৃত নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন ।

তাঁহার কৃত্য সমাপ্ত হইল, সমাজ মন্দীভূত হইল, বায়ুধ্বনি স্তম্ভ প্রায় হইল । তখন পক্ষ তারা প্রবিষ্ট সারিত্রঃ সংযুক্ত চক্রমার ন্যায় পক্ষ পাণ্ডব ধারা গুরু ভ্রোণ

* ইণ্ডিয়ায় ১৭ অর্জুনের ইন্দ্রের মূর্ণাধিত অস্ত্র ও অশ্রুতানি বিচিত্র গোকার উপরূপ উপমা হইয়াছে ।
 † অর্জুন কুন্তীর তৃতীয় পুত্র, তবে মাদীসুত মনুল সহস্রের নব্বই পক্ষ পাণ্ডবের তিনি মধ্যম বটেম ।

‡ এই সকল অস্ত্র অসুনা বিদ্যমান নাই, ও তাঁহার তাৎপর্য সম্বন্ধ জ্ঞাত হয় না; এ নিমিত্ত এই অংশের অনুবাদ কিঞ্চৎ সংক্ষেপে করা গেল। কিন্তু ইহা নিতান্ত মস্তব যে এ সমস্ত এক কালে বহু বহু কল্পিত বটে। পূর্বে কালে নানা দেশে আগ্রহ অস্ত্র প্রকৃতির প্রচারণ ছিল। আলেকজান্দার যৎ কালে টায়ের (Tyre) নগর আক্রমণ করেন, তখন ঐ নগরীর লোকের জিপামান আগ্রহ অস্ত্র ধারা তাঁহার নির্মিত নাক মণ্ডিত নাক হইবার আশঙ্কার তিনি ভাঙা আমরচর্ম ধারা আবৃত করিয়াছিলেন। এরিয়ান সপ্তদ লিখিত কালেই তাঁহার লোকের আগ্রহ অস্ত্রের অগ্রভাগে অগ্নি লগ্ন করিয়া ভাঙা ভাগ করিত (Alexander's Expedition, book 2, ch. 18 and 21.) ইউরোপ নার্মান লোকদিগের এক প্রকার রথ যন্ত্র ছিল তাহা হইতে জঁহারী শূল ও প্রহর লকল বহু বুরে রূপে পণ করিত, এবং পোত ও নদীর নক করিবার জন্য শরের অগ্রভাগে লক্ষ্যমান পদার্থ বুক করিয়া দিত (Penny Cyclopaedia, Arms.)
 † বোধ হয় পুরোধীক আগ্রহ অস্ত্র নরুল আয়ারদিগের অগ্নি বাণ ছিল। বাস্তবিক যমু লক্ষিয়ার প্রান্তিক-পথ হইতেই কে পুরা কালে ভারতবর্ষে অগ্নি সিংধাবাদ অস্ত্র প্রচার প্রসিদ্ধ ছিল (৭ অধ্যায় ৯০ প্রস্তি)।

ইত্যাদি তাঁহার অস্করণ নাম যে নামানামগণের মাত্র ভেদে অস্ত্র বর ধারা হিন্দুরা প্রায় রূপে করিত, এবং তাহা ই পাশ্চাত নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেক। কলকাতা করি। সেই সমস্ত অস্ত্রের অগ্নি, পাক, বরুণ প্রভৃতি মৎ মৎ নাম অনুসারে তাৎকালিকের বিবরণে অনেক ভাষা লক্ষ্য করিয়াছেন।

‡ পূর্বে কালে কুরু লকল ভেদে করা কাল লোকদিগের অতি প্রায় ব্যাপ্য ছিল। দুইনকার ষড়শর বুরাধ অধিকের বিবিধ অস্ত্রে। উক্ত

‡ তাঁর অধোগ্রাণে এক যন্ত্র, সেই যন্ত্রের মূর্ণাধিত হিন্দু ধারা অর্জুনের শর উল্লিখিত বাক্য পরিমার্জিত হইয়াছে; যৎকালে এ দেশীয় যোদ্ধাদিগের হস্তিগণা নিপুণতার স্বীকৃতি বুরাধ মধ্যকার হাতি ইতিমধ্যে বিস্তৃত আছে। গ্রীক গ্রন্থে কঠা এতিহাস কথিত হইলে যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা যে ধনুল বেগে শত্রুকে করেন, তাহাতে কলক, মাদীসুত উপরূপ, সঃ অগ্নি সৌম অস্ত্রাদি এইত লগ্নি মাত্রে তাহার শত্রুকে অতিমত করিত পারে (Indian History, chapter 16.) হিন্দুদিগের সখিত যন্ত্র কালে যৎ প্রচার ধারা আলেকজান্দারের উপর ভেদ হইয়া তাঁহার নক হইতে এরূপ বক্র নিসূক্ষ হইয়াছিল যে তিনি মূর্ণাধিত এই যন্ত্র প্রায় হইয়াছিলেন (Arrian's History of Alexander's Expedition, book 6, chap. 10.)

‡ কলিত জ্যোতিষ অনুসারে সখিত (অর্থাৎ মূর্ণাধিত) বক্র মনুতের অধিভাঙ। এ নিমিত্ত ইটা সখিত নাম উক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রে পক্ষ তারা আছে (αργυρ. Corvi.) অর্থাৎ হস্ত; সখিত চক্র এইলে মনোহর উপমা হইয়াছে।

পরিশোধিত হইয়াছিলেন। আর দেবা-
 গুর সংগ্রামে দেব গণ বেষ্টিত পুত্রদের
 ন্যায় গদাচক্র হস্ত দুর্যোধন উদ্যত অস্ত্র
 সমস্ত ভ্রাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।
 এমনতর কালে রথ প্রান্তে দ্বার দেশ হইতে বক্র
 ধনি তুল্য, বল সাহসী সূচক, মহা ভীম নাম
 কর্ণগোচর হইল। জ্ঞান হইলকি মেদিনী
 বিদীর্ণ হইতেছে, কি পর্ভিত দুর্গ হইতেছে,
 কি জন পুরিত বিঘোর মেঘ রাশি দ্বারা গগন
 মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে। স্রাস্ত মাত্র চমৎকৃত
 হইয়া বস্ত্র সম্বল যোদ্ধার ভিত্তিমুখ হইল।
 জ্ঞান মাত্র অশ্বখামা যুদ্ধে দুর্যোধন দ উ-
 পস্থান করিতেছিলেন, শ্রোণচাৰ্য্য নিবারণ
 করিলেন।

তখন সকলে 'মহাকাশ' দান করিলেন,
 এবং জয়বান কর্ণ বিঃস্মরেতে উৎকল মেঘ
 হইয়া বিস্তারিত রথ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।
 তিনি সহস্রাত কবচ পরিধান, সুখো-
 ত্তলকারী দ্যুতিমান কৃষ্ণল গারণ, এবং
 ধন্য পদম গ্ৰেহণ করিয়া পনচারী পর্ভ-
 তির ন্যায় মহান আকারে আপন্ন করি-
 লেন। সেই কন্যাপুত্র সূর্য্যকনয় উগ্র-
 কণী কর্ণ বিশুল বশস্বী এবং সক্র গণের কাল
 প্রকপ ছিলেন। সিংহ, স্ববত, হস্তীর ন্যায়
 বীহাস বল, বীৰ্য্য, পরাক্রম ছিল; সূর্য্য, চন্দ্র,
 অগ্নির ন্যায় দীপ্তি, কান্ধি, দ্যুতি ছিল।
 তখন তাপ সম বীৰ্য্য সূর্য্যি; ও সিংহ হস্তা সেই
 অসংখ্য স্তম্ভাবিত স্ত্রীমান মহাবল কর্ণ চতু-
 দিকে রথ মণ্ডল নিরীকরণ করিয়া শ্রোণ
 ক্রপাচার্য্যকে অবহেল প্রণাম করিলেন।
 এই কৌতুক শূণ্য কর্ণকে দেখিয়া সমাজস্থ

সকল লোক চমৎকারে গতিহীন ও হিরনেত্র
 রহিল, তাহার পরিচয় জানিতে আকুল হ-
 ইল। তখন কর্ণ অর্জুনকে জাত্ কপে না
 জানিয়া মেঘনাদ তুল্য গস্তীর খরে কহিলেন
 "পার্শ্ব! যে সকল কর্ণ তুমি করিয়াছ, আমি
 তাহা বিশেষ নিপুণতর রূপে সম্পন্ন করিয়া
 লোকের বিশ্বাস অন্মাই।" তাহার বাক্য
 সমাপ্ত না হইতেই যেন কোম যন্ত্র দ্বারা
 উৎকল হইয়া এক কালে সকল ব্যক্তি মণ্ডা-
 রধান হইল। দুর্যোধনের পরম প্রীতি
 লক্ষিত। আর অর্জুনের চিত্তে লজ্জা ও
 কোপ আন্দোলিত হইতে লাগিল। শ্রো-
 ণের অনুমতি লইয়া রণপ্রিয় কর্ণ অর্জুনের
 কৃত সকল ব্যাপার অন্ততান করিলেন। দু-
 র্যোধন জাত্ গণ সাক্ষ মহানন্দে কর্ণকে
 আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ ধনি করিলেন "হে ম-
 হাবীজ কর্ণ! আমি তোমার, এই নুসরা-
 জ্যাও তোমার, যথেষ্ট তুমি উপভোগ কর।"
 দুর্যোধনাদি জাত্ সমূহ মধ্যে পর্ভিত সম
 কর্ণ দ্বিতীয়মান হইয়া কহিলেন "তোমার
 মিত্রতা প্রাপ্ত হইলেই আমার সকল লাভ।
 কিন্তু এইরূপে আমার এই বাসনা যে অর্জু-
 নের সহিত যুদ্ধ যুক্ত করি।" দুর্যোধন
 উক্ত করিলেন "আমার সহিত সকল ভোগ
 সন্তোগ কর, মিত্রদিগের শ্রিয়কর হও, আর
 শত্রুদিগের মস্তকেতে পাদ প্রক্ষেপ কর।"
 এই সময় তিরস্কার বাক্য অর্জুন আশ্চর্য
 প্রেতিই লক্ষিত জানিয়া প্রত্যস্তর করিতেছেন
 "রে কর্ণ! তোমাকে সেই অধম লোকে
 আমি প্রেরণ করিব যেখানে অনাচৃত উপ-

* কর্ণের কন্যা কালে কর্ণ নামে পুত্র হয়। কহিলে
 এরূপ ভাবনা প্রচলন আছে যে দুর্যোধন গুরসে তা-
 হার গর্ভ হয়।
 † এরূপদ্বারা অনুমতি ক্রান্তে সে গুরুদাসেই কর্ণের
 কবচ পরিধান ছিল।
 ‡ গণের এই মর্জান সূর্য্যকর দীর্ঘ মুষ্টির বর্ননা পাঠ
 করিয়া ইংলণ্ডের ভাস্কর্য্যাদি বিকিরিমের অরণ হইতে
 পারে যে গ্রীক যুগটি আলেকজান্ডার ভারতবর্ষীয় সূ-
 তি পোৎসের (পুলক?) দীর্ঘ আকৃতি, শারীরিক সৌ-
 ধর্য্য, ও অঙ্গ দৌষ্টয় দেখিয়া চমৎকারে বিকৃত হইয়া
 ছিলেন

¶ দুই যোদ্ধার পরস্পর যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব
 যুদ্ধে প্রাচীন ভিন্দুসী মহোৎসাহী ছিলেন। মহাজ-
 নতে ইতার দুই উদাহরণ বিদ্যুৎ আছে। পরস্পর
 ইতিহাস "রোমিৎ অসলফা" অনুসারে যৎকালে আ-
 লেকজান্ডার পাণ্ডাব আক্রমণ করেন, তখন দুই পক্ষের
 বীরগণ বিংশতি দিন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মহা ধাক্কা
 খণ্ডন বাণে পরস্পর মস্তক ছেদ ও বক ভেদ করিতে
 লাগিল। সর্ব শেষে গ্রীক স্থাপল আলেকজান্ডার ও
 ক্রিয় বীর পোয়স [পুল?] উভয়ে দ্বন্দ্ব সংগ্রামে
 প্রসূর হইলেন, পরে আলেকজান্ডার অন্যায় চাঞ্চল্য দ্বারা
 তাঁহাকে হত করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের দিগ্বিজিৎ যে
 যে ইতিহাস প্রকাশ আছে তাহাতে প্রমাণ নাই।

দিক্তি ও অনাহত সম্পনা কারি লোক সকল গমন করে।” কর্ণকহিতেছেন “রথ ভাঙিতে সকলেরই সামান্য অধিকার, ইহাতে তোমার কি? রাজাদিগের বীৰ্য্য দ্বারা প্রধানতঃ ও বল দ্বারা ধর্ম। দুর্বল শর ক্ষেপেতে বল প্রকাশ কি? অদ্য তোমার পক্ষের সমক্ষে অস্ত্র প্রচারে শিরঃপাত করিব।” ওখন আচার্য্যের অনুমতি লইয়া শত্রু পরাজয়ী অর্জুন জাতদিগকে আদিজন পর্ব্বক বৃদ্ধ হেতু কর্ণের নিকটবর্তী হইলেন। রথ সমাজত লোকের দুই পক্ষ হইল; মৃত-বাচ্যের পুত্রেরা কর্ণের পক্ষে, ও জীব্য দ্রৌণ কুপা ইত্যাদি অর্জুনের পক্ষে অবস্থিত ছিলেন; পুরুষদিগের ম্যায় স্ত্রীদিগেরও দুই পক্ষ হইল। কিন্তু পাণ্ডব জননী কুন্তী বীর পুত্র কর্ণকে পরিহৃত্য হইয়া এবং উত্তর পুত্রাদিকে পরস্পর বিবদন যুদ্ধে উন্মাত দেখিয়া ক্রম সন্তোষিত হইলেন। ওখন কর্ণ ধর্মজ্ঞ বিদ্যা পরিচায়িকা নিরোপ ও সলিল চন্দন সেবন দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষিত করাইলেন। চন্দন প্রাপ্ত হইয়া তিনি উত্তর পুত্রকে পরস্পর আক্রান্ত দেখিয়া অস্বস্তিত রহিলেন। তাহারদিগের মস্তে মহাধন উন্মাত দেখিয়া রূপাচার্য্য কর্ণের প্রতি বলিতেছেন “হৃদয় যুদ্ধে হৃদয়পূর্ণ কর্ণ ধর্মবিৎ কুরু বংশীয় পাণ্ডু পুত্র কুন্তী ভগ্ন অর্জুন তোমার সহিত সংগ্রামে অবশ্য অগ্রসর আছেন, কিন্তু রাজ পুত্রেরা নীচের সহিত যুদ্ধ করেন না। অতএব তুমি কে? তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলই বা কি? কোন্ রাজ বংশের স্কন্ধ ভরণ তুমি? সমস্ত পরিচয় প্রকাশ কর।” রূপের এই প্রশ্ন অধন করিয়া বর্ষা জল প্রবাহেরে বিশীর্ণ পথের সাগর কর্ণ লজ্জাতে নতমুখ হইলেন। কর্ণকে লজ্জিত দেখিয়া দুর্যোধন কহিলেন “হৃৎ আচার্য্য! রাজা কি? সংক্ৰান্তবৎ, শূন্য, বা বৈদগ্ধ্যগতি বিনি তিনিই রাজা। বর্ষা অর্জুন রাজ কুল তিরস্র অন্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ বীকার না করেন, তবে কর্ণকে আমি অক্ষয় রাজ্যের রাজা করিব।” তৎকালেই কুধন ও গুলং সংক্ৰান্ত কাকন ঘট দ্বারা কাকন পাঠে সন্তোষিত ব্রাহ্মণ কর্ণক

শ্রীমান মহাবল কর্ণ অক্ষয়বান, বহিঃ বিত্ত হইলেন। — আদিপর্বে ১০৩ অধ্যায়ে।

হিন্দুধর্মের বৃদ্ধিমান হইত বঙ্গ দেশের লক্ষ্মীকার বাণ্য ব্যবহার সকল স্বাপুর মত কল্পিত বোধ হইত। যে কালে অস্ত্র শিরঃ কুমারদিগের বিদ্যা প্রাপ্তের প্রথম অংশে ছিল, তাহ বঙ্গ ও যুদ্ধ বৈদগ্ধ্য রাজ্য বাহ্য অর্জুনের প্রেরিত হইত যথোপযুক্ত ছিল। এবং যে কালে ধর্ম ব্যবহারী ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধশীল ছিলেন, ও তাঁহারা অপরাধের শাস্তির ম্যায় যুদ্ধ শাস্ত্রেরও উপলেক্তা ছিলেন, সে কি আশ্চর্য্য উন্মাত হইত বীরদের কাণ্ড ছিল। প্রাচীন হিন্দু জাতি বেদেরম বীৰ্য্য বান ও স্বাধীনতার অনুরাগী ছিলেন, ইতঃ পর নিদর্শন সকল আমাদিগের ভাবও প্রাচীন এবে সুস্পষ্ট বাক্য আছে। প্রাচীনতম বেদ সংহিতাতে অনুরদিগের বহিত ইচ্ছার যুদ্ধ বিজয়ের উপাধ্যানে এবং দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞস্থানের শত্রু জয়ের প্রার্থনাতে তৎ কালিক হিন্দুদিগের মনঃস্থতাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্বামানদিগের স্বাধীন কল বিক্রমী ও সংগোষ্ঠিতা ছিলেন। বশিত ও বিশ্বাসিত উত্তর কালের অপরাধমুখ ও অজি বাণ্য বুদ্ধ বিক্রম বেদ সংহিতা হইতে সামান্য, মহাত্ম্যতঃ, ও পুরাণ পঞ্চাঙ্গ সন্ধিতো- রূপে প্রসিদ্ধ আছে। সামান্য সমাক্ষিপে রামচন্দ্রের বীৰ্য্যগান ও সংগ্রাম চরিত্র,

* নিত্যকাল অস্ত্রোৎসাহী মন ক্রিষ্ণ বাক্য পলিত্যায় পুত্রক বাহাতে তাহা অধের বোধ হইত এই রূপে অনুবাদ করা গেল।

† রামের মন বর্ষা বাল্যিকের মনন হইতে সে সকল মহাবীরের বিশেষণ মিলিত হইতেছে তাহা এ দেশের ইন্দ্রাধীন মিত্রী বিক্রম: কাশ্যন: প্র: বর্ষমে কি আশ্চর্য্যক বোধ করেন?

কুন্তী রামোদ্যমুন্নে দিগ্যাত্মৈশ্বর লক্ষ্মীকার অমোহাত্মোদ্যমুন্নে দিগ্যাত্মৈশ্বরী দিগ্যাত্মৈশ্বরী মনঃস্থতাব সংগ্রামে রাজন সামন্ত্যন পদা: তত্ত্বতাবিনিহিত্যরীত: বৈদ্য: বিদিত্যম: ১১ অধিকারে ৯২ অধ্যায়ে।

এবং মহাত্মার বেকশই দুই পাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনা। কত শর্মের অনুষ্ঠান যুদ্ধ জয়ের প্রতি নির্ভর ছিল। আনারদিনের রাজসুর ও অশ্বমেধ, স্বয়ম্বর ও ব্রহ্মোৎসব * কত তুমুল সংক্রামের কারণ ও মহা মহা বিক্রম প্রকাশের স্থল হইয়াছে। অস্তির নিয়ম মধ্যেও পুণ্যকালিক হিন্দুধর্মী সম্যক্ রূপে প্রকাশ আছে। তখন যুদ্ধ হইতে পরাভূতগণ ব্যক্তি করিয়া ধর্মের বহিষ্কৃত কাহ্ন হইতেম। মনু কহিয়াছেন "প্রত্যঃ পালনশীল সৎপাল উত্তম অধম কি সম্বল রাজ্য হারা যুদ্ধেতে আচুত হইলে কদাচি নিবৃত্ত হইবেন না। কৃষ্ণের ধর্মকে অরণ করিবন।" যে উৎপালয়ে। পরম্পর জিগোহ হইয়। প্রবল পরাক্রমে সম্বল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়ন, কদাচি পরাভূত মুখ হইয়ন না, তাঁহার স্বপলাত করেন।" "ভরপ্রবৃত্ত পরাভূত মুখ হইয়। যে যোদ্ধা শত্রু হস্তে হত হয়, সে স্বীয় শত্রুর সমস্ত মুখত ভোগ করে।" বস্তুর জর কি পরাক্রম সর্ক অ-মধ্যম হি হিন্দুদিগের পরম বাধ্য প্রকাশের সমস্ত উপায়ের মহাত্মারতাদি এখে নিম্নত হইয়াছে। অভিমন্যুর কি আশ্চর্য পরাক্রমের বর্ণনা আছে। রূপ, বর্ণ, ভূম্যো-ধন প্রভৃতি লক্ষণ সমস্ত মহা মহা বীর লক-ধকে তিনি একাকী পরাভূত করিলেন — কত শত যোদ্ধাকে অস্ত্রপ্রহারে হত করিলেন। পরন্তু যখন সকলে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া পরাভূত মুখ করিবার মন্ত্রণা করিলোক, তত্-ক্ষিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অস্ত্রঘাতে আক্রমণ করিলেন, তখনও আভি-ম্যু এখেতে বিমুখ হইবার ভয়। তাঁহার বীরী মত সদয়কর্ম ছিল যেখানে কিছু হস্তেরা করিয়া বর্তি নাহে। তাঁহার মনক হি হইতে,

অশ্ব সকল হত হইল, সৈন্য ও সারথি নষ্ট হইল, রথ চূর্ণ হইল, তথাপি তিনি ভীত নহেন, তিনি স্বীয়ধর্ম অরণ পূর্বক বড়গ চর্ম ধারণ করিয়া রথ হইতে লক্ষ প্রাধান করি-লেন, ও নানা রূপে অস্ত্র চর্মা করিয়া ঘূর্ণিত বেগে বিচরণ করিতে আশিলেন। বড়গ চর্ম বাণদি অস্ত্র সকল নষ্ট হইল, কত বিকৃত অক্ষ নিম্নত শোণিত ধারতে শরীর ভাষণ রক্তিম বর্ণে দীপ্ত হইল, তখনও তিনি হত বীর্য নহেন, হস্তেতে এক বৃহৎ চক্র ঘূর্ণায়মান করিয়া রণমত্ত হইয়া ধাবিত হইলেন। যখন চক্র তন্ন হইল, তখনও দ্য-বিক্রমী জিঘাংহ অভিমন্যু পরাধীনতাকে তুচ্ছ করিয়া জলপ বস্ত্রসম এক মহা গদা উদ্যত করিয়া বিপক্ষ সৈন্য সমাজ মধ্যে জ্যাম্যগ হইলেন। এবম্পকার মহাবীর্য অভিমন্যু মৃত্যু গ্রাসে পতন কাল পর্যন্ত সম্যক যুদ্ধে মন। বিক্রম প্রকাশ করিয়াছি-লেন। যোগাচার্য যুদ্ধেতে নিহত হইলে স্বীয় ককচিত্ত সৈন্যের প্রতি দুর্ঘোষনের এই উৎসাহ বক্তা প্রণীত আছে। "হে যোদ্ধাগণ! তোমারদিগেরই বল বীর্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আমি পাণ্ডব গণকে যুদ্ধেতে আদান করিয়াছি, এবং সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জ্ঞানের মৃত্যুতে এভা-দুশ শিশুর কেন! যুদ্ধেতে যোদ্ধারা পর-স্পর নিহত করে, ইহা লিছই আছে। যোদ্ধাদিগের জর কিয়া মৃত্যুই হওয়া উচিত, হইতে অশক্য কি! তোমরা সর্কদিকে যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হও। বেধ! তোমার-দিগের মহাত্মা মহাবল সেনাপতি কর্ণ দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেহেদ। ক্ষুদ্র ভগ্ন যেকপ লিহ ধর্মসে লভয় হইয়া গদায়ন করে, তাঁহার যুদ্ধেতে কুর্বা পুঞ্জ অর্জুন ওক্রপ ভীত হইয়া মিব্ধ হয়। অস-ত্ব বদলবান ভীমসেন তাঁহার দ্বারা বে দুর্-শাসিত হইয়াছিল তাহা কাহার অধিকিত আছে! রক্তমোহকারী দিব্যাস্ত্রবিৎ রণ-নিপুণ যটোৎকচ তাঁহার অমোহ শক্তি দ্বারা ভীষণ আর্ভ নাদ করত নিহত হয়। সেই

* এতৎকাল রাজ্য রাজসুর হইত। তৎকাল সম্রাটের পালনকর্তা থাকে। মহাত্মার উক্ত আশ্চর্যকর্ম পরম দিগ্-ভীরু পরাভূতগণের হস্তের তুলাক পাত করিতেই পরা-ভূতগণ মারিত হইত। ব্রহ্মোৎসবের বিবরণ পদ্মাব-ধীতে লিখিত।

দ্বারবীথ্য শস্যসম্বন্ধ করণের উজ্জ্বল রণ-
কীর্ত্তি অদ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে।
ইঙ্গ ও ভগবান তুম্বা রাগা পুত্র ও জ্যেষ্ঠ
পুত্র * উভয়েই বিক্রম পাণ্ডবেরা অদ্য
সাক্ষাৎ স্ত্রী হইবেক। হে বীর সকল!
তোমরা প্রত্যেকে সশৈল্য সমস্ত পাণ্ডবগণ-
কে রণেতে হত করিতে সমর্থ হও। একত্র
হইলে কোন অদ্ভুত কার্য্য সম্ভব না হয়?
সে বীরাবৃত্ত রক্তাক্ত যোদ্ধাগণ! অদ্য
পরস্পরের মহা রক্তা পরস্পর দৃষ্টি কর।
"মহাভারত নিরাক্ষণ করিলে একাকার বীরত্ব
প্রকাশের আখ্যান বাহন্য রূপে প্রাপ্ত হয়।
বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে তৎকালে বীরত্বের
পতি হিন্দু সৌভাগ্যেরও বিপুল স্রোতি ও
মহাভাগ্য ছিল। কৌরব কুমারদিগের
অস্ত্র পরাক্ষেতে ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই প্রতীত
হইয়াছে। ক্রমক্রমে পুত্র প্রাদ্যম্ব বুদ্ধিতে
শাপ্ত রাজা বজ্র ক শরাস্রাতে পীড়িত হইয়া
সংকীর্ণ হইলে, একদা তাহার সারথি তাঁহাকে
সংকীর্ণ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগম-
ন করিতে হইবে।" অনতিদূরে গমন করিতেই
তিনি চেহন প্রাপ্ত হইয়া সারথিকে তৎসনা
করিতেছেন "সৌতি! কি নিমিত্তে তুই
রণ স্থল হইতে পলায়ন করিতেছিস; বুদ্ধে
পরাজিত হওয়া আশারদিগের বৃত্তিভংগ-
রণ ধর্ম্ম নহে— বুদ্ধিতে যে বিমুখ হয় সে
আশারদিগের কুলজাত নহে। আমাকে
রণপত্রায়িত ও পৃষ্ঠ বেষণে প্রহারিত আনিয়া
আমার পিতা কুক কি কহিবেন? পিতৃব্য
বলবে কি কহিবেন? জ্ঞাতি বসুরাই বা
কি বলিবেন? আয় বীর্য্যভিমानी ও পুরুষা-
ভিমानी যে আমি আমাকে স্ত্রীলোকেরাই বা
মিলিত হইয়া কি বলিবে। " প্রদ্যম্ব তরে-
তে রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি-
তেছে, কেবল এই বৃথিত বাক্য কহিবে;
সামুদায় করিবেক না। আমার প্রতি বা

শাস্ত্র মন্য ব্যক্তির প্রতি বিক্রমশাস্ত্রকে মোহ-
সকল এতদ্ব নিন্দা থাকে উপস্থাপন কর।
এমত নিন্দা স্বরণ অপেক্ষা সত্যত মঙ্গল।
অতএব হে সৌতি! এ দিকেতে প্রাণ বা-
কিতে আর কদাপি আমাকে রণ স্থল হইতে
প্রত্যায়ন করিও না *।" বিরাট পুত্র
উত্তর কৌরবদিগের সহিত উত্তর গোত্রগে
বুদ্ধিতে ভীত হইয়া পলায়ন উল্লুখ হইলে
অর্জুন তাহাকে তৎসনা করিতেছেন "তখন
তুমি স্ত্রী গুরু উভয়ের নিকট গতিত্যা পূর্বা-
ক বড় পৌরুষ প্রকাশ করিয়া আমগমন ক-
রিলে, এখন কি নিমিত্তে সংস্থানে পরাজিত
হও? শত্রু জয় পূর্বক গো সকলকে যদি
উদ্ধার না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর, তবে
বীরদিগের নিকট বাস্যাস্পদ হইবে ও সকল
নারী একত্র হইয়া তোমাকে উপহাস করিবে।
আর তোমার সৈরিকীর (জ্যেষ্ঠীর) অনু-
রোধে আমি সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি,
আমি বিজয়ী না হইয়া গৃহে গমন করিতে
সমর্থ হইব না গা।" কৌরবদিগের সহিত
যুদ্ধ নিমিত্ত বিরাট পুত্র উত্তরকে গোত্রগে
প্রেরণ চেতু তাহার সারথ্য কর্ম্মে অর্জুন-
কে প্রবৃত্ত করণ জন্য জ্যেষ্ঠীর ও উত্তরার যত্ন
ও উৎসাহ, অর্জুন সহিত উত্তরের যুদ্ধ যাত্রা
কালে বিরাটের পরিবারস্থ স্ত্রী কন্যাদিগের
দ্বারা রক্ষণের কিংবা মঙ্গলাচরণ; কৌরব-
দিগকে পরাজিত করিয়া তাহারদিগের রুত্রির
বস্ত্র সকল আনয়ন হেতু অর্জুনের নিকট
উত্তরার আর্থনা; ও রণ স্থলে কৌর-
বেরা মৃত্যু পন্ন হইলে বিরাট কন্যাকে উপ-
চৌকন প্রধান নিমিত্ত উত্তরের দ্বারা প্রধান

* পুত্র সম্ভাবিত হইয়া পুত্র পুত্রস্বামিনঃ।
ক্রিয়ত্ব বৃত্তি বীর্য্যং কিংমাং বক্যতি সংসর্গাৎ।
প্রদ্যম্বো যদুপায়াতি ভীতস্তস্য। মহাভারতঃ।
ধিগেনমিচ্ছিবক্যতি ন সুবক্যতি সাধিতি।
ধিগাম পরিবাসোপি মহ বা বহিধলা বা।
সুস্থানঃ স্তম্ভিতঃ সৌতে নাজঃ বাহ্যপলাপুনাঃ।
মনপক্ষে ১৮ অধ্যায়ে।
নাকসায়ত্রীরবঃ জঃ পুনঃসৌম্যঃ কথংকঃ।
ব্যপমানঃ সৌতে লীভকোমম কথিতিঃ।
মনপক্ষে ১৮ অধ্যায়ে।

* সৌতের পুত্র স্বরথ্যার এবং সুরথের পাকির পুত্র কর্ণ।
† কর্ণ পক্ষে সুরথের অধ্যায়ে।
‡ যদুগণে বৃষ্টি নামে এক রাজা ছিলেন, সুরথের
বংশ বৃষ্টি বংশ নামে এসেছে হয়। কুক এই বংশের জন্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিরাট পক্ষে ৬ অধ্যায়ে।

প্রধান বীরদিগের বস্ত্র গ্রহণ, মধ্যপুর মধ্যে
 স্ত্রীদিগের নিবর্ত্ত ভীনের স্ত্রী বাঘাদি পঙ্কিত
 বস্ত্র কিয়ৎ এতদ্ভাষ্যকার পন্থক আখ্যানে হিন্দু
 স্ত্রীদিগের সর্বাঙ্গ মুক্তি, যুদ্ধাংসাহ ও মাধা-
 স্বাশীল চরিত্রের স্ত্রী বস্ত্রান্ত্র মঙ্গলভারতে
 বিস্তারিত আছে :— সেই বীরত্ব কালের মা-
 ধ্যে বস্তুভারত তাহার উপযুক্ত ছিল। গু-
 রুরাজ্য পালনয় বস্ত্রাদি ব্যতীক সময়ে সম-
 য়ে যোগ্যবস্ত্র সকল হইত, যুদ্ধই তাহার
 প্রধান কাজ। বিবাহ পরে দেখ, মধ্য
 যুগে প্রাক্ষাৎসব নামে এক মহোৎসব হই-
 ত। সেই উৎসব ক্ষেত্রে ব্রহ্মসমাজে নামে
 পরমোচ্ছল শোভাতে নীপুবান এবং
 ক্রীয়াংসার ও উদ্যম পূর্ণ এক মহা সমাজ
 হইত। রাজা, রাজমিত্র ও দেশের শোকের
 সমাধারণ সমাবেশ হইত, এবং সেখানে
 বিভিন্ন শীকসমাজের রণোৎসাহী ব্রহ্মসকল
 নামা কান হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর
 সঙ্কট ব্যাপক বল পরিচয় প্রদান করিত। রাজা
 যোগ্যতাকে ব্রহ্ম সমাজ বরিতেন, এবং
 শিকশীল যোগ্যতাকে পরম হর্ষে বিশিষ্ট গুর-
 বার সম্মান করিতেন। বর্ষিক মাতিক বর্গ-
 নাতে মনুষ্যের আচরণ, ব্যবহার, বল, দী-
 য়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, তবে উত্তর
 গ্রামচরিতে অশ্বমেধের মৌটিক রক্ষণে লবের
 বিভিন্ন প্রকাশ, ও মহান আক্ষয়ন, এবং
 উৎসব লীলা মুক্ত আলস্যের আখ্যানে এক
 কালিক হিন্দু চিত্রের প্রধান স্বভাব উচ্ছল
 রূপে প্রতীত হইতেন।

পন্থক হিন্দু বীরদিগের উচ্ছল মহত্ব
 ও পরোক্ষ সমসার এই যে বহি ও অসাধা-
 রণ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধোৎসাহে তাহার
 দিগের চিত্র সীমাসীম স্ক্রুত ছিল। কিন্তু অ-
 ন্যায় সংগ্রাম এবং পরিত্যক্ত ও আরণ্য মন-
 সাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহার সা-
 মান্যতা গতি দেখান করিতেন। রণো-
 ত্ত্ব কালেও সৌরভ সম রমণীয় ধর্ম

ভূষণ তাহারদিগের চিত্তকে অলঙ্কৃত করি-
 ত — কমা, দয়া, সারল্যা সে কালেও তাহার
 দিগের হৃদয়কে সম্যক শোভমান করিত।
 তাহারদিগের নিয়মই এই ছিল যে “কুট”
 অস্ত্র দ্বারা, বিষাক্ত অস্ত্র দ্বারা এবং কর্ণাকার
 বা অলিত শিখাবান রুস যুদ্ধে বাণ ক্রিয়া
 যুধ্যমান পুরুষ স্ত্রীকে প্রহার করিবেক না।
 “রথ হইতে যে ব্যক্তি সুলেতে অবতীর্ণ হই-
 য়াছে তাহাকে রথের যোদ্ধা প্রহার করি-
 বেক না। পৌরুষহীনঃ, কুতাজলি, জাতি
 প্রবক্ত আলুসারিত কেশ ও উপবিত্ত, আর
 “মানি জোকার আশ্রিত” এমন ব্যক্তি যে
 উচ্চারণ করিয়াছে তাহাকে প্রহার করিবেক
 না।” “নিষ্ক্রিয়, বিবস্ত্র, অস্বহীন, রণ দর্শক
 আর যে ব্যক্তি কবচ চ্যুত হইয়াছে, বা অপ-
 রের সহিত যুদ্ধে অরুদ্ব রহিয়াছে, ও যে
 ব্যক্তি যুদ্ধশীল নহে, ইচ্ছারদিগকে প্রহার
 করিবেক না।” “মহতের ধর্মকে অরণ্য ক-
 রিয়া ভয়ান্ত্র, চ্যুতান্ত্র, ব্যাকুল, ভীত ও যুদ্ধ
 পরাজয়মুখ ব্যক্তিকে প্রহার করিবেক না।”
 রণ কালের এই সকল মহৎ নীতি। যখন
 শত্রু পরাস্ত হইয়াছে ও তাহার রাজ্য
 অধিকার হইয়াছে, তৎ কালে কর্তী রাজার
 ব্যবহারকে আলোচনা করিলে সে তুলনায়
 আধুনিক কি প্রাচীন কত ভয়ান ধর্মান্দি-
 নারী শিষ্টাচারকর্তী মনুষ্য জাতির আচরণ-
 গণকে এক কালে তুচ্ছ করিতে হয়। মনুষ্য
 মুখীল উপদেশকে পুনর্বার উদ্ধৃত্ত করি-
 তেছি। “শত্রুকে পরাস্ত করিয়া তাহার
 যশের দেবতা সকলকে ও ধার্মিক জ্ঞান-
 দিগকে সম্মান করিবেক, জঘন্যশূ. লোক-
 দিগকে পরিহার দান করিবেক, ও তাহার
 দিগের অভয় ঘোষণা করিবেক বাহাতে-
 তাহার। সুশেতে কাল বাপন করে।”

* কাষ্ঠাদি আবরণ মধ্যে লুক্কায়িত অস্ত্রের নাম
 কুট অস্ত্র।
 † যশের অস্ত্র ভাষ্যের নাম কমা।
 ‡ মূল্যে “ক্রীৎ”।
 § মনুষ্যসম্বোধন্যে। ইহার কোন নিয়ম যে কোন
 কালেই দেখ উক্ত করিত না। এমন কথা হইতে পারে
 না, কিন্তু তিনি অব্যাহতকারী রূপে উক্ত হইতেন।

* বিরাট পর্বে ১০৩৭। ৩৬ অধ্যায়ে।
 † ব্রহ্মসমাজ।
 ‡ বিরাট পর্বে ১০৩৭ অধ্যায়ে।

“তাহারদিগের স্বীয় আচার ও ধর্ম অনুসারে সে দেশে রাজনিয়ম স্থাপন করিবেক এবং অভিনব রাজাকে ও তাহার অমাত্য গণকে রত্নাদি দান দ্বারা সম্মান করিবেক।”

এই রাজ নিয়ম অনুযায়ী উদাহরণ সকলও তুরি পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রণ প্রবৃত্তি কালে ভিয়ের প্রতিজ্ঞা এবং সারথির প্রতি প্রচ্যামের উক্তি মধ্যে এতাদৃশ নীতি সকল উল্লেখিত আছে। অর্জুন দিরাটের উত্তর পোগুহে দুর্যোধন ও তাঁহার সৈন্য গণকে পরাস্ত করেন, কিন্তু তাহারদিগকে দুর্জয় ও অচেতন প্রায় দেখিয়া স্তম্ভ কারিলেন না, বেহেতু বল হীন ও মৃদ্ধ ব্যক্তিকে বধ কর। কত্থির ধর্ম নহে। বিরাটের সন্ধি পোগুহে পাণ্ডবেরা সিংহ-স্তের রাজা সুশর্মাকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পীড়িত বা দাসত্ব প্রাপ্ত না করিয়া প্রণয় বচনে মোচন করিলেন। ভীম তাহাকে দাসত্ব স্বীকার জন্য আদেশ করিলে মহাশয় সুবিস্তির বলিতেছেন যে

বৃকসুতাপথমাস্ত্রং প্রমাণং যন্তি তে মহং ।
দাসত্বাবংগেহংস্বপরিচিটা মনীষসে ॥
অবাসোগম্ভ মুণেশাসি ইহংসাবীঃ কথ্যতম ।
বিরাট পরে ৩৩ অধ্যায়ে ।

যে ভীম! যদি আশ্রয়দিগের দাসত্ব তুরি দান করিলে এরূপ অর্থ আচরণ পবিত্র্যায় কর। এতাদৃশ স্তম্ভে বিরাট রাজার দাস হইয়াছে। যে সুশর্ম! তুরি কাঠীম হইয়া গমন কর, একত্রার তর্ক আর করিও না।

এবম্পকার ইতিহাস ও লক্ষ্য জনজন্মিত এবং প্রেক্ষাভিগের বর্ণনা দ্বারাও এককালের হিন্দুদিগের বৈশ্ব বল, বীর্য, উদ্যান, উৎসাহ, ও মহান আত্মাছিল, তাহার উজ্জল নিদর্শন সকল দুর্ভে হইতেছে। যদিও সে প্রকার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ ও সে প্রকার বোদ্ধা কত্থির আর নাই, যদিও দুর্ভাগ্য বশতঃ মোসলমানদিগের অধিকার অবধি আহারদিগের সর্ব বিনাশ হইয়াছে—হীমতায় সোপান ক্রমশই নিম্ন হইয়াছে, তথাপি রাজপুত্রদিগের মধ্যে সম্প্রতি পর্যন্তও

সেই পূর্ব মহত্বের কতক অবশেষ প্রকাশ হইয়াছে—বরুণরাজপুত্র শ্রী নিগের বীর্য ও স্বাধীনতার প্রতি সম্যক রূপেই পিণ্ডিত হইয়াছে। কাশিম বীর সচিত সংগ্রামে যখন দাহির ভূপতি অস্ত্রপ্রবোধে মন্থিত বন্ধে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার বীর্যবতী নহিবা মৃত পতির ভ্রম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার নগর রক্ষার সমজ্ঞ হইলেন, এবং শত্রুর সহিত তুল বন্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজপুত্র সৈন্য সকল উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া জঙ্গ, ভূমির সহিত প্রাণকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল। অধনতা ভয়েস্ত্রী ও বালক গণ প্রজ্জলিত অগ্নি শিখাতে শরীর নিপাত করিলেক, পুরুষ গণ মর্ডালোক হইতে পরম্পর বিচার হইলেন, নগর দ্বার উদঘাটন করিয়া ধত্ব গ হস্তে কিন্তু প্রার ধাবিত হইলেন, ও বিপক্ষের অস্ত্র শারে জীবনকে বিসর্জন করিলেন। বাহমুহ শাহের প্রতি-যুদ্ধে যখন উজ্জয়নী, গোরালিয়ার, কালি-জর, বিলী, আজমীর ও কাম্বাক্জের ভূপাল সকল এক মন্ত্রণাতে নিবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব সৈন্য সজে পঞ্জাব রাজ্যে সমাগত হইলেন, তখন হিন্দু শ্রীমণ্ড ও স্বাধীন জঙ্গ ভূমির প্রতি অধা-ধারণ প্রেম প্রকাশ করিতে কান্দ রহিল না। তাহার আপনারদিগের রত্ন সকল বিক্রয় করিলেক, অস্ত্রের স্বর্ণালঙ্কার বধ করিলেক, এবং তাহা সংগ্রামের আনুকূল্য বিধরে পরিণত করিলেক।

৫৭ কালে আলাউদ্দিন হেওয়ার রাজ্যের অন্তঃপাতি চিতোর আক্রমণ করে; ৩৭ কাল সযজীর যে এক মহৎ বীর্য প্রকাশের আখ্যান আছে, সেও রাজপুত্রদিগের মহান চরিত্রেরই উদাহরণ। চিতোর ভূপতির প্রতি বশু হইল

‡ Todd's Rajasthan, vol. 1.

¶ Elphinstone's India, vol. 1, p. 540.

হিন্দু রাজদিগের এই ইদার চরিত্র পাঠ করিয়া সেই কা-
লেক দেশীয় জীবনের চরিত্র ইতোহ তৎ। মোসলমান-
দিগের সহিত যুদ্ধকালে দাহির। দেশীয় সৈন্যের অস্ত্র
নির্মাণ জন্য আপনাদিগের জলকার সকল প্রদান
করিয়াছিল।

* মনু ৭ অধ্যায়ে ২০২, ২০২, ২০৩, ২০৪।

† বিরাট পরে ৩৩ অধ্যায়ে।

বে “ চিতোরের নিমিত্ত দ্বাদশ ক্ষুপালের
প্রাণ দান বাতীত এরাজ্য ভৌমশর বংশ
হইতে চ্যুত হইবেক ?” স্বপ্নান্তে তিনি
এতাবৎ সকলকে অবগত করিলেন, এবং
তঁাহার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এই উদ্যমযুক্ত
বিবাদ উপস্থিত হইল “যে সর্বাঙ্গে কে এই
স্বার্থক কার্যে ভাগ্যকে সফল করিবে ?” অন-
ন্তর একাদিক্রমে একাদশ ভ্রাতা রাজনুকুট
প্রাণ হইয়া; সানন্দ চিত্তে রণক্ষেত্রে প্রাণকে
বিসর্জন দিলেন। যখন এক বলি অবশিষ্ট
রহিল, তখন ভূপতি স্বয়ং লুহিতেন যে “এই-
ক্ষণে আমি স্বদেশের নিমিত্ত জীবনতক অর্পণ
করিতাম।” তঁাহার অবশিষ্ট পুত্র ও দ্বাদশ
বলি স্বরূপে আপনাদর জীবন অর্পণ করিতে
বাঞ্ছ হইলেন।— ইচ্ছাতে স্বদেশের নিমিত্ত
প্রাণ দান জনাপিতা পুত্রের মতোৎসাহী-
ভিত্তি বিহীন হইল। অবশেষ ভূপতি পুত্র-
কে নিরস্ত করিয়া রণ সজ্জাতে সজ্জীভূত
হইলেন, এবং স্বপ্নম বেচিত্ত হইয়া উন্নত
বেগে নগর দ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে
অবতরণ করিলেন, “ও বিপক্ষাদিগের শব বি-
কার করিয়া আপনাদরাও তথাগো গণ্য হই-
লেন।” কিন্তু রাজপুত্র স্ত্রীরা একপে-
প পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন হইবার নাহে,
রাজমহিষী ও রাজ কন্যাদি স্ত্রীগণ অধী-
নতা ও ধর্ম ত্রংশ ভয়ে সহস্র সহস্র সংখ্যাতে
দাতবান্ চিত্তা রাশিতে আয়োজন করি-
লেন। একদা যখন যোগল সর্দারী আক
ধরের প্রবেশ পরাক্রম দ্বারা মেওয়ার রাজ্য
পর্যাবীন হইবার উপক্রম হইল, তখন রা-
জার রণোৎসাহিনী বীণ্যবতী উপপত্নী
রাজ্য রক্ষা হেতু স্বয়ং সৈন্য সঙ্গে ভ্রম হইতে
বর্জিত হইয়া যোগল শিবিরের নথ্যস্থল
স্বাক্রমণ করিল, এবং এক কালে রাজ আসন
গণ্যন্ত দাবমান হইয়া জয়বতী হইলকী
পত্ন নামক যোদ্ধা বর্ষ বরক যুবা এবং
তঁাহার বীণ্যবতী জননী ও জার্মার উৎসাহ
মদ সুরণ করিলে অতি নির্দীর্ঘ মনেও এক-
বার উৎসাহ শিখা জ্বলিত হয়। রক্ত

ভূমিতে তঁাহার পিতার পতন হইলে তিনি
চিতোর সেনার অধ্যক্ষ হইলেন। সংগ্রাম
কালে তঁাহার জননী তঁাহাকে আজ্ঞা করি-
লেন যে “যুদ্ধবেশ পরিধান কর, এবং চিতো-
রের স্বাধীনতা নিমিত্তে প্রাণকে সমর্পণ
কর।” স্বীর উপদেশের দৃষ্টান্ত বৈদর্শন
জন্য সেই রণোৎসাহিনী তামির্নী স্বয়ং রণ
ক্ষেত্রে সজ্জীভূত হইলেন, তরুণ বয়সে
পুত্র বধুর হস্তে অস্ত্র প্রদান পূর্বক তঁাহার
সহিত রক্ত ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এবং
সেই যোদ্ধাশীলা বীর কন্যা যোদ্ধাগণের
সমন্বয়ে রণমত্তা স্বস্তর পাশে সমুদ্র যুদ্ধে
পতিত হইলেন *। স্ত্রী কন্যাদি যখন
এপ্রকার মহান কার্যে ভিন্ন হইল, রাজ
পুত্র পুরুষের। স্বদেশের নিমিত্তে জীবনকে
তুষ্কীকৃত করিলেন। দাসত্ব স্বীকার সহ্য
করিতে না পারিয়া সহস্র সহস্র পুরুষ, এবং
কর্ত রাজ পত্নী, রাজ কন্যা ও মহৎ মহৎ
পরিবারস্থ স্ত্রী কন্যা সকল স্বীর জীবনকে
বিসর্জন করিলেন †।

প্রত্যাপিন্দের বিক্রম আলোচনা কর।
তিনি পূর্ব পুরুষদিগের সমন্বয় উপাধি
নাম প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তঁাহার কালে
মেওয়ার রাজ্য যোগল উপক্রমের অধীন
হইয়াছে,— তঁাহার স্বাধীন নগর নাই,
রাজধানী নাই, উপায় নাই—তখন তঁাহার
জাতি বন্ধ সকলে নিরাশ ও ভয়চিন্ত হই-

* তঁাহার গ্রীক ইতিহাস অংকর আছেন, এবং
ভ্রমভে সেই ল্যাটিন ভাষায় উপাখ্যান জাত আছেন
তিনি স্বীয় গ্রন্থকারী পুত্রের হস্তে অলক (জাল) দান
করিয়া তঁহারিহলেন যে “তঁহার পতিত বা তঁহার
পুত্র প্রত্যক্ষ করিতে” তঁাহারিহের লাভ জন্য
স্বীর পাশেই এই দাস্য উদ্ধৃত করিতেছি।

12. Like the Spartan Mother of old, she (the
mother of Putta) commanded him to put on the
saffron-robe, and to die for Chetore; but surpassing
the Grecian dame, she illustrated the precept by
example; lest any soft compunctions visitings for
one dearer than herself might dim the lustre of
Kullera (the native city of Putta). She armed the
young bride with a lance, with her descended the
rock and the defenders of Chetore saw her fall,
fighting by the side of her Amazonian Mother.—
TODD'S RAJASTHAN, VOL. 1, P. 327.

* Todd, vol. 1, p. 265.

† Todd, vol. 1, p. 325.

‡ Todd's Rajesthan, vol. 1, p. 327.

বাহে। কিন্তু মহান বংশোদ্ভব ও তাপ নিবীৰ্য্য হইলে নাই, তিনি রাজ্য মোচন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ও স্ববংশের মুগ্ধ সন্তান উদ্ধার জন্য প্রতিজ্ঞা পূর্বক প্ররক্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব মিত্র আরোয়ার ও বিকানর প্রভৃতি স্বদেশের নৃপতি সকল ভয়ে বা কৌশলে মোগল সম্রাট আকবরের সহযোগী হইল—তাঁহার ভ্রাতা সাধরাজী পর্যন্ত লোভ বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল*। কিন্তু সৰ্ব বিপদেই তাঁহার দুঃপৈৰ্য্য কঠিনতর হইল, ও দুঃকর্ম বীৰ্য্য ক্রমশঃ জ্বলিত হইতে লাগিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যন্ত তিনি এমত মহাশত্রুর বল অভিক্রম করিয়াছেন। কদাপি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্য নিপাত করিয়াছেন, কদাপি পরীতে পরীতে ভ্রমণ করিয়া ও পরীতীয় বৃক্ষ ফল আহরণ করিয়া পরিবারকে পোষণ করিয়াছেন। মর্ত্য লোকের নিকট তাঁহার বংশের মস্তক নত হইবে, এ চিন্তা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শত্রুর সহিত সন্ধি জন্য বাহাতে স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয় এমত প্রস্তাবে তিনি গদাঘাত করিতেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পণ করিয়া রাজ্যের বহু অংশ উদ্ধার করিলেন। কিন্তু অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক আয়ুসে হত্যা তাঁহার নিকটতর হইল, এবং জীবনের মধ্যস্থলে সময়ে তিনি কালের ভীষণ প্রাণে পতিত হইলেন। এলোক হইতে বিদায় হইবার কালেও তাঁহার স্বদেশের প্রেম কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। হা! কৃষ্ণর মধ্যে যখন তিনি অমাত্য গণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মৃত্যু শয্যাতে শয়ন করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে মহা গভীর বীৰ্য্য নিঃস্বাস নির্গত হইল, এবং এ যাতনাকারক প্রজ্ঞা বিজ্ঞানী করাত্তে তিনি কহিলেন “আমার স্বদেশ দুর্ভাগিণের অধীন হইবে, না, এই শান্তি দায়ক অস্বীকার জীবনের সিলিঙ্গ আমার আত্মা অপেক্ষা করিতেছে।” তিনি কোন কারণে অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার

পুত্রের ভোগাভিলাষ হইবেক। তাহা তিনি কহিলেন যে “এই সকল কৃষ্ণের পুত্র পরিবর্তে জাকুল্যমান অট্টালিকা ক্রমে স্থাপিত হইবে, বিশ্রামের ইচ্ছা উন্নয় করবে, এবং সুখাসক্তি ও তাহার সহযোগী পাপ সকলের নিকট মেওয়ার রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জন হইবেক, হে অমাত্য, মোগল তোমরাও আমার পুত্রের সেই মহানাকর দৃষ্টান্তের অনুভবী হইবে।” ইহা শুনিয়া অমাত্যেরা তাঁহার কন্যারের উপরক্ষণ জন্য অস্বীকার করিলেক, এবং রাজ সিংহাসন অরণে শপথ করিলেক যে “হাবৎ রাজ্যের স্বাধীনতা উদ্ধার না হইবেক, তাবৎ এখানে অট্টালিকা মায়া রচিত হইবেক না।” তখন প্রতাপের আত্ম পরিত্যক্ত হইল, এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া উজ্জ্বলবেশে ধাবিত হইল। এতদুকার তৎকালিক প্রবল প্রতাপাধিক অলংঘ্য সেনাপতি মোগল সম্রাটের বিপক্ষে ছর্জর বীৰ্য্যবান রাজপুত্র একাকী স্বল্প সৈন্য সঙ্গে স্বাধীনতার প্রেম মত্ত হইয়া অটল বিক্রম প্রকাশ করতঃ মর্ত্য কীর্তি সমাপ্ত করিলেন—মনুষ্য সমাজে অমর নাম বিস্তারিত করিলেন।

Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the routs of ten thousand would have yielded more disgraced incidents for the historic muse than the deeds of this brilliant ruler amid the many vicissitudes of Mewar. Undaunted heroism, inflexible fortitude, that which "Keeps honor bright" perseverance,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means and the fervour of religious zeal; all however, insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Parthia—some brilliant victory, or other, more glorious defeat. Holstich is the Thermopylae of Mewar; the field of Dewar her Marathon.—TODD, vol. I. p. 316.

স্বাধীনতা রাজপুত্রদিগের আত্ম অমতা ছিল। প্রতাপের পুত্র অমরচাঁদ পুনঃ পুনঃ জাহঙ্গিরকে পরাস্ত করিয়া অবশেষ যখন পরাজিত হইলেন, তখন মোগল সম্রাট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র করুণাদিকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজ সভায় রাজার দক্ষিণপাশে করুণের আসন প্রাপ্তি, পক্ষসহস্র সৈন্যের আধিপত্য, তাঁহারদিগের

* ইহাই যদি না হইলে তবে ভারতের ইতিহাসে কখন কখন হইবে?

চৌকর প্রতিমূর্তি সকল সংস্থাপন, হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ও মুস্তাদি রত্ন উপহার, মোগল সম্রাটের সম্প্রীতি ইত্যাদি কিছুই অমরের চিত্রকে তৃপ্ত বা বশীভূত করিতে সমর্থ হইল না। অন্যের অধীন— পরব্রাহ্মণের জায়গীরদার হইবেন, ইহা তিনি সত্য করিতে পারিলেন না— স্বীয় সিংহাসন পরিচালনা পূর্বক নগরের বহিঃস্থ বাটীতে আপনাকে রক্ষা করিলেন— রাজধানীর দ্বারে আর প্রবেশিত হইলেন না।

জাহাঙ্গিরের চিত্তোর অধিকার পরে মেওয়ার রাজা স্বরাজ্যের কিয়ৎ অংশ পুনর্বার উদ্ধার করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, এবং তক্ষণ্য অমাত্য গণ সহিত একত্র সম্মিলিত হইলেন। তন্মধ্যে চন্দাবৎ এবং শক্তাবৎ নামে দুই দল ছিল। সৈন্যের সমুখস্থান অধিকার জন্য উভয় পক্ষের প্রকট বিবাদ উপস্থিত হইল। সেইস্থানেই উভয় পক্ষের শরীর নিগত শোণিত পাত হারা বিবাদের সিকাত্ত হয় এই উপক্রম দেখিয়া রাজা কহিলেন যে “যে পক্ষ ওস্তল ছুর্গে অগ্র প্রবেশ করিবে তাহারই জয়।” বলিয়ায় চির পরিপূর্ণ উভয় পক্ষ এইক্ষেণে গৌরব তৃষ্ণায় উৎসাহ হইয়া এককালে ধাবিত হইল। ওস্তল ছুর্গ তাঁহারদিগের গমন সীমা, অসভ্য নিকর শত্রু তাঁহারদিগের লক্ষ্য, অন্ন তাঁহারদিগের পুরস্কার, স্তম্ভিত বাশী সূত্র, মাগধ তাঁহারদিগের উৎসাহ জ্বলিত কারী এবং স্ত্রী পরিবার তাঁহারদিগের মহান ভাবি বিজয়ের উল্লাসদানী। ছুর্গ সম্মিথানে গমন করিলে শক্ররা প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। শক্তাবৎ দলাধিপতির ধাবমান হস্তী ছুর্গ দ্বারে প্রবিষ্ট লোক শত্রু করে পরাভূত হইল। তখন তিনি হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন, এবং লৌহ শত্রু পতিস্তর স্থাপন করিয়া হস্তী চালন করিতে হস্তিপালকে আদেশ করিলেন। ছুর্গ দ্বার মোচন হইল, এবং তাঁহার শরোপরি শক্তাবৎ সৈন্য ধাবমান হইল। কিন্তু অধিপতির জীবন মলোও তাহার বিজয়কে জয় করিতে সমর্থ হইল না। তাঁ-

হার পতনের অগ্রেই চন্দাবৎ দলাধিপতির নিজীব দেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছিল। ছুর্গের বাহিরেই তাঁহার পতন হয়, পরে তৎপক্ষার দ্বিতীয় কোম ছুর্গদ বীর্যোন্মত্ত যুদ্ধ পিপাসু রাজপুত্র তাঁহার মৃত দেহ পৃষ্ঠেতে বন্ধ করিয়া ছুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন, এবং ছুর্গোপরি তাহাকে ক্ষেপণ করিয়া জয়ধ্বনি চীৎকার করিলেন। চন্দাবতের জয় হইল, জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল, ছুর্গ প্রাচীর অধিকৃত হইল, খড়্গ প্রহারে মোগল সৈন্য ছিন্ন হইল, মেওয়ারের জয় পতাকা ওস্তল ছুর্গে উড্ডীরমান হইল।

এবম্পৃকার বলায়ত্ত রাজপুত্রদিগের বীর্য ক্রিয়ার অমাণ সকল শত সংখ্যাতে সংগ্রহ করা যায়তে পারে। তাঁহারদিগের ইতিহাসের প্রত্যেক অংশে পুরুষ, স্ত্রী, বালক পর্য্যবেশেও বিক্রম প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। রাজস্থানের কোম রাজ্য প্রাণপণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ব্যতীত মোলমান পরাক্রমের অধীন হয় নাই, কোন কোন প্রদেশ কোন কালেই পরের শাসন স্বীকার করে নাই। বিপুল পরাক্রমী আকবর ও জাহাঙ্গিরাদিও পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছিলেন। সাংঘাতিক শত্রু যে এই জাহাঙ্গির ও বাবর তাহারও রাজপুত্রদিগের বীর্য ও মহত্ত্ব প্রশংসাতে লেখনীকে মোহিত করিয়াছে। রোমান ডিশিরস্‌ এবং গ্রীক কোট্রস্‌ ও লিওনাইডস্‌ যদি দেশ হিতৈষী বীর নামের যোগ্য হইলেন, তবে স্বদেশ প্রেমে নিমগ্ন শত শত বীর এই বীরভূমি ভারত রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas; but the masses of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration; Samath might have rivaled Delphos; the spoils of Hind might have vied with

• Todd, vol. 1, p. 150.

† Decius.

‡ Codrus.

§ Leonidas.

the wealth of the Lybian king; and compared with the array of the Pandus, the army of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xenophon.—TODD, VOL. I. INTRODUCTION.

হিন্দু যে এমন বীর্যবান সম্রাট জাতি ছিল, ইহা এইরূপকার আশ্চর্য্য হইয়াছে। সে ক্ষত্রিয় বীর্য্য কোথায় লুপ্ত হইল! হিন্দু রাজ্য অপেক্ষে ন্যায় অসূয়া হইল! সে উদ্যম স্কুর্ভ স্বাধীনতার বিস্তৃত জ্যোতি আনন্দদিগের ভারতবর্ষে আর কি প্রকাশ পাইবে! ভারত মেদিনী খাঁর জ্যোতিস্ত সন্তানের প্রোভাতিবিত্ত যত্ন দ্বারা আর কি পালিত হইবে!



কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৮ চৈত্র ১৭৩৯ সপ্ত

মহোৎসবে মোদনীয় হিন্দু
তঃক্রতিঃ।

ব্রহ্মজ ব্যক্তি শাস্ত্র জ্ঞান সমুদ্র ধারা বিমল আনন্দ সমুদ্র ধারা বেষ্টিত হইয়া সর্বদাই আনন্দিত থাকেন। সংখ্যায়ুক্ত বন প্রাণ হইলে যখন মনে আত্মার উপস্থিত হয়, তখন যিনি অক্ষর ভাণ্ডার প্রাণ হইয়াছেন তিনি সর্বদাই আনন্দিত কেন না থাকিবেন? আপনাদেও তুলিতে এক সূর্য্যবিনী প্রাণ হইলে বৃক্ষদ্বারস্থার ইহকাল বাপন করিবার আশায় যখন লোক কর্তৃক হয়, তখন যিনি সেই সূর্য্যবিনী লাভ করিয়াছেন, বাহা নিত্যকাল তাঁহাকে ভাগ্যবান রাখিবেক, বাহা সকল সময়েই পূর্ণ, বাহা কখনই হ্রাস হয় না, তিনি সর্বদা আনন্দিত কেন না থাকিবেন? ব্রহ্মজ ব্যক্তি মহল ক্রেশ ধারা আক্রান্ত হইয়া, হৃদয় গত জর্বার্য্য কিম্বা সিন্ধু তাঁহাকে প্রতারণা করুক, স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব বিনষ্টকারি বক্রিণু, দরিদ্রতাতে তিনি পতিত হইয়া, কিন্তু তাঁহার নিকট এক কুঞ্জিকা আছে যদ্বারা ইহা করিলেই তিনি একগুণের ধার উন্মর্টন করিতে পারেন বাহাতে প্রবেশ মাত্র তিনি বিস্তৃত উজ্জ্বল প্রাণ সূর্য্য প্রাণ হইয়া, যেখানের লি-

ত কোমলাংশোরিক হৃৎকের তুলনা হইতে পারে না। বক্রপ শারীর্য্য রজনীতে প্রবল বায়ুর অত্যাচার ও প্রচুর বায়ুবর্ষণ পরে পরিষ্কৃত আকাশে পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইলে অতিমন্দ বিরাম প্রাণ বৃক্ষ সকল তাঁহার হুতাঙ্ক আলােক স্তম্ভ পুলাকে পান করিতে থাকে, মনী হুত সকল হ্রিব আনন্দে তাঁহার সেই রমণীয় কোমল জ্যোতিস্তম্ভোগ করে, সমস্ত অগাধ নিখল শাস্ত হৃৎ জ্যোতিস্ত বিস্তার করে, তরুণ দুঃখ কটিকা ও চক্ষু সলিল বর্ষণ পরে স্তম্ভ চক্রালোক প্রকাশ পাইলে তিত্ত বিমল পারশাস্ত হৃৎ সন্তোগ করে। পরমেশ্বর যে রোগের উৎস নাই তাঁহার উৎস, যে দুঃখের উপায় নাই তাঁহার উপায়। অর্ধ হীন হইলে পিতা নিন্দা করেন, মাতাও নিন্দা করেন, ভ্রাতা সন্তাষণ করেন না, ভৃত্য আনন্দ করে, পল্ল বশে থাকে না, কাত্য অলসতা করেন, হৃৎ অর্ধ প্রার্থন করে আলাপ মাত্রও করেন না। কিন্তু পরমেশ্বরের একপ মনেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি ধনী হইয়া বা দরিদ্র হইয়া, তাঁহার নিমিত্তে তিনি আপনাদেও জ্যোতিস্ত সর্বদাই প্রসারিত রাখিয়াছেন। যদ্যপি স্তম্ভ মাংসের শুণ্ড প্রযুক্ত মনের ঐর্ষ্যতা কখন কখন হ্রব হইয়া চক্ষু সলিলে পরিণত হয়, তথাপি ব্রহ্মজ ব্যক্তি ক্রেশ ধারা এককালে ভয় চিত্ত হইয়া হ্রিম্মাণ হইয়ে না, তিনি ঐর্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ও আপনাদেও বিস্তৃত মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনাদেও মঙ্গল সর্বদা উন্নত রাখেন। তিনি এতরূপ দুঃখাবস্থাতে ঐর্ষ্যের রূপা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন; কারণ তিনি স্তম্ভ আপনাদেও ঐর্ষ্য সন্তি বর্জন্যন দেখেন, ততই মামবীর ফৌজতার উপর আপনাদেও উপিত দেখেন, এবং ততই মহত্ত্ব স্বভাবাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল পূর্ণ আনন্দের বরণীয় বিশ্ব কৌশলের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আত্মার পূর্ণক সেই কৌশল চক্রকে যথ সাধ্য অগ্রসর করিতে পারিলেই আপনাদেও কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি

প্রকারে কার্য করিতে পারিবে, যখন প্রেম-
 স্ফূর্তিবদ্ধ আনন্দময় মোক সকলের প্রতি
 এবং সেই মিত্র কালের প্রতি তাঁহার মন
 চক্ষু সর্বদাই স্থির রহিয়াছে, যেমিত্য কা-
 লের স্তব্ধতা ইহকালে এক পল মাত্র, যেমিত্য
 কালে সেই বিশ্বের কৌশল পূর্ণরূপে প্রকাশ
 দেখিবেন, যে মিত্য কালে পরম পাতাত্তা-
 হাকে অকণ্ড শাস্ত হইবে প্রদান পূর্বক আ-
 পনার অনুকম্প ও সন্তোষ করিয়া রাখিবেন।
 একত্রেপ ব্যক্তির বিস্ত্র মশঙ্ক হউক, কিন্তু
 পরমেশ্বরের প্রসন্নতা যে তাঁহার পরম ধন
 তাহাকে কে অশুভরূপে করিতে পারে? যখন
 মনস্থান কিস। উপজীবিকা থাকিলে তাহা-
 তেই তিনি আপনার বক্তিত্র কৌশল দ্বারা,
 পরিমিত ব্যয় দ্বারা, স্পর্শমণি রূপে সংস্থাপ
 দ্বারা 'মনস্থানে কালব্যাপন করিয়া আপনার
 ধর্ম পালন করেন। ধন সৌভাগ্য দ্বারা
 অনেক উপকার করে। যার ইহাতে যদ্যপি
 তিনি তাহা প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্যস্ত করেন, আর
 পরমেশ্বর সে অভিলাষে তাঁহাকে বঞ্চিত
 করেন, তথাপি তিনি দুঃখ করেন না, কারণ
 তিনি 'নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যে পরম
 পরম্ব তাঁহাকে ধন প্রদান করেন তাই, তিনি
 তাঁহার কুশল তাঁহা হইতে উত্তমরূপে জা-
 নেন।' অন্যান্য উপায় দ্বারা ধনোপার্জন
 করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তিনি
 এই রূপ উপনিষদ হইয়াছেন যে পরমেশ্বর
 "সংস্কৃতং বস্তুবুদ্ভাতং" তিনি জানেন যে
 পাপে অর্থাৎ কখনই গোপন থাকে না; যে
 মিথ্যাচরণ করে "সমলোবাএষ পরিশুভ্যা-
 তি" মূল্যে সে পরিশুদ্ধ হয়। তিনি
 ইহাও বিবেচনা করেন যে সেই ব্যক্তি সাং-
 ন্যারিক কষ্টবশত যদ্যপি অশুভ, যিনি
 অশুভ হইলেও অল্প বস্তুদিগের অসৎ মন্ত্র-
 নাগে দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধর্ম হইতে এক
 গমত ও অন্য পতি করেন না — ইহকালের
 নিমিত্তে পদবাক মর্দন করেন না। লো-
 কের নিকট মনোভা ও যশ না হইলেও
 ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমর্ষ থাকেন না, কারণ
 তিনি জানেন যে এই অনিত্য সংসারে
 মনোভা ও যশ নিত্য নহে। যে স্বর্ষ চঞ্চল

প্রশংসাধারুণ প্রতি নির্ভর সে স্বর্ষের প্রতি
 নির্ভর কি? এই রূপ চিন্তা সকলের দ্বারা
 মুম্বুক ব্যক্তি ঐর্ষ্যা ও সন্তোষ অভ্যাস করেন।
 অভ্যাস দ্বারা কি না হইতে পারে? অভ্যাস
 দ্বারা গায়ক সকল মানসিক বিবিধ ভাবের
 উদ্ভেককারি কত প্রকার কষ্টসাধ্য রাগ রাগি-
 নীতে গমন করিতে পারে। অভ্যাস দ্বারা অব-
 লম্বাও রঞ্জুর উপরে কি আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যু
 করে। হা! যে মনু তাহার নামান স্বর্ষ
 উপার্জনের নিমিত্তে করে সে বস্তু তুমি কি
 পরম পুরুষার্থ নিমিত্তে, রিপুদমনকারী
 ঐর্ষ্যা ও সন্তোষ লাভ নিমিত্তে করিবে না?
 ইহা নিশ্চিত জানিবে যে চিত্ত বিশুদ্ধ
 থাকিলে মুম্বুক সময়ে সন্তোষ ও ঐর্ষ্যকে অব-
 লম্বন করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করিলে আনন্দের
 উত্তর অবশ্যই হয়। বৃক্ষ ও জল শূন্য আত-
 পোত্তপ্ত বিস্তারিত বালুকাময় মন্ত্রভূমিতে প-
 থিক অনেক মূর গমন করত উচ্চাতর ও
 জ্বালিত হইয়া পরে হঠাৎ স্বশীতল ছায়া
 ও জল প্রাপ্ত হইলে যদ্যপি পরিভ্রমণ ও স্বর্ষী
 করেন, তত্রাপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম বালুকা
 ক্ষেত্র এই মুম্বুক সংসারে ঐর্ষ্য পরমার্থ
 পাইয়া স্বর্ষ ও স্বর্ষী করেন। এক-
 ত্রেপ মুম্বুক মোচনকারী পদার্থের মূল্যের
 কথা কি কহিব? প্রথমার্থ প্রিয়তম ব্যক্তি-
 কে প্রদান করা তাঁহার প্রতি স্রীতির মহত্তম
 চিত্র হইয়াছে। যে পদার্থকে স্বর্ষ্যরূপে
 চিন্তা করিলে মহান স্বর্ষের উত্তর অবশ্যই
 হয়, তাঁহাকে সর্বদা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ
 ব্যক্তি সর্বদাই স্বর্ষী থাকেন — আনন্দকর
 বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তিনি সর্বদাই আনন্দিত হ-
 য়েন। তিনি জগৎ কেবল মজলের আদ্য
 রূপে দেখেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই
 মধুররূপে হয়। তাঁহার নিকট বায়ু মধু
 বহন করে, সমুদ্র মধু করণ করে, ওর্ষ্বী
 মধুরাবৃত্ত দেখায়, রাত্রি মধুরূপে প্রতীভ
 হয়, উষা মধুরূপে হয়, পৃথিবী মধুর বেষ
 ধারণ করে, স্বর্গ মধু স্বরূপ হয়, বনস্পতি
 মধুরূপে হয়, সূর্য্য মধু স্বরূপে হয়, সমস্ত
 বিশ্ব মধুরূপে প্রকাশ পায়।

তত্ত্বনিরূপণ

বস্তুর বিচার দুই প্রকার, শৈশবিক বিচার এবং কালিক বিচার।

শৈশবিক বিচার

কতক স্থানকে আমরা মনোগত এক দেশ বলিয়া কল্পনা করি, সেই দেশের অর্থাৎ সেই স্থানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পৃথক বস্তু থাকিলেও তাহাকে এক বলিয়া গ্রহণ করি। পশুদিকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত শত প্রকার রহিয়াছে। এই ভারত রাজ্যকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত প্রকার বিত্তোপ দেশ রহিয়াছে। এই বঙ্গদেশকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত নদর ও অশ্বিনীকৃত্ত কুন্ত গ্রান রহিয়াছে। এই কলাকাতা নগরকে এক বলি অথচ অট্টালিকাতে, কুন্ত গৃহেতে এবং কুটীরেতে তাহা পূর্ণ রহিয়াছে। গৃহকে এক বলি অথচ তাহা অসংখ্য ইটকরাশি। ইটককে এক বলি অথচ তাহা অসংখ্য অণু রাশি। পরমাণু বাহ্য চক্ষুগোচরও হয় না তাহারও বিস্তৃতি আছে, এবং যে বস্তুর বিস্তৃতি আছে সে অবশ্য নানা অংশে বিভক্ত হইবার যোগ্য, এবং যে নানা অংশে বিভক্ত হইবার যোগ্য সে কখন এক বস্তু নহে, সুতরাং পরমাণু বাহ্যকে এক বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি সেও নানা অংশে বিভক্তব্য সন্য কখন এক বস্তু নহে। পরমাণুকে বিভাগ করিয়া তাহার কোন এক অংশকে গ্রহণ করিলে সে অংশও এক নহে, কারণ সেও নানা অংশে বিভক্তব্য।

বাস্তবিক বাহার বিস্তৃতি আছে সেই বিস্তৃত্য সুতরাং সে কখন এক বস্তু নহে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম হইক তথাপি তাহার বিস্তৃতি থাকিলেও, সুতরাং সে কখন এক বস্তু হইতে পারে না। কোন কোন পশুভেড়া কখন যে সূক্ষ্মতম পরমাণুর বিস্তৃতি নাই, কিন্তু দুই কি তিন কি অধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগে তাহারদিগের বিস্তৃতি হয়। এ অতি আশ্চর্য মত, কারণ যদি তিন পরমাণুর পৃথক পৃথক বিস্তৃতি না থাকিল, তবে তাহারদিগের

সংযোগে বিস্তৃতি কি প্রকারে চইতে পারে? অতাব পদার্থের সংযোগে তাব পদার্থের কি উপস্থিতি চইতে পারে? অতএব জড় বস্তু অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহার বিস্তৃতি আছে এবং সুতরাং কোন জড় বস্তুকে এক বলিয়া যে গ্রহণ করা সে কেবল মনের কল্পনা নাই, বাস্তবিক সে নানা বস্তু।

পরস্পর অণু সকলের দেশগত সম্বন্ধকে বস্তুর আকৃতি বলা যায়। বস্তু চইতে বস্তুর আকৃতি কদাপি ভিন্ন নহে। ঘট হইতে ঘণ্টের আকৃতি কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। পুর্কে বাহা সূত্রিকা পিণ্ড ছিল পরে তাহা ঘট হইল, ইহাতে ভিন্ন হইল কি? কেবল অণুর স্থানগত পরস্পর সম্বন্ধ। সূত্রিকা যে সময়ে পিণ্ডবস্থার ছিল সে সময়ে সেই সকল অণুর স্থানগত সম্বন্ধ এক প্রকার ছিল, আর যে সময়ে সেই সূত্রিকা পিণ্ড ঘট হইল, সেই সময়ে সেই অণু সকলের আর এক প্রকার স্থানগত সম্বন্ধ হইল। যদি স্থান গত সম্বন্ধ মনে না করা যায়, তবে আকৃতি বিবরে ঘটেতে আর সূত্রিকা পিণ্ডেতে বিশেষ কি থাকে? অণুরাশি যেমন বস্তু রাশি, আকৃতি তেমন এক বস্তু নহে, কিন্তু সেই অণুরাশির পরস্পর দেশগত সম্বন্ধই আকৃতি। অণু রাশি বাহিরের বস্তু, সম্বন্ধ জ্ঞান মনের ভাব। মন যখন আপনাতর ভাবে দেশগত সম্বন্ধের সহিত অণু রাশিকে দেখে, তখনই সে অণু রাশির সম্বন্ধিকে এক আকৃতি করিয়া দেখে।

বহু বস্তুর সম্বন্ধিকে মনেতে এক করিয়া দেখিলে সেই সকল বস্তু স্বার্থতঃ কখন এক হয় না, তিন রূপে তাহার স্বরূপতঃ থাকেই। এই সমুদয় অণুগতকে এক করিয়া মনেতে লইতে গেলে অন্যায়সে লওয়া যায়, কিন্তু তজ্জন্য অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র রাশি প্রকৃতি বাস্তবিক কখন এক হয় না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃক্ষের সম্বন্ধিকে এক বন বলিয়া মনেতে কল্পনা করা যায়, কিন্তু বাস্তবিক সেই সকল বৃক্ষ পৃথক পৃথকই রহিয়াছে।

আমরা যে কতক স্থানকে এক দেশ বলিয়া কল্পনা করি, সেই স্থান ব্যাপি অণু সমূহকে এক বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি। সেই

স্থান মধ্যে যদি এক প্রকার অণু থাকে তবে তাহাকে কঠিক বস্তু বলি ; যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অণু থাকে তবে তাহাকে যৌগিক বস্তু বলি, যেমন শোয়ানাকে যৌগিক বস্তু বলি, কারণ তাহা স্বর্ণ এবং তাম্র এই দুই কঠিক বস্তুর সমষ্টি ।

দৈনন্দিক বিচারের মুখ্য তাৎপৰ্য এই যে যৌগিক বস্তু হইতে কঠিক বস্তু সকলকে পৃথক করিয়া দেখি, যৌগিক সমষ্টিতে কঠিক রূপে ব্যক্তি করি । যদি চক্ষুরান্নিয় এমনতর সূক্ষ্ম হইত যে বস্তু সকলের পৃথক পৃথক অণুকে দেখিতে পাইতাম, তবে কঠিক বস্তু সকল জ্ঞানবার নিমিত্তে আর দৈনন্দিক বিচারের আবশ্যক হইত না ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা ।

সাপ্তাহিক ২৬ বৈশাখ রবিবার বৈকালে ৫ পাঁচ বজার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী গৃহে সাপ্তাহিক সভা হইবেক, সভা মহাশয়েরা আগমন করিবেন । এই সভাতে ১৭৩৯ শকের ক্রান্তিক মাসীর ১০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদায় কর্ম সাধারণ রূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক ।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জোসায়াথ মল্লিক মহাশয় চারি বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে চারি বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে, অতএব উক্ত সাপ্তাহিক সভাতে তাঁহার পর অন্যান্য প্রযুক্ত অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত অন্য বিবেচনা হইবেক ।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর ।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রায়ত্তে যিনি বাঙ্গালা অক্ষরে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক ।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর ।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উচ্চতম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম চয় টাকা, যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ে অবেশণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর ।

সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

আমাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে গত মাস মাসের বিজ্ঞাপনানুসারে শ্রীযুক্ত জিমাথ বোথ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু, ই হারা পূর্ব স্বীকৃত স্বীয় স্বীয় মাসিক দানের বিত্তগুণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বোথ, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত জগদ্রস মুখোপাধ্যায় স্বীয় স্বীয় মাসিক দান বৃদ্ধিকরিত্তা এক টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।

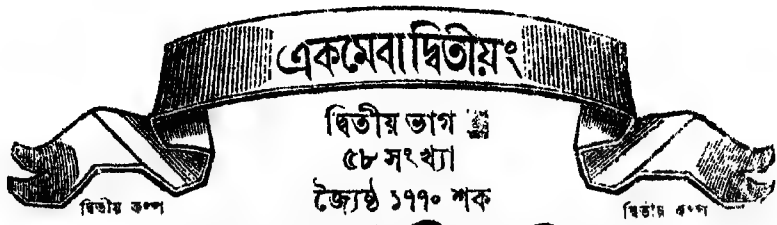
শ্রীমদেবপ্রসাদ ঠাকুর ।

সম্পাদক ।

অশুদ্ধ শোধন

৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তম্ভে ২২ ও ২৩ পংক্তিতে যে “পৃথিবীর অপার সীমাত্তে” এই বাক্য আছে, তাহার পরিবর্তে “অপরাত্ত দেশে” এই বাক্য হইবেক ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে মোকদ্দিমাকোষিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় ।—ইহার মূল্য একটাকা ।
সংখ্য ১২-৫ কলিকাতা ১৮৬৯ ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৩৩৭ পরাগ্রহণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে প্রকাশিত হইবে।
 ৩৩৭ পরাগ্রহণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে প্রকাশিত হইবে।

তত্ত্ববোধিনী সত্তার ১৭৬৯ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণ

গত ২১ই মাসে তত্ত্ববোধিনী সত্তার
সাম্বৎসরিক সন্ধ্যাত্তে বিবৃত হয়।

কিরূপকালে পূর্বে পরব্রহ্মের উপাসনা
এদেশে হইতে লক্ষ হওয়াতে লোক সকল
অজ্ঞান ভিত্তিতে আবৃত হইয়া কেবল কাম্প-
নিক ধর্মের অনুষ্ঠানেই মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্ম
প্রাপ্তপাদক উপনিষদাদি শাস্ত্র বে কুত্রাপি
বিদ্যমান আছে ইহা কাহারও জ্ঞান গোচর
ছিল না। পরমেশ্বরের প্রলাভে অসাধারণ
জ্ঞানি পন্ন শ্রীযুক্ত রাজা রাধামোহন রায়
এদেশীয় লোকের অভ্যাস জাত বুদ্ধিমালিন্য
ও কৃত্রিম সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া দূর
দেশ হইতে সেই সকল শাস্ত্র আহরণ পূ-
র্বক এদেশে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন, এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরব্রহ্মের উপা-
সনার অনুষ্ঠান জন্য বর্তমান ব্রাহ্ম সমাজ
১৭৪১ শাকে স্থাপনা করিলেন। তাঁহার
কীৰ্ত্তিত কাল, বিশেষতঃ এদেশে তাঁহার স্থিতি
কাল পর্যন্ত এবিধের সম্যক আন্দোলন
ছিল। অনন্তর তাঁহার অবর্তমানে কেবল
ব্রাহ্মসমাজ মাত্র রহিল, কিন্তু অন্য অন্য

বিবিধ উপায় দ্বারা ধর্ম প্রচারের চেষ্টা
নিরন্ত প্রায় হইল।

ধর্ম প্রচারের এই স্থান অবস্থা প্রায় হয়
বৎসর ছিল, পরন্তু সম্যক রূপে এই ধর্মকে
ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্তে ১৭৬৯ শকে তত্ত্ব-
বোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল।

ব্রহ্মবিদ্যা বাহাতে নিয়মিত রূপে সর্বত্র
প্রচার হয়, পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া
তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার দৃঢ়তা হয়, এবং
ধর্মের প্রত্যয় ক্রিয়াতদনুসারে অনুষ্ঠান ক-
রিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এই সমুদয়ের উ-
পায় করা এসত্তার সম্যক প্রয়োজন হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিদ্যা এদেশে সাধারণ রূপে প্রচার
করিবার নিমিত্তে আপনারদিগের মূল শাস্ত্র
হইতে তাহা সংগ্রহ করা। পরমেশ্বরের
স্বরূপ জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি
ও শ্রদ্ধার উন্নতি জন্য বিশ্বকাৰ্য্যের আলো-
চনার দ্বারা তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, ও মহল
স্বরূপ প্রতিপন্ন করা; এবং ধর্মের অনুষ্ঠানে
লোক সকলকে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে
কর্তব্য কর্মের নিয়ম সকল প্রকাশ করা।
সত্তার এই তিন প্রধান উদ্দেশ্য রূপে হই
য়াছে।

ইহার মধ্যে প্রথম রূপে সম্পাদন নি-
মিত্তে আনারদিগের মূল শাস্ত্র কি তাহা
নিরূপণ করা; সেই মূল শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম

সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

বিদ্যা সংগ্রহ করা; এইক্ষণকার প্রচলিত বিবিধ শাস্ত্রানুযায়ী আচার, ব্যবহাব, ধর্ম বিদ্যায় লোকের বান্ধুশ বিকৃত সংস্কার হইয়াছে তাহার নিরাকরণ নিমিত্তে সেই মূল শাস্ত্রে কি রূপ যুগ্ম, স্বচ্ছ, সংস্কার, ব্যবহার ও উপাসনার বিধান আছে, এবং তাহা হইতে কোন কালে কি বণ পাবিবর্তন দ্বারা স্কন্ধির স্বাভাবিক, স্বভবশনের হয়

মিক ধর্ম সকল প্রকাশ হইল, তাহার অন্তর্ধান করা, এই সমস্ত নির্বারণ জন্য বি বিধিগণ কাব্যের ভার সত্তার পক্ষে উপস্থিত হইল। সাক্ষ সমস্ত চতুর্দশ, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত স্বভবশন ও সমস্ত পুরাণ তন্ত্রাদি সংগ্রহ করা এবং এই সমুদয় অধ্যয়ন, অনুবাদ, অনুসন্ধান, বিচার ও প্রচার নিমিত্তে জ্ঞান ও উপযুক্ত পাণ্ডিত্য সকল নিয়োগ করা আবশ্যিক হইল।

ধর্মীয় তৎপদে সামান্য নহে। জগৎ কল্যাণের আলোচনা দ্বারা অগণীভবের জ্ঞান প্রকাশ করা, এবং অগণী সীমা কোথায়? সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, সুত্ত প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা; এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত কৌশলের প্রত্যেক সুক্ষ অঙ্গ প্রদর্শন করা এবং বাসকদিগকে তাহার উপদেশ নিমিত্তে দেশময় বিদ্যালয় সকল স্থাপনা করিবার আবশ্যিক।

ভূমীর তৎপদে যে পরামর্শ দান করা— আপন আপন কর্তব্য ধর্ম সম্পন্ন করা—পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে তাঁহার প্রিয় কাণ্ড সমাধা করা, ইহার প্রবৃত্তি প্রদান জন্য সমুদয় নীতি বিদ্যা বিশেষ রূপে প্রকটন করা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষ বিদ্যা ও ধর্মের মূল আধার ছিল, বীর্ঘ্য ও নহুৎ পূর্ণ ছিল, মনুষ্যের মধ্যে হিন্দু জাতি গণ্য জাতি ছিল, ইহা এককালে বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের দেশীয় লোক আপনাদিগকে অতি হীন মনুষ্য রূপে জ্ঞান করেন, অতএব সেই পূর্ব

অবস্থার উদ্বোধন জন্য ভারতবর্ষের পুরাতন অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, বাহাতে আপনাদিগের পূর্ব গৌরব ও মহত্ত্ব প্রতীত হইয়া স্বদেশের প্রতি দেশস্থ লোকের অধিকতর ঐতি হইবে, এবং তদ্বারা পুর্কোত্ত সমস্ত হিত কার্য সাধনে সম্যকরূপে যত্ন হইবেক।

তত্ত্ববোধিনী সত্তার পরিত তুল্য ভার, এবং সমুদ্র তুল্য কার্য! ভারত ভূমি বাহাতে জ্ঞান জ্যোতিতে শুভ্রবতী হয়, ধর্ম তুর্ধণে হ্রশোভিতা হয়, হিন্দু জাতি সন্মান ও মহত্ত্বতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাই তত্ত্ববোধিনী সত্তার প্রয়োজন — বিবেচনা করিলে এ সভা হিমালয়াবধি কন্যা কুমারী পর্যন্ত ১৪০০০০০০ চতুর্দশ কোটি মনুষ্যের হিতজননী হইয়াছে — এই সমস্ত চতুর্দশ কোটির প্রত্যেককে এসভাতে সংযুক্ত হওরা উচিত।

এ ধীর্ঘ আশা জাতি রমণীয় বটে, কিন্তু তাহা সার্থক হইবার দীর্ঘকাল বিলম্ব আছে। এইক্ষেণে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্তই সত্তার বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে, এবং তদ্ব্যতীত পুর্কোত্ত কার্য সকল সাধন হেতু যত্র যথের প্রয়োজন, তাহার সহস্রাংশের একাংশ আয়ও যদ্যপি না হয়, তদ্যপি সত্যাদিগের আনুকূল্যে ও অধ্যক্ষদিগের চেষ্ঠায় সাধ্যমত অনেক অনুষ্ঠান হইতেছে। বৃত্তি সহিত সন্তোষনিবন্ধ মজিত হইয়াছে, কঠোপনিষদের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণকাপি কিয়দকুই প্রকটিত হইয়াছে। মূল বেদ ও বেদান্ত স্বতরাং তাহার অধ্যাপক এদেশে অপ্রাপ্য, এনিমিত্তে অধ্যক্ষেরা চারিজন ছাত্রকে কাশীধামে এই অজিপ্রায়ে প্রেরণ করেন যে তাঁহারা সেখানে মূল বেদ, বেদতাত্ত্ব, বেদান্ত ও মর্শন শাস্ত্র করিয়া প্রতিমিপি দ্বারা সংগ্রহ করত শিক্ষা করিবেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বোম্ভাবাধীশ উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রঙ্গ, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, তলবকার, বাস্কলনের সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহারণ্যকের কিয়দংশ; বোম্ভাবের মধ্যে নি-

রুক্ত ও হৃদয়; বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্র ভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণ মাল্য, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চমসী ও সটীক গীতা ভাষ্য; কর্ণমীমাংসার মধ্যে লৌগিক মীমাংসা সংগ্রহ, এবং সাংখ্য দর্শনের মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া গত বর্ষে কলিকাতার প্রভাণমন্ডল করিয়াছেন। অপর তিন জনের মধ্যে স্বপ্নেশ্বরী ছাত্র শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্যের স্বপ্নেশ্বরী সংহিতার সম্প্রসারকের তৃতীয় অধ্যায়, ও তাহার ভাষ্যের প্রথমটীকায় দত্তাচার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। যজুর্বেদীয় তন্ত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মাধ্যম্দিম সংহিতায় একত্রিশত অধ্যায়, তৈত্তিরীয় সাহিত্যের তৃতীয় অধ্যায়, কাণ্ডভাষ্যের পূর্বোক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়, এবং তাহার উত্তরার্দের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় শিক্ষা হইয়াছে। সামবেদীয় তন্ত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের সামবেদ বিষয়ে বেদান্তের ষট্‌ত্রিশত সাল, অংগনামানের চতুর্থ প্রপঠিক, উৎগানের সম্প্রসারক, ও উত্তরাঙ্কায় ষষ্ঠপেত্রের তৃতীয় সূত্র ভাষ্য, এবং কর্ণ মীমাংসা দর্শন বিষয়ে শ্যামসুপিকার জাতি খণ্ডের পঞ্চম অধ্যয়ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বোক্ত ভাবে কাম্যের মূলভূত প্রয়োজন হইয়াছে। উদ্যমে। কাশী হইতে বেদ, বেদাঙ্ক, ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, এবং এখানে পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থ, কিরূপ সংখ্যক বাঙ্গলা গ্রন্থ, ও সত্য কার্যোপযোগী ইংলণ্ডীয় ভাষারও অনেক গ্রন্থ আহরণ হইতেছে। এপর্যন্ত সমুদয়ে ২০০ সংস্কৃত, ১৪৩ বাঙ্গলা, এবং ৬২৩ খণ্ড ইংরাজি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

এ সকল কেবল উন্মোচন মাত্র। উদ্দেশ্য কর্ণের মধ্যে উপনিষদাদি কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসে মাসে যে প্রকাশ হয়, তাহাই এমত কার্য সাধনের মূল যন্ত্র হইয়াছে। পূর্বোক্ত আবশ্যিক কার্য সকলের মধ্যে আদ্য কিছু এইরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা হইতেছে

তাঁহা সেই পত্রিকার দ্বারাই হইতেছে। উদ্যোগ গত বৎসরের এক মহৎ কর্ম এই যে সংস্কৃত বৃত্তি ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত পুস্তক প্রকাশের আনন্দ হইয়াছে। বৃত্তির পরমেশ্বরের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহার উপাসনা ও তৎকল মুক্তি, নীতি ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, জ্যোতিষ, ভারতবর্ষের প্ৰাচীন ও বর্তমান প্রচলিত ধর্ম্ম ঘটিত বৃত্তান্ত লক্ষণ সংক্ষেপে প্রকাশ করা গাইতেছে, এবং তত্ত্ব-নিরূপণার্থে অপরাপর বিদ্যা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সত্যর এই যে কিঞ্চিৎ অনুরক্ত কার্যেতেই যদিও সত্যের তত্ত্ব আছেন, বরণ যেনেক ইহাকেই বহু করিয়া নানেন, কিন্তু বাস্তবিক যৎ পরিমাণে প্রয়োজন তাহার কি হইতেছে? পূর্বোক্ত প্রত্যেক ব্যাপার যত্রপ প্রচুর রূপে অনুষ্ঠান কর্তব্য, তাহার সত্যলেশের একাংশও হইতেছে না। দেশ-মত পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক, অগত সত্যর অধীন একটি পাঠশালাও বিদ্যমান নাই। তবে বঙ্গদেশে যে প্রযত্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার দিন দিন উন্নতি হইয়া আসিতেছে, ইহা নিতান্ত সাধারণ মতে।

কিন্তু নদীর জোতের শ্যাম মনুষ্যের কাব্য বিনা ব্যাঘাতে ও বিনা আন্দোলনে কতকাল স্থির রূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে? মহামারী সম বাণিজ্যের বিষম উৎপাতে এরূপের পৃথিবীতে যত্রপ সম্ভব মুষ্টিমাত্র তাহা সকলেই বিদিত আছে—বোধ করি অসংকার সত্যর সত্যলেশের মধ্যেও অনেকেই সে দৃষ্টিভঙ্গি কল ভোগ করিতে হইয়াছে। যে মহাত্মক সেই দূরবর্তী ইংলণ্ড ভূমিকে নির্ঘাত করিয়াছে, এবং উন্নত বেগে ধাবিত হইয়া ভারত ভূমিকে উৎখাত করিতেছে, সেই ভীষণ তরঙ্গের এক চিহ্নোদ এই সত্যকেও একবার আন্দোলিত করিয়াছে। এই সত্যর সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যেরূপ সঙ্গ তাহা সাধারণ রূপে বিদিত আছে, এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি তাহার বাদ্ধ বিপদ, তাহাও আপনারা সকলে বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন। সত্যর

আবশ্যক মত তাঁহার উদার দান দূরে থাকুক, তাঁহার নিয়মিত মাসিক দান যে মত মুক্তা তাহাও তিনি রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যতদূর অধ্যক্ষেরা ব্যয় সংরক্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে সম্প্রতি প্রায় সংগ্রহ নিবারণ করিতে, কাশীর ছাত্রদিগকে কলিকাতার প্রত্যায়ন করিতে, এবং বেদ অনুবাদকল্পে সম্প্রচারী পত্রিকাকে লবঙ্গ করিতে অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন। এমত কঠিন কালে ইহা সোভাগ্য রূপে মানা করিতে হয় যে এই সমস্ত প্রতিকূলতার কারণে সত্যের বর্তমান কাবীর তাদৃশ ব্যাঘাত ঘোষণা হইতে পারে না। স্বদেশের পুঙ্গব মূল মতস্য প্রাপ্ত আছে, এবং তাহা যে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে বেদ অনুবাদ নিষেধ হইতে থাকিতে। পুরাণাদি যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, এবং প্রয়োজন মতে এমতেনে যে যে প্রকৃত প্রাপ্ত হইয়া যায়, তদুপায় ক্রিয়াকাল কার্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সেই ক্রিয়াকাল পরে যাতাতে সত্যের ক্ষুণ্ণতা না হয়, তাহার উপায় সন্ধান এই ক্ষেত্রে পূর্ণ যত্নের সহিত কর্তব্য। সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনারা চেষ্টা করিবার নিমিত্তে সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিলম্বে পুনর্বার যাহাতে এই সংগ্রহ আরম্ভ হয়, তাহারা পুনর্বার বেদ শিক্ষা নিমিত্তে কাশীতে বা স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, এবং উক্ত মত উক্ত পণ্ডিত লোক সত্যতে নিযুক্ত হয়, ইহার সমস্ত চেষ্টা আপনারা অবিলম্বে করুন। এই সত্যের প্রত্যয় প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে অন্য দেশীয় লোকেরা রাশি রাশি ধন ব্যয় করে। যাহাতে ধর্ম জ্যোতিতে আপনাদের দেশীয় লোকের মন উজ্জ্বল হয়, আপনাদের ভাষায় উন্নতি হইয়া নানাবিধ বিদ্যায় বীজ বৃদ্ধি মध्ये ব্যাপ্ত হয়, অসম্বন্ধ পুরাতন উজ্জ্বল হয় ও পূর্বে পুরুষদিগের বীজ ও বহু প্রতীত হইয়া লোকের চিত্ত বৃদ্ধির প্রেরণা আছে হয়, এককালে এমত সমূহ উপকারের অন্তর্গত যে সত্য

কর্তৃক সত্ত্ব, তাহার আনুকূল্য নিমিত্ত অতি দীন পর্যাপ্ত ইউরোপীয় লোক যথা সর্বত্র সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু আমায়দিগের দেশীয় লোক এই সমস্ত কল হস্তগত দেশীয় ও কেন যত্নবান হইবেন না? সত্যের মধ্যে অনেকে সমর্থ হইয়াও প্রতিমানে চারি স্নান মাত্র প্রদান করিয়া থাকেন, গভ মাত্ৰ মাসে এবিষয়ের বিজ্ঞাপন করিতে ১ জন মাত্র উৎসাহী সত্য তাঁহারদিগের মাসিক দান বৃদ্ধি করিয়াছেন। কলকাতা গভানু-শোচনার কাল নাই। আপনারা সত্যের জ্ঞান অবস্থা স্থল রূপে জ্ঞাত হইলেন, এই ক্ষেত্রে সকলে বিশেষ মনোযোগ পূর্বক সত্য পরিত্যক্ত সাহায্য করিতে যত্নবান হউন, এবং তদুপায় সত্য হইতে আপনাদের প্রতি আপনাদের পুঙ্গবদিগের প্রতি এবং তাহারদিগের বংশানুকূলে সন্তান সন্ততির প্রতি যাদৃশ উপকার সত্ত্ব বরহিয়াছে, তাহার সম্মান নিরাকরণ করুন।



বিষয় অবতারণা

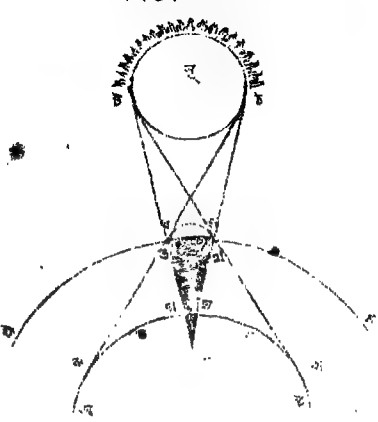
রাম ও কুক

বামন অবতারের যে ভাবপর্যায় থাকুক, পরশুরাম হইতে অব্যক্ত রূপে বিষ্ণুর মনুষ্য অবতারের আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বামন অবতারের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে, পরশুরামের উপাসনা তাৎক্ষণিক হয় নাই। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম হইতে বর্তমান হিন্দু ধর্মের বিশেষ বিচিত্রতা এই যে ইহাতে মনুষ্যের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে; এবং মনুষ্য পূজার উপযোগী জব্য আহরণাদির প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া আমায়দিগের প্রাচীন ধর্ম ক্রমশই পরিবর্তিত হইয়াছে। নূতন দেবতার সহিত নূতন উপাসনা চলিত হইয়াছে, কর্মকাণ্ডের নূতন পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং নব নব গুরু মতানুসারে নব নব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশীয় ভাব ও ধর্ম নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে।

চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরোধ হইলে সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র যদিও বহুতর সূর্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু তদপেক্ষা পৃথিবীর নিকট অসুতর উভয়ের বিস্তার প্রায় সমান দেখায়। সমস্ত বিশেষ্যে সূর্য্যবিহ্ব বা চন্দ্রবিহ্ব পৃথিবী হইতে অবরোধের দূর বা নিকটবাধি হয়, এই নিমিত্তে তাহা বিশেষে তাৎপর্যমণে স্থাপন থাকি কোথায় হয়। সূর্য্যের কেন্দ্র, চন্দ্রের কেন্দ্র, এবং গ্রহণ হইবার চন্দ্র দ্বিতীয় সমস্তের থাকে। এই কালে, তবে যে ব্যক্তি একই উভয় দিকি পোলের স্থাপন থাকি অনুসারে সূর্য্যের দিকি তাহা বা প দেখিতে পারে। চন্দ্র বিহ্ব দ্বারা বিহ্ব অপেক্ষা যদি দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্যের সারা প্রায় লক্ষিত হয়, কেমন না তাহা কে না জানে। তাহা হইলে সূর্য্য বিহ্ব আলাদা হয়। অর্থাৎ চন্দ্র বিহ্ব যদি সূর্য্য বিহ্ব হইতে দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্য বিহ্বের উচ্চতা হইতে তাহা পূর্ণ অপেক্ষা এক দাঁপিসমান পণ্ড সমান হয়, তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। চন্দ্রের কেন্দ্র, সূর্য্যের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যদি সমস্ত এক সরল রেখায় থাকে তবে সূর্য্যের সারা প্রায় লক্ষিত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র বিহ্ব যদি সূর্য্য বিহ্ব হইতে দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্য বিহ্বের উচ্চতা হইতে তাহা পূর্ণ অপেক্ষা এক দাঁপিসমান পণ্ড সমান হয়, তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। চন্দ্রের কেন্দ্র, সূর্য্যের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যদি সমস্ত এক সরল রেখায় থাকে তবে সূর্য্যের সারা প্রায় লক্ষিত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র বিহ্ব যদি সূর্য্য বিহ্ব হইতে দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্য বিহ্বের উচ্চতা হইতে তাহা পূর্ণ অপেক্ষা এক দাঁপিসমান পণ্ড সমান হয়, তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সূর্য্য গ্রহণ কি রূপে সম্ভব- উন্নয় তাহা স্পষ্ট রূপে বোধ হইবেক।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র



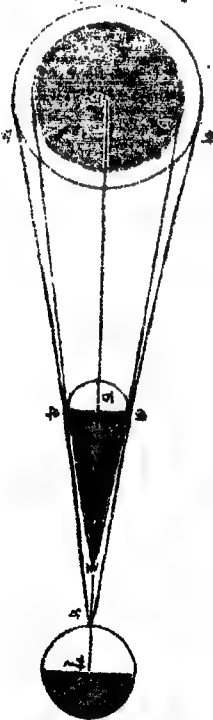
সূর্য্য, চন্দ্র, এবং চন্দ্রের কেন্দ্র, এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যদি সমস্ত এক সরল রেখায় থাকে তবে সূর্য্যের সারা প্রায় লক্ষিত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র বিহ্ব যদি সূর্য্য বিহ্ব হইতে দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্য বিহ্বের উচ্চতা হইতে তাহা পূর্ণ অপেক্ষা এক দাঁপিসমান পণ্ড সমান হয়, তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। চন্দ্রের কেন্দ্র, সূর্য্যের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যদি সমস্ত এক সরল রেখায় থাকে তবে সূর্য্যের সারা প্রায় লক্ষিত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র বিহ্ব যদি সূর্য্য বিহ্ব হইতে দূর হইয়া যায়, তবে সূর্য্য বিহ্বের উচ্চতা হইতে তাহা পূর্ণ অপেক্ষা এক দাঁপিসমান পণ্ড সমান হয়, তাহা হইলে তাহা সূর্য্যের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে।

যেই প্রদেশে সূর্য্য গ্রহণ দর্শন হয়, তাহা প্রায় একই সময়ে এবং একই প্রকারে গ্রহণ হইবেক না। কোন স্থানে পূর্ণ গ্রহণ কোন স্থানে বা আংশিক গ্রহণ উপলব্ধ হয়, এবং বশিষ্ঠ দিক হইতে পৃষ্ঠাকারিমুখে চন্দ্রের গতি, অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় লোকের আগে ও পূর্ব দেশীয় লোকের ক্রমানুসারে পরে পরে গ্রহণ দর্শন হইতে থাকে।

এই দ্বিতীয় ক্ষেত্র অবলোকন করিলে

দয় আর ভ্রমকারার বক এবং ত খ সীমা
দয় এই রেখা চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী কণ এবং
য খ ভ্রমরাতলখণ্ডে সূর্য্যের আংশিক গ্রাস
দৃষ্ট হইবেক। এতদ্যতিরিক্ত পৃথিবীর অন্য
অংশে গ্রহণ দর্শন অসম্ভব। চন্দ্রের গতি অ-
নুসারে কখন কখন পৃথিবী চইতে চন্দ্র যত
দূরে থাকে, তদপেক্ষা তাহার ছায়ার দীর্ঘতা
অপেক্ষ হয়, এমত স্থলে সেই ছায়া যতরাং পৃ-
থিবীতে লগ্ন হয় না, এবং কোন স্থানে সূর্য্যের
পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। সেই ছায়ার মধ্য রে-
খার নিকটবর্তী লোকেরা সূর্য্যের প্রায় ভাগে
চতুর্দিকে ছোয়াতিন্দ্রয় এক সূর্য্যাকার একখণ্ড
দর্শন করে।

তৃতীয় ক্ষেত্র



তৃতীয় ক্ষেত্রে সূচ পূর্ণবৎ সূর্য্য চন্দ্র
ও পৃথিবী। ত খ হ চন্দ্র ছায়া, বাহা
পৃথিবীতে লগ্ন না হইয়া তাহার অগ্রভাগ

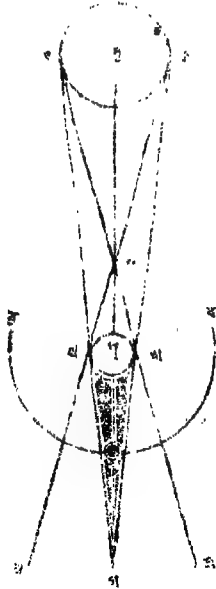
অক্ষরিকের হ বিস্তৃত স্থিতি করিয়াছে।
চ হ চিত্রিত রেখা সেই ছায়ার মধ্য রেখা
এই রেখাকে মুক্তি করিতে হইবে।
পূর্বে ব বিস্তৃতে সংগ্রহ করিয়াছে, এই
হইতে ব ত ট এবং ব খ ট এই দুই চন্দ্র
মীরেখা দয় চন্দ্র বিস্তৃতাংশে পূর্ণ
বিমের ট ঠ বিস্তৃতে সংগ্রহ করিয়াছে।
এখন বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে
যে সূর্য্য বিমের ট ল ঠ চিত্রিত পূর্ণবৎ
গতি ভাবিত অংশ ম আংশিত স্থানে পূর্ণ
কিবেক, কেবল প ট প্রস্থ গতি অক্ষরিকের
এক খণ্ড মাত্র দৃষ্টি গোচর হইবেক।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর
ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্র
হয়। চন্দ্র সূর্য্য নিস্তৃত পূর্ণার্থে কেবল
সূর্য্য রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং তাহার
অভাব হইলেই স্বতরাং দীপ্তি শূন্য হইয়া
ইহাকেই চন্দ্র গ্রহণ বলা যায়।

পৃথিবী চইতে চন্দ্রের স্থান যত অক্ষর,
ভূচ্ছায়া তাহার ৩৩০ লাক্রিগুণ দীর্ঘ, এবং
ঐ ছায়ার খে প্রবেশে চন্দ্র প্রবেশ করে তা-
হার প্রস্থ চন্দ্র ব্যাসের প্রায় ত্রিগুণ। চ-
ন্দ্রের সমস্ত বিস্তৃতি যখন ছায়া মধ্যে প্রবেশিত
হয়, তখন পূর্ণ গ্রহণ হয়। যখন তাহার
এক অংশ মাত্র ছায়াতে আচ্ছন্ন হয়, তখন
আংশিক গ্রহণ হয়। যেহেতু কালে চন্দ্র
ভূচ্ছায়ার মধ্য রেখা ভেদ করিয়া গমন করে
তাহাকে কেন্দ্রীয় গ্রহণ বলা যায়। ছায়া
প্রবেশকে প্রাশারভ এবং তাহার চইতে ব-
হিগমনকে মুক্তি কহা যায়। প্রাশারভ
বহি মুক্তি পর্যন্ত সময়কে গ্রহণের ভৌগ
বলা যায়। ভূচ্ছায়ার উভয় প্রান্তে সূর্য্যের
কতিপয় তির্ধ্যাক গামি রশ্মি পৃথিবীদ্বারা অ-
বরুদ্ধ হওয়ারতে কিয়ৎস্থানের যে স্থান দীপ্তি
হয়, তাহাকে ভূমচ্ছায়া কহা যায়। প্রাশা-
রভের পূর্বে চন্দ্র ঐ ভূমচ্ছায়াতে প্রবেশ
করে এনিমিত্তে এক কালে দীপ্তি শূন্য হ-
ইয়া ক্রমশ স্থান হইতে থাকে। এত
মুক্তি কালীনও একেবারে পুনর্দীপ্তিমান না
হইয়া স্থান কাপে নিঃসৃত হয়, এবং ক্রমশঃ
সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র

সময়ে চন্দ্র স্বয়ং লীর্ণ শন্য হয়, একন্য তৎ-
কালে যে বে স্থানে তাহার উদয় থাকে
সেই সেই স্থানে একই সময়ে একই প্রকার
গ্রহণ দর্শন হয়। ভূষ্কার্য্য আপেক্ষা চন্দ্র দ্রুত
গামী, এবং পৃথিবী হইতে পূর্বদিকে ভা-
সারদিকের ঐ দ্বারের গতি, একন্য চন্দ্র বিয়ের
পূর্ক তৎপ অগ্রে ভূষ্কার্য্য প্রবিষ্ট হয়, এবং
ঐ ভাগই সর্ব্বাংশে ছাড়া হইতে বহিগত হয়।
চন্দ্র ভূষ্কার্য্যতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হই-
লেও অংশ প্রভাবশিষ্ট ব্রহ্মবৎ রূপে দৃশ্য
হয়। ইহার কাব্য জ্যোতির্বিজ্ঞে পণ্ডিতেরা
অনুমান করেন যে বিয়ৎ সূর্য্য রশ্মি ভূবা-
য়ুর মধ্যে প্রবেশ করত জিগ, বক্র গতি,
এবং স্থান হইয়া চন্দ্র বিয়ে প্রতিফলন পূর্ব্বক
কণাভর কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে।

সূর্য্যর্য্য কোষ



চন্দ্র তৎপ কি রূপে প্রকটন হয় তাহা
এই চিত্রে প্লেগে দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ

হইবেক। সূচ পূ পূর্ব্ববৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও
পৃথিবী। ব চ র চন্দ্র কক্ষা। খ
প খ ভূষ্কার্য্য। ইহার সমস্ত অংশ হইতে
সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ভূষ্কার্য্যর
উত্তরপাথে খ জ, খ গ, খ ক, খ ঘ, রেখা
চতুর্দিকের অন্তর্গত স্থানে সূর্য্যের কিয়ৎ তি-
থ্যক রশ্মি আচ্ছাদিত প্রযুক্ত ভূিবষ্কার্য্য গ-
ত্বিত হইয়াছে। গ্রাসারম্ভে এবং গ্রাসাংশে
চন্দ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থান রূপে
প্রকাশ পায়। চন্দ্র বিয়ৎ খ গ খ আচ্ছিত
ভূষ্কার্য্যর পৃ গ চিত্রিত মধ্য রেখার পাশ্ব-
বর্তী হইয়া ভূষ্কার্য্যতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট
হইলে এই গ্রহণ হয়। ঐ রেখা তেজ করি-
য়া গমন করিলে (যথা চ) কেন্দ্রীয় পূর্ণ
গ্রহণ হয়। আর চন্দ্র স্বীয় পাত হইতে
যত অধিক অন্তরে স্থিতি করে, তাহার তত
অংশ ভোগি আংশিক গ্রহণ হয়, এবং প-
ণ্ডিতেরা একগ নির্দিষ্ট পরিমাপ দ্বি করি
য়াছেন যে পাত হইতে চন্দ্র ঐ পরিমাণে
অপেক্ষা অধিক অন্তরে থাকিলে আর গ্রহণ
হয় না। শব্দসরের মধ্যে স্থান সংখ্যা দুই
সূর্য্য গুণন হইতে পারে, এবং একই চন্দ্র
গুণন না হইতে পারে। ঐ কালের মধ্যে
উক্ত সংখ্যা পক্ষ সূর্য্য গুণন ও চন্দ্র চন্দ্র গু-
ণে সংঘটন হইতে পারে। যদিও চন্দ্র
গুণন অপেক্ষা সূর্য্য গুণনের সংখ্যা অধিক,
তথাপি চন্দ্র গুণন এক কালে জুম্বলের অর্ধ
ভাগে দৃষ্ট হইয়াতে এবং সূর্য্য গুণন পৃথিবীর

আপি স্বয়ং প্রতিদিশিভোইনর ভঙ্কানরজ্ঞাৎ
নির্দ্রাশিগোমণে গোলাঘাটে
অষ্টভাষায়ে।
আচ্ছাদিত চন্দ্র পঞ্চাৎ ভাগ হইতে আগমন করিয়া
যেহে ন্যায় আপনার প্রকাশ হীন মুষ্টি দ্বারা সূর্য্য
নিম্নে আচ্ছাদন করে। অতএব সূর্য্য গ্রহণে পশ্চিম
দিকে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে মুষ্টি হয়। যেহেতু অংশিক
যেহেতু অংশিক দ্বারা কোন স্থানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, ত
জ্ঞাৎ হারত চন্দ্র ও জায়া সূর্য্যের কক্ষার প্রযুক্ত কোন
এখন সূর্য্য গুণন উপলব্ধ হয়, কুর্দাপি হয় না।
সমকলকালে ভূতালমতিস্থ্যাবে বতন্যায়ানং।
সর্বো পশ্যন্তি সন্ন্যসমকক্ষায়ালন্যন্যনভীঃ
গোলাঘাটে অষ্টভাষায়ে।
ভূষ্কার্য্য চন্দ্রেতে লগ্ন হয়, এনিমিত্তে সকলে তাহাকে
সম্মান রূপে স্থান দাখে, সেহেতু ভ্রাতক ছাত্রা ও ছাত্র
চন্দ্র উত্তরের সম্মান কক্ষা। তাহাতে লগ্নন অবদতিয়াই।

* পশ্চিমাদিভাষ্যে লগ্ননং সূর্য্যেভ্যে চন্দ্রে
ক'নোপিতং স্কন্দমিত্তরং ছানরভাষ্যমুখ্য।
পঞ্চাৎপাশোঁহিদিশি ততোমুষ্টিসকলং ৩এং।

কিয়দংশ মাত্রে দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা অধিক চন্দ্র গ্রহণ দর্শন হয়।

চন্দ্রের পাত যদি স্থির হইত, তবে প্রতি বৎসর একই সময়ে গ্রহণ হইত, কিন্তু এই পাত পূর্ণ হইতে পশ্চিম দিকে সূর্য্যকে প্রায় ১৮১০ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, এজন্য এই সময়ান্তে চন্দ্র পাত স্বস্থানে প্রত্যাপিত হয়, সুতরাং প্রত্যেক ১৮১০ বৎসরে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ প্রায় সমান রূপে ও সমান দিবসে হইয়া থাকে। কালভিগান জাতীয় লোকেরা এই স্থল নিয়ম দ্বারা গ্রহণ গণনা করিত। সূর্য্য গ্রহণ কালীন চন্দ্র বিহীন দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে ছায়াপাত হয়, সেই ছায়ারূপ অংশ চন্দ্র লোকের অদৃশ্য হইয়া সেখানে পৃথিবীর আংশিক গ্রহণ প্রতীত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৃথিবী পৃষ্ঠের গর্ভ আচ্ছিন্ন স্থানে চন্দ্র দ্বারা লম্ব হইয়াছে। এমত স্থানেতে এই ছায়ারূপ স্থানের সম্মুখস্থ চন্দ্র লোকের দ্বারা তৎকালে পৃথিবীর আংশিক গ্রহণ দৃষ্টি করে। কিন্তু পৃথিবীর স্থলভাগ সেই ক্ষণা খণ্ডের সুত্রতা অযুক্ত তাকানক সচল বলকের দ্বারা বোধ হয়।

পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রহলোকে সর্বদাই গ্রহণ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেবল এক সজ্জি চন্দ্র, তাহারই ভূচ্ছায়া প্রবেশ ও তদ্বারা সূর্য্য দ্ব্যাক্রান্ত প্রাক্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির সাত চন্দ্র, এবং কমেলা গ্রহের ছয় চন্দ্র, ইহাতে সেই সকল গ্রহলোকে সূর্য্যের গ্রহণ ও স্বয়ং চন্দ্রের গ্রহণ সম্ভব হই দৃষ্ট হয়, এবং জ্যোতির্বেত্তা পণ্ডিতেরা তাহা সুসূক্ষ্ম রূপে গণনা করেন, ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহারদিগের চন্দ্রের গ্রহণ উপলব্ধি করেন।

কেবল চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয় না। সূর্য্যের সমীপবর্তী গ্রহ ও দূরবর্তী গ্রহের পরস্পর সঙ্গম কালে যদি তাহারদিগের উভয় স্ফোরক পাত স্থানে তাহার আগমন করে, তবে এই সমীপবর্তী গ্রহ দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া দূর-

বর্তী গ্রহলোকে সূর্য্য গ্রহণ প্রদর্শিত হয়। কিন্তু গ্রহবেষ্টিমিতা চন্দ্রের আগমনের প্রয়োজনীয়তা গ্রহের ভঙ্গন কালে অতিক্রান্ত হইতে প্রত্যক্ষ গ্রহণ বহুকালে পর্য্যন্ত সম্ভব হয়। এবং শুধু তাহা সম্ভব হইতে তের মাত্রে অনেকবার পৃথিবী ও সমগ্র মধ্যবর্তী বর্তী ছিল, কিন্তু তাহার দ্বারা পৃথিবীতে বহু গ্রহণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহারদিগের দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে পাত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বারা ভূচ্ছায়ার কেবল অংশ আচ্ছন্ন হয় মাত্র, কেবল সেই মধ্যবর্তী গ্রহ সূর্য্যবিহীনপরি এক সচল বলক রূপে উপলব্ধি হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় শতকের ১৭৯৯ বৎসরে শুক্র দ্বারা এবং ১৮৭৫ বৎসরে ৮ মে দিবসে বুধ দ্বারা এই রূপে সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল।

এইরূপ এক গ্রহ দ্বারা অন্য গ্রহের ও গ্রহণ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় শতকের ১৭ বৎসরে ১৭ মে দিবসে শুক্রের দ্বারা বুধের, ১৫৯১ বর্ষে ৯ জানুয়ারি দিবসে শুক্রের দ্বারা বৃহস্পতির, এবং ১৮০৫ বর্ষে ৩ অক্টোবর দিবসে চন্দ্রের দ্বারা শনির গ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল গ্রহের গ্রহণ দীর্ঘকাল অন্তরে সংঘটন হয়, কারণ তাহারদিগের পরস্পর সমসংক্রান্ত স্থিতি অতি দুর্ঘট। প্রায় ৪৩০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবী, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ও কমেলা এই পঞ্চ গ্রহণগ্রহের সঙ্গম হইয়াছিল, আর খ্রীষ্টীয় শতকের ১১৮৬ বর্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর তন্মত্যা এবং জুলা রাত্রে এই রূপে এক সঙ্গম পুনরায় হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় শতকের ১৮৭০ বর্ষে ১২তম রাশিতে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি এবং শুক্রের সঙ্গম হইয়াছিল।

গ্রহণের কার্য্য কারণ ঘটিত মানস কারণ নিক মত দ্বারা পৃথিবীতে অনেক আশঙ্কার উৎপত্তি হইয়াছে। কোন অসংযায়ক কারণ দ্বারা ইহার ঘটন হয়, এবং চন্দ্র, বা সূর্য্য বা পৃথিবীর অনঙ্গল ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, সচল জাতীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস পূর্বে ছিল এবং অদ্যাপি আছে। পূর্বে রোমানেরা চন্দ্রের গ্রহণ কালে তা-

শাকে যাতনাপ্রস্তু মনে করিয়া তাহার সেই ক্রেশের শাস্তি জনা পিতল যন্ত্র সকল বায়ু করিত, এবং উচ্চৈশ্বরে তুন্দুল ধনি করিত। তাহারদিগের মধ্যে কতক লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে কুককজীবী লোকেরা চন্দ্রকে আকাশ হইতে প্রত্যুত করিয়া চক্রাফেদ্রে চারণ করিয়াছিল, এবং তাহারদিগেরই কুকক ছারা চন্দ্র গ্রহণের সংঘটন হয়। সেদেশে চন্দ্র গ্রহণের বাস্তবিক কারণ বিষয়ে প্রকাশ্য রূপে আলোচনা করিতেও নিষেধ ছিল।

চীনাগণের এই বিশ্বাস যে ভয়ঙ্কর সপ্ত সকল চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে, তাহাও সেই আকারেই প্রচলিত হয়। গ্রহণের কালে গ্রাসকারী সপ্তকে আতলা জমা তাহার চক্রা বন করে।

আমেরিকা যন্ত্রের অন্তঃপার্শ্বী মেক্সিকোদেশের লোকেরা এখন কালে উপবাসী থাকে। তাহারদিগের বিশ্বাস এই যে চন্দ্র সূর্যের পরস্পর বিবাদ প্রযুক্ত সূর্যকন্দুক চন্দ্র আক্রমণ করিয়াছে, এমনিভাবে তাহার বিদেশীয় ভ্রমশীল ঔষধোদ্যোগের আশ্রয় লভের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, এবং বাস্তব সম্মত অন্য অল্প প্রকার করিয়া জীবা কষ্টকে বন্ধ নির্গত করে।

হেলেনীয় অনেক সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় লোকের গ্রন্থে প্রাপ্য পিতৃস্থান তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দৈত্য রাজ চন্দ্র সূর্যকে শত্রু ভাবে গ্রাস করে। এই দৈত্যের রাজ গণের বিচারী চন্দ্র সূর্যকে দণ্ড করিলে পৃথিবীতে মনুষ্যেরও অশৌচ হয়। অসামান্তরূপে মরণশৌচ এবং শত্রুকাণ্ডে জনসংশয় হয়, তাহাতে স্থান ব্যক্তিকে স্মৃতি হানি। হিন্দু গ্রন্থে কখনো রাজের মৃত্যুসময়ে পৃথিবীতে অনেক প্রকার ভ্রান্তান্ত ঘটনা হয়।

উৎসর্গের পক্ষে নিদার প্রভাবে পিতৃদুঃখের সকল এইরূপে লুপ্ত হইয়াছে। অপরাধের স্থানেও সত্য জ্যোতিষ সমাক

রূপে প্রচার হইলে সুভাং কম্পিত জ্যোতিষ সূরীকৃত হইবে—সিদ্ধান্ত জ্ঞান বিকীর্ণ হইলে কলিতের ভিমির মোচন হইবে।



তত্ত্বনিকপণ

কালিক বিচার

যদি এই সময়ে পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্টি-কাল হইতে এক স্থানই স্থির থাকিত এবং এই পৃথিবীর এক অণুমাাত্র ও এক স্তান হইত যদি স্নানান্তর না হইত এবং মন যদি চিরকাল এক ভাবেই রহিত তবে বস্তু সর্বত্রের কালিক বিচারের অসম্ভাবনা হইত। কিন্তু এইরূপে যে প্রকার প্রত্যক্ষ হইতো তাহাতে স্বর্ণকাণের নিমিত্তেও কোন বস্তু এক স্থানে স্থির নহে। এই পৃথিবী “প্রতি সর্গীতে সঙ্গ সঙ্গ পক্ষসত যোজন” গমন করিয়া সূর্যকে এক বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে” ইহাতে পৃথিবীতেই পক্ষপাতের তাহার অবস্থার কত পরিবর্তন হইতেছে। তত গ্রহণ পৃথিবীতেই হইবার অপেক্ষাও তত বেগে গমন করিতেছে। পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্র পঞ্চদশ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। “নদী প্রবাহ রূপে পরিবর্ত হইয়া গ্রাম সকলকে ভয় করিতেছে, কুত্রাপি সঙ্গতি হইয়া ভীরত সুমিকে বিস্তার করিতেছে—সমুদ্র কোন স্থানে শুষ্ক হইয়া প্রসারিত হইয়া সকল উৎপন্ন করিতেছে, কুত্রাপি তরঙ্গবলে দেশ সমুদয় ভঙ্গ করিয়া জলস্রাব করিতেছে। অনেক রম্য স্থান যুদ্ধাভে এইরূপে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও এক কালে গভীর সাগরের গর্ভ ছিল এবং সমুদ্র মধ্যে প্রেক্ষায় স্থান ও মগ্ন আছে যাহা কোন কালে রাজ্য রাজধানী বা নগরী রূপে বিখ্যাত ছিল। সমস্ত বৎসরের অরণ্য ও প্রবল বায়ুবেগে ছিন্ন হইয়াছে বা দাবানলে দগ্ন হইয়াছে এবং ভূমিকম্প দ্বারা কত

* গণের মত মত।
 তৎসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহঃ
 কলিকাতা জেনারেলের গ্রন্থ পালকুলস্কন্ধে
 সিংহাসিতব্যে।

* গণি ক্রমশে এক যোজন হয়।

মনোহর নদীর একেবারে উচ্চিন্ন হইয়াছে”। এই শরীরস্থিত মনের পরিবর্তনও এমত অল্প অল্প সময়ের মধ্যে হইতেছে যে তাহা ধারণা করা অসাধ্য। ক্ষণকালের মধ্যে কত প্রকার প্রত্যক্ষ কৃত প্রকার স্মৃতি কৃত প্রকার ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে বৃদ্ধি হইতেছে এবং ক্ষয় পাইতেছে।

কিন্তু নিয়ম পূর্বক এই সকল পরিবর্তন হইতেছে। শুদ্ধ ভূগে অগ্নি লাগিলেই তাহা জ্বলি চয়, চক্ষু নিকটে থাকিলেই গৌহ আকৃষ্ট হয়, জলপান করিলেই তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়, এই প্রকার পরিবর্তন নিয়ম পূর্বক হওয়াতেই কার্য কারণ শক্তি ইত্যাদি নাম হইয়াছে। যদি নিয়ম পূর্বক পরিবর্তন না হইত তবে কাহা কারণ কি প্রকারে হইত? অগ্নি শুদ্ধ ভূগে লাগিলে শুদ্ধ ভূগ অবশ্য দগ্ধ হইবেক এই জ্ঞান প্রযুক্ত আমরা অগ্নিকে কখনও বলি। যদি শুদ্ধ ভূগ অগ্নি দ্বারা কখন দগ্ধ হইত কখন না হইত তবে অগ্নিকে কখন কারণ বলিতাম না। অগ্নিশুদ্ধ ভূগকে অবশ্য দগ্ধ করিবেক এই নিশ্চয় প্রবৃত্তিই আমরা বলি যে য্মিতে শুদ্ধ ভূগ দগ্ধ কনিসার শক্তি আছে। যদি অগ্নি এক সময়ে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিত অন্য সময়ে না করিত তবে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিবার শক্তি যে অগ্নিতে আছে এমত বলিতাম না। অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ ভূগের পরিবর্তন যেমন নিয়মিত রূপে হইতেছে সেই প্রকার নিয়মিত রূপে এই জগতের তাবৎ বস্তুরই পরিবর্তন হইতেছে এবং এই নিয়মিত রূপে তাবৎ বস্তুর পরিবর্তন হওয়াতেই কার্য কারণ শক্তির অনুভব হইতেছে। যদি নিয়মিত রূপে বস্তুর পরিবর্তন না হইত তবে কার্য কারণ শক্তি প্রকৃতি কথারই উৎপত্তি হহত না।

আমরা তাহাকেই কারণ বলি বাহাকে কোন বিশেষ পরিবর্তনের নিয়ত পূর্ববর্তী করিয়া জানি, সেই নিয়ত পূর্ববর্তীকে নিয়ত পশ্চাত্তীকে কার্য বলিয়া নির্দেশ করি। যখন সেই নিয়ত পূর্ববর্তিই সৰ্ব্ব মাত্রকে

বস্ত হইতে পৃথক করি তখন তাহাকে বলি বলি; এবং যখন নিয়ত পশ্চাত্তীকে পৃথক হইতে পৃথক করি তখন তাহাকে কার্য বলি। অগ্নিতে অগ্নি নিয়ত পূর্ববর্তীকে বলি যে সে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিতে পারে; শুদ্ধ ভূগেতে এই নিয়ত পশ্চাত্তীকে বলি যে সে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে। নিয়ত পূর্ববর্তিই, কারণই, এবং শক্তি। নিয়ত পশ্চাত্তিই, কার্যই এবং যোগ্যতা এই সকল শব্দ কেবল সৰ্ব্ব সঙ্গপক নাম। অগ্নিতে এই নিয়ত পূর্ববর্তিই অগ্নি যে সে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিতে পারে, অগ্নিতে এই কারণই আছে যে সে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিতে পারে, অগ্নিতে এই শক্তি আছে যে সে শুদ্ধ ভূগকে দগ্ধ করিতে পারে,—এমত বলি একই কথা। শুদ্ধ ভূগেতে এই পশ্চাত্তিই আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে, শুদ্ধ ভূগেতে এই কার্যই আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে, শুদ্ধ ভূগেতে এই যোগ্যতা আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে,—এ সকল একই কথা।

সৰ্ব্ব জ্ঞান মনের ভাব, এবং এই সৰ্ব্ব জ্ঞান মনেতে উৎপন্ন হইবার প্রক্তি ছুই বা অধিক বস্তু কিবা এক বস্তুর ছুই বা অধিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। ছুই জন মনুষ্যকে দেখিলে এক জনকে দীর্ঘ আর এক জনকে খৰ্চী বলা যায়, যদি এক জনই মনুষ্য এই পৃথিবীতে থাকিত তবে তাহাকে না দীর্ঘই বলিতে পারিতাম, না খৰ্চীই বলিতে পারিতাম। যখন ছুই জন মনুষ্য থাকে তখন এক জনের অপেক্ষা দ্বিতীয় জনকে দীর্ঘ বলা যায় এবং দ্বিতীয় জনের অপেক্ষা প্রথম জনকে খৰ্চী বলা যায়। কোন মনুষ্যকে দীর্ঘ কিবা খৰ্চী বলিলে অবশ্য অন্য আর এক ব্যক্তির অপেক্ষা করে যাহার সহজে তাহাকে দীর্ঘ বা খৰ্চী বলি। ছুই মনুষ্যকে দেখিলে তাহারদিগের পরস্পর সৰ্ব্ব জ্ঞানিত জ্ঞানানুসারে সেই ছুই মনুষ্যকে পৃথক পৃথক নাম দ্বারা বিশেষ করি। এক জনকে দীর্ঘ কহি আর এক জনকে খৰ্চী কহি।

এবং যখন সেই সম্বন্ধকে মনুষ্য হইতে পৃথক করি তখন তাহাকে স্বর্গীয় বলি। বাস্তবিক দীর্ঘত্ব এবং স্বর্গীয় মনুষ্য হইতে পৃথক বস্তু নহে। দীর্ঘত্ব এবং স্বর্গীয় কেবল মনের সম্বন্ধে ভাব মাত্র। যখন সেই মনের সম্বন্ধে ভাবের সঠিক মন্থ্যকে তেঁথি তখন তাহাকে দীর্ঘ বা স্বর্গীয় বলি। যখন সেই মনুষ্য হইতে মনের সম্বন্ধে ভাবকে পৃথক করিয়া ভাবনা করি তখন সেই ভাবনাতে দীর্ঘত্ব বা স্বর্গীয় বলি। কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া সে বস্তুকে লঘু বলি সেই বস্তুকেই অপেক্ষা করিয়া অথনোক্ত বস্তুকে গুরু বলি এবং গুরুত্ব পৃথক বস্তুকে মনকে গুরু ও লঘু বস্তু হইতে পৃথক করিয়া বলি সম্বন্ধে জ্ঞানানুশারেরই যৌবনাবস্থার অপেক্ষা বৃদ্ধাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থার অপেক্ষা যৌবনাবস্থার বেশ স্পষ্ট হয়। যদি সকলে চিরযৌবন হইতে হবে তাহারূপের যেহেতু একই অবস্থাকে অন্য অবস্থার সঠিক তুলনা। অভাবে কখন যৌবনাবস্থা এগিয়ে পরিভাষা না।

কাস্থিক সম্বন্ধে ভাব। কাস্থ্য কারণ নামেই থাকে। কাস্থ্য অর্থাৎ পরিবর্তনকে অপেক্ষা করার। তাহার পূর্ককালে নিয়ত ধর্মমত করিয়া যাচাইকে জানি তাহাকে কারণ বলি এবং কারণকে অপেক্ষা করিয়া তাহার পশ্চাতে নিয়ত বস্তুমান করিয়া যাচাইকে জানি তাহাকে কাস্থ্য বলি। শুধু তখনই মন রূপ কার্যকে অপেক্ষা করিয়া গারকে তাহার নিয়ত পূর্কবস্ত্তী জানিয়া সেই অধিক তাহার কারণ বলি এবং অধিক অপেক্ষা করিয়া শুধু তখনই মন রূপ পরিবর্তনকে তাহার পশ্চাত্ত্বী জানিয়া সেই পরিবর্তনের নাম কাস্থ্য বলি। যে স্থলে চাই বস্ত্তর বিশেষ সম্বন্ধে হারা উভয় বস্ত্তরই পরিবর্তন হয় সে স্থলে তাহার মধ্যে যে বস্ত্তর পরিবর্তন অযোগ্য করা সেই বস্ত্তরই পরিবর্তনের প্রতি অন্যতর বস্ত্তকে নিয়ত পূর্কবস্ত্তী অর্থাৎ কারণ করিয়া জানি। অধি ও শুধু তখনই মনকে উভয়েরই পরিবর্তন হয়। অধি এই পরিবর্তন হয় যে সে অধিক প্রকুলিত হয়, শুধু তখনই

এই পরিবর্তন হয় যে সে মন হইতে থাকে। যখন অধি প্রকুলিত রূপ পরিবর্তনের প্রতি কারণ অনুসন্ধান করি তখন শুধু তখনই সেই অধির পরিবর্তনের নিয়ত পূর্কবস্ত্তী জানিয়া সেই শুধু তখনই কারণ কহি এবং যখন শুধু তখনই মন রূপ পরিবর্তনের প্রতি কারণ অনুসন্ধান করি তখন অধিকে সেই শুধু তখনই পরিবর্তনের নিয়ত পূর্কবস্ত্তী জানিয়া সেই অধিকেই কারণ কহি। চূর্ণতে হরিদ্রা নিষ্কিণ্য হইলে বাহার চূর্ণের প্রতি দৃষ্টি আছে তিন চূর্ণের রক্তবর্ণে পরিবর্তনের প্রতি হরিদ্রাকে নিয়ত পূর্কবস্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন। আর বাহার হরিদ্রাতে দৃষ্টি আছে তিন হরিদ্রার রক্তবর্ণে পরিবর্তনের প্রতি চূর্ণকে নিয়ত পূর্কবস্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি জলের রক্তবর্ণে পরিবর্তনের প্রতি সিন্দুরকে নিয়ত পূর্কবস্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন সেই ব্যক্তি পুনর্বার সিন্দুরের রক্তবর্ণ হইবার প্রতি জলকে নিয়ত পূর্কবস্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন। সর্ক স্থলেই যে ছুই বস্ত্তর সম্বন্ধে চুই বস্ত্তরই পরিবর্তন হয় এমত নহে; যেমন চন্দ্রের হারা সমুদ্রের জল রক্ত রূপ পরিবর্তন হয় তেমন সমুদ্রের জল রক্ত রূপে চন্দ্রের কোন পরিবর্তন হয় না; এজন্য সমুদ্রের জল রক্তের প্রতি যেমন চন্দ্রকে কারণ বলা যায় তেমন চন্দ্রেতে কোন পরিবর্তন হয় না, বাহার প্রতি সমুদ্রকে কারণ বলা যায়।

অন্য বস্ত্ত বাস্ত্তী যে কোন বস্ত্তর পরিবর্তন হয় না এমতও নিয়ম নহে। একবার ও দৃষ্টি হইতেছে যে এক মাত্র বস্ত্তরই পূর্ক পূর্ক পরিবর্তন তাহাকে ক্রমশঃ পরে পরে পরিবর্তন করিতেছে। মনে কর এক ক্ষুদ্র লৌহ পিণ্ডকে হস্ত হইতে বল হারা বন্ধুখে নিষ্কোপ করিলান। সেই লৌহ পিণ্ডের প্রথম ক্ষণের যে গতি তাহার কারণ অবশ্য আমার হস্তের বলই হইবেক। পরে তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের যে গতি তাহার প্রতি আমার হস্তের বল আর কখন কারণ হইতে পারে না, যেহেতু আমার হস্ত আর তাহা-

তে সংশয় নাই, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের গতির প্রতি কারণ সেই প্রথম ক্ষণের বেগ হইবেক, এবং তাহার তৃতীয় ক্ষণের গতির প্রতি কারণ তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের বেগ হইবেক। এইরূপে সেই দৌহ পিণ্ডের পর পর পরিবর্তনের প্রতি জন্মণঃ পূৰ্ণ পূৰ্ণ পরিবর্তন সাক্ষাৎ কারণ হইতেছে। উচ্চাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে পরিবর্তনের প্রতি যেমত অনেক স্থলে ভিন্ন বস্তু কারণ হইতেছে সেই প্রকার অনেক স্থানে সেই বস্তুই পূৰ্ণ পরিবর্তনও কারণ হইতেছে।

পরস্পর কালিক সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া নিরন্ত পূৰ্ণবর্তীকে যেমন কারণ বলি এবং নিরন্ত পশ্চাৎবর্তীকে যেমন কাৰ্য্য বলি তদ্রূপ পূৰ্ণবর্তী হইতে নিরন্ত পূৰ্ণবর্তীই সম্বন্ধ মাত্রকে শূণ্য করিয়া তাহাকে শক্তি বলি এবং নিরন্ত পশ্চাৎবর্তী হইতে নিরন্ত পশ্চাৎবর্তীই সম্বন্ধ মাত্রকে শূণ্য করিয়া তাহাকে যোগ্যতা বলি। বাহা নিরন্ত পূৰ্ণবর্তী তাহাতে আমর্য্য বলি যে নিরন্ত পূৰ্ণবর্তী অর্থাৎ শক্তি আছে; গণ বাহাতে নিরন্ত পশ্চাৎবর্তী পরিবর্তন তাহাতে বল্যথা নিরন্ত পশ্চাৎবর্তী অর্থাৎ যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ এই নিরন্ত পূৰ্ণবর্তী অর্থাৎ শক্তি আছে যে সে শুদ্ধ ত্বকে দক্ষ করিতে পারে; শুদ্ধ ত্বগে এই নিরন্ত পশ্চাৎবর্তী অর্থাৎ যোগ্যতা আছে যে সে অগ্নি দ্বারা দক্ষ হইতে পারে। শক্তি ভিন্ন আর এক গুণ শব্দ আছে। কেবল নিরন্ত পূৰ্ণবর্তীই সম্বন্ধের নাম শক্তি; নিরন্ত পূৰ্ণবর্তী এবং নিরন্ত পশ্চাৎবর্তী উভয় সম্বন্ধেরই নাম গুণ শব্দে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সকলে বলে যে অগ্নির এমত শক্তি আছে যে সে শুদ্ধ ত্বকে দক্ষ করে কিন্তু ইহা কেহ বলে না যে শুদ্ধ ত্বগের এমত শক্তি আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দক্ষ হয়। শক্তি এবং যোগ্যতা উভয় স্থলেই সকলে গুণ শব্দ ব্যবহার করে। যথা অগ্নির এমত গুণ আছে যে সে শুদ্ধ ত্বকে দক্ষ করে; শুদ্ধ ত্বগের এমত গুণ আছে যে সে অগ্নি দ্বারা দক্ষ হয়। যেমন এই গুণ শব্দকে শক্তি এবং যোগ্যতা

উভয় স্থলেই প্রয়োগ করা যায় তাই গুণ আর এক বর্ষ শব্দ আছে।

—***—

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাহে

প্রথমঃ সূক্তঃ

মনুচ্ছাকাখ্যিঃ পঞ্চমঃ ভঙ্গঃ
ইন্দ্রোদেবতা।

৭১

১ এতন্ন সানসিং রিষিঃ সৃষ্টিস্থানং সদাসহং। বিষ্টিম্মুত্তমস্তব।

১ এতন্ন আ ইন্দ্রে 'ইন্দ্রে' উভয়ে মনুচ্ছাকাখ্যি 'সানসিং' সত্ত্বজনীয়ঃ 'সিষ্টিস্থানং' সন্যাসনকর্য্য নীলং 'সদাসহং' সর্বদা পরোক্ষাৎ অধিব্যাপ্তব্যং 'বিষ্টিম্' অধিব্যাপ্ত্যে প্রকৃত্যৎ 'মুত্তমঃ' বসন্তঃ 'আ' উভয় আভব।

১ সমান শব্দ জরশীল এবং সর্বদা শব্দের পরোক্ষর হেতু যে প্রকৃত সত্ত্বজনীয় ধন তাহা হে ইন্দ্রে আনারদিগের রক্ষার নিমিত্তে আনয়ন কর।

৭২

২ নিষেন মুক্তিহত্যায় নি বৃদ্ধা রুণধামহে। ষ্ঠোতাসোনিবর্তা।

২ 'নিষে' ধ্বনয় সম্ভাষিতান্যঃ অস্বর্ষীয়শূরণ্যঃ 'নি মুক্তিহত্যায়' নি মুক্তিহত্যায় নিত্যায় মুক্তিহত্যায় 'নি বৃদ্ধা' বৃদ্ধায় সত্যং 'নি রুণধামহে' নি রুণধামহে বিস্ক্যান কর্তব্যঃ 'জোনিধঃ' জ্যোতিঃ স্যাদিতিঃ রুণিত্যঃ বসন্তে ধ্বনয় সম্ভাষিতেন 'জহত্যা' অখেন অস্বর্ষিয়োর 'নি' নিরুণধামহে ত্যত্বৎ 'ধনমাহর ইতিশেষঃ' পরাতি হুত্বেন অস্বর্ষিয়োর 'নি' বিনা শনাম ইত্যর্থঃ।

২ যে ধন দ্বারা পরাতিযুদ্ধে আশাতদিগের শূরণের মুক্তি প্রহারে শত্রুদিগকে নিরোধ করিতে পারি এবং অশ্ব যুদ্ধে তেমনা কর্তব্য রক্ষিত হইয়া আনারদিগের অশ্ব দ্বারা শত্রুদিগকে নিরোধ করিতে পারি এমত ধন হে ইন্দ্রে আনয়ন কর।

৭৩

৩ ইন্দ্র জ্যোতাস্বা বয়ং বজ্রং
যনা দদীমহি । ক্রয়েম সং যুধি
স্পৃধে ।

৩ এই ইন্দ্র জ্যোতাস্বা জ্যোতঃ জয়া রক্ষিতা
'স্বনা' 'দদীমহি' 'যনা' 'সং যুধি' 'স্পৃধে' ইত্যং
'সং যুধি' 'স্পৃধে' 'জ্যোতাস্বা' 'জ্যোতঃ' 'জয়া' 'রক্ষিতা'
'স্বনা' 'দদীমহি' 'যনা' 'সং যুধি' 'স্পৃধে' ইত্যং
'সং যুধি' 'স্পৃধে' 'জ্যোতাস্বা' 'জ্যোতঃ' 'জয়া' 'রক্ষিতা'
'স্বনা' 'দদীমহি' 'যনা' 'সং যুধি' 'স্পৃধে' ইত্যং

৩ এই ইন্দ্র আমরা পুত্র বজ্রকে গ্রহণ করি
এবং যুদ্ধে তোমার ভার সুশীল হইয়া স্পর্জ
বিশিষ্ট শক্রদিগকে সম্যক ক্রমে জয় করি ।

৭৪

৪ বয়ং শুরেতিরস্ত তিরিস্ত্র স্ববা
বৃজা বয়ং সািস্ত্রাম পতন্যতঃ ।

৪ এই ইন্দ্র 'অকস্মিৎ' আকস্মিক প্রবেশ করি
'সুরেতিরস্ত' 'তিরিস্ত্র' 'স্ববা' 'বৃজা' 'বয়ং' 'স্বাস্ত্রাম'
'পতন্যতঃ' ইত্যং 'সুরেতিরস্ত' 'তিরিস্ত্র' 'স্ববা' 'বৃজা'
'বয়ং' 'স্বাস্ত্রাম' 'পতন্যতঃ' ইত্যং 'সুরেতিরস্ত' 'তিরিস্ত্র'
'স্ববা' 'বৃজা' 'বয়ং' 'স্বাস্ত্রাম' 'পতন্যতঃ' ইত্যং

৪ এই ইন্দ্র অস্ত্র প্রাকম্পক শরণা সহিত
আমরা বৃজ হই এবং আমাদিগের পেনাকে
ইচ্ছা করিতেছি এমত যে শত্রু সকল তাহার
দিগকে তোমার সহায়তায় পরাজয় করি ।

৭৫

৫ মহা ইন্দ্রঃ পরশনু মহিষমস্ত
বক্তিবো দৌনপ্রাথিনা শবঃ।।।।।

৫ 'মহা' 'ইন্দ্রঃ' 'পরশনু' 'মহিষমস্ত'
'বক্তিবো' 'দৌনপ্রাথিনা' 'শবঃ' ইত্যং 'মহা' 'ইন্দ্রঃ'
'পরশনু' 'মহিষমস্ত' 'বক্তিবো' 'দৌনপ্রাথিনা' 'শবঃ'
'ইত্যং 'মহা' 'ইন্দ্রঃ' 'পরশনু' 'মহিষমস্ত' 'বক্তিবো'
'দৌনপ্রাথিনা' 'শবঃ' ইত্যং

৫ ইন্দ্র মহর্ষন এবং উৎকর্ক, এই বজ্রযুক্ত
ইন্দ্রের সর্পদেহ সহিত থাকুক । আকাশের
ন্যায় বস্তুর বস প্রভৃতি তর্কক । ১।১। ১৫ ।

৭৬

৬ সেনোহে বা যআশত নরস্তো-
কস্য সনিতৌ । বিপ্রাসো বা
ধিষাষবঃ ।

৬ 'সেনোহে' 'বা' 'যআশত' 'নরস্তো-
'কস্য' 'সনিতৌ' । 'বিপ্রাসো' 'বা'
'ধিষাষবঃ' ইত্যং 'সেনোহে' 'বা' 'যআশত' 'নরস্তো-
'কস্য' 'সনিতৌ' । 'বিপ্রাসো' 'বা' 'ধিষাষবঃ'
'ইত্যং 'সেনোহে' 'বা' 'যআশত' 'নরস্তো-
'কস্য' 'সনিতৌ' । 'বিপ্রাসো' 'বা' 'ধিষাষবঃ' ইত্যং

৬ 'সেনোহে' 'নরঃ' 'পুরুষাঃ' 'সেনোহে' 'সংগ্রামে' 'ইন্দ্রঃ'
'স্বনা' 'আশত' 'নরস্তো' 'কস্য' 'সনিতৌ' 'বিপ্রাসো'
'ধিষাষবঃ' ইত্যং 'সেনোহে' 'নরঃ' 'পুরুষাঃ' 'সেনোহে'
'সংগ্রামে' 'ইন্দ্রঃ' 'স্বনা' 'আশত' 'নরস্তো' 'কস্য'
'সনিতৌ' 'বিপ্রাসো' 'ধিষাষবঃ' ইত্যং

৬ যে সনুযোরা যুদ্ধেতে ইন্দ্রকে স্তব করে
তাহার পুত্র লাভ করে ; যাহারা পুত্র লাভ-
ার্থে ইন্দ্রকে স্তব করে তাহার পুত্র লাভ করে,
যে মেধাবিরী জান লাভের ইচ্ছা করিয়া
ইন্দ্রকে স্তব করেন তাহার জান লাভ করেন ।

৭৭

৭ যঃ কৃকিঃ সোমপাতমঃ সনুজ-
ইব পিষতে । উবীরাপোন কা-
কদঃ ।

৭ 'যঃ' 'কৃকিঃ' 'সোমপাতমঃ' 'সনুজ-
'ইব' 'পিষতে' 'উবীরাপোন' 'কাকদঃ' ইত্যং
'যঃ' 'কৃকিঃ' 'সোমপাতমঃ' 'সনুজ-
'ইব' 'পিষতে' 'উবীরাপোন' 'কাকদঃ' ইত্যং

৭ এই ইন্দ্র সোমপাতা কৃকি সমস্ত
ন্যায় বৃদ্ধি হয় । তাহা আদি হইতে গলিত
মুখ সযদি বহু রস যে প্রকার শুষ্ক হয় না
সেই প্রকার ইন্দ্রের উন্নয়ন সোম শুষ্ক হয়না ।

৭৮

৮ এবাহাস্য সনুতা বিরপ্সী গো-
মতী মহী । পূকা শাখা ন দ্য-
শুর্ষে ।

৮ 'এবাহাস্য' 'সনুতা' 'বিরপ্সী' 'গো-
'মতী' 'মহী' 'পূকা' 'শাখা' 'ন দ্য-
'শুর্ষে' ইত্যং 'এবাহাস্য' 'সনুতা' 'বিরপ্সী' 'গো-
'মতী' 'মহী' 'পূকা' 'শাখা' 'ন দ্য-
'শুর্ষে' ইত্যং

৮ বিচিত্র ও গোপ্রেম এবং পূজা যে এই
ইন্দ্রের প্রিয় অথচ সত্য বাকা তাহা পুরু কল-
বতী শাখার ন্যায় যজমানের প্রীতিকর হয় ।

৭৯

৯ এবা হিতে বিভূত্ব উত্বইন্দ্র
নাবতে । সদ্যশ্চিত্ত সন্তি দ্যশুর্ষে ।

৯ 'এবা' 'হিতে' 'বিভূত্ব' 'উত্বইন্দ্র'
'নাবতে' । 'সদ্যশ্চিত্ত' 'সন্তি' 'দ্যশুর্ষে' ।
'এবা' 'হিতে' 'বিভূত্ব' 'উত্বইন্দ্র' 'নাবতে' ।
'সদ্যশ্চিত্ত' 'সন্তি' 'দ্যশুর্ষে' ।

৯ হে 'ইন্দ্র' 'হে' 'স্ব' 'বিশুদ্ধতমঃ' 'ঈশ্বর্যাবি
'এবা'এসএসদিখাঃ 'হি' 'বালু'। 'সিদ্ধিগণঃ' 'মারতে'
'মঙ্গলশাস' 'দাখবে' 'বজ্রমালা' 'উভয়াঃ' 'পঙ্কজপাতা'
'সমাশিতঃ' 'সমা'এৎ 'সতি' 'ভবতি'।
৯ আমার তুল্য যজমানের পুতি হেইন্দ্র
তোমার বিভূতি সকল সমাই রক্ষাকপ হয়।
৮০

১০ এবা হ্যস্য কাম্য। স্তোম উ
কথঞ্চ শংস্য। ইন্দ্রায় সোমপী-
তযে। ১। ১। ১৬।

১০ 'অস্য' 'ইন্দ্রস্য' 'সোমঃ' 'সামসাপ্যঃ' 'স্বোত্রং'
'উভয়োঃ' 'জকসাপ্যঃ' 'শঙ্কং' 'তি' 'অপি' এতে উভে 'ইন্দ্রায়'
'ইন্দ্রস্য' 'অস্য' 'সোমপী'তয়ে' 'সোমপানার্থং'। 'এবা'
'এস' 'এস'মধ্যে 'দাস' 'বালু'। 'সিদ্ধিগণঃ' 'কায়া' 'কায়ে'
'সাম্যং' 'সম্যং' 'শংস্যঃ' 'শংস্যো' 'অভিষ্টিঃ' 'প্রশংসনী-
তঃ'। ১। ১। ১৬।

১০ এই ইন্দ্রের সোমপানের নিমিত্তে ই-
চার সামসাধা ও শঙ্ক বাধা স্তোত্র সকল প্রা-
ধানীয় এবং প্রশংসনীয় হইয়াছে। ১। ১। ১৬।

দ্বিতীয় সূক্তং

মধুজ্ঞান্দাঋষিঃ পাণ্ডুরংজন্মঃ
ইন্দ্রোদেবতঃ।
৮১

১ ইন্দ্রেহি মংস্যাক্সোসো বিদেধতিঃ
সোমপর্বতিঃ। মহা অভিষ্টি
রোজসা।

১ হে 'ইন্দ্র' 'এহি' 'আগমঃ' 'আগত্য' 'বিদেধি'
'সঠিঃ' 'সোমপর্বতিঃ' 'সোমরসপ্রাপে'। 'অভ্যসঃ' 'অ-
'থোক্তিঃ' 'অগ্নিঃ' 'মংসি' 'মন্তোক্তবঃ' 'তবা'। 'ওজসা'
'বলেন' 'মহা' 'মহান' 'জ্ঞাসা' 'অভিষ্টিঃ'। 'শরুণা'
'অভিষ্টিভিত্তকঃ' নহ।

১ হে ইন্দ্র আগমন কর এবং সোম রস
রূপ অন্ন দ্বারা স্তুতি কর আর বলতে মহৎ
হইয়া শত্রু সকলকে পরাজয় কর।
৮২

২ এমেনং সূক্তত সূতে মন্দিমি-
ন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি
চক্রবে।

২ এম আ ইম 'উনং' 'সুতং' 'অনবকং' 'কো' 'শরণং'
'মন্দিনে' 'হর্ষবুদ্ধে' 'সামান্য' 'সামান্য' 'সামান্য'
'সে' 'সুতসতে' 'কন্দুয়া' 'ইন্দ্রায়ে' 'সূতঃ' 'সামান্য'
'চমলসে' 'মোমে' 'মন্দিনে' 'বর্ষা' 'সুতঃ' 'সামান্য'
'নীলং' 'এমৎ' 'সোমাকর'। 'অসুগৃহা' 'সামান্য'
'পূনরকাম্যতঃ'।

২ সূক্ত ও সর্ব কর্মকারী ইন্দ্রের স্ততি
হর্ষ হেতু এবং সূক্ত স্বপ্নেপাশ এবং সোম
সহিত অভিষ্টি প্রার্থনাত আমরণ কর।
৮৩

৩ মংস্ত্য সৃশিপ্ৰা মন্দিত্তিঃ স্তো-
মেতির্বিষ্মচর্ষণে। সচৈসু সর্ব-
নেষা।

৩ হে 'সৃশিপ্ৰা' 'শোকমনাসিক' 'বিষ্মচর্ষণে' 'মং-
'মংস্ত্য' 'সঠিঃ' 'সুতা' 'উনং' 'সুতঃ' 'সামান্য'
'সুতিঃ' 'সোমেতি'। 'সোমে' 'সোমি'। 'সংস' 'মংস্ত্য'
'সুকাষ্ঠম'। 'উতশং' 'এস' 'সামান্যকর' 'বিনু' 'সর্বনেষু'
'সজা' 'সহ' 'অনিনঃ' 'নেইবৎ' 'অ' 'সামান্য'।

৩ হে মনসিকায়ুঞ্জ হে সর্বজন সুজাইন্দ্র
তুমি এই হর্ষ জনক স্তোত্র সকল দ্বারা স্তুতি কর
এবং দেবতাদিগের সহিত এই সর্বন জয়েতে
আগমন কর।
৮৪

৪ অসুগ্রমিন্দু তে গিরঃ প্রতি স্বা-
মুদহাসত। অজোষা বৃভতং
পতিং।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'অসুঃ' 'হে' 'সকলীয়াঃ' 'গিরঃ' 'সঠিঃ'
'অসুগ্রম' 'মুদহাসতি' 'তাশ্চ' 'গিরঃ' 'বৃভতং' 'কামান্য'
'বর্ষিতারং' 'পুর্ষিতারং'। 'পতিং' 'মোহস্য' 'সাতারং' 'অজা'
'প্রতি'। 'উনং' 'সামান্য' 'প্রাধিবন' 'সুজা' 'তাঃ' 'গিরঃ'
'অজোষা' 'সেবিতবাসি'।

৪ হে ইন্দ্র আমি তোমার স্ততি সকল সূ-
জন করিয়াছি। সেই সকল স্ততি, কামনাগু-
রক সোমপাতা যেতুমি, তোমাকে প্রাপ্ত হই-
য়াছে এবং তুমিও সেই স্ততি সকলকে স্বীকার
করিয়াছ।
৮৫

৫ সক্ষোদয চিত্রম্বরাগ্রাধইন্দ্র
বরেশ্যৎ। অসুদিঙে বিভু প্র-
ভা। ১। ১। ১৭।

৫ হে ইন্দু 'দারপাৎ' শ্রেষ্ঠং 'চিত্রং' বহুবিধং
'স্বাধঃ' পদং 'অগ্ন্যক্' অক্ষরভিযুক্তং সখী সত্যতি
তথা 'সংকোমরং' সমাক প্রেরয় । 'সিন্ধু' ভোগ্যম
যনং পরীক্ষাৎ পদং 'স্বাধঃ' বিহুঞ্জকেনোত্তমং প্রস্তু
জ্ঞেয়াপাটিকাং প্রেরয় পদং 'সে' 'ভবঃ' 'অমং' অধি
'সি' 'কর্মা' ১। ১। ১০।

৬ হে গুণ পরীক্ষাৎ এবং উদ্ভবিরক্তও বহু
ধন ভোগ্যম আছে, অতএব হে ইন্দু শ্রেষ্ঠ
জ্ঞ বিহিত ধন আশ্রয়দিগকে নিকটে প্রেরণ
কর । ১। ১। ১১।

১৩

৩ অস্মান্ সূক্তত্র চৌদযেন্দু রাধে
রভস্যতঃ । ত্ববিদ্যাম্ যশস্বতঃ ।

১ হে 'স্বাধঃ' পদং 'সিন্ধু' 'স্বাধঃ' পদসি
ম্বাঃ 'রক্তমর্গঃ' উদ্যোগ্যং 'হৃদয়ং' কীর্তিময়ং
'অক্ষরং' 'সি' 'কর্মা' 'সু চৌদয' সুন্দরম্ বহু
প্রেরয়।

৩ হে পৌরুধনবান্ ইন্দু ধনের নিমিত্তে
উদ্যোগী ও কাজি হক আমায়দিগকে ক-
লিক প্রেরণ কর ।

১৭

৭ সং গোমদিন্দু বাজবদশ্মে পথ
প্রবোনুহৎ । বিশ্বায়ুর্ধৈয়কিতং ।

৭ হে 'ইন্দু' 'গোমঃ' বহুভিঃ সোভিঃ উপেভৎ
সামগ্ৰং 'উদ্যোগ্যং' অগ্নেঃ উপেভৎ 'পুণ্ড্র' পরিমানে
সামগ্ৰং 'সে' 'উদ্যোগ্যং' 'বিদ্যায়ুঃ' 'স্বাধাঃ'
'স্বাধঃ' 'অকিতং' 'সি' 'কর্মা' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'সি' 'কর্মা' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'

৭ হে ইন্দু বজ গোমুক্ত বহু অন্নযুক্ত বহু
প্রায়স্ত সমস্ত আয়ুর কার্য অপরিমেষ ও
অপন্ন ধন আশ্রয়দিগকে দান কর ।

১৮

৮ অস্মৈ ধৈরি শ্রবোবৃহদ্যামুং
সংসুসাত্তমঃ । ইন্দু তারুধিনী-
নিধঃ ।

৮ হে ইন্দু 'সুভং' তপঃ মহতীং কীর্তিৎ তথা
'সংসুসাত্তমঃ' 'সি' 'কর্মা' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'সি' 'কর্মা' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'ধৈরি' 'প্রায়ঃ'।

৮ হে ইন্দু মহাশয় দান যোগ্য ধন এবং

বহু রথ পূর্ণ ব্রীহি যবাদি অন্ন ও মহতী কীর্তি
আশ্রয়দিগকে দান কর ।

১৯

৯ বসোন্নিদুং বসুপতিং গীর্তিগু-
ণন্তু ঋগ্মিযং । হোমগন্তারমু-
তযে ।

৯ 'বসোঃ' 'স্বাধঃ' পদস্য 'ইন্দুঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'

৯ ধন রক্ষার নিমিত্তে ধনের পালক, পুঙ্ক
সকলের প্রমাণ কর্তা, যোগ্যমেশে গমনশীল
ইন্দুকে আমরা স্তুতি দ্বারা স্তব করত আ-
শ্রয় করি ।

২০

১০ সুতে সুতে ন্যোকসে নৃহৃদ্বহুত
এদরিঃ । ইন্দ্রায শুমমর্চতি ১। ১। ১৮

১০ এৎ 'আ' 'ইন্দু' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'
'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ' 'স্বাধঃ'

১০ শিবত স্থান বিশিষ্ট শ্রৌত ইন্দুর
নিমিত্তে সেই সেই সোম সকল অভিযুক্ত
হইলে তাঁহার শ্রৌত বলকে বজ্রমান সকল
প্রশংসা করে । ১। ১। ১৮ ।



সংক্ষেপত্রকোপাসনা

যোকেবোগী যোগ্যুর্ধৈয়িকং যুধনরাধিবিশং ।
৪০৪দিদু যোবনকপতি নু উইবনহায় যযোনয়া ।

ও সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বক্রম ।

আনন্দকপমমৃতং বহিভাতি ।

শাস্তং শিবমম্বৈত্বং ।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের
কর্তা, যিনি তাবৎ স্বর্ষ দুখের নিরস্তা, যিনি

আমার মেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌ-
ভাগ্যের কারণ, এবং স্বাধর জন্ম সমুদয়ের
অনুসরণ করেন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান
স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয়
হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই
মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ।

সপরিয়াগচ্ছক্রমকায়মত্রণম-
ন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ।
কবিন্দ্রীনীপরিভূঃস্বভূবাধী-
তথ্যাতোধান্ ব্যাদহাছাষতী-
ভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতন্মাজ্জাষতে
প্রাণোমনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। ধং
বাবুজ্যোতিরূপঃ পৃথিবী বি-
শ্বস্য ধারিণী। ভবাদস্যান্নি-
স্তপতি তথাস্তপতি সূর্য্যঃ। ভ-
বাদিস্রশ্চ বায়ুশ্চ সূত্রীক্কাবতি
পক্ষ্মঃ ॥

উক্তশ্রুতিনিপাতার্থঃ।

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বত্রব্যাপী
সর্বাবয়বটীনঃ সর্বপাপবিবির্জিতোবিশুদ্ধ
সকাজঃ সর্কার্যামী পরাংপরোমিত্যঃ ব্রহ্ম-
কাশঃ সর্কার্যাত্যঃ প্রজাত্যোবাধোচিতং শুভা-
শুভং চিরং বিহিতবান্ । তন্মাত্মপরমেশ্বরঃ
প্রাণমনাসর্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতি
পরাঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরানি স্বরূপ-
ভ্যন্তে । তন্মাত্মপ্রাণমনাঃ স্বভূতীভূতী সর্কার্য-
স্তপতি মেধোবতি বাসুকীভূতী সূত্রী-
ক্কাবতি বধোপযুক্তঃ ।

সর্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্বপাপশূন্য,
বিশুদ্ধভাব, সর্কার্য, সর্কার্যবামী, পরাং-
পর, ব্রহ্মকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্কার্য
কালে প্রজা সকলকে বধোপযুক্ত শুভাশুভ
বিধান করিতেছেন । তাঁহা হইতে প্রাণ,
মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, পান্ন,

জ্যোতি, জল, পৃথিবী ভাবঃ মোচনঃ
হইয়াছে । তাঁহার প্রশাপন দ্বারা উপা-
সিত অগ্নি প্রস্থানিত হইতেছে, সূর্য্য উদয়া-
বিত্তেছে, মেঘ কারির্বর্ষণ করিতেছে, বায়ু
সকালিত হইতেছে, এবং সূত্রী সর্কার্যব-
তিতেছে ।

স্তোত্রিং ।

ওঁ নমস্তে সতে তত্ত্বগংকারিণ্যঃ ।
নমস্তে চিতে সর্কার্যোকাশ্রয়ঃ ॥
নমোহৈবেতত্ত্বায় সূত্রীপ্রদায়ি ।
নমোত্রকণে ব্যাপিনে শাস্তাব ॥
স্বমেকং শরণ্যং স্বমেকং ধরণ্যং ॥
স্বমেকং জগৎপামত্যং ব্রহ্মকাশং ॥
স্বমেকং জগৎকর্তৃ পাত্ত্র প্রহর্ত্তু ।
স্বমেকং পরং নিশ্চলং নিরীকম্পং ॥
অন্যান্য ভরণং ভীষণং ভীষণান্যং ।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনান্যং ॥
ঘবোক্তো পমানাং নিয়ন্ত স্বমেকং ।
পরেভ্যঃ পরং রক্ষণং রক্ষণান্যং ॥
বয়স্যুং শ্রায়াসোবরদ্যুস্ত্রায়াঃ ॥
ধরন্যুং জগৎ সাক্ষিকণং সমাভ্যং ॥
নবেকং নিধানং নিরালম্বনীয়ং ।
তবাত্তোষিপোত্যং শরণ্যং ব্রহ্মামঃ ॥

প্রার্থনা।

ওঁ পরমেশ্বর! মোহরূত পাপ হইতে
মুক্ত করিয়া এবং দুর্ভক্তি হইতে বিরত রাখিয়া
তোমার নিয়ম পালনে আমারমিগকে বহু-
শীল কর, এবং প্রজা ও শ্রীতি দুর্ভেক পক্ষরত
তোমার অপায় মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও
নির্পলায়নস্বরূপ চিত্তনে উৎসাহ যুক্ত কর,
বাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ স্ববলাভ করিতে
সমর্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন

ওঁ তত্ত্ববোধিনী সত্যর কায়ালায়ে ইংল-
ডীতে উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত
করাই, তাহার মূল্য প্রতি মিস্র ...

যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ের আবেদন করিলে পা-ইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বা-
কাল। অক্ষরে প্রকৃত মুদ্রিত করাইবার অভি-
লাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে
উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ
বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথমকম্প তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা	২০
দ্বিতীয় কম্পের প্রথম ভাগ	৫
পুস্তক সলিত কঠাঙ্গি সপ্তোপনিষৎ	১
বহুব্রীচর	১০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	১০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	১০
মাসিক ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	১১
সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক	১০
সুপ্তি	১১
পদ্যপ বিদ্যা	১১
বর্ণমালা	১
ইংরাজি ভাষার প্রতি প্রভুতি	১১
ইংরাজি ভাষার ব্রাহ্মণসেবধির কতি-	
পর অধ্যায় ও অন্যন্য বিষয়	১১
বেদান্তিক আত্মসংবিগ্ধকোডে	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	১
পৌত্তলিক প্রবোধ	১০
কঠোপনিষৎ	১০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সত্যেরা
যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম
রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তৎকার্য সভার বহু
উপকার হুত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার সভা হই-
বার মানস করেন, তাঁহার পত্র দ্বারা জ্ঞা-
পন হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

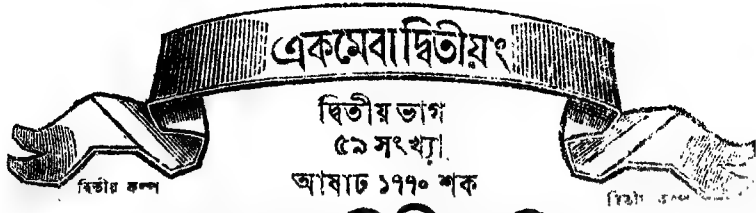
৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ ঘটীর সম-
য়ে নিয়মিত মানিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীঅনন্দচন্দ্র বোসদ্বারা
উপাচার্য।

অশুদ্ধ শোধন

এতৎ সংখ্যক পত্রিকার ২৩ পৃষ্ঠের দ্বি-
তীয় স্তরে ১৮ ও ২৩ পঙ্ক্তিতে যে 'মূল্য' শব্দ
আছে, তাহার পরিবর্তে 'বেধ' শব্দ
হইবেক। এবং ২৮ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তরে
১১ পঙ্ক্তিতে যে 'অ ক জ ব খ হ' আছে,
তাহার পরিবর্তে 'অ ক জ ব খ ই' হই-
বেক।

এইচকার্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে
যোড়ানাকোহিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-
তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা।
২০ ইয়াংলিং ১৯-০৮ কলিকাতা ১৯০৯।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ত্র্যম্বকপুত্রোত্তমসুত্রেণামোহোমোহভক্তিবৈরাগিণীকল্পোপাখ্যায়করণং নিরুক্তং অশোকোচিতপিত্তি।
অধপরা যথা উদকরমধিগম্যাতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

মধুছন্দাধ্বনিঃ অনুষ্টুপ্ চন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

১১

১ গাব্যাস্তু হ্রা গাব্যত্রিণৌর্জন্ত্যক-
মকির্ণঃ। ব্রাহ্মাণস্ত্রা শতক্রতু উ-
হ্বংশনিব যেমিরে।

১ হে 'শতক্রতো' বহুপ্রজ ইন্দ্র! গাব্যত্রিণে 'উল্লা-
ভারঃ' জাঃ জাঃ গাব্যত্রিঃ 'অসিন্দগঃ' অর্জনচেতু-
সমমৃগাঃ হোতারঃ 'অস্কঃ' অর্জনীয়েৎ জাঃ 'অর্জবি'
অর্জস্বিঃ। 'ব্রাহ্মাণঃ' ব্রাহ্মণাঃ 'জা' জাঃ উৎ যেমিরে।
উবেদমিরে উমতিৎ প্রাপয়স্বিঃ 'বংশং ইব' যথা লম্বা-
গবন্ধিনঃ বকীয়েৎ বংশং উরতঃ কুর্জস্বি তবৎ।

১ হে শতক্রতু ইন্দ্র! উল্লাভারা তোমার
গান করে এবং অর্জনীর যে তুমি তোমাকে
হোতারী অর্জনা করে এবং ব্রাহ্মণেরা ধীর
বংশের ন্যায় তোমাকে উন্নত করে।

১২

২ মৎ সানোঃ সানুমাঙ্কহুৎ ত্ব্যা-
স্পক্ক কহ্বৎ। তদিস্তো অর্থৎ চে-
ভতি যুধেন বৃষ্ণিরজতি।

২ 'মৎ' যথা যজমানঃ সন্ধিনাভাবরূপাং 'সানোঃ'
একমাৎ পরিত্রপিত্বরাৎ 'সানু' অপত্যং শিকতঃ
'অরোহৎ' আরোহতি তথ 'জুবি' প্রকৃতং 'স্পক্ক'
নোযযাগরূপং তর্জ 'অলপত' ক্লান্তি উপক্রান্তি
'ভন' ভবা 'বৃষ্ণিঃ' জামামাৎ বসিতা পুরমিতা 'সহ'
'অর্থৎ' যজমানস্য প্রসোক্তব্যং চেভতি 'সানতি' জাঃ 'চ'
'যুগেম' বরুণাগেম বহু 'এভতি' বক্তৃষ্ণিমিগন্তং
উনক্রোভবতি।

২ যে কালে যজমান সন্ধিদাদি আচর-
ণের নিমিত্তে পরিত্রের এক শিখর হইতে
অন্য শিখরে আরোহণ করে বা নোময়ান
রূপ ভূরি কৰ্ম আরম্ভ করে, তৎকালে কবি
নার বরণ কর্তা ইন্দ্র যজমানের প্রায়োক্তিম
জানেন এবং বরুণগণের সহিত বহু স্থানে
আগমন করিতে উদ্যুক্ত হইয়ন।

৩ যুক্ষা হি কেশিনা হরী বর্ষণা
কক্ষ্যপ্রা। অথা নইন্দু সোমপা
গিরামুপশ্রুতিঞ্চর।

৩ হে 'সোমপাঃ' সোমপানসূক্ত 'ইন্দু' 'কেশিনো'
কেশিনৌ অহুপ্রদেশে সচরমান্তেশসূক্তে। 'যুক্ষা' যু-
ক্ষৌ যুবানৌ 'কক্ষ্যপ্রা' তক্ষ্যপ্রৌ উরসংস্করকৃত্যু-
রভৌ পৃষ্ঠানৌ 'হরীঃ' অথৌ 'হি' সক্ষাঃ 'বৃক্ষা'
যুক্ষু রুধে সংযোজয়। 'অথা' অথ অন্যত্র। 'গি-
রামনীচামাং' গিরাম্ নভীনাম্ 'জতিং' প্রবৎসুগিণা
'উপ' সমীপে 'চর' গচ্ছ।

৩ ধীর কেশ যুক্ত ও যুবা এবং পৃষ্ঠান্ত্র
তোমার লক্ষ্যধরকে হে সোমপা ইন্দ্র! বলে

সংযোগ কর এবং আমারদিগের স্তুতি শ্রবণ
করিবার নিমিত্তে শরীপে আগমন কর ।

১৪

৪ এহি স্তোত্রাণি অতি স্বরাতি গ্-
নীহ্যারুব। ব্রহ্ম চ নোবসো স-
চেন্দ্র বজ্রধ্বং বর্জিব ।

৪ হে 'ব্রহ্ম' নিবাসকারণ 'ইন্দ্র' এহি 'অভি-
নন্দনি অগ্নয়ক আগ্রহাৎ' 'সোমো' 'সোমো' উল্লাসিতপ্র
পুত্রানি স্তোত্রাণি 'অতি' 'অভিলক্ষ্য' 'হর' প্রশংসা
প্রদায় লক্ষ্য কর তথা 'আগ্নেয়িক' 'অতি' 'অভি-
নন্দ' 'স্বরীতি' প্রশংসাকরণ, লক্ষ্যকরণ তথা 'যেহ
স্বরীতি' 'নি' 'স্বরীতি' 'অ' 'অগ্নয়' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক' 'ক'
'মাকরণ' লক্ষ্য কর 'পনিতু' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'সোমো' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'

৪ হে নিবাস কারণ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে আগ-
মন কর এবং উল্লাসিতর স্তোম সকলকে লক্ষ্য
করিয়া প্রশংসা কর ও অগ্নয়'র কর্মকে লক্ষ্য
করিয়া প্রশংসা কর ও হোতার স্তোম সকল-
কে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা কর এবং অগ্নের
স্বীতি আমাদিগের যজ্ঞকে বর্জ্য কর ।

১৫

৫ উকথমিন্দ্রায় শরণস্যং বর্জিনং
পুরুনিষিদ্ধে। শক্রেযথ্যা সুতেষু
ণোরারণং সুখেষু চ ।

৫ হে ইন্দ্র! 'উকথ' 'ম' 'ম' 'ম' 'ম' 'ম'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'

৫ হে প্রকারে ইন্দ্র! আমারদিগের পুত্র
সকলও মিত্রতা সকলকে প্রশংসা করেন,
তৎসংসর্গ শক্র নিরোধকারি ইন্দ্রের নিমি-
তে বর্জ্য সাধন স্তোত্রকে ব্যক্ত করা কর্তব্য ।

১৬

৬ তমিৎ সখি স্বর্গমহে তংরাষে
তং সুবীৰ্য্যে। সশক্রে উত নঃ শক-
দিন্দ্রোবসুদয়মানঃ ১১১১১১।

৬ 'সখিকে' 'সখ্যনিমিত্ত' 'তং' 'ইন্দ্র' 'ইন্দ্র' 'এস
বৎ' 'স্বহে' 'প্রাথম্য' 'তথা' 'সোম' 'স্ববীৰ্য্য' 'স্ব'
'উমতে' 'তথা' 'সুবীৰ্য্যে' 'শোভন' 'সামর্থ্যনিমিত্ত' 'তং'
'ইন্দ্রে। 'উত' 'অপিত' 'শক্রে' 'শক্তিমান' 'স' 'ইন্দ্র'
'নঃ' 'অসত্যং' 'বসু' 'ধনং' 'স্বহমানং' 'প্রদান' 'সম'
'শক্রে' 'অপকং' 'অস্বীকরণ' 'শক্রে' 'স্বহ' '১১১১১১।

৬ মিত্রতার নিমিত্তে ও ধনের নিমিত্তে
এবং সামর্থ্যের নিমিত্তে আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত
হই। শক্তিমান সেই ইন্দ্র ধন প্রদান করত
আমাদিগকে রক্ষা করিতে শক্তি হইয়াছে-
ন ১১১১১১।

১৭

৭ সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র দ্বাদা-
তমিদ্যশঃ। গবামপ ব্রজং বৃধি
রুগ্নম রাধো অদ্রিবঃ ।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'সুবিবৃতং' 'সুপ্রসূতং' 'সুনিরজ'
'স্বাধন' 'প্রাপ্ত' 'শক্রে' 'বসু' 'অসত্যং' 'অস্বীকরণ'
'শোভিতং' 'সম্পন্নং' 'ইৎ' 'এব' 'হে' 'অদ্রিবঃ' 'পর্জিতঃ'
'পলমিত্ত' 'স্বপুত্র' 'সম' 'গবাম' 'ব্রজং' 'নিবাসস্থান'
'অপ-বৃধি' 'অপবৃধি' 'উদ্ব্যতিচার' 'কৃত' 'তথা' 'রাধা'
'ধনং' 'সুদৃ' 'সম্পাদয়' ।

৭ হে ইন্দ্র! অনায়াসে লভ্য স্ববিকৃত যে
অন্ন তাদ্ধা তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে ।
হে বজ্র যুক্ত ইন্দ্র! গো সকলের বাস স্থানের
চার মুক্ত কর, এবং আমারদিগের ধন সম্পন্ন
কর ।

১৮

৮ ন হি দ্বা রোদসী উতে ঋঘায
মাণমিষতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ
সঙ্গাশ্রম্যতাং ধনুহি ।

৮ হে ইন্দ্র! 'স্বাধন' 'স্বাধন' 'স্বাধন' 'স্বা'
'অ' 'রোদসী' 'স্বাধন' 'উতে' 'হি' 'অপি'
'ন' 'ইষতঃ' 'সমর্থে' 'অস্বীকরণ' 'স্বাধন' 'স্বাধন'
'ন' 'স্বাধন' 'উতে' 'হি' 'অপি' 'ন' 'ইষতঃ'
'অপঃ' 'জলানি' 'স্বহঃ' 'প্রেরয়' 'তি' 'অস্বীকরণ'
'সঃ' 'সং-ধনুহি' 'সকলুহি' 'সমর্থে' 'স্বহঃ' ।

৮ হে ইন্দ্র! শত্রু বধকারি যে তুমি তো-
মার মহিমাকে স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়েই ব্যাপ্ত
করিতে সমর্থ হয় না, তুমি স্বগন্ধ জল প্রেরণ
কর এবং আমারদিগের প্রতি গো সকলকে
প্রেরণ কর ।

১১

২ আশ্রয়ংকণ শ্রেণী ইবং নু চিদ-
ধিষ মে গিরঃ। ইন্দ্রস্তোত্রমিমং
সম রুধা যুজ্জিচ্চদস্তুরং।

২ যে 'আশ্রয়ংকণ' সর্বতঃ স্রোতাসৌ করৌ বসু
'প্রপু' 'ইন্দ্র' 'নু' 'নু ক্রিপ্' 'হব' 'আশ্রায়ং' 'সুধী'
'সু' 'সুধী' 'মে' 'সম' 'গিরঃ' 'স্বতীঃ' 'চিৎ' 'অপি' 'নুগিত'
'স্বতীঃ' 'চিৎ' 'ইন্দ্র' 'স্ব' 'স্বতীঃ' 'ইন্দ্র' 'তোমঃ'
'স্বতীঃ' 'সুধাঃ' 'স্বতীঃ' 'অপি' 'অভরণ'
'অভরণ' 'কৃ' 'কৃ' 'কৃ'।

২ হে সর্বস্রোতা ইন্দ্র শীঘ্র আমার
স্বাস্থ্যকে অধব কর এবং স্তুতি সকলকে
সন্তোষ ধারণ কর। হে ইন্দ্র আমার এই
প্রার্থনাকে তোমার সপরি নিকটস্থ কর।

১০০

১০ বিদ্যা হি হ্রা বৃষন্তমং বাজে-
ধু ইবনশ্রুতং। বৃষন্তমস্য হৃনহ-
উতিং সহস্রসাতমং।

১০ যে ইন্দ্র 'বৃষন্তমং' কামান্য বহিষ্ঠারং
'স্বতীঃ' 'পু' 'পু' 'বনশ্রুতং' 'আজানস্য' 'স্রোতাঃ'
'স্ব' 'অ' 'অ' 'বিদ্যা' 'বিশ্বঃ' 'স্বতীঃ' 'হি' 'বলু'
'স্বতীঃ' 'বৃষন্তমস্য' 'কামান্য' 'বহিষ্ঠারং' 'সহস্রসাতমং'
'স্বতীঃ' 'সুগান্য' 'স্বতীঃ' 'উতিং' 'অজসু' 'উতিং'
'স্বতীঃ' 'স্বতীঃ' 'আজানস্য'।

১০ হে ইন্দ্র! কামনার প্রেরক ও যুদ্ধকালে
স্বাস্থ্যের স্রোতা যে তুমি তোমাকে আ-
মরা জানি, আন্ত তোমার সহস্রশঃ ধনবাহী
যে আমারদিগের রক্ষা তাহাকে স্বাস্থ্য
করি।

১০১

১১ আ নু নইন্দ্র কৌশিক মন্দ-
সানঃ সূতং পিব। নব্যমাবঃ প্র-
সতির রুধী সহস্রসামৃষিৎ।

১১ যে 'ইন্দ্র' 'নু' 'নু ক্রিপ্' 'নঃ' 'অজান' 'স্তুতি'
'আ' 'আগা'। যে 'কৌশিক' 'ইন্দ্র' 'মন্দসানঃ' 'স্বতীঃ'
'সন' 'সূতং' 'অভিবৃত্তং' 'সৌম্যং' 'পিব'। 'নব্যং'
'স্বতীঃ' 'স্বতীঃ' 'আমুঃ' 'প্রসূতির' 'প্রসূতির' 'সুধু' 'বর্ষ'
'স্বতীঃ' 'মাঃ' 'নব্যসামৃ' 'নব্যসামৃ' 'অজস্রোতাপেতং'
'স্বতীঃ' 'অভিবৃত্তসুতীঃ' 'কৃ' 'কৃ'।

১১ হে ইন্দ্র শীঘ্র আমারদিগের স্বাস্থ্য
আগমন কর। হে কৌশিক! স্রুত রুধী
অভিবৃত্ত সৌম্য পান কর ও সকলের পূ-
স্বাস্থ্যকে প্রসূত রূপে পুষ্টি কর এবং আমা-
কে সহস্র লাভ রূপে অজস্রস্রোতের পুষ্টি
কর।

১০২

১২ পরি হ্রা গিরগো গিরসীমা-
ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃজ্জায়ান্ন বৃজ-
যোজুকা ভবন্তু জুবযঃ। ১। ১। ২। ০।

১২ যে 'গিরগঃ' 'ভূতিতাক্' 'ইন্দ্র' 'গিরগঃ' 'নঃ'
'কর্ম্ম' 'প্রসূতামান্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'গিরঃ' 'ভূতঃ' 'অ' 'অ'
'পরি' 'স্বতীঃ' 'ভবন্তু' 'প্রাপবন্তু'। এতঃ 'গিরঃ' 'বস-
'প্রসূতঃ' 'আমুঃ' 'উপেতং' 'অ' 'অ' 'অনুপ' 'অ'
'বৃজ্জায়ান্ন' 'ভবন্তু' 'ভবা' 'বৃজ্জায়ান্ন' 'অ' 'সৌম্যঃ'
নব্যঃ' 'সুতীঃ' 'স্ব' 'প্রীতিঃ' 'হেতবোত্তবঃ'। ১। ১। ২। ০।

১২ হে স্তুতিতাক্ ইন্দ্র! সকল কর্ম্মে প্রসূ-
কামান এই স্তুতি সকল সর্বতোভাবে তো-
মাকে প্রাপ্ত হউক। বৃজ্জায়ান্ন বৃজ্জায়ান্ন
তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তুতি সকল বৃজ্জ-
হউক এবং তোমা কর্তৃক স্বীকৃত বইরা তো-
মার স্তুতি হেতু হউক। ১। ১। ২। ০।

চতুর্থং সূক্তং

ভেতাঃ স্তিৎ অমুক্তপুত্ৰঃ
ইন্দ্রোদেবতা

১০৩

১ ইন্দ্রং বিশ্বা অবিবৃধন সমুদ্র-
বাচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং
বাজানানং সৎপতিং পতিং।

১ 'বিশ্বাঃ' 'সর্বাঃ' 'গিরঃ' 'স্বতীঃ' 'সমুদ্রবাসন্য'
'সমুদ্রবাসন্য' 'রথীনাং' 'রথবৃকানাং' 'স্বতীঃ' 'রথী-
'তমং' 'বাজানানং' 'অমান্যং' 'পুতিং' 'পালকং' 'সৎ-
'পতিং' 'সত্যং' 'রক্ষকং' 'ইন্দ্রং' 'অবিবৃধন' 'স্বতীঃ-
'বতঃ'।

* ইন্দ্রের নাম।
† ভেতাঃ স্তিৎ অমুক্তপুত্ৰঃ পুত্রঃ।

১ সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপী, ও ব্রথাধিগের মধ্যে ব্রথািতম, অঙ্গের পালক, ও সাধুদিগের রক্ষক হিৎকক জ্ঞাতি সকল রুদ্ধি করিয়াছে ।

১০৫.

২ সখে্যে তইস্ক্র বাজিনোমাভেম শবসম্পত্তে । স্বামৃতি প্রণোন্নোজিতোরমপ্ৰাজিতং ।

৩ হে 'পরমশস্য' বলায় পালক 'ইন্দু' 'তে' ও 'সাক্ষ্য' 'মসিকো' 'ব্রহ্মানো' 'বহুং' 'পরিমণ্য' 'অরণ্যে' 'ব্রহ্ম' 'হাসান' 'জতিং' 'প্রাণো' 'যাদু' 'লেশরং' 'সদ্য' 'হনশীলং' 'অপরাধিতং' 'পরাম্ভরহিতং' 'সস্য' 'অতি' 'সকলঃ' 'প্রণোন্নঃ' 'প্রকর্ষে' 'সমঃ' ।

৪ হে সামাখোর পালক ইন্দু তোমার সম্মাননা সহ্যবান হইয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে । যুদ্ধেতে জয়শীল ও পরাজয় রহিত তোমাকে আমরা প্রণাম করি ।

১০৬

৩ পূর্বীরিস্কস্য রাতযোন বিদমাংস্ত্যতমঃ । বর্দী বাজস্য গোমতঃ স্তোত্রভোজনং হতে ময়ং ।

৪ 'সুদ্রমঃ' 'বাজস্য' 'ধনমায়ানি' 'পূর্বীঃ' 'অন্য' 'নিকলপ্রসিদ্ধাঃ' 'মদিঃ' 'বর্দী' 'যদি' 'ধনমান' 'সো' 'তুজ্যঃ' 'সজিপ্রাঃ' 'গোমতঃ' 'গোলভিকস্য' 'বাহস্য' 'অন্য' 'পর্দীপণ' 'সহং' 'ধনং' 'স্বহতে' 'অম্মতি' 'অন্য' 'নয়ঃ' 'উহতঃ' 'অক' 'হি' 'যসিনি' 'রহণানি' 'ন' 'হি' 'মদি' 'বর্দী' 'সহী' 'পচয়' ।

৫ ইন্দুের ধনদান প্রসিদ্ধই আছে । যেরূপে সজিত অন্ন পথ্যাপ্ত ধন বজহান যদি স্থিরেদিগকে নগ্ন করয়ে, তবে আমরাদিগের রক্ষা কল্প রহিত হয় ।

১০৬

৪ পুরাং ভিন্দুর্ধ্যবাকবিরমিতৌ জাহজাহত । ইন্দ্রোবিশ্বস্য কর্মণোধর্ডা বর্জী পুরুষ্ঠ তঃ ।

৪ 'পুরাং' 'অধু' 'পু' 'রামঃ' 'ভিন্দু' 'কে' 'দা' 'সু' 'ব' 'করি' 'মেধাবী' 'আমিতো' 'প্র' 'স্তু' 'বলঃ' 'হিস' 'স' 'কৃ' 'শস্য' 'কর্মণঃ' 'ধর্ডা' 'দোহবঃ' 'বর্জী' 'বজ' 'যুক্তঃ' ।

'পুরাইতঃ' বহুবিধে কর্মণি শব্ধঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অজায়তঃ' উৎপন্নঃ অজুৎ ।

৪ অনুন্ন পুর নাশক যুবঃ, মেধাবী, প্রচুর বলবান, সকল কর্মের পুষ্টিকারক, বহু কর্মে প্রশংসনীয় ও বজ্রযুক্ত ইন্দু উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

১০৭

৫ স্বং বলস্য গোমুক্তোপাবরজ্জিবোবিলং । স্বাং দেবো অবিত্যুষ-স্ত্যজ্যমানাস আবিসুঃ ।

৬ হে 'অসুবিঃ' 'সজুক' 'ইন্দু' 'জা' 'গো' 'মুক্ত' 'অপ' 'অপ' 'অসু' 'বিঃ' 'কলঃ' 'বলস্য' 'বল' 'হাসনঃ' 'অদু' 'রস্য' 'বিলং' 'স্ত্র্যং' 'নন' 'অপা' 'অপ' 'বৃত' 'দান' 'তমঃ' 'তু' 'জ্য' 'মানাঃ' 'অসু' 'বের' 'হিং' 'সা' 'নোঃ' 'অ' 'বি' 'ত্যা' 'যঃ' 'অ' 'ভ্য' 'সঃ' 'নে' 'সো' 'জা' 'অ' 'জ' 'বি' 'যঃ' 'প্রা' 'থ' 'মঃ' ।

৭ হে বজ্রযুক্ত ইন্দু যে কালে তুমি অপহৃত গো বিশিষ্ট বল নামক অনুন্নের গুহ অপারভহার করিয়াছিলে, সেই কালে অসুৎ কর্তৃক হিংসমান দেবতার ভীত না হইয়া তোমাকে আশু হইয়াছিলেন ।

১০৮

৬ তবাহং শুর রাতিভিঃ প্রত্যাবুং সিদ্ধুর্নাবদন । উপাতিস্তস্ত গিবণোবিদুক্তে তস্য ক্লারবঃ ।

৭ হে 'শুর' 'শৌ' 'র্ধ্য' 'বুদ্ধ' 'ইন্দু' 'শুর' 'রাতি' 'ভিঃ' 'রাতি' 'ভ্যঃ' 'ধন' 'দান' 'উ' 'কি' 'স্য' 'সি' 'দ্ধু' 'র্ন' 'আ' 'ন' 'আ' 'ন' 'স' 'জ' 'জ' 'ক' 'র্ষ' 'য' 'দ' 'ন' 'অ' 'হ' 'ং' 'জা' 'ং' 'প্র' 'তি' 'জা' 'য়' 'আ' 'গ' 'তো' 'বি' 'ই' 'হে' 'সি' 'র্ধ্য' 'বঃ' 'স' 'ত' 'স' 'নী' 'ব' 'ই' 'ন্দু' 'জ' 'ার' 'ব' 'স' 'র্ধ' 'ার' 'জ' 'জি' 'ক' 'উ' 'প' 'া' 'তি' 'স্ত' 'স্ত' 'গি' 'ব' 'ণ' 'ো' 'বি' 'দ' 'ুক্ত' 'ে' 'ত' 'স' '্য' 'ক' '্ল' 'ার' 'ব' 'ঃ' 'অ' 'ই' 'প্র' 'তি' 'উ' 'প' 'া' 'তি' 'স্ত' 'স্ত' 'উ' 'প' 'া' 'স' 'ত' 'ত' 'ত' 'স্য' 'জ' 'া' 'ন' 'শ' 'ল' 'া' ' বি' 'দ' 'ুক্ত' 'ে' 'বি' 'দ' 'ুক্ত' 'ে' 'তে' 'ত' 'ব' 'ধন' 'দান' 'ং' 'বি' 'দ' 'ুক্ত' 'ে' 'জ' 'ান' 'তি' ' ।

৮ হে শৌর্ধ্যবুদ্ধ ইন্দু তোমার ধন দানে উদ্দেশ করিয়া আমি শ্যন্দমান সোমবে সর্বত্র ব্যক্ত করত তোমার নিকটে আগমন

* বল নামক অনুন্ন দেবতারিগের তত্ত্বগণনা পরে অপহরণ করিয়া কোন গ্রহাতে রাখিয়াছিল, ১০ কালে ইন্দ্র নামে যিগের সজিত ইন্দু তাহারদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই প্রত্যয় উপাধিকারে কতিপ্রাং করিয়া এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ।

করিয়াছি, হে সম্ভবনীয় ইন্দু। কবিক্ সকল
তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার
ধন দানকে জানিতেছেন।

১০৯

৭ মায়াভিরিঞ্জ মাযিনং স্বং শুফ-
নবাতিরঃ। বিদুর্কে তস্য মেধিরা-
স্তেবাং অবাং স্যুস্তিরি।

৭ মে 'ইঞ্জ' জ্ঞা মাযিনং তপসোপেতং স্বফ-
নকমোক্তং অদুরং হাখাতিঃ কইসঃ 'অবাতির'
বিংকপনামিঃ। 'মেধিরাঃ' মেধাবিনঃ 'তস্য' ভা-
দুয়াং 'স্যুস্তিরি' বিশেষ্যে 'তে' তথ মহিমানং 'বিদুঃ'
জ্ঞানিঃ 'অবঃ' অবিঃ 'অবঃ' অবিঃ 'ইস্তিরি'
বহুঃ।

৭ হে ইন্দু! মায়াবী শুফ নামক অনু-
ব্রুকে তুমি দল করিয়া সংহার করিয়াছ, যে
মেধাধিরঃ সেই তোমার মহিমাকে জানেন
স্বীকারদিগের অল্পকে বৃদ্ধি কর।

১১০

৮ ইন্দ্রমীশানমোজসাত্তিস্তো-
নামনুত। সহসুং বস্য রাভশ-
ত্ববা সন্তি ভূয়সীঃ। ১। ১। ১। ২। ১।

৮ ১১০। 'মোজ' 'রাভশ' ধনসামানি 'সহসুং' সহ-
সংখ্যায়োক্তং 'নামনুত' উহ যা 'অথবা' 'সুখলাঃ' জুযন্যঃ
'বিত্য' 'সন্তি' 'বিশাশ' জগমিষামতৎকং 'ইন্দ্রং'
'জামনো' 'ভূতাত্ত' 'হতস্য' 'হসেন' 'অভি-অনুত'
'সহসুং' 'রসক' 'সহ-এবঃ'। ১। ১। ১। ২। ১।

৮ যাঁহার ধন দান সহসু সংখ্যক এবং
স্বীকারইতেও অধিক সেই জগতের ইশান
ব্রুকে খোঁজা সকল বলের সহিত ত্ব
ধন। ১। ১। ২। ১।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্ধানুবাকে
প্রথমং সূক্তং
মেধাভিরিঞ্জমাঃ পায়ত্রঃছন্দঃ
অগ্নির্দেবতা।

• মেধাভিরিঞ্জমাঃ পায়ত্রঃছন্দঃ পূঃ।

১১১

১ অগ্নিন্দুতং বৃবীসহে হোতাঃ
বিশ্ববেদসং। অস্যা যজ্ঞস্য শ-
ক্রতুং।

১ 'হুতং' দেবানাং হৃদিমোক্তং 'হোতাঃ' অগ্নি-
ভার্যঃ 'বিশ্ববেদসং' শ্রুতবেদোপাধঃ 'অস্যা' পুত্র-
সংখ্যা 'যজ্ঞস্য' 'যজ্ঞস্য' 'যজ্ঞস্য' 'যজ্ঞস্য' 'যজ্ঞস্য'
প্রথমং 'অগ্নিঃ' 'বৃবীসহে' 'হোতাঃ'।

১ দেবতাদিগের হৃদিবাহক নৃত্ত প্রণা-
হ্মান কর্তা সর্বাধন যুক্ত এবং এই যজ্ঞের নি-
শ্চায়করূপে শোভন প্রকৃত অগ্নিকে অর্চনা
বরণ করি।

১১২

২ অগ্নিমগ্নিঃ হবীমভিঃ সদা ক-
বন্ত বিশপতিং। হব্যবাহং পুরু-
প্রিযং।

২ 'বিশপতিং' বিটপতি-প্রজাপালকঃ 'হব্যবাহং'
'দ্রবদোবে' 'সদাং' 'পুরুপ্রিযং' 'বহুনাং' 'প্রাজাপত্যং'
'অগ্নিঃ' 'অগ্নিঃ' 'প্রবেদোভো' 'বর্জাবিধং' 'অগ্নিঃ' 'সদা'
'ভিঃ' 'আহানকরু' 'ইহাঃ' 'সদা' 'হব্যং' 'আহানকর'
'সকমানঃ'।

২ প্রজা পালক, হবি বাহক, বন্ত পিতৃ
ও কন্য জেদে প্রতি অগ্নিকে যজ্ঞমানের।
মন্ত্র দার: সর্বাদ আহ্বান করেন।

৩ অগ্নে দেবাঃ ইহাবহ জজ্ঞানো-
বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতানু ইভাঃ।

৩ হে 'অগ্নে' 'জজ্ঞানো' অরশ্যপারঃ 'ইভাঃ'
'হুতায়' 'মহ' 'অম্ববর্হং' 'হোতা' 'দেবানাং' 'আহাঃ'।
'অসি' 'অভ্যঃ' 'ইহ' 'সহস্বে' 'বৃক্তবর্হিষে' 'বৃক্তন' 'ভিমে'ন
'বর্হিষা' 'যুক্তায়' 'যজ্ঞমানায়' 'অনু' 'বর্হাং' 'দেবাঃ' 'দেহাং'
'আবহ' 'আহানং' 'কৃত'।

৩ হে অগ্নি! তুমি অরণি হইতে উৎপন্ন
ও আহ্বানদিগের নিমিত্তে দেবতা সকলের
আহ্বান কর্তা এবং ত্ববীর হইয়াছ, অতএব
হিমকুশ যুক্ত যজ্ঞমানের নিমিত্তে এই যজ্ঞে
দেবতাদিগকে আহ্বান কর।

১১৪

৪ তাঁ উশতোবিবোধষ যদগ্নে
যাস্মিন্দুত্যং । দেবৈরাসৎসি ব-
হিষি ।

৪ হে অগ্নি! তুমি যখন সত্যের
সাক্ষ্যে আসি প্রাণামি তখন উপত্যং করিকো-
ষসমানং তাঁ তান্ দেবান্ বিবোধষ অগ্নে তথা
দেবৈঃ সহ বহিষি আসৎসি ভাবীঃ ।

৪ হে অগ্নি! যেহেতু তুমি দেবতাদিগের
সহ কৰ্ম প্রাপ্ত হইয়াছ সেই হেতু তবিকা-
মনা বিশেষ্যে হেই দেবতাদিগকে এই যজ্ঞ
কাম্যে ও অগ্নি তাহারদিগের সহিত কুশাসনে
উপবেশন কর ।

১১৫

৫ সূতাহবন দীদিবঃ প্রতিশ্ব রিষ-
তোদহ । অগ্নেৎস্ব রক্ষস্বিনঃ ।

৫ হে সূতাহবন! সূতেনাহবনম্ হে দীদিবঃ
দীপ্যমান হে অগ্নে! অং প্রতিশ্ব প্রতিব প্রতি
প্রতিভুলনাম্ বিস্বস্ব বিস্বস্বকাম রক্ষস্বিনঃ রাক্ষস-
গণিণাম্ রক্ষস্ব সহস্ব সর্ময়তুঃ ।

৫ হে বৃক ধারী! আহবমান, দীপ্যমান,
অগ্নি! আহারদিগের প্রতিকল হিংসক সক-
লকে রাক্ষসের সহিত দাহ কর ।

১১৬

৬ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবি-
গৃতপতির্ববা । হব্যাবাট জুহ্বা-
সানঃ । ১।১।২১।

৬ হে অগ্নি! তুমি যখন সত্যের
সাক্ষ্যে আসি প্রাণামি তখন উপত্যং করিকো-
ষসমানং তাঁ তান্ দেবান্ বিবোধষ অগ্নে তথা
দেবৈঃ সহ বহিষি আসৎসি ভাবীঃ ।

৬ মেধাবী, গৃহপালক, যুবা, ভবিষ্যৎ
এবং কৃষ্ণরূপ সুখ যুক্ত আহবনীর অগ্নি,
গব্যবৎসী হইতে আনীত অগ্নির সহিত স-
ত্যক্ সীলিতযুক্ত হইতেছে । ১।১।২১।

১১৭

৭ কবিমগ্নিমুপস্কুহি সত্যধর্মান-
নধুরে । দেবমমীব্চাতনং ।

৭ হে সূতাহবন! তুমি যখন সত্যের
সাক্ষ্যে আসি প্রাণামি তখন উপত্যং করিকো-
ষসমানং তাঁ তান্ দেবান্ বিবোধষ অগ্নে তথা
দেবৈঃ সহ বহিষি আসৎসি ভাবীঃ ।

৭ যজ্ঞেতে উপস্থিত হইয়া, হে স্তোত্র!
সকল! মেধাবী, সত্য ধর্মযুক্ত, দীপ্তমান, শত্রু
হাতক অগ্নিকে স্তব কর ।

১১৮

৮ বস্ত্রামগ্নে হিবস্পতিদু তং দে-
ব সপর্ধ্যতি । তস্যাম্ প্রাবিতা
ভব ।

৮ হে অগ্নে! যে দেব! হে! তবস্পতিঃ
হবিঃস্বান্ বজ্রমানং দেবানাম্ দৃশ্যং হ্যাম্ সপ-
র্ধ্যতি পরিচরতি হস্য বজ্রমানস্য প্রাবিতা বজ্র-
ভব-ম্ ভবতু তব ।

৮ হে অগ্নি দেবতা! দেবতাদিগের সহ
যে তুমি তোমাকে যে বজ্রমান পরিচর্য্য
করে তুমি তাহার রক্ষক হও ।

১১৯

৯ যো অগ্নিং দেববীতবে হবি-
ম্মা আবিবাসতি । তস্মৈ পাবক
মুডয ।

৯ হে পাবক! শোধক অগ্নে! হে! তবিস্ব
বসিঃস্বান্ বজ্রমানং দেবানাম্ হবিঃস্বান্
পার্ধ্য অগ্নিং আবিবাসতি বিশেষ্যেণ পরিচর্য্য
করতি তস্মৈ বজ্রমানস্য মুডয, মুডয ।

৯ হে পাবক অগ্নি! যে বজ্রমান দেবত
দিগের হবি তৎকণের নিমিত্তে অগ্নির বিশেষ
পরিচর্য্য করে তুমি তাহার সুখ বিধানক

১২০

১০ সনঃ পাবক দীদিবোগ্নে
বা হিহাবহ । উপবস্কুৎস্ব হবিশ্চনঃ

১০ হে পাবক! দীদিবঃ দীপ্যমান অগ্নে!
সঃ অং নঃ অজস্বনং ইহ যজ্ঞসম্পে দেবা
দেবান্ আবহ আভানস্কুৎস্ব । তথা নঃ অজস্বনঃ
যজ্ঞং হবিঃ তং উপ বস্কুৎস্ব হবিশ্চনঃ

১০ হে পাবক দীপ্যমান অগ্নি! সেই
তুমি আহারদিগের নিমিত্তে দেবতাদিগকে

এই যজ্ঞে আহ্বান কর এবং আমারদিগের যজ্ঞ ও হবি দেবতাদিগের নিকটে প্রাপ্ত কর।

১২১

* ১১ সনঃ স্তবান্‌আত্নর গায়ত্রৈণ নবীযসা। রুযিং বীরবত্নীমিষং।

১১ হে অগ্নে 'নবীযসা' নবতরুণ 'গায়ত্রৈণ' গায়ত্রীমন্ত্রের আননে সুলেপ 'নবীযসা' অসমামঃ 'নঃ' জন্মঃ 'নঃ' অসমর্থং 'রুযিং' ধর্মং 'বীরবত্নী' বীরপুরুষসমূহং 'ইমং' অগ্নং চ 'আত্নর' সম্পাদয়।

১১ হে অগ্নি! সন্তান তর এই গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা স্তবমান সেই তুমি আমারদিগের ধর্ম ও বীর পুরুষ বিশিষ্ট অন্ন সম্পাদন কর।

• ১২২

১২ অগ্নে শুক্রৈঃ শোচিষা বিস্বাভির্দেবহৃতিভিঃ। ইমং স্তোমং জবস্বনঃ। ১।১।১২।৩।

১২ হে 'অগ্নে' 'শুক্রৈঃ' বেতস্বনে 'শোচিষা' দীপ্যঃ নিশিষ্যঃ জ্বং 'স্বাভিঃ' মর্হীতিঃ 'বিস্বাভিঃ' দেবতাহীন সাধনৈঃ সাত্রেঃ সত্যঃ 'নঃ' জবস্বনং 'ইমং' 'স্তোমং' 'জবস্বনং' দেবতাঃ 'জবস্বনং' দেবতাঃ ১।১।১২।৩।

১২ হে অগ্নি শুক্র জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সকল দেবতাদিগের আহ্বানের মন্ত্র দ্বারা স্তোতা তুমি আমারদিগের এই স্তবকে খাঁকার কর। ১।১।১২।৩।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

মেধাতিথির্নবিঃ গায়ত্র্যং চন্দ্রঃ
হসমিচ্ছনামাগ্নির্দেবতা

১২৩

১ সূসামিচ্ছান্‌আবহ দেবা অগ্নে হবিষ্মতে। হোতাঃ পাবকৃ বক্ষি চ।

১ হে 'অগ্নে' 'সূসামিচ্ছান্' সূত্বলম্বকৃ দীপ্যঃ জ্বং 'নঃ' অসমর্থান্য 'হবিষ্মতে' যজ্ঞমান্য অমুগ্ৰহাৰ্থং 'দেবা' দেবান্ 'আবহ' আহ্বানং কুরু। হে 'পাবকৃ' শোধক হে 'হোতাঃ' যেমনিষ্কাশক অগ্নে 'বক্ষি' 'চ' যজ্ঞ চ।

১ হে অগ্নি! সম্যক শোভন নীতিমান

তুমি আমারদিগের যজ্ঞকালের বিবিধ পদ বৃত্তাদিগকে আহ্বান কর। হে পাবকৃ ও বক্ষি নিষ্কাশক অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর।

তনুনপাংনামাগ্নির্দেবতাঃ

১২৪

২ মধুমন্ত্য তনুপাদদযজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা রুপুতি বিতয়ে।

২ হে 'কবে' 'মোধাধিন' অগ্নে 'মধুমন্ত্য' মধুং তপঃ জ্বং 'অদ্যা' অদ্যং 'রুপুতি' 'বিতয়ে' রুদবলং 'মন্ত্য' 'রুপুতি' 'বিতয়ে' 'অদ্যা' 'অগ্নং' 'রুপুতি' প্রাপয়।

২ হে ষেধাবী অগ্নি! মেনতাদিগের তপস্বলক নিমিত্তে সর্ক শরীর দাহক তুমি অদ্য আমারদিগের মধু যুক্ত হবিকে ষেধাবদিগের নিকটে প্রাপ্ত কর।

নরাশং সমানাগ্নির্দেবতাঃ

১২৫

৩ নরাশং সমিহ প্রিষম্‌শ্বিন বজ্র উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং।

৩ 'হে' 'নরেশ্বজনেপে' 'শ্বিন্দু' 'প্রবিশ্বামে' 'বজ্র' 'প্রিষম্' দেবান্য প্রীতিয়েতং 'মধুজিহ্বং' মধুগুণং 'মিহ' 'উপহ্বয়ে' 'হবিষ্কৃতং' 'হবিষ্যে' 'উপহ্বয়ে' 'নরাশং' 'সম' 'নরেশ্ব' 'বজ্রমাম' 'অগ্নি' 'উপহ্বয়ে' 'আজ্ঞয়াম'।

৩ মধুরত্নাদিজিহ্বাবৃক্ দেবতাদিগের প্রিয়, হবি নিষ্কাশক, মধুকর্তৃক স্মরণ্য, অর্থাৎ এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

ঈড়িতনামাগ্নির্দেবতাঃ

১২৬

৪ অগ্নে সুখতন্মে রখে দেবা ঈড়িতাবহ। অস্মি হোতা মনুহিতঃ।

৪ হে 'অগ্নে' জ্বং 'ঈড়িতঃ' 'ঈড়িতঃ' 'সুখতন্মে' সুখতেন্তো 'রখে' 'দেবা' 'নোনা' 'স্বাপিত্বা' 'আঃ' 'কুর্জুয়ানাম'। 'মনুহিতঃ' 'মনুহিতঃ' মন্ত্রেণ স্বাপিতঃ জ্বং 'হোতা' 'বেবানামায়াজঃ' 'অস্মি' 'ভবসি'।

৪ হে অগ্নি! তুমি সন্ত হইয়া স্বখ জনক রখে দেবতাদিগকে আনয়ন কর। মন্ত্র দ্বারা স্বাপিত তুমি দেবতাদিগের হোতা রূপে নিযুক্ত আছ।

বহির্দেবতা

১৭৭

৫ স্ত্রীত বহির্মানুষঘাতপৃষ্ঠং
মনীষিণঃ । যত্রামৃতস্য চক্ষুণং ।

৫ স্ত্রীতঃ বহির্মহাঃ কৃত্বিঃ আনুষক্য
কন্যায়ৈ পদস্পর্শমুচ্চয়ং 'মৃতপৃষ্ঠং' মৃতপৃষ্ঠা
মৃতস্য পৃষ্ঠে উপরি বলা জরলশং 'দক্ষিণ' সর্ভং 'কীট'
৫০১ 'সারি' আচ্ছাদিত্য 'যত্র' 'বহির্' আনুষক্য
মৃতস্য চক্ষুণং সর্ভং 'বহির্'।

৫ হে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিক সকল। যে কুল
সকলের উপরে মৃতের দর্শন হয় এমনত ঘত
পুনঃপ্রত পাতকের অস্বাভাব রূপে কুল সকলকে
যথাক্রমে পদস্পর্শ সংলগ্ন করিয়া বিস্মৃতকর।

হারোদেবতা

১১৮

৬ বিশ্বযন্ত্যমৃত্যুবোধোদারো
দেবীরস্মৃচতঃ । আদানুনাং চ
যচ্চৈবৈ ১১১১২৪।

৬ স্মিচতঃ প্রচতঃ সত্যম বর্জিতঃ সেনী
চৈবৈ স্মচতঃ 'অনন্দঃ' অসমুচ্চয়াং প্রচৈকপু
সহস্রবর্জিতঃ 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ'
অস্মিচতঃ 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ' 'স্মচ'
স্মচৈবৈ ১১১১২৪।

৬ হে কৃত্তিক সকল। মৃত্যুর বুদ্ধিকারী,
হৃদয়মান, প্রবিস্ত পুরুষের সংস্পর্শ রক্ষিত
প্রকৃষ্টি হার সকলকে যজ্ঞের নিমিত্তে
প্রার্থনার্থে দেখা কর।

নকোষমা দেবতা

১১৯

৭ নকোষামা নুপৈশশাম্মিন্য ব
ত্র উপহ্ষযে । ইদং নোবহিরা
মদৈ ।

৭ 'নকো' 'শাম' 'নু' 'পৈশ' 'শাম্মিন্য' 'ব'
৭ 'নকো' 'শাম' 'নু' 'পৈশ' 'শাম্মিন্য' 'ব'
৭ 'নকো' 'শাম' 'নু' 'পৈশ' 'শাম্মিন্য' 'ব'
৭ 'নকো' 'শাম' 'নু' 'পৈশ' 'শাম্মিন্য' 'ব'
৭ 'নকো' 'শাম' 'নু' 'পৈশ' 'শাম্মিন্য' 'ব'

৭ আমারদিগের এই মত প্রাপ্তির নিম্ন
স্তত্রাধিকালের ও উবাফালের অতিমানী

শোভনরূপ বিশিষ্ট দুই বক্ষি মূর্তিকে এই
যজ্ঞে আস্থান করি।

হোত্বানাম্যির্দেবতা

১৩০

৮ তা সৃজিহ্বা উপহ্ষয়ে হোতারি
দৈব্যাকবী । যজ্ঞং নৌষকতা
মিমং ।

৮ 'সৃজিহ্বা' 'সৃজিহ্বা' শোভন জিহ্বরূপেভো 'হো'
তারি' হোতারী হোমনিষ্কাশকে 'দৈব্য' 'ইন্দ্রো'
দেবসহস্রকো 'কবী' মেশমিনে অত্রী 'ইন্দ্রসদে'
আস্থায়ি 'তা' 'হো' 'ইন্দ্রো' 'মঃ' 'অক্ষরায়ণ' 'ইন্দ্'
'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং' 'অনুষ্ঠিতঃ'।

৮ শোভন জিহ্বাবিশিষ্ট, হোম নিষ্কা
নক, দেব সয়ন্ধি, মেধাবী অধিব্রহ্মকে আমি
আস্থান করি। সেই উত্তম অগ্নি আমার
দিগের এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

ইদামরত্বতীমহীনামাঘরোদেবতা

১৩১

৯ ইদা সরস্বতী মহী তিসৌদে
বান্ময়োভুবঃ । বহিঃ সীদন্তু সিধঃ ।

৯ 'মা' 'সরস্বতী' 'মহী' 'তিসৌ' 'দে'
৯ 'মা' 'সরস্বতী' 'মহী' 'তিসৌ' 'দে'
৯ 'মা' 'সরস্বতী' 'মহী' 'তিসৌ' 'দে'
৯ 'মা' 'সরস্বতী' 'মহী' 'তিসৌ' 'দে'
৯ 'মা' 'সরস্বতী' 'মহী' 'তিসৌ' 'দে'

৯ অগোষণাদক, কন্যুরহিত, দীপ্তিমান
দেউতা, সরস্বতী, মহী, তিন বক্ষি মূর্তি, তাঁরা
এই আস্থার মতে উপবেশন করুন।

ত্বকু নাম্যির্দেবতা

১৩২

১০ ইহ ত্বকীরমগ্রিবং বিশ্বকপ
মুপহ্ষয়ে । অস্মাকমন্তু কেবলঃ ।

১০ 'অগ্রিবং' 'শ্রেষ্ঠং' 'বিশ্বরূপং' বহুব্রহ্মরূপে
পেত 'অগ্রিবং' 'অগ্রিবং' 'অগ্রিবং' 'ইহ' 'কাম্মিন'
'অপহ্রবে' 'আস্থায়ি' : সঃ 'অস্মাকং' 'কেবলঃ' 'অস্মা'
খরপঃ 'অস্ম'।

১০ শ্রেষ্ঠ ও বহুব্রহ্মবিশিষ্ট ত্বকু নামক
অগ্নিকে এই কর্মে আস্থান করি, তিনি কে-
বল আমারদিগেরই হউন।

বনস্পত্তিনামাগ্নিদেবতা

১৩৩

১১ অবসূজা বনস্পত্তে দেব দে-
বেভোহবিঃ প্রদাতুরস্তচেতনাঃ।

১১ ছে 'বনস্পত্তে' বনস্পত্তিনামাগ্নি দেবতা
'দেবেভোঃ' 'হবিঃ' 'অবসূজা' 'অবসূজ সমর্পণঃ'
'প্রদাতুঃ' 'প্রদানঃ' 'প্রদানঃ' 'প্রদানঃ' 'অস্ত' 'অস্ত'
'চেতনাঃ'।

১১ ছে বনস্পত্তি নামক অগ্নি দেবতা।
দেবতাদিগকে হবি সমর্পণ কর, তোমার প্র-
দানকে হবি লাভ। যতমানের জ্ঞান হউক।

স্বাহানামাগ্নিদেবতা।

১৩৪

১২ স্বাহাবিজ্ঞং রুণোতনেশ্রাব
বজ্রমেগুহে । তত্র দেবা উপল-
য়ে ১১১১৫।

১২ স্বাহাবিজ্ঞং 'স্বাহা' 'বিজ্ঞং' 'রুণোতনেশ্রাব'
'বজ্রমেগুহে' 'তত্র' 'দেবা' 'উপলয়ে'
'১১১১৫'।

১২ স্বাহা ঋত্বিক সকল। ইঞ্জের তক্তির নি-
শিত অতমানের গুণে স্বাহা নামক অগ্নিদ্বারা
নির্গম হয় যে বজ্র ভাঙা কর, সেই যজ্ঞে
আমি দেবতাদিগকে স্বাহান করি ১১১১৫।



বিষ্ণু অবতার

বুজ

পুরাকালে দেবায়তনের যুদ্ধেতে দেবগণ
পরাস্ত হইয়া ফারোদ সনুদ্রতীরে গমন পূ-
রুক ভগবানের স্তব করিলেন। গরুড়াসীম
বিষ্ণু স্তবে তৃত্ত হইয়া শঙ্খ চক্র গদাধর রূপে
তাহারদিগকে দর্শন দিলেন। তখন দেব-
তারা সকলে যুগপৎ প্রণিপাত পুরস্কার স্তুতি
করিতে লাগিলেন "হে নাথ! তোমার
শরণাপন্ন হইবাছি, প্রসন্ন হও, দৈত্যের হস্ত
হইতে পরিত্রাণ কর। তাহারা ত্রিলোক
জয় করিয়াছে ও আমাদেরদিগের বজ্র ভাগ
হরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা স্বধর্মের রত,

বেদমাগের অননুগামী, এবং তেঁদের
অস্ত্রব ভাঙ্গারদিগের নাশ করিবে। তাহা
দিগের সামর্থ্য নাই। হে তরুন! তোমার
কোন উপায় বিধান কর যে আমরা
নাশ করিতে সক্ষম হই।

দেবগণের প্রার্থনা শ্রবণমানবর বিষ্ণু
পনার শরীর হইতে নারাজমোক্ষক
করিয়া কহিলেন যে "এই যোগ্য হইবে
দিগকে সর্জন করিবক, এবং তেঁদের
না বেদমাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া
যোগ্য হইবেক। দেব দৈত্য প্রভৃতি
ত্রাসার অধিকারের বিরোধী হয়, হাজার
কলেই বিশ্বপালক যে আমি আমার নাগে
অস্ত্রব স্তম্য নাই, তেঁদেরা এই মতে। মোক্ষ
কে অগ্রসর করিব, গমন কর। হে দেবগণ
ইহার দ্বারা তোমারদিগের বয় উপকার
হবে।"

মায়ামোহ দেবগণের সমভিব্যাহারি,
প্রস্থান করিয়া দেখিলেন যে নন্দীনা নন্দীতীথে
মহা মহা দৈত্য সকল ভগবাত্য করিতেছে।
অনন্তর তিনি বিবাহ, মুক্তি মন্ত্রক, ও বহি-
পত্র * ধারী হইয়া তাহারদিগের নিকটে
গমন পূর্বক মিত্ররূপে জিজ্ঞাসা করিলেন
"হে দৈত্যপতি সকল! এখিক বা পার্বতীক
কি ফল কামনার তোমারা উপন্যা করিতে
ছ ?" অহরেরা কহিলেক "পার্বতীক ফল
নাগের আকাজকার আমরা উপন্যা ধারহ
করিয়াছি, কিন্তু উপন্য তোমার জিজ্ঞাস্য
কি?" মায়ামোহ কহিলেন "যদি মুক্তি
আকাজকার থাকে তবে আমার বাক্য গ্রহণ
কর। আমি তোমারদিগকে যে ধর্মের
উপদেশ দিব, তাহা অব্যাহিত মুক্তিদার স্বরূপ
এবং তোমারাই তাহার উপবৃত্ত পাত। এই
বিমুক্তি জনক ধর্মের পর আরপ্রোক্ত ধর্ম নাই,
ইহার অনুগামী হইলে স্বর্গ কিহা মুক্তি লাভ
করিবে। হে মহাবল দৈত্য সকল! তো-
মরাই এ পরম ধর্মের যোগ্য। অবস্পকার
বহুবিধ প্রলোভ বাক্যোপন্যাস এবং "ইহা

* বহিপত্র শব্দের অর্থ মায়ুর পুষ্ক। ইহন উদ্যোগী
নের। সন্দেশে বহিপত্র বহন করে।

বর্ধের কারণ ও অপবর্ধের কারণ, ইহা সং
ও অসং, ইহা সৃষ্টি জনক ও অসৃষ্টি জনক.
ইহা অধি পরমাণু ও অপপরমাণু, ইহা কার্য
ও মনস্বী, ইহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহা বিব-
স্তের পক্ষ ও বস্তুরীর পক্ষ*। এই রূপ
মানস্বীর জন্মকারণাদ প্রদর্শন করাইয়া
নারায়ণের তাত্ত্বিকগণকে স্বপক্ষ লাগী করি-
লেন। “অহংমেবা মহাপরমাণু” “ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে” ইয়া
যোচনা করা উচিত যেহেতু সেই স্বর্ষ্যবলগড়া
ইন্দ্রকারণস্বরূপক নামে খ্যাত হইল। এবং
অন্য ঈদৃশাত্মগণে পুনরাবলম্বী করিল। এই
কল্প প্রকাশনার্থে উপদেশ দানের যত্নকারী
বল ইন্দ্রকারণ বোধবোধিত হইল।

অনন্তর সেই মহা আত্ম রক্ত বস্তুর পরি-
ধানী হইলেই অজন্ম স্বপ্ন বুদ্ধিক পদা-
জনা পদার্থের নিত্যত্ব হইয়া যুদ্ধ স্বপ্নের পদ
কর্তৃত্ব লাভিলেন, যেখানে অস্তরীয়া যিনি
জ্যোতীয়া মোক্ষক পদ লাভ করিয়াছেন, তাহে
পাশ্চাত্যের মত মতান্তরতা চরিত্রাভিলাষ
হইবে না। এই অমল্ল কল্পে দেবতা বিজ্ঞান
সমূহ প্রসারিত হইল। ইহার প্রাচীনত্ব উপ-
দেশ কার্যকর হইল। ইহার নামকরণ

জাত হও। এই অগত্যা আধার শূন্য ও ত্রাস্তি
জ্ঞানেতেই তৎপর, এবং রাগাদি বশতঃ অ-
ত্যন্ত দোষাকর হইয়া সংসার সঙ্কটে ভ্রাম্য-
মাণ হইতেছে*। এই প্রকারে বোধ কর,
বোধ কর, এই প্রকারে বোধ কর, এই উক্তি
দ্বারা নারায়ণের ঈদৃশ্যদিগকে স্বপ্ন ভ্রষ্ট ক-
রিলেন। তিনি তাত্ত্বিকগণকে যেকল্প মান
উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহারা তখনুপস্থী
হইয়া স্বপ্ন পরিভ্রাম্য করিল, এবং অন্য অন্য
অন্য দিগকেও সেই রূপ উপদেশ দিতে লা-
গিল। ক্রমে ক্রমে সেই উপদেষ্ট অল্পেতে

* বিষ্ণুপুরাণের ত্রিকালিকাঃ অহংমেবা মহাপরমাণু
এবং ইত্যং জীবিত শূন্যঃ অসৃষ্টি জনকঃ যোগোহে
যোগ্যঃ স্যাদাধ্যাতিক মতের অনিষ্টান্নাং যোগ্য ঈক-
মুখিত্যতনঃ সোমোজগদীশানি মাংসং গুণে গুণৈঃ
চৈবৈতানি পদার্থ মং বস্তুক হইয়াছে। অসৃষ্টি জনক
সৌন্দর্য্যকারণোহস্যঃ ও হ্যোমিতঃ। কল্পমহা ইন্দ্রক-
ারণ মৌহুত্মিক মতঃস্বপ্নিতাঃ সত্য বস্তুক বিজ্ঞান
ইন্দ্রকারণের মধ্যে বিষ্ণু স্বপ্নবস্তু জন্মিতঃ স্বপ্ন
হ্যোমিতঃ। তখনই প্রকার সত্য থাকিলেও সত্যকর্ম
হয়। যোগ্যতার কারণেই প্রকার বিজ্ঞানকারী ইন্দ্রক-
ারণের বস্তু বীজকর করে না। ইহার কারণ হইতে
স্বপ্নবোধের দুইভাগ। প্রকার স্বপ্নবোধের
তখনকার তখনকার নিঃসংসার বোধ। ইহার কারণ
প্রকারের সত্যকর্ম এবং তাহের কারণেই
দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্নবোধের কারণ। প্রকারবোধের
স্বপ্নবোধের কারণ হইতে

* ইহা বস্তুক বিজ্ঞানকারী। অসৃষ্টি জনক
ইহা জনক পরমাণু ও অপপরমাণু, ইহা কার্য
ও মনস্বী, ইহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহা বিব-
স্তের পক্ষ ও বস্তুরীর পক্ষ*।

১. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
২. ইতিমহা মৎ জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

৩. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
৪. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

৫. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

৬. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
৭. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

৮. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
৯. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

১০. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
১১. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

১২. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

১৩. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

১৪. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।
১৫. অহংমেবা মহাপরমাণু, ইতিমহা মৎ
জগদীশ এই মহা কল্প বোধ হইতে।

পনকার অন্য অন্য ব্যক্তি দ্বিগুণে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। এই রূপ পরম্পরা ক্রমে তাহার বেদ স্মৃতি প্রতিপাদ্য ধর্ম পরিভাগ করিলেক। মারামোহ অন্য অন্য বহু বিদ্য পাদ ও উপদেশ দ্বারা অপরাপর দৈত্যগণকে মুক্ত করিলেন *। এই রূপে অহুরেরা স্তুপ-কান মথোই মোচিত হইয়া বেদ বিচার সমস্ত ধর্ম পরিভাগ করিলেক। কোন কোন অহুর বেদ নিন্দা, কেহ কেহ দেব নিন্দা, কতিপয় ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম নিন্দা, এবং অপরে ত্রাঙ্কণ নিন্দা করিতে লাগিল। হিংসাতে পশু হয়, এতদ্রূপে অনিষ্টজনক বিধি, অশুভত যুক্ত মন্ত্র করিলে কল শ্রান্তি হয়, এবং পশুর কথা। দেবরাজ বহু যজ্ঞানুষ্ঠানে দেব হ্য লাভ করিয়া যদি কাঠ ও শস্যাদি উৎসর্জন করেন, তবে পশুরাও তাঁহার অপেক্ষা আশ্রিত, কাবণ তাঁহারা কাঠ অপেক্ষা কোমলতর যে বৃক্ষ পত্র তাহাষ্ট ভোজন করে। যজ্ঞেতে পশুবধ করিলে যদি সেই বস্তুর অর্ঘ্যলোভ হয়, তবে যজ্ঞসময় স্বীয় পিতামহকে মনে না বশ করে? আক্ষেপে এক ব্যক্তি পশু ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির পুণ্ড্র হয়, তবে পুরাণী ব্যক্তি কি নিমিত্তে অপমান সমভিব্যাহারে মাদা পানপী বহন করে, তাঁহার পুত্রাদি স্বীয় পুত্র সৌহার আদি অপিজেনে তিনি যথা স্থান হইতে প্রাপ্ত মতি তাই করেন :। প্রাকৃত গোড়ের বিদ্যায় মস্তায়া যজ্ঞাদি বিঘরক ব্যাক্য তাহারে বলাবরা উপেক্ষা কর, এবং আমার বাক্য-তে শ্রদ্ধা কর, তে মতায়ল সকল! অজ্ঞাও কথা আকাশ হইতে পতিত হয় না, তবে যুক্তিমত ব্যাক্য আমার কি হোমরদিগের কি অন্যের সকলেরই গ্রাহ্য গু। মারামোহের

* বিষ্ণুপুরাণের উত্করণে এই পাদও উপদেশকে গোকাগরিক মতের আভিপ্রায় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। চাক্রিক ও লোকনাতিক এই উভয় এক প্রকার মত। উহার প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা ৫০ প্রান্তে হইবে।

† বাসিন্দে অসোধ্যাকার্যে বাহমন্ত্রের প্রতি জ্ঞাতা হইলেও এইরূপ আভিপ্রায় অবিকল উক্ত হইয়াছে।

‡ একজন ব্যাক্য চাক্রিক মতানুযায়ী, বৃহস্পতি এই মতের আচার্য। লঙ্করাচার্যের মত ভাষায় তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৫৩ সূত্রে লোকায়তিক মতের

এই কবি বহুবিধ উপায়েই বেদমত বাক্য মুক্ত হইল, তাহাও কাহারও পক্ষে গ্ৰহণীয় হইল না।

এরূপকার অবহরেরা দম্বতার সীমিত দেবতার ভাবরদিগের দ্বিতীয় পরম্পরা ক্রমে প্রথম হইয়া তাহা পরিভাগ করিয়া বহু করিলেন *।

বিষ্ণুপুরাণের এই উপাখ্যানের উল্লেখ লক্ষ্য করিয়া অগ্নিপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাহরের যুক্তিতে গর্হিত হইয়া তাহা পরিভাগ করিয়া অন্য বিধ মারামোহ রূপে বেদরাজকে মোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মারামোহ শুক্রোদনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৩ সূত্রে অন্য এক উপা-

খবরও পান করিয়াছেন। ইহাও বিধে বিধি যে যে শত্রুর উত্তম আছা নাই। যজ্ঞের নাম সপ্পাদির মধ্যে এক আকরতা শক্তির উত্তম পদ, তাহা মাদা ক্ষয়সকল যোগে উত্করণে সিদ্ধান্তি হইবে। তাহা কতিপয় জন, কেহ পশু বেদ যদি যুক্ত মত স্বীকার করে, তাহাও শর্যে দেখা যাইবে। কিন্তু তাহা এই হইবে তৃতীয় মারামোহর উত্করণ উপলব্ধি হয়, এবং সেইরূপ অস্থায়ের অঙ্গ হইলেন। মুক্ত হইয়া তাহার নাম হইবে। পরবর্তী কালে পুত্রোদয় দুইবার পরে তাহাকে উপেক্ষা হইল না। বেদ বৈদ্যের তেমের শক্তি কথোবদনের এই প্রকার কতিপ্রায় হইবে।

১. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ২. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ৩. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।

৪. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।

৫. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।

৬. তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে :—
 এতানুযায়িনঃ সানঃ সত্যমগ্নয়ঃ।
 ত্বাং মাংসমগ্নয়ঃ সত্যমগ্নয়ঃ।

ধর্মের কারণ ও অধর্মের কারণ, ইহা সং-
 ও অসং, ইহা মুক্তি জনক ও অমুক্তি জনক,
 ইহা প্রতি পরমাণু ও অপরিমাণ, ইহা কার্য
 ও অকার্য, ইহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহা বিব-
 স্তের ধর্ম ও বস্তু-ধর্মীর ধর্ম*। এই রূপ
 নামাধিবে অনেকাদ্বন্দ্ব প্রদর্শন করাইয়া
 মায়াত্যাগ, তাহারদিগকে স্বর্ণময়ী ভোগী করি-
 লেন। "সংসারময় নরাদিভ্যঃ" "সংসারময়ী মৎ
 স্যমিতি" এই মতাদ সাধু যোগী ও "মায়া
 সৌন্দর্য্যে এই উক্তি পদ্যকু সের ধর্ম্মাবলম্বী
 দৈবশাস্ত্রোদ্ভূতকু নামে প্র্যাত্ত কটিল, এবং
 অন্য দৈবশাস্ত্রেরে সমর্থাবলম্বী করিল। এই
 মতাদ পরম্পরায়ত্ত উপদেশ্য কামে সম্প্রকাশে
 মতাদ ইহারে কাম বেদবহিঃ প্রকটক।

অন্য এক সেরে সাধ্যাজিত রক্ত বস্ত্র পরি-
 ধার্য্য। "সংসারময়ী" মতাদ পুরুষক পত্নী
 অন্য পত্নীরে নিবর্তিত হইয়া মতাদ বস্ত্রের বি-
 স্মিতেরে পরিভোগে, এবং সেরে অস্ত্রেরে পত্নী যদি
 ভোগময়ী মোগক হইয়া লাভে বস্ত্রা কর, এবং
 গাভ্রাবি বিনীত। সুউক্তিপ্রয়োগে তাহা প্রাপ্ত
 হইতে পারে। এই সমস্ত কামে মনোবল বিচ্ছিন্ন
 মতাদ অসাম্যক গ্রন্থ প্রকাশ্য। প্রিন্ট্রিকমাপ উৎপ-
 দেশ্য প্রকট্রিকমতাদ, প্রত্যয় প্রকট্রিকমতাদ

১. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

২. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

৩. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

৪. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

৫. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

৬. এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

জ্ঞাত হও। এই জগৎ আধার শূন্য ও ভ্রান্তি
 জ্ঞানেতেই তৎপর, এবং রাগাদিবশতঃ অ-
 ত্যন্ত দোষাকর হইয়া লংসার সৰ্ব্বটে ভ্রাম্য
 মাণ হইতেছে*। এই প্রকারে বোধ কর,
 বোধ কর, এই প্রকারে বোধ কর, এই উক্তি
 দ্বারা মারামোহ দৈত্যদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক-
 রিলেন। তিনি তাহারদিগকে খেচর নামে
 উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহার। তদনুসৃত্তী
 হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, এবং অন্য অন্য
 অধর দিগকেও সেই রূপ উপদেশ দিতে লা-
 গিল। ক্রমে ক্রমে সেই উপদেষ্ট অধরদেরও

* সিক্তপুস্তকের টীকাঙ্কণে "জগৎ জেহল বিজ্ঞান"।
 এবং "জগৎ আধার শূন্য" এই উক্তি "জগৎ জেহল বিজ্ঞান"।
 এবং "জগৎ আধার শূন্য" এই উক্তি "জগৎ জেহল বিজ্ঞান"।
 এবং "জগৎ আধার শূন্য" এই উক্তি "জগৎ জেহল বিজ্ঞান"।

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

এই প্রকারে ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং
 এবং ভিত্তিকরিত। এবং মিত্র মিত্র, এবং

পনরার অন্য অন্য ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিতে
 আবেদন করিল; এই রূপ পরম্পরাক্রমে তা
 হারা বেদ স্মৃতি প্রতিপাদ্য ধর্ম পরিচয়
 করিলেক। মায়ামোহ অন্য অন্য বহু বিধ
 পাম ও উপদেশ দ্বারা অপরাপর দৈত্যগণকে
 মুক্ত করিলেন *। এই রূপে অথরেরা স্মৃৎ-
 কাল মধ্যমই মোহিত হইরা বেদ বিহিত
 সমস্ত ধর্ম পরিভাগ করিলেক। কোন
 কোন অস্তর বেদ নিন্দা, কেহ কেহ দেব
 নিন্দা, কতিপয় ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম নিন্দা,
 এবং আপরে ব্রাহ্মণ নিন্দা করিতে লাগিল।
 ত্রিংশতে ধর্ম হয়,এস্মিত অমিতজনক বিধি,
 অগ্নিত যজ্ঞ দক্ষ কবিলে ফল প্রাপ্তি হয়,
 এতাদেশের কথা। দেববাক বহু যজ্ঞানুষ্ঠা-
 নে দেবদ্র ব্যাক করিয়া যদি কাষ্ঠ ও শস্যাদি
 নোত্তম করেন, তবে পশুরা ও তাঁহার অপে-
 ক্ষা প্রেত, কান্দন তাহারি কষ্ট অপেক্ষা
 কোমলতায় যে যজ্ঞ পত্র তাহাই ভোজন
 করেন। সংক্ষেপে পশুহত করিলে যদি সেই
 পশুর পুণ্য লাভ হয়, তবে সমস্তান স্বীয়
 পুণ্য পান না বহু করে! আপেক্ষে এক
 ব্যক্তি যজ্ঞ ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির
 কৃতি হয়, তবে প্রত্যাশী ব্যক্তি কি নিমিত্ত
 আপন সমভিব্যাহারে গাথা খামণী ধরন
 করে, তাহারি সজ্জাদি স্বীয় পুত্র তাহারি সাজ
 করিবেই তিনি যথা স্থান হইবে পাপ হই-
 তে পারেন। এইরূপে যথেষ্ট বিশ্বাস
 যোগ্যে যে যজ্ঞাদি বিষয়ক বাক্য তাহাও
 প্রামাণ্য উপেক্ষা কর, এবং আমার বাক্য-
 কে সজ্ঞা কর, কে মতাসুর সকল! অজান
 কথা আশঙ্ক হইতে পণ্ডিত হয় না, তবে
 মুক্তিমত বাক্য আমার কি তোমারদিগের
 কি অন্যের সকলেরই গ্রাহ্য?। মায়ামোহের

এই কল্পি বহুবিধ উপদেশ, বেদমত বহু
 কষ্ট হইল, অতঃপর কবিগণেরা তাহা
 রহিল না।

এবংস্বাক্যের অর্থেরা ধর্মতান
 দেবতার তাহারিদিগেরে দ্বিতীয় পরম
 কে প্রবন্ধ হইয়া তাহা দ্বিগুণে প্রকাশ
 করিলেন *।

বিন্দুপুরাণে এই উপাধি মন
 লক্ষ্য কবিতা স্মৃতিমোহন কথিত
 বাহুরে সংক্ষেপে বর্ণিত
 রক্ষা জন্য বিধি মায়ামোহ
 কে মোহিত করিয়াছিল। বিষ্ণু
 মায়ামোহ সজ্জাদি দেব পুত্র
 রাচেন। কামিনী

বিন্দুপুরাণে বর্ণিত করিয়াছেন। তাহা
 মে লক্ষ্যে ভিত্তি আকারেই। হুজুপ
 মোহে এক মালকতা শক্তি
 জ্ঞানকে যথেষ্ট উচ্চতর
 জ্ঞানকে যথেষ্ট উচ্চতর
 জ্ঞানকে যথেষ্ট উচ্চতর

কর্তব্য কঠিন
 শাস্তি
 কঠিন
 শাস্তি
 কঠিন
 শাস্তি

* বিষ্ণুপুরাণের টীকাকারে এই পাত্ত উপদেশকে
 নৈকান্তিক মতের অভিপ্রায় বলিরা উক্ত করিয়া
 হেতু। নৈকান্তিক ও নৈকান্তিক এই উভয় এক প্রকার
 মত। ইহার প্রথম পৃথক প্রাপ্ত হইবে:

ই রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের প্রতি জাহাজি
 র গায়ে এইরূপ অভিপ্রায় অবিকল উক্ত হইয়াছে।
 * এ মতল বাক্য চারীক মহাবুধি। বুদ্ধশক্তি এই ম-
 তের আচায। শকরাচার্যের সূত্র ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যা-
 যের তৃতীয় পাদের ৩৩ সূত্রে নৈকান্তিক মতের

ই বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় অংশে অষ্টাদশ অধ্যায়ে
 ৪ মায়ামোহ বর্ণনাপরো সজ্জাদি দেব পুত্র
 রাচেন। কামিনী
 বিষ্ণুপুরাণে ১৭ অধ্যায়ে
 মৌজদিগের ও শাস্তি মোহন বুদ্ধকে যজ্ঞানুষ্ঠা
 মায়ার পুত্র বলিয়াছেন।

খ্যান আছে। দিবোদাস নামে এক জন পরম ধার্মিক সূত্র্য, বংশীয় রাজা কাশী অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রজাসকল পরম ধার্মিক ছিল ও পুরন মুখে বাস করিতেন। তাঁহার একান্ত ধর্মামুখ্যতা দেখিয়া দেবতাদিগের শঙ্কা হইল কি জানি দিবোদাস ধর্মবলে প্রবল হইয়া কাশ্যদেশে তাঁহারদিগকে অবিকারভায়ে করুন। মহাদেবও কাশী বিচ্ছেদে আতশেণ কাকুল হইলেন। কিন্তু দিবোদাসের ধর্ম কথ্য ব্যতীত তাঁহার আনন্দি করিতে কাহার সাধ্য? অতএব তামকে চেতীর গণে মহাদেবের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু তাঁহাকে ধর্মী জন্ম করিবান ভবে গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধরূপে ধারণ করিলেন, গম্ভীর পুণ্যকীর্তি নামে কাহার শিষ্য হইলেন, এবং লক্ষ্মী বিজয় কোমুদী নামে পরিব্রাজিকা রূপে গ্রহণ করিলেন। শিষ্য পুণ্যকীর্তি গুরু প্রথম বুদ্ধের নিকট উপনিষ্ট হইয়া কাশী মধ্যে ধর্মী প্রচার করিলেন, এবং তিনি কোমুদীও কাশীস্থিত ত্রীনিম্বকে উপাস্য ধর্মী দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে দিবোদাসের প্রজারা মোহিত হইয়া বৈদিক ধর্মী হইতে বাহিন্য হইতে লাগিল, এবং পুণী মধ্যে বিদ্যায়ের জবলতা প্রযুক্ত তিনি যথং ক্ষুদ্র ও নির্ভীক হইলেন*।

ত্রিপুরাসুরের ববে এতাদৃশ অন্য এক উপাখ্যান আছে যে বিষ্ণু আপনার শরীর হইতে মাস্তুরী নামে এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন, এবং ত্রিভুঙ্গদিগের মোহনার্থ সম্বোধন শাস্ত্রে কামনা করিয়া, তাঁহাকে উপদেশ করিলেন। মাস্তুরী সেই শাস্ত্রের উপদেশ মারা পশুরদিগকে মূচ্ছ করিলেন। অসুরেরা বরশর্ম পরিভাগ করিয়া বাঘা হইল হইল, ও মহাদেবের দ্বারা হত হইল। তাৎপর্য্যে দ্বিতীয়কন্দে; এই ত্রিপুরাসুর

* কাশীকণ্ঠ ৭৮ অধ্যায়। ত্রিভুঙ্গহাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকাশ ও মাস্তুরীর বিদ্যমান আছে তাহা বাহ্যিক বৌদ্ধদিগের মত নহে

১ বিষ্ণুপুরাণ ৭০ অধ্যায়।

২ অধ্যায় ৩৭ সৌত।

বধ ঘটিত বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। উক্তিম তাহার প্রথমকল্পে গয়াপ্রদেশে বিষ্ণুর বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবার আর এক প্রমাণ আছে*।

এবম্পকার এদেশীয় পুরাণ সকলে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং লোক সকলকে কুপথগামী করাই তাঁহার অন্তর্গণের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে পরম উপাস্য রূপে এবং তাঁহার শ্রীত ধর্মীকেই পরম পুরুষার্থের কারণ রূপে বিশ্বাস করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ ও বৌদ্ধদিগের উপাস্য বুদ্ধ ও উভয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাও ত্রিভুঙ্গদিগের প্রত্যেকের ব্রহ্মস্বভিন্ন মূল ভিত্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাৎপর্য্যেই ত্রিভুঙ্গ রহিয়াছে কোন কালে তাহার একতা হয় নাই। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত সমস্ত বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ অভিপ্রায় কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যখন উক্ত শাস্ত্রে মতপ্রচারক বুদ্ধ শুদ্ধোদনের পুত্র রূপে ব্যক্ত আছেন, যখন বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধদিগের বিশেষ বিশেষ মতের নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন জৈন ও বৌদ্ধের উপাস্য অহং শব্দ পর্য্যন্ত তাহাতে প্রাপ্ত হইতেছে, তখন বৌদ্ধদিগের উপাস্য বুদ্ধ

* তরুণ দেশী বৎ প্রবন্ধে সংস্কারের মুরবিধাৎ।

১ পুরোমহাঃ গুনসুতঃ বীজস্টেবু ভবিষ্যতিঃ।

২ অধ্যায় ২৪ সৌত।

৩ তাহার ত্রিভুঙ্গবৃত্ত হইলে অসুরদিগের মোহনার্থ বিষ্ণু গয়াপ্রদেশে অগ্নিম পুত্র বুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

৪ বুদ্ধতা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রথম প্রবেশেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রভাব হত, এবং গোঙ্গোল ও গীর্নামি কাষ্ঠীর লোকেরা মগধকেই প্রথম বুদ্ধের জন্ম স্থান বলিয়া জানে। তাৎপর্য্যে বুদ্ধকে অগ্নির পুত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ইতিহাস গ্রন্থ মহাভাষ্য অনুসারে অগ্নির কন্যা দ্বারা গর্ভে শুদ্ধোদনের গুরুসে বুদ্ধের জন্ম হয়। যদিও 'বুদ্ধোদনাগ্নিনসু ৫ঃ' এই হাত্যাকার 'আগ্নিনসুতঃ' পদের ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'বুদ্ধ আগ্নির মৌহিত' এই অর্থ নিষ্কাশ করা হইতে পারে, কিন্তু একজন কৃত্রিম ভাষ্যত্ব কর্তার অভিপ্রায় ন হইবেক।

৫ Vans Kennedy in his Ancient and Hindu mythology.

ও বিষ্ণু অবতার বুধ এ উভয়ের যে পর-
স্পন্ন কোন সম্বন্ধ নাই ইহা কোন প্রকারে
সম্ভব নহে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের বেদে বিশ্বাস
নাই অথচ তাহারদিগের ধর্মের সন্নিহিত
বেদানুবর্তী হিন্দু ধর্মের যে কোন কালে
এক্য ছিল, ইহাও সম্ভব বোধ হয় না।
বাস্তবিক ইহা সম্পর্কিত বোধ হইতেছে যে স-
ক্সাণ্ড্রে হিন্দু ধর্ম প্রবল ছিল, তদনন্তর বৌদ্ধ
ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়, এবং লোক সক-
লকে তাহাতে বিমুগ্ধ রাখিবার নিমিত্তে
পুরাণাদিতে এক্ষণ আখ্যান সকল রচিত
হইয়াছে যে বৌদ্ধ ধর্ম কেবল মোহের নি-
মিত্ত, দেবতাদিগের অনিষ্টকারী ব্যক্তিদি-
গকে ধর্ম জয় করিবার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং
বুদ্ধ রূপে এই ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যে
কোন ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করিবে সেই
নরক গমনী হইবে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে যে
ভিন্ন প্রকার প্রসঙ্গ আছে, তাহা বৌদ্ধ ধর্মের
প্রচার সম্বন্ধীয় ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছে। ভারত-
বর্ষ মধ্যে মগধ দেশে প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের
উন্নতি হয়, এবং অনেক জাতির মতে সেই
স্থানেই বুদ্ধের জন্ম হয়; তদনুসারে ভাগবতে
গয়াপ্রদেশে বুদ্ধের জন্ম হইবার আখ্যান
আছে। গৌতম প্রথমত বারাণসীতে ধর্মোপ-
দেশের নিমিত্তে জন্ম করেন, এবং সেই কাশী
ধামে জৈনদিগের তীর্থঙ্কর পাশ্বনাথের
জন্ম হয়; তদনুসারে কাশীধামে কাশীরাজ
দিকোদাসের উপাখ্যান দৃষ্ট হইতেছে।
৮০০। ৯০০ বৎসর পূর্বে গুজরাদি প-
শ্চিম দক্ষিণ প্রদেশে জৈনধর্ম প্রবল রূপে
প্রচলিত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণ অনুসারেও
মায়ামোহ নন্দদা ও তে দৈত্যদিগকে ধর্ম
জয় করেন। অতএব প্রতীত হইতেছে যে
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কোন কোন বর্ষার্থ প্র-
সঙ্গ পুরাণে পৌরাণিক ভাবে বিবৃত আছে
এবং লোক সকলকে তাহাতে বিমুগ্ধ রাখি-
বার উপায় স্বরূপ এই প্রকার উপাখ্যান
রচিত হইয়াছে যে দৈত্যদিগের * বা মন-

* পুরাণে দৈত্য নথ তদ্ব্যন্তর প্রতি প্রয়োগ করিয়া
হেব, তাহা এই বুদ্ধ অবতারের উপাখ্যানে লগ্নপ্রণীত
হইতেছে।

ব্যক্তিগণ মোহ উৎপত্তির নিমিত্তে বিষ্ণু
স্বয়ং বুদ্ধ রূপে এই ধর্ম প্রকাশ করিয়া
ছেন *।

পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর বুদ্ধ অবতার
যখন দৈত্যদিগের মোহের নিমিত্তে হইয়া
ছিল, তখন হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বী ব্যক্তিরা যে
বৌদ্ধমতে বুদ্ধের উপাসনা করিতেন ইহা
সম্ভব নহে। যদিও মহারাষ্ট্র দেশে
কর্ণাট গুজরাদি দেশেও বৈষ্ণববীর বাবিশঙ্কর
ভক্ত নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী লোকেরা
আপনারদিগকে বিষ্ণুর নবম অবতারের
উপাসক বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তা-
হারা তাহাকে মোহের কারণ বলে না।
এই অবতারের এক নাম পাণ্ডুরক্ত।
মহারাষ্ট্র ভারত এই সম্প্রদায়ের ভক্ত
বিষ্ণুর নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে
পাণ্ডুরক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ নামে উক্ত হইয়াছেন।
মহাভাগ অনুসারে বুদ্ধেরও এক নাম সু-
শুদ্ধ সন্যাসী। বৈষ্ণববীরেরা যে বিষ্ণুর বুদ্ধ
অবতারকে লোকের মোহ জনক রূপে স্বী-
কার না করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল দায়ক জ্ঞান
করে, তাহা সেই ভক্ত বিষ্ণুরের এই গম্ভীর
উদ্ধৃত আখ্যান দ্বারা সম্যক বোধ হইতে-
ছে। কলি প্রবল হইলে পৃথিবী যৎপবে-
নান্তি পাণ্ডুরক্তের আক্রান্ত হইল। তখন
বৈষ্ণববীরী বিষ্ণু আপনাদি ভক্তদিগকে
কহিলেন যে পৃথিবী ব্রহ্ম সন্যাসী হই-
য়াছে এইকণে কি কর্তব্য? ভোদ্যদিগের
কি অভিপ্রায়? ইহা শুনিয়া ভক্তেরা মক-
লে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেক যে
“হে ভগবন! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে
তাহাতেই আমরা প্রস্তুত আছি”। তখন
কীরোদশারী ভগবান্ সেবকদিগকে কহি-

* ভারতবর্ষ মধ্যে বৌদ্ধমত এককালে অস্তিত্ব প্রবল
ছিল, অগাণি জন ধর্ম হানে হানে প্রচলিত আছে।
এইকণে সেনাপতি, গোট, মজ্জা, বর্ষা, সীন ও মোক্ষ
প্রকৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যাধ আছে।
এই ধর্মের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাতন বিষয়ে অ-
বেক সংগ্রহ করা বাইতে পারে, কিন্তু এই পুরাণে
বুদ্ধ অবতারের উপাখ্যান মধ্যে তাহার বিবরণের
উপযুক্ত হয় না, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ কোন পত্রিকাতে তা-
প্রকাশ করা যাইবে।

বৃত্তি সহিত কঠামি সংশোধনিসং ২
 বস্তুবিচার ১০
 পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন ১০
 তত্ত্ববোধিনী সভার বস্তুতা ১০
 বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ ১১
 সংস্কৃত পাঠোপকারক ১০
 ভূগোল ১১
 পদার্থ বিদ্যা ১১
 বর্ণমালা ১০
 ইংরাজি ভাষায় ক্রতি প্রকৃতি ১১
 ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতি-
 পয় অধ্যায় ও অধ্যায়ন বিষয় ১১
 বেদান্তিক ভাস্কি মন্বিষ্টিকটেজ ১০
 ব্রহ্মসঙ্গীতপুস্তক ১০
 পৌত্তলিক প্রবোধ ১০
 কঠোপনিষৎ ১০

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংল-
 ঙ্গীর উক্ত কানজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত
 আছে, ভালার মূল্য প্রতি গিম ছয় টাকা ।
 যদি কেহ ক্রয় করিবার মানন করেন, তবে
 তিনি উক্ত কার্যালয়ে অর্বেষণ করিলে পা-
 ইতে পারিবেন ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বা-
 কলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভি-
 লাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে
 উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা

যদি গ্রন্থ গ্রহণ করেন, তবে তাহা উক্ত
 কাপে ব্রক্ষিত হইবে, এবং তদ্বারা সভার বহু
 উপকার কৃত হইবেক ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

১৭৩৮ শকের কাঙ্ক্ষণ মানীয় তত্ত্ববোধি-
 নী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব
 যিনি উক্ত পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভার কা-
 ম্যুলয়ে প্রেরণ করিবেন, তাহাকে তাহার
 মূল্য এক টাকা বেওয়া যাইবেক ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

যাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হই-
 বার মানন করেন, তাঁহার পত্র দ্বারা জানা-
 ইবেন ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

পূর্বে পূর্বে পত্রিকাতে যাঁহারদিগের মা-
 নিক দাতব্য বৃদ্ধি করণের বিজ্ঞাপন হইয়া-
 ছে, তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব শ্রীযুক্ত
 তিমকড়ি সুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কানীশ্বর
 মিত্র ধীর ধীর মানিক দাতব্যের যিগুণ প্র-
 ধান করিতে স্বীকার করিয়াছেন ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

জ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

অগ্রনামী ২ জাণন রবিবার প্রাতে ৭ ঘ-
 ঙ্গীর প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক ।

শ্রীমানসমাজ বেদান্তবোধিনী ।
 উপাচার্য ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরের
 বোম্বাইকোডিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে দই-
 তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় ।—ইহার মূল্য একটাকার
 ১২ আশ্রিত মূল্য ১০০০ । কলিকাতায় ১৯৩১ ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
৬০ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৭০ শক

দ্বিতীয় কল্প

দ্বিতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

প্রকাশকঃ ব্রজেনচন্দ্র সরকারঃ লায়নবেদান্তধর্মবিশেষঃ শিক্ষা কমিশ্যাকার্যকরণঃ মিত্রকরণঃ স্বদেশোৎসাহিত্বমিতিঃ ।
অথ পরাং যথা ভ্রমকরমধিনমহাতে ৪

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে
তৃতীযং সূক্তং

মেঘাতিথিরুচিঃ গায়ত্র্যং ছন্দঃ
বহুবোসেবতা

১৩৫

১ ঐতিরণে দুবোগিন্নোবিশ্বে
ভিঃ সোমপীতবে । দেবেভির্বাহি
যক্ষিচ ।

১ বে 'অয়ে' ঐতিঃ আ-এতিঃ 'এতিঃ' 'বিশ্বেভিঃ'
সইকঃ 'দেবেভিঃ' 'দেইঃ' 'সহ' 'সোমপীতবে' 'সোম-
পানঃ' 'পূবঃ' 'পরিচর্যাং' প্রতি তথা 'গিরঃ' 'স্বভীঃ'
প্রতি 'আ-বাহি' 'আবাহি' আগচ্ছ 'বাকি' 'চ' 'মহ' 'চ' ।

২ 'ই বে অগ্নিঃ' । সোমপানেন্নে মিনিক্তে এই
সকল দেবতাসিগের সহিত এই পরিচর্যা ও
স্তুতির প্রতি আগমন কর এবং যজ্ঞ সম্পন্ন
কর ।

১৩৬

২ আ স্বাকৃশ্বাঅহুবুগুণস্তি বিপ্র
তে দিবঃ । দেবেভির্নগ্ন আগহি ।

২ বে 'বিপ্রঃ' মেঘবিন্দু 'অহবে' 'কৃশ্বা' মেঘবিন্দু
জিহ্বা 'আ' 'আ' 'আ-অহুবু' 'আহুবুত' 'আহুবুত' তথা

'চে' 'তব' 'দিবঃ' 'কর্ম্মাণি' 'গুণস্তি' 'কথ্যবতি' 'অহঃ'
অং 'দেবেভিঃ' 'দেইঃ' 'সহ' 'আগতি' 'আগচ্ছ' ।

২ হে মেঘাবী অগ্নি । জানবান্ ঋত্বিক
সকল জ্যোমাকে আহ্বান করিতেছেন, এবং
তোমার কর্ম্ম সকলকে বিখ্যাত করিতেছেন,
অতএব দেবতাসিগের সহিত তুমি এই যজ্ঞে
আগমন কর ।

১৩৭

৩ ইন্দ্র বায়ু বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিঃ
পুষ্পং ভগং । আদিত্যাঙ্গারুতং
গুণং ।

৩ ইন্দ্রঃ বায়ুশ্চ সৌ 'ইন্দ্র' 'সান্দু' 'বৃহস্পতিং' 'মি-
ত্রশ্চ' 'অগ্নিশ্চ' 'সৌ' 'মিত্রাগ্নিঃ' 'পুস্পং' 'ভগং' 'এত-
সামতং' 'দেবং' 'আদিত্যাং' 'মিত্রতং' 'মিত্রং' 'সম্বন্ধিতং'
'গুণং' হে অগ্নে যজ্ঞ ইতিসেবঃ ।

৩ হে অগ্নি ! ইন্দ্রের ও বায়ুর ও বৃহ-
স্পতির ও মিত্রের ও অগ্নির ও পুষ্যার ও
ভগ নামক দেবতার ও আদিত্য আদিত্যের
এবং মিত্রকার্যের যাগ কর ।

১৩৮

৪ প্রবোভ্রিষস্তু ইন্দ্রবোমং সুরা-
নাদযিকবঃ । স্প্রাস্নাস্বশ্চমূষদঃ ।

৪ হে ইন্দ্রাধ্বনিস্বাস্তাঃ 'সুরাঃ' 'ভুক্তিকরাঃ' 'মান-
বিকরাঃ' 'বর্ষহেতবঃ' 'সুশ্রুতাঃ' 'বিদ্বান্' 'সম্মাঃ' ।

মধুরাঃ 'চমুচলঃ' চমসাদিগাভ্যেবুভিতাঃ 'ইন্দ্রবাঃ' শৌমাঃ 'হঃ' বৃজবর্ধনঃ প্র-ভ্রুহথে প্র-ভ্রুহথে প্রক-
বেশ লম্পাদ্যে অম্বাভিঃ।

৪ ভূপ্তিকর, মাদক, বিস্কুবপ, মধুর এবং চমসঙ্ঘ সোম সকলকে হে ইন্দ্রাদি দেবতা! তোমারধিগের নিমিত্তে আমরা সম্পাদন করিতেছি।

১৩৯

৫ ঙ্গিত্তে দ্বামবস্যাবঃ কণাসো-
বৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তোঅরু-
কৃতঃ।

৪ হে অগ্রে 'অনস্যাবঃ' রুকণহেভুমিচ্ছঃ 'কণাসোঃ' মেধানিনঃ 'বৃক্তবর্হিষঃ' আধুরথার্থং হিষমর্ভযুক্তাঃ 'হবিষ্মন্তঃ' চবির্হিক্যাঃ 'অরু-কৃতঃ' দেহান্যং কুর্ধন-
কর্তারঃ ভজিকঃ 'জাং' ঙ্গিত্তে ভবতি।

৫ হে অগ্নি! মেধাবী, আন্তরণার্থ ছিন্ন বহিযুক্ত, চবিবিশিষ্ট, দেবতাধিগের অল-
কার কর্তা ঋষিক সকল রক্ষা ইচ্ছা করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।

১৪০

৬ যতপৃষ্ঠাননোষুজোষে দ্বা-
বহন্তি বহুযঃ। আদেবানসো-
মপীতযে। ১।১।২৩।

৬ হে অগ্রে 'যতপৃষ্ঠাঃ' পৃষ্ঠাক্রমে নীশপৃষ্ঠাঃ 'নোষুজাঃ' লক্ষ্যলম্পাদ্যেণ রথে যুক্ত্যমানঃ 'বহুযঃ' যোক্তারঃ 'যে' অস্যাঃ 'জা' জাং 'বহন্তি' ইত্যঃ আদেবঃ 'সোমপীতযে' দেবানঃ 'আ' আহহ। ১।১।২৩।

৬ হে অগ্নি! লক্ষ্যলম্পাদ্যে রথে যুক্ত্য-
মান, বচনশীল যোপকীর্জ অশ্ব সকল তো-
মাকে বহন করে, সেই অশ্বে দেবতাধিগকে সোমপানের নিমিত্তে আঙ্গান কর। ১।১।২৩

১৪১

৭ তান বজ্রত্রা ঋত্রাবধোগ্রে প-
ত্নীবতস্পৃণী। মধঃ সুজিহ্ব পা-
ষয।

৭ হে অগ্রে 'বজ্রত্রা' গজক্রান ধরনীমদ্যং 'পত্নী-
বতঃ' নভাস্য হর্ষিতান্ 'পত্নীবতঃ' পত্নীবৃত্তাক
'তান্' ঙ্গিত্ত্যসিমেহান্ 'কৃণী' কৃক্ অস্মায়াম্। হে
'সুজিহ্ব' শোভনকিত্তোপেত অগ্রে 'মধঃ' মধুরস্য
ভ্রাণং দেবান্ 'পাষয'।

৭ হে অগ্নি! অর্চনীয়, সত্যের বর্জক, পত্নীবৃত্ত ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে আঙ্গান কর। হে শোভন জিহ্বায়ুক্ত অগ্নি! দেব-
তাধিগকে মধুপান কর।

১৪২

৮ যে বজ্রত্রায়জিহ্ব্যাস্তে তে পি-
বন্ত জিহ্বাষা। মধোরগ্নে বষট্
কৃতি।

৮ হে 'বে' দেবাঃ 'মজ্রত্রাঃ' মজ্রত্রাঃ তথা 'হে'
দেবাঃ 'জিহ্বাঃ' স্তত্রাঃ 'তে' লর্কে 'বষট্ কৃতি' বহ-
ট্কারকালে হে 'অগ্নে' 'তে' জমীয়েহা 'জিহ্বা'
'মধোঃ' মধুরস্য ভ্রাণং শিবত্।

৮ হে অগ্নি! অর্চনীয় অধবা স্তবনীয় যে সকল দেবতা, তাহারা বষট্ কার কালে তো-
মার জিহ্বা দ্বারা মধুপান করুন।

১৪৩

৯ আকীং সূর্যস্য রোচনাধি-
শ্বান্দেবা উষবুধঃ। বিপ্রোহো-
ত্তেহ বকৃতি।

৯ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'হোতা' হোমনিষ্ঠাদকঃ
অগ্নিঃ 'উষবুধা' উষাকালে প্রবুধ্যমানঃ 'বিধান'
লর্কান্ 'দেবা' দেবান্ 'সূর্যস্য' 'রোচনাং' বর্গ-
লোকাং 'ইহ' কর্ষদি 'আকীং-বকৃতি' আবকৃতি
আবকৃত্য আহানং করোত্।

৯ মেধাবী, হোম নিষ্ঠাদক, অগ্নি উষা
কালে বুধ্যমান সকল দেবতাধিগকে সূর্য্য
লোক চইতে এই কর্শে আঙ্গান করুন।

১৪৪

১০ বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধুগ্নই-
শ্লেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধা-
মভিঃ।

১০ হে 'অগ্রে' জাং 'বিশ্বেভিঃ' লর্কে দেবৈঃ লহ
তথা 'ইশ্লেণ' 'বায়ুনা' 'মিত্রস্য' 'দেবস্য' 'ধামভিঃ'
ভেজোভিঃ চ লহ 'পৌহাং' সোমলহভিনং 'মধু'
মধুরং 'পিবা' শিব।

১০ হে অগ্নি! সকল দেবকর্ত্ত সহিত,
ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত এবং মিত্রের জেজের
সহিত তুমি সোম লহয়ুক মধু পান কর।

১৪৫

১১ স্বং হোতা মনুর্হিতোয়ে স্ব-
জ্ঞেষু সীদসি। সেমংনোঅধ্বরং
যজ।

১১ হে 'অগ্নে' 'হোতা' তোমনিষ্ঠানকঃ 'মনু-
র্হিতঃ' মনুষ্য মনুষ্যে হিতঃ সম্পাদিতঃ হঃ 'অং' 'স-
জ্ঞেষু' 'সীদসি' 'তিষ্ঠসি' 'সঃ' 'অং' 'নঃ' 'অম্বদীযং'
'ইদং' 'আধ্বরং' 'যজং' 'যজ' নিষ্ঠানকঃ।

১১ হে অগ্নি! হোম নিষ্ঠানক, মনুষ্য
কর্তৃক সম্পাদিত যে তুমি এই যজ্ঞে স্থিতি
করিতেছ, সেই তুমি আমারদিগের যজ্ঞ
নিষ্ঠান কর।

১৪৬

১২ যুক্ষা হ্যকুর্ধীরথে হরিতো-
দেবরোহিতঃ। তাতির্দেবো ইহা-
বহ। ১। ১। ১। ২। ৭।

১২ হে 'দেব' 'অগ্নে' 'রোহিতাঃ' 'রোহিতঃ' 'দেব-
যেতাঃ' 'অকুর্ধীঃ' 'গতির্দেবীঃ' 'হরিতাঃ' 'হর্ষং' 'সমর্থাঃ'
'স্বদীযাঃ' 'যজতাঃ' 'রথে' 'যুক্ষা' 'যুক্ষ' 'যোজয়' 'হি'
'শলু'। 'তাতিঃ' 'বহতাতিঃ' 'ইহ' 'অভিনু' 'তর্জয়ি'
'দেবা' 'যেহান' 'আবহ' 'আহ্বানং' 'নুস'। ১। ১। ১। ২। ৭।

১২ হে অগ্নি দেবতা! গতি বিশিষ্ট ও
বহন করিতে সমর্থ, রোহিত নামক অশ্ব স-
কলকে রথে যোগ কর এবং সেই সকল অশ্ব
দ্বারা দেবতাদিগকে এই কর্ণে আহ্বান
কর। ১। ১। ১। ২। ৭।

চতুর্থং সূক্তং

মেধাতিথিকবিঃ গায়ত্রং হুস্বঃ।

ইন্দ্রঃ স্বতঃ দেবতা

১৪৭

১ ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা স্বাবি-
শ্চিন্তিবঃ। মৎসন্নাস্তদোকসঃ।

১ হে 'ইন্দ্র' 'ঋতুনা' 'সহ' 'সোমং' 'পিব'।
'মৎসন্নাস্তঃ' 'মৎসন্নাস্তঃ' 'কৃতিকরঃ' 'কৃতিকরঃ' 'অনা-
জিতাঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'পীযমানঃ' 'সোমঃ' 'স্বা' 'শ্চিন্তি' 'আ-
বিশ্চিত' 'প্রবিশত'।

১ হে ইন্দ্র! কতু দেবতায় বহিষ্কৃত তুমি

সোমপান কর। চপ্তিকর ও তোমার
আশ্রিত সোম সকল তোমাতে প্রবিশিষ্ট হ-
উক।

মরুতঃ ঋতুঃ দেবতা

১৪৮

২ মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রা-
দ্যজ্ঞং পুনীতন। যুষং হিষ্ঠা সু-
দানবঃ।

২ হে 'মরুতঃ' 'ঋতুনা' 'সহ' 'পোত্রাঃ' 'পোত্র'
'নামকনা ঋতুনা পোত্রাঃ' 'সোমং' 'পিবত' 'মরুতঃ'
'চ' 'পুনীতন' 'সোধযত' 'স হে' 'যুষং' 'হি' 'শ্চিন্তি' 'নাম-
কনা' 'যজ্ঞঃ' 'হিষ্ঠা' 'হিষ্ঠা' 'হি' 'যজ্ঞাৎ' 'যদং' 'স্বা'
'হ' 'সোধযিতারঃ'।

২ হে মরুদেব সকল! ঋতু দেবতার সহিত
তোমরা পোত্র নামক ঋতুকের পাত্র হই-
তে সোমপান কর এবং যজ্ঞকে পবিত্র কর,
যেহেতু হে কল্যাণদাতা মরুৎসকল। তোমরা
পবিত্র কর।

স্বকী ঋতুঃ দেবতা

১৪৯

৩ অতি যজ্ঞং গৃণীহি নোন্নাবো-
নেকঃ পিব ঋতুনা। স্বং হিরিব্রুধা
অসি।

৩ হে 'প্রাঃ' 'পত্নীযুক হে' 'নেকঃ' 'অসিঃ' 'নঃ'
'অম্বদীযং' 'গজং' 'অতি' 'গৃণীহি' 'অতি' 'গৃণীহি' 'অতি-
তা' 'স্বি' 'তথা' 'ঋতুনা' 'সহ' 'সোমং' 'পিব' 'হি'
'যজ্ঞাৎ' 'অং' 'রজধা' 'রজমান' 'দাতা' 'অসি'।

৩ হে পত্নী যুক স্বকী! আমারদিগের
যজ্ঞকে গৃহীতভাবে শ্রব কর এবং ঋতু
দেবের সহিত সোমপান কর, যেহেতু তুমি
রত্নের দাতা।

অগ্নিঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫০

৪ অগ্নে দেবা ইহাবহ সাদযা
বোনিষু ত্রিষু। পরিভ্রুষ পিব ঋ-
তুনা।

৪ হে 'অগ্নে' 'ইহ' 'বহে' 'দেবা' 'যেহান' 'আ-
'নুহ' 'ততঃ' 'ত্রিষু' 'নবদেবু' 'বোনিষু' 'দ্বাদেবু' 'পাঃ'।

যা' স্বাম্য উপবেশয় ততঃ তন্ম পরিষ্ৰুয়' অত্ৰুত্ব
তথা জ্ঞানং 'মৃত্যুনা' সহ যোগ্যং পিতঃ।

৪ হে অগ্নি! এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে
আহ্বান কর ও ত্রিষবণ স্থানে উপবেশন
কর। ও এবং তাঁহারদিগকে অলঙ্কারে ভূষি
ত কর আর ঋতুর সহিত তুমি সোমপান
কর।

ইন্দ্রঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫১

৫ ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সো-
মমৃত্তূ রনু। তবোক্তি সখ্যামস্তৃতং।

৫ হে 'ইন্দ্র' ব্রাহ্মণাদি ব্রাহ্মণাঙ্ঘনি ঋজিক্ সখ
ভিনঃ 'রাধসঃ' ধনোপলক্ষিতঃ পাত্ৰাৎ 'সখ্যু' মৃত্তু
'সমু' অন্ম অনুসুঃ 'সোমঃ' পিবা' পিব' মৃত্তুভিঃ
সহ 'সি' হক্কাৎ 'এহবৎ' ওঁইবন' সখ্যেৎ' অঙ্ক-
তৎ' অবিক্ষিরঃ।

৫ হে ইন্দ্র! ব্রাহ্মণাঙ্ঘনি ঋজিক্ সখদি
ধনোপলক্ষিত পাত্ৰ হইতে ঋতু দেবতাদি-
গের সঙ্গে সোমপান কর। যেহেতু তাঁহা-
রদিগের সহিত তোমার মিত্রতা অবিক্ষির
রক্ষিয়াছে।

মিত্রাবরণণৌ ঋতুঃ দেবতা

১৫২

৬ যুবন্দক্ষং ধতত্রত মিত্রাবরু-
ণ দুলভং। ঋতুনী যজ্ঞমাশা-
থে। ১। ১। ২। ৮।

৬ হে 'যুবন্দ' 'ধতত্রত' ঋজিক্ সখ্যেণৌ 'মিত্রা-
বরণ' মিত্রাবরণৌ 'যুৎ' 'যুজ্যৎ' 'ঋতুনী' সহ
'সকলং' প্রসুৎ 'দুলভং' 'দুলভং' 'সকলং' 'আশাথে'
যাঃপুতঃ। ১। ১। ২। ৮।

৬ হে কর্মপ্রার্থী মিত্র ও বরণ। প্রসুত
এবং দুলভ যজ্ঞকে ঋতু দেবতার সহিত
তোমরা ব্যাপ্ত আছ। ১। ১। ২। ৮।

দ্রবিণোদাঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫৩

৭ দ্রবিণোদাদ্রবিণসোগ্রাবহস্তা-
সোঅধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবনী-
ভতে।

৭ 'অধ্বরে' প্রকৃতিবাণে 'হজ্ঞেষু' বিকৃতিবাণেবু ত
'দ্রবিণোদাঃ' দ্রবিণোদাঃ ধনপ্রদং 'সেবৎ' অগ্নিৎ
'দ্রবিণঃ' ধনানিঃ 'গ্রাবহস্তাঃ' গ্রাবহস্তাঃ অতি-
বসাদধনপায়াদধারিণঃ ঋজিঃ 'ইভতে' কভতি।

৭ প্রকৃতি বাণে ও বিকৃতি বাণে ধন
প্রদ দেবতা অগ্নিকে ধনানি ও অভিবব সা-
ধন পায়াদ ধন কাঙ্ক্ষকেরা স্তুতি করেন।

১৫৪

৮ দ্রবিণোদাদদাতু নোবসুনি
যানিশৃণিরে। দেবেষু তা বনা
মহে।

৮ 'দ্রবিণোদাঃ' দেবঃ 'নাঃ' অজ্ঞান্যং 'বসুনি'
ধনানি 'দদাতু'। 'যানি' ধনানি 'শৃণিরে' শ্রবণে
'গা' তানি 'দেবেষু' নিমিত্তভুক্তেষু দেবান মইৎ
'বনামহে' লভ্যমানঃ।

৮ দ্রবিণোদ নামক দেবতা আমানুদি-
গকে ধন দান করুন। যে সকল ধন আ-
মরা শুনিয়াছি তাহা দেবতাদিগের যজ্ঞের
নিমিত্তে আমরা সঞ্চয় করি।

১৫৫

৯ দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহো-
ত প্র চ তিষ্ঠত। নেক্টাদ্ভুভি-
নিষ্যত।

৯ 'দ্রবিণোদাঃ' দেবঃ 'পিপীষতি' সহ 'নেক্টাৎ'
নেক্টাৎ ঋজিক্ সখিপিপীষৎ 'পিপীষতি' সোমং পাত্ৰ-
মিচ্ছতি। তজ্ঞাৎ তে ঋজিঃ 'ইহাত' হোমস্থানে
গমত পূজাৎ 'জুহোত' হোমং কুরুত তজ্ঞাৎ 'চ'
'প্র-তিষ্ঠত' প্রতিষ্ঠত হোমস্থানং প্রদানং কুরুত।

৯ ঋতু দেব গণের সহিত দ্রবিণোদ দে-
বতা নেক্টা নামক ঋত্বিকের পাত্ৰ হইতে
সোমপান ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব হে
ঋত্বিক সকল! হোম স্থানে গমন কর এবং
হোম করিয়া প্রদান কর।

১৫৬

১০ বহু তুরীষমৃত্তুভিঃ দ্রবিণোদাঃ
যজামহে। অধ্বান্য নোদদিভব।

১০ হে 'দ্রবিণোদাঃ' দেবঃ 'বহু' বহুভিঃ 'মৃত্তুভিঃ'
সহ 'তুরীষং' মৃত্তুভিঃ 'পুণ্ডরং' আ' আ' 'অধ্বান্য'
'অধ' তজ্ঞাৎ 'নাঃ' অজ্ঞান্যং 'ধনদা' 'দমি' 'নাতা'
'ভব-আ' ভব-কর্তাঃ।

১০ হে অবিদ্যেদেবতা! ঋতুদেবগণের সহিত চতুর্থ যে তুমি তোমাকে যেকোনু আমরা অর্চনা করি, সেই হেতু তুমি আমাদেরিগের ধনের দাতা হও।

অশ্বিনীকুমারী ঋতুর্দেবতা

১৫৭

১১ অশ্বিনী পিবতং মধু দীর্ঘায়ী
শুচিত্রতা। ঋতুনা বজ্রবাহস।।

১১ 'দীর্ঘায়ী' দেবতাশাস্ত্রমতে 'অশ্বিনী' শুচিত্রতা 'অশ্বিনী' শুচিত্রতায় 'বজ্রবাহস' বজ্রবাহসী বজ্রনিষ্ঠাস্বকৌ 'অশ্বিনী' অশ্বিনী যুগ্মং 'ঋতুনা' মধু 'মধু' 'পিবতং'।

১১ নীল অগ্নি বিশিষ্ট, শুচিত্রত, বজ্র নির্বাহক অশ্বিনী কুমার স্বয়ং ঋতুর সহিত মধুপান করুন।

অগ্নিঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫৮

১২ গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা
বজ্রনীরসি। দেবান্ দেবষুভে
বজ্র। ১। ১। ১। ২১।

১২ হে 'সন্ত্য' কলপ্রথমে অগ্নি 'গার্হপত্যেন' গৃহপতিসহিত। কলপ্রথমে 'সন্ত্য' 'সন্ত্য' 'সন্ত্য' 'বজ্রনী' বজ্রনিষ্ঠাস্বকৌ 'অসি'। তদাং 'অং' 'দেবষুভে' দেববিষয়কামায়ুলায় 'বজ্রমায়' 'দেবান্' 'বজ্র'। ১। ১। ১। ২১।

১২ হে কলপ্রথমে অগ্নি! গার্হপত্যরূপে ঋতুদেবের সহিত তুমি যুক্তের নির্বাহক, অতএব দেব কামনা বিশিষ্ট বজ্রবাহের নিমিত্তে দেবতাবিগকে অর্চনা কর। ১। ১। ১। ২১।

পঞ্চমং সুক্তং

বেতাভিবিগমিঃ গায়ত্র্যং হৃদ্যং

ইন্দ্রদেবতা

১৫৯

১ আ স্বা বহু হরযোবৃষংসো-
বপীতবে। ইন্দ্র স্বা সুরচক্ষস।

১ হে 'ইন্দ্র' 'বৃষং' কামান্য 'হরিভ্যাং' 'সো' 'সোমপীতবে' সোমপানার্থং 'হর্যং' 'সোমঃ' 'আ-বৃষং' 'আবৃষং' আনবৃষং। তথা 'সুরচক্ষসঃ' সুর্যসমানপ্রকাশবৃত্তাঃ স্বজিহ্বাঃ 'সো' 'সো' 'সো' প্রকাশবৃত্ত ইতিশব্দঃ।

১ হে ইন্দ্র! কামনার বর্ষণ কর্তা যে তুমি তোমাকে অশ্ব সকল সোমপানের নিমিত্তে আনয়ন করুক এবং সূর্য্য সমান প্রকাশযুক্ত স্বয়ং সকল মন্ত্র দ্বারা তোমাকে প্রকাশ করুন।

১৬০

২ ইমাবানায়তন্ত্র বোহরী ইহো-
পবক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে।

২ 'হরী' অর্থে 'ইহ' অগ্নি কন্দ্রি 'ইমাবঃ' 'সুখতমে' 'সুখতমে' 'ইন্দ্রং' 'সুখতমে' 'উপবক্ষতঃ' সমীপে বহতঃ।

২ এই যুত স্রাব বিশিষ্ট ভজিত তপুস সকলের উদ্দেশে সুখতমে রথে অশ্ব স্বয়ং ইন্দ্রকে এই কর্ম সমীপে আনয়ন করুক।

১৬১

৩ ইন্দ্রং প্রাতঃ ইবামহ ইন্দ্রং প্রয-
ত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতবে।

৩ 'প্রাতঃ' প্রাতঃ সর্বনে 'ইন্দ্রং' 'তবামহে' 'আহু-
য়ারঃ' তথা 'অধ্বরে' সোমপানে 'প্রতি' প্রারম্ভে
বর্তমানে মাধ্যমিনে সর্বনে 'ইন্দ্রং' হবামহে তথা
'সোমস্য' 'পীতবে' পানার্থং। তৃতীয় সর্বনে 'ইন্দ্রং'
হবামহে।

৩ প্রাতঃ সর্বনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি ও সোমপান আরম্ভকালে মাধ্যমিনে সর্বনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং সোমপানের নিমিত্তে তৃতীয় সর্বনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

১৬২

৪ উপ নঃ সূতমাগহি হরিভিরি-
ন্দ্রু কেশিভিঃ। সূতে হি স্বা হবা-
মহে।

৪ 'সুতে' অভিযুক্ত সক্তি লোকে 'হি' বসান 'তা' জ্ঞান 'হবারহে' আক্ষর্যঃ তদ্ব্যং হে' ইন্দ্র 'কে-
শিকাঃ' কেশরহৃদয়ঃ 'হরিষিঃ' অশিঃ 'সঃ' অস-
বীৰ্যঃ 'সুতং' অভিযুক্তং সোমং প্রতি 'উপ-আগরি'
উপাগরি আগর্যঃ।

৪ হে ইন্দ্র ! যেহেতু সোমের অভিযবণ
কালে আমরা তোমাকে আক্লান করি, অত-
এব কেশশূন্য অশ্মে আমারদিগের এই অভি-
যুক্ত সোনের প্রতি আগমন কর।

১৩৩

৫ সোমং নঃ স্তোম্যমাগৃহ্যপে-
দং সর্বনং সুতং । গোৱোন ত্বি-
তঃ পিব । ১।১।১৩।

৫ হে ইন্দ্র ! অর্থাৎ 'উপ' দেহগমনসমীপে 'সুতং'
অভিযুক্তসোমযুক্তং 'ইন্দ্রং' 'সর্বনং' প্রাতঃসর্বমাদি
রূপং কর্ম্য হইতে। 'সর্বনং' 'নঃ' অতর্নীয়ং 'স্তোমং'
স্তোম্যং প্রতি 'সঃ' জ্ঞা 'আগরি' আগর্যঃ। 'তপ'
'গোৱোন' গোৱমূগইব 'ত্বিঃ' 'নঃ' ইহং সোমং
'পিব' ১।১৩।

৫ হে ইন্দ্র ! যেহেতু যজ্ঞের সমীপে
অভিযুক্ত সোমযুক্ত এই সর্বন কর্ম্য আরম্ভ
হইয়াছে, সেই হেতু তুমি আমারদিগের
স্তোত্রের প্রতি আগমন কর এবং গৌর মূগ
যেনম ত্বিত হইয়া জল পান করে তরুণ
তুমি এই সোমপান কর। ১।১।১৩।

১৩৪

৬ ইমে সোমাসুইন্দবঃ সুতাসো-
অবি বর্জিষি । তা ইন্দ্র সহসে
পিব ।

৬ 'ইন্দবঃ' আদী হৃদয়ঃ 'সুতাস' 'সুতা' অভিযুক্তাঃ
'ইমে' 'সোমাসঃ' সোমঃ 'বর্জিষি' যজ্ঞে 'অবি'
আধিকোম সক্তি। 'হে' ইন্দ্র 'সহসে' বলাবৎ 'তা'
তান সোমাসং 'পিব'।

৬ আদ্র এবং অভিযুক্ত সোম সকল এই
যজ্ঞে অধিক আছে, অতএব হে ইন্দ্র ! বলা-
ধানের নিশিত্ত সেই সকল সোমকে পান
কর।

১৩৫

৭ অযন্তে স্তোমৌ অগ্রিষোহুদি

স্প গন্তু সন্তমঃ । অথা সোমং
সুতং পিব ।

৭ হে ইন্দ্র 'অগ্রিষঃ' স্তোমঃ 'অথং' 'সোমঃ'
স্তোত্রবিশেষঃ 'তে' তব 'স্বদি স্পৃক্' মনস্যসীকৃতঃ
মন 'সন্তমঃ' সুগন্তমঃ 'অন্ত'। 'অথা' অথ জ-
নকরং 'সুতং' অভিযুক্তং 'সোমং' 'পিব'।

৭ হে ইন্দ্র ! স্তোত্র এই স্তোত্র তোমাক-
র্ভুক স্বীকৃত হইয়া তোমার সুখ কর হউক।
অনন্তর তুমি অভিযুক্ত সোমকে পান কর।

১৩৬

৮ বিশ্বমিৎ সর্বনং সুতমিন্দো-
মদায় গচ্ছতি । ব্রহ্মা সোমপী-
তবে ।

৮ 'সুত্রহা' শব্দবাক্যঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সোমপীতবে'
সোমপানায় 'মদায়' হর্ষায় চ 'দিবং' সর্বং 'সুতং'
অভিযুক্তসোমযুক্তং 'সর্বনং' প্রাতঃসর্বমাদিকং কর্ম্য
'ব্রহ্ম' অপি 'গচ্ছতি'।

৮ ব্রহ্মার হাতক ইন্দ্র সোমপানের
নিমিত্তে এবং হর্ষের নিমিত্তে অভিযুক্ত সোম-
যুক্তভাবে সর্বন কর্ম্যেতেই আগমন করেন।

১৩৭

৯ সোমঃ কামমার্গণ গোত্রি-
রশ্বেঃ শতক্রতো । স্তবাম স্বা-
স্বাধ্যঃ ১।১।১৩।

৯ হে শতক্রতো ইন্দ্র ! তুমি পৌ ও অশ্বের
সহিত আমারদিগের এই কামনাকে পরি-
পূর্ণ কর; আমরা সর্বকর্তৃত্বাৎ অ্যানবৃত্ত
হইয়া তোমার স্তব করি। ১।১।১৩।

বষ্টং সুক্তং

মেঘাতিথিকবিঃ প্যমজং হৃদ্যং
ইজাধরপৌ শিবতা

১০৮

১ ইন্দ্রাবরুণযোরুৎস্নাজোরব-
আবুণে । তা নোমৃতাত্তদৃশে !

১ 'অবৎ' 'সমাজোঃ' সম্যক্ দীপ্যমানযোগে 'ই-
ন্দ্রাবরুণযোগে' 'সেবয়ে' 'অহঃ' সজ্জৎ 'আবুণে'
সজ্জতঃ প্রার্থন্যে 'ইন্দ্রেশ' এবদিকে প্রার্থন্যে সতি 'তা'
তো মেহৌ 'নঃ' 'অস্মান' মৃত্যুতে 'মুখ্যতঃ'।

১ সম্যক্ দীপ্যমান ইন্দ্র ও বরুণের
রক্ষাকে আমি প্রার্থনা করি, এতাদৃশ প্রা-
র্থনা করিলে তাঁহারা আমারদিগের সুখ
বিধান করেন ।

১০৯

২ গভারাহি হোবসে হবৎ বি-
প্রস্য মাভতঃ । ধর্টারাহি চবর্ণীনাং ।

২ যে ইন্দ্রাবরুণে 'চবর্ণীনাং' মনুষ্যান্যং 'ধর্টার'
পর্যায়ী ধারমিত্যেবৌ মৃত্যং 'অবসে' অতিক্রম্য অনু-
ধাতারং রক্ষিতুং 'মাভতঃ' সর্বিথলা 'বিপ্রস্য' ঋজি-
জঃ 'চবঃ' অজ্ঞানং 'গভারাহি' গভারৌ 'হি' বসু
'হঃ' প্রাপ্তশীলোচবর্ণঃ।

২ যে ইন্দ্র আর বরুণ! মনুষ্যদিগের
ধারণিতা তোমরা অনুধাতার রক্ষার নিমি-
তে আমার সদৃশ ঋত্বিকের আস্থানে আগ-
মন কর ।

১১০

৩ অনু কাষং তর্পবেধামিন্দ্রাব-
রুণ রাষআ । তাবাৎ বেদিত্বী-
মহে ।

৩ যে ইন্দ্রাবরুণ ইন্দ্রাবরুণে 'অনু' অতিলাভং
'অনু' অনুসৃত্য 'রাষ' ধন্যতা প্রদায়নং 'অবরুণ'
'আ-তর্পবেধাং' অর্চন্যেবেধাং হৃতান মৃত্যুতং ।
'তা' ত্বী তানুশৌ 'বাং' পুংস্বাং প্রাতি 'বেদিত্বা' মনী-
শং বধ্যতমসি তথা 'ইহং' ইন্দ্রাবরুণেঃ।

৩ যে ইন্দ্র আর বরুণ! কাশনামুকারে
ধন কাষ যাত্রা আহারদিককে ক্রম কর,
তোমারদিগের নিকটে আমরা ইহা সদ্বর
প্রার্থনা করিতেছি ।

১১১

৪ যুবাকুহি শচীনাং যুবাকু স্নম-
তীনাং কৃষাস বাজহায়াং ।

৪ যে ইন্দ্রাবরুণ ইন্দ্রাবরুণে 'চিরাব' বিচিত্রাষ
'রাধসে' সোপার্ণাং 'রাং' মূহাং 'অস্মান' হতে 'আস-
যসি' সার্বভৌম্যং 'কৃষাস' রক্ষিতানাং 'বাজহায়াং'
সমুদ্রানাং।

৪ 'হি' সম্যক্ 'শচীনাং' তর্কবাৎ হসিঃ 'স্নম-
কু' সূপনসুযোগিমিত্রিতং অস্তি । তথা 'স্নমতীনাং'
স্নমতীনাং ঋজিভাৎ হোত্রং 'যুবাকু' কৃত্যপ্তগৌর্গি
শ্রিতং অস্তি । তন্মাৎ যে ইন্দ্রাবরুণৌ 'বাজহায়াং'
অমপ্রমাণ্য পুত্রানাং মধ্যে বহৎ মূহাঃ 'স্মা'র'
ভবেৎ।

৪ বেহেতু আমারদিগের কৰ্ম সকলের
হবি স্রপণ ত্রব্য দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে
এবং সুবুদ্ধি ঋত্বিকদিগের স্নোক্ত সকল
কৃত্য গুণেতে যুক্ত হইয়াছে, অতএব হে ইন্দ্র
আর বরুণ! আমরা যেন অন্নদাতা পুত্র-
হদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই।

১১২

৫ ইন্দ্রঃ সহসুদাবাৎ বরুণঃ শং-
স্যানাৎ । ক্রতুভবত্যাধ্যঃ । ১।১।৩২

৫ 'ইন্দ্রঃ' 'সহসুদাবাৎ' সহসুদাং পাক্ষধনপ্রদানাং
মধ্যে 'ক্রতুঃ' কৰ্ম 'ভবতি' তথা 'সরুণঃ' শং-
স্যানাৎ 'সত্যমান্যযোগে' 'ইন্দ্রাঃ' হৃত্যঃ ভবতি। ১।১।৩২।

৫ সহস্র ধন দাতার মধ্যে ইন্দ্র মুখ্য
ধন দাতা করেন এবং অমেক স্তবনীরের
মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ স্তবনীর করেন। ১।১।৩২।

১১৩

৬ তষোরিদবসা বৃষং সনেম্ন নি
চধীমহি । স্যাদত প্রেরেচনং ।

৬ 'তস্যোঃ' ইন্দ্রাবরুণযোগে 'ইন্' এর 'অবলা'
রুচরণের 'বহৎ' ধনং 'সনেম্ন' সন্তোষে 'নি-ধীমহি'
নিধীমহি স্বাপ্যায়ঃ 'চ' 'উত' অপি 'প্রেরেচনং'
অতিক্রম্য ভূত্যাং নিধিত্যাং চ 'স্যাদ' সন্দায়ত্যাং।

৬ সেই ইন্দ্র ও বরুণেরই রক্ষার দ্বারা
আমরা ধন জোগ করিতেছি এবং ধন সঞ্চয়
করিতেছি । আমাদেরদিগের ধন আরও
অতিরিক্ত হউক।

১১৪

৭ ইন্দ্রাবরুণ বাসুৎ হবুবে চিত্রাব-
রাধসে । অস্মান সুজিগ্ণাবস্ক
ভৎ ।

৭ যে ইন্দ্রাবরুণ ইন্দ্রাবরুণে 'চিত্রাব' বিচিত্রাষ
'রাধসে' সোপার্ণাং 'রাং' মূহাং 'অস্মান' হতে 'আস-
যসি' সার্বভৌম্যং 'কৃষাস' রক্ষিতানাং 'বাজহায়াং'
সমুদ্রানাং।

৭ হে ইন্দু আর বরুণ! বিচিত্র ধনের
নিমিত্তে আমি তোমারদিগকে আশ্রয়
করিতেছি, তোমরা আমারদিগকে অন্ন
কর।

১৭৫

৮ ইন্দ্রাবরুণ নুন বাংশিবাসন্তী
বুধীধা। অস্বভ্যাংশম্ বচ্ছতং।

৮ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণে 'নিবাসন্তী'
নুবাংশ শোভিত্বিতীস্ব 'বুধী' বুদ্ধিস্ব সন্তীস্ব 'অস্ব-
ভ্যাংশ' অস্বভ্যাংশ 'শম্' শম্ 'নু' অতিশয়ে
'বু' বুদ্ধিপ্ৰাণ 'বাংশ' বুবাংশ 'বচ্ছতং' বচ্ছতং।

৮ হে ইন্দু আর বরুণ! আমারদিগের
বুদ্ধি সকল তোমারদিগের সেবাতে ইচ্ছুক
হইলে তোমরা সর্বতোভাবে আমারদিগের
প্রতি শীঘ্র সুখ বিধান কর।

১৭৬

৯ প্র বামশ্চেতু সৃষ্টিতিনিন্দা
বরুণ বাংশুবে। বামধাথে সুধ
স্তুতিং ১১।১।৩৩।

৯ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণে 'বাম' স্তুতিং প্রতি
'প্রবে' আশ্রয়ামি 'তিত' 'নধ' বুধধোঃ উভযোঃ
লাধিত্বোম 'বাম' ক্রিমমানাং 'স্তুতিং' প্রতিশক্তা বুধাংশ
'মধাথে' বর্ধীথে। সেতং 'সু' স্তি' শোভনা স্তুতিঃ
'বাম' বুবাংশ 'প্র-অনোতু' প্রানোতু প্রকর্ষণে ব্যাধা-
তু। ১।১।৩৩।

৯ হে ইন্দু আর বরুণ! বে স্তুতি দ্বারা
তোমারদিগকে আমি আশ্রয় করিতেছি,
আর যে স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া তোমরা উভয়ে
বুদ্ধি হ্রাস হও, সেই শোভন স্তুতি তোমার-
দিগকে প্রাপ্ত হউক ১১।১।৩৩।



কোন দেশের সর্বসাধারণ লোকের বি-
দ্যালয় সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত
হইয়াছে। প্রভাকরের উদ্যোগ কালের
বিচিত্র শোভার ভ্রমোক্তুর পরিবর্তন দেখিয়া
যে অভয় আনন্দের উদয় হয়, বাসুদেবের
কৃষ্ণিত হৃদয়ক ল্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের হরক
তরঙ্গাবলি লক্ষণে যে অশ্রুত আশ্রয় ল-
কার হয়, বা নিশাচর্য হৃদয়ের সুরক হৃদয়

বর্ণণে জগৎ হৃদাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার
পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টি
স্বর্ষের এক মাত্র মূল কারণ; তরুণ
দেশের লোকের কায়িক স্বাস্থ্য, মানসিক
কমতা, লোকচাচারে স্বশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি
ও ধর্মের উন্নতি প্রভৃতি যে প্রকার মঙ্গল
কল্প আছে, বিদ্যাকল্প দীপ্যমান সূর্য্যজ্যো-
তি সেই সমুদয়ের এক মাত্র মূল কারণ হইয়া-
ছে। অতএব এদেশের দুঃবস্থা মোচন বা
স্বর্ষোরতির নিমিত্তে সর্বপ্রথমে দেশের লোকের
র অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরু-
তর উপায় হইয়াছে। হা! বৎপরিমাণে
এই মহা কার্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার
প্রতি তৎপরিমাণে রাজ্যিক প্রজ্ঞা সকলে-
রই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান
তিমির দ্বারা যে কপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা
চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দিকে
কি মহাশূন্য দেখিতেছি! অসীম সম বি-
স্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে
আবৃত রহিয়াছে। কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয়
বিদ্যালয় স্বকপ স্ত্রী মূপ প্রকাশে পাশ্চ ব-
র্ত্তী অন্ধকার আরও অগাঢ় বোধ হইতেছে।
বিশেষতঃ সর্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আ-
মারদিগের দেশীয় ভাবার পাঠশালা, তাহাও
সেই অন্ধকারেরই আয়ত। বিশ্ব কলৌপ-
যোগী বৎকিঞ্চিৎ নির্দিক্ত অক্ষয়িকা যে বি-
দ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে,
কতিপয় গণ্ডগু চিরদিবসিত পত্র লেখার
অভ্যাস বাহার নব্যক লিপি বিদ্যা হইয়াছে,
এবং অশ্লীল অস্ব স্বকল্পের আর্ঘ্যা এবং
সরস্বতী বন্দনা, স্ত্রী বন্দনা, বলাবন্দনা, ও
দাতাকর্ণাধি বাহার সঙ্গের পাঠ্য প্রকল্প হই-
য়াছে, সেই বিদ্যালয় হইয়াছে। যে বুদ্ধি
কুর্জ হইবে তাহার কি সঙ্গাধি? কি
কেনন বুদ্ধি বৃষ্টির প্রার্থ্যা করণ্ড বিদ্যালয়-
দের প্রয়োজন নহে। আমারদিগের মান-
সিক তাবৎ বৃষ্টির উন্নতি ও পরিচয় করা,
দুই রিপু সকল শাসিত করিয়া ধর্মের প্রবৃষ্টি
এবং জগৎ হৃদয়ক তরুণ বৃষ্টি
আগমনকে কামিত করা, পিতৃভাতার প্রতি
কৃত্য, মঙ্গলকর, সর্বসাধারণের সাধারণকার্য

অনুরাগ বন্ধন করা, এবং জনস্বার্থের প্রয়োজন রূপে চিত্ত আত্ম রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক প্রয়োজন হইয়াছে। এমনকি প্রয়োজন অবেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্য গণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি ভাষারদিগের চিত্ত ভূমিকে সুরম্য ছুনোরিত পুণে আয়োজিত না করিয়া হমরোপিত কঠকি বনু হায়া তৎকর করেন। বঙ্গপ সন্ধানকে স্কের সফিত পালন করা উচিত, তরুণ শিষ্যকে প্রীতির সফিত উপদেশ কর্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি মিত্র কোথেকে পরিপূর্ণ এবং চারোবে। তবেতে সর্বোই শক্তি। তাঁহার পত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দয় দণ্ড তরে তাহার। কপিচকলেবর থাকে। তাহার। শিক্ষা গুরুকে দর স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে বহালদেব জ্ঞান করে, সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভাব ও বেবানল ক্রমশঃ প্রজ্জলিত হইতে থাকে। তাহার। তাঁহার আনন তলে কঠক হাশুন ও চিন্তিব্যারত রজনীতে সুপ্তি ও বা ইষ্টক ধণ্ড কেশণ করিয়া তাঁহাকে উত্তাল করিতে জট করে না, সেব বেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাঁহার স্তুতি ও আর্খনা করিতে মিত্রিত হয় না। অহসেও ভাষারদিগের দুর্গতির নিরাস নাই। পিতা মাতা তাহঁদের দিকে একত ব্রহ্মণর স্থানে গুরুত্ব করেন, ইহা তাহঁরা কেহ কেহ পিতা মাতারও অমূল্য ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহঁদেরদিগের জ্যে, বেব, গুরুশিক্ষা ও গুরুত্বজন্যই অনেক সুপ্রীত সকল প্রেরণ করা। বাহ্যেই গুরু মহাশয়ের অসমতা মাতৃস্বার্থিত্ব সচেত, তাহার। প্রীতিসুখ ও বিদ্যালয়ে প্রাচ্যাসে প্রাণ নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় বত বত প্রকাশ করিতে পারে, তদই তিনি তাঁহার প্রতি প্রেরণ করেন।

অতএব আহারদিগের যে সকল দাঃঃ পাঠশালা সর্বসাধারণের শিক্ষা স্থান ২ ২ বৎসর প্রকার অস্তিত্ব বিধায় চিত্তশা গণ, তখন বেশ মথো বিদ্যার আলোক বিঃঃ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠ শালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ইচ্ছা চিত্তা করিলে বিস্ময়গণে মগ্ন হইবে তব যে বালক ও বেচারের প্রত্যেক শঃ বালকের মধ্যে কেবল আট জন মাত্র বা লক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক মত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে হয় জন মাত্র অল্প দেখন পঠনে সর্ধ হয়—প্রত্যেক শতে ২২ বা ১৪ ব্যক্তি মৎ কিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাসেও ব্যক্ত হইয়াছে। বালক ও বেচারের ৩০,০০০০০ ব্যক্তি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ হইবে কোটি বৎসর প্রৌঢ় ব্যক্তি কিবৎ শুল্য প্রমাণ স্বল্পকারে সুক্ষিত রহিবাবে?। দেশীয় লোকের অল্পশু কাব বিস্তারিত অজ্ঞান চিত্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রীণ্ড হুৎবানলে মঙ্গ না হয়? নিরাশ্রয় স্তান ও অবসর না হব? তাহার। স্বীচ পাশ্বে স্বী ইচ্ছা জন্মর ম্যার কেবল আহার বিচারাদি মৎ কিঞ্চিৎ উল্লিখ কাব্য সম্পন্ন করাটী সী বধের সমুদয় কাব্য বোধ করে। গল্পর সফিত সমুদয় কি প্রভেদ, মনুয্যেব উৎকৃষ্ট মূখের কারণ কোন পদার্থ, ও মনুয্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিঞ্চ পদ্যিত্তির বীজ সকল আহারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উল্লিত হইবা কি প্রকার বহৎ প্রকল্পের উদয় হইতে পারে? এই সংযোজিত সুখবহুলতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রসকল্পের সৃষ্টি ও সাজা প্রায়ঃঃ প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এককর্ষের কিছুই তাহার। জ্ঞাত হবে, তাহারদিগের চিত্তা প্রোত এ পদে স্বপ্নেও কথন প্রবাহিত হয় নাই।

• William Adam's Report on the State of Education in Bengal and Behar & reviewed in the Calcutta Review N. 4.

তাহারা অজ্ঞান নিদ্রার অভিভূত রহিয়াছে!

দেশহিতৈষি পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধাৰ্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এ দেশের মঙ্গলোদ্ভি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সকল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বীতশীর্ণ কাৰ্য্য! ক্রোশ বা যিক্রোশান্ত্রে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণ রূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্তমান অবস্থা যত কাল থাকিবে, ততকাল এ আশা এত ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনামানাই। অতএব তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিয়রক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্যা শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যিক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অন্যায়সে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গলার পরিবর্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষায় উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আনারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ সুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অসীক মতও আর নাই। এজন্য ষণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপাঙ্কন সুলভ হয়? এবিষয় আনারদিগের কোন সংশয় নহাই বোধ হয় না — ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃ চক্ষু পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে, বিদ্যালয়ের পূর্বকালেই সে ভাষায় অর্জ জ্ঞান তাহার কৰ্ণগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও বাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই গৈতুক ভাষা অ-

জ্ঞান করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাগনে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানাজ্ঞানের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহার যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অজ্ঞানভাবে শীর্ণ, বা যে সকল অধাবর্তী গৃহস্থ বাসকেরা ছুরবস্থ হইয়া ক্ষুদ্র ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতামাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপাঙ্কনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বাসকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যা লাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানাজ্ঞান করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংল-ও দেশে উপায়কম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য মগর বিশেষে যেকপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্তমান আছে, তরুণ সর্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশ ভাষায় পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজ পুরুষদিগের সেই নিয়নের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যিক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানভ্যাগে যে ব্যয় হয়, পরভাষায় বাসকেরা তাহার চতুর্গুণ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপাঙ্কন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা বহু কাল স্বদেশের ভাষা যুকপ সুচারু পরিচ্ছন্ন পরিধানে সম্বীভূত না হয়, তৎকাল সর্বসাধারণের জ্ঞান গত কখনই হইতে পারে না। এইরূপে যেকপ বিদ্যা শূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাতিকারমণিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত থাকে, যে পৃথিবী বাসু-কার মনুকোপরি অবস্থিত করিয়াছে, পৃথ-

এক লক্ষ ও চতুর্দশ লক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রেরক্ষণ করিতেছে, স্নান দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অগ্নি ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাধি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হয়; তদ্রূপ আমাদেরদিগের দেশীয় জাতির বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহার পরম্পরা স্মৃতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্যকে সঙ্গপরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য নগল চক্রে অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে স্থিতি করে, ডুফালা প্রবেশ দ্বারা চক্রে গ্রহণের ও চক্রেবির আবরণ দ্বারা সূর্য গ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের এক মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ইত্যরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লেখ করিবে তদ্বারা সেই বিষয় যত্নিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্বারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যে কাপে সকলের সুলভ হইয়া সর্বসাধারণের বল হৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের জাতি দ্বারা সকলে জান তত্ত্ব হইয়া তৎ কল সুখ সন্তোষ করিতে পারে।

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনায়ত্তর সঙ্কিত আরত হইরাছে, ইহাতে কি কল লাভ হইল? এমত কি আশাই বা সকার হইরাছে যে উ-বিঘাতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জনই কর্তব্য হইবে? ইহা সত্য কে প্রচার্য কাল পর্যন্ত লুক্কায়িত হই সছত্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষার বুলিসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রচলনে তাহার-বিষয় সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান দ্বারা বোপরি উৎকিত হইয়া অতি প্রসাঙ্গিত নির্বল জ্ঞান-কাপে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু জাতি-দিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে যিমা সংস্করে রচনা করিতে পারেন? আর সকল দেশে লোকের তুলনার সেই হই সছত্র

সংখ্যাই বা কত? বর্তমান কোন পত্র-সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিং শতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপাশ্ব-ব-ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেনমুদ্র কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই নহা বিত্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল এই পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই! যাহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংল-ও ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্চিন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহ-রণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনাদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছি-লেন, কিন্তু সে কার্যে তাঁহারা কি পর্যন্ত কৃত্যর্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছিন্ন করিতে তাঁহারা কত দূর মনর্থ হইয়াছিলেন? স্ভাব্যতা অধিকার জাতির অধিকার ন্যায়ের সহিত অধিকৃত দেশ হই-তে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে ই নিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার হৃত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার স্ত্রেণ ভাষা সে কৃপটিক তাহা এইক্ষণকার হই সত্বর্ষক পর্যন্ত প্রচলি-ত ছিল। সুসমস্ত ও স্পেন দেশেও তাহা-স ঘটনা হইল। সিরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধি-কার কালে যে সকল নগর গ্রীকনায়ে প্রসি-দ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐতিহাসিক অলী লোকেরা যদি পরীক্ষিত দেশে বহু সংখ্যা-তে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরো-বাসিন্দাদের অধিক বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা বিধিত করেন, তবে উক্তদের সংখ্যে এক

নূতন সংস্কীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হইবে। হিন্দু
 দ্বারা ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিষ
 প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে।
 যদি জরমান জাতি বাহিরিত দেশে বাহুল্য
 রূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম-
 স্ত দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতী-
 কৃত না হইলে, তবে সে দেশীয় ভাষার বি-
 শেষে অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেয়া
 যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করি-
 রাছিল, তাহার কি নিদর্শন এইরূপে প্রাপ্ত
 হয়; জরী লোক যদি পরাজিত লোক-
 কে তাহারদিগের বশেষ হইতে বহিষ্কৃত
 করিয়া আপনাদিগের ভাষাতে বাস করেন,
 তবে সেখানে তাঁহারা আপনাদিগের
 ভাষা আপনাদিগের ব্যবহার করেন, তাহাতে
 সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হই-
 ন? অতএব যে পক্ষে বিচার করিল, ভার-
 তবর্ষের দেশ ভাষা সকল উদ্ভিত হইয়া তৎ
 পরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে,
 ইহা কেহ খেদ মনেও স্থান দেন না—মিসিং-
 গণের এই উল্লিখিত কথা ব্যক্ত করিতেছি
 যে কাহারও এমন কামনা কদাপি নিন্দ হই-
 যে না।

আরাদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের
 প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্বে পক্ষ
 করেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে
 পুরোক্ত ভুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত,
 কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে
 যে আমাদিগের বশেষ ইংলণ্ডীয় ভাষা-
 ভিত্তিক কতিপয় বুঝা পুস্তক অনুষ্ঠান বসনে
 করিয়া থাকেন যে "সেই ব্যক্তি কাল কোন্
 দিন আধমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী
 ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।"
 হা। ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদি-
 গের বুদ্ধির প্রাথমিক বর্ধকভে বটে, কিন্তু
 কি বিদ্যায় বিপরীত কলেরও উৎপত্তি হই-
 তেছে। তাহারদিগের মতঃ অনেকেরই
 অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা হইলে
 ভাষা, যেরূপের বিদ্যা ও যেরূপের লোককে
 ফুট করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ
 কেহ কেহ আপনাদিগের ভাষা ব্যক্তি জ্ঞান-

ইবার জন্ম অববর্তক ইংরাজী কখনাদি
 দ্বারা এইরূপ হয় করেন যে ইংরাজী ভাষা-
 রে বহু ভাষা এককালে নিম্ন হইয়াছেন,
 তদুপ অনেক আপনাদিগের বিদ্যাভ্যাসে প্র-
 মত্ত হইয়া যেরূপের কোম পদার্থই সমা-
 ধর যোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু দ্বারা তাঁ-
 হারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয়
 পণ্ডিতেরা চিত্ত প্রমোদ্য কারিণী মুমুক্ষুর
 সংস্কৃত ভাষার উদ্ভিত গুণে মোহিত রহি-
 য়াছেন, আর আমাদিগের ইংরাজি ভা-
 ষার বহু স্বাদ্য ভাষা পাঠ্য বোধ করেন না—
 সে যে কি মূলত অমূল্য রত্নাকর, তাহার
 অনুসন্ধান করিয়া উচিত বোধ করেন না।
 দেখ, ইংরাজিগের কি নিগূঢ় ব্যবহার!
 ইংরাজি পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অ-
 জ্ঞাস করেন, কিন্তু যেরূপের পুরাতন সন্ধান
 করা আবশ্যিক বোধ করেন না। ইউ-
 রোপ যেরূপ অস্ত্যপাতি কোন দেশের
 কোন্ স্থানে কিনিয়? কোন্ বৎসর তাহা
 নির্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি
 বিবরণ ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহাদি-
 গের মুমুক্ষুরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু
 আপনাদিগের এই জন্ম ভূমির উদ্ভব বিব-
 রণ জামিবার জন্ম কর ব্যক্তি সচেষ্ট হইবে?
 এই কলিকাতা নগরীর উদ্ভবিক বিংশতি
 কোম মূর্বে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃত-
 বিদ্যা পুস্তক জ্ঞাত নহেন। পূর্বেকালে
 ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি
 প্রকার ক্রমানুসারে এতদূর সমরতা হইল?
 তাহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা
 কোন্ নিবন্ধনাজনিত হইয়া কোন্ দিন
 কি কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন? কত
 সন্ত কলমের পশ্চিম রাজ্য তুল্য করিয়া-
 যেন? এতদূর সকল স্মৃতিভে মতি সন্ধান
 অক পশ্চিম ইংলণ্ডের পশ্চিম ইংলণ্ডের
 ন শিক্ষা করিয়া দিওঁ? আপনাদিগের
 কি মূল? ইংলণ্ডের কখনে আপনাদিগের
 কখনে স্বভাব ছিল? কিরূপে কলি ছিল?
 কি কি বিদ্যা প্রচলিত ছিল? এতদূর সকল
 বিবরণে তাহা যেরূপের পুরাতন কি পর্যন্ত
 নগুহীত হইবার প্রয়োজন আছে, কি

আক্কেণের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ক্রা-
নন, জর্মেনি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত
দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামা-
ন্যতঃ কঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন
কোন গ্রন্থ কর্তা ভবিষ্যে বিশেষ অনুসন্ধান
করিয়া কি মতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন,
ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী!
নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থলন্ ওয়া-
লের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত
ব্যস্ত! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব জানি-
বার জন্য কে অভিলাষ করে? এদিয়া-
টিক্ রিসার্চ ও এন্সিআটিক্ সমাজের জর্নেল্
গ্রন্থ কে পাঠ করে? ভবিষ্যে এইকণে
এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকা ধণ্ডে কে
কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে
রাখে?

ভাঁহারদিগের একপ অস্বাভাবিক ও
বিপরীত রীতি হইল, আশ্চর্য্য ভাষার উচ্চৈশ্ব
মানন করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য
নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে
একপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে,
যাঁহারা যৌথিক বলেন যে দেশ ভাষার
অনুশীলন করা অতি আবশ্যিক কর্ম্ম। কিন্তু
ইহা কি তাঁহারদিগের আভ্যন্তরিক বাসনা?
ইহা কি তাঁহারদিগের একত মেহের বিষয়
যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য
বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে
তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন্ মিত্রকে
প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথাপকথ-
নই মনের দ্বার কেন উল্ঘাটন করেন?
বাঙ্গালির সভ্যতাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজী
বক্তৃত্তা কেন করিয়া থাকেন? বাহা হউক
এ সকল ব্যবহার জন্ম ভূমির প্রতি প্রেমের
চিহ্ন নহে। জন্ম ভূমির নাম উচ্চারণ ক-
রিলে কি অনির্বাচনীয় মেহ পাত্র সকল মনে-
তে উদয় হয়—প্রেমাসক্ত রসসাগরে চিত্ত
প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা কৈশর
কালে মেহ মিত্রিক বন্ধু দ্বারা লাভিত হই-
য়াছি, যে স্থানে বাণ্যক্রীড়া দ্বারা আত্মাভেদ
সহিত বাণ্যকাল ব্যাপন করিয়াছি, যে স্থানে
বৌদ্ধের প্রারম্ভাবধি বহুবোধি সিদ্ধদিগের

ঐতি দ্বারা সন্তত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি,
যে স্থানে আশারদিগের বরোভূক্তির সন্তিত
মুল্লন মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং
যে স্থানের প্রসাদে ধন, গ্লান, বিদ্যা, বুদ্ধি,
বশ্য, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমা-
দিগের লক্ষ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বি-
শেষ মেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে?
স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাকার
নদী, পর্বত, সুভিকা পর্যন্ত আশারদিগের
প্রণয় আকর্ষণ ও আত্মান সঞ্চার করে।
জন্ম ভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চা-
রণ করা হয় বাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ
পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা
মাত্র পিতা, মাতা, আত্ম, ভাৰ্য্যা, পুত্র, কন্যা
মুল্লন বাহুবের প্রেমার আনন মুকল মনে-
তে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হ-
ইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করি-
য়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া-
ছেন, তিনিই জানেন যে জন্ম ভূমি মনুষ্যের
বৃত্তিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে। “কা-
শ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান,
কিবা শিরাজের সুচারু গুলাব পুস্পের উ-
পবন” কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট
রাধিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরু
ভূমি বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন
পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত হইলে
আকরুণ জন্মভূমি তাহার প্রতি ধাধার
ঐতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্বে
আশারদিগের স্বকাজীয় দোহকের একপ
ব্যবহার কখনই ছিল না। অসম্মতি কা-
হার মুখে এই রমণীয় স্নেহকাজী জন্ম না
হয় যে “জন্মী জন্মভূমিক স্বর্গাদপি গরী-
রনী?” শীর্ষকো গ্রীক জাতি ও জয়পিতাম্ব
রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আত্মাভ স-
ঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্তি পাণ্ডু পুত্র ও
মুছলম্বর্ষ রামপুত্রদিগের নামোচ্চারণ
মাত্র চিত্ত হর্ষোদ্ভূত হইয়া কি উৎসাহে
উল্লস্কন করিতে থাকে। সেক্সপিয়র
স্তুতি বোধ্য এবং মিউটন অতি বরণীয় বটে,
কিন্তু আশারদিগের কালিদাস ও আমা-
দিগের আর্ধ্য ভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি
অপার প্রেমার্ধবে নস্তরণ করে! হোমর

ও বজ্জিল্ অতি প্রসিদ্ধ মহাকাবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এসকল আমাদের! প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা উর্দুভাষী ও জর্মান, অবশ্যই সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রচনার মহাভাণ্ডার সংগ্রহকে পরিমাণ করিলে আমাদেরদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা পুরুতর হইবে? হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জমজমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া ভাষার প্রতি আমাদের করা—জননী জীব শরীর সুস্থ না করিয়া; কঁাকার প্রতি অপ্রসন্ন করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণ করী; ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপ্যাকরণের পৃথক উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলণ্ডীয় ডাবাডিজ অনেক সুবকের প্রবোধার্থে অনুভবাজীবন স্বদেশে প্রীতি প্রমত্ত স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পার্বত্য মুক্তিলা পর্য্যন্ত আমাদেরদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃ জোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব কালের অর্ধ স্কট মধুর বাণ্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি পৌত্তি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন ছুঁই যত্নে অন্য সকল ছুঁই অপেক্ষা দল রক্তি করে, তত্বে জম জম জমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্ঘ্য প্রকাশ করে। এত প্রসরণলেখকের কোন নানা মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনা মনের শক্তি স্কুর্ভি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকাবি ফের্দোসী আত্ম ভাষাতে

শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যমুগ্ধ রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন যদি আপনার সুকোমল মধুরস্বীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাকেক্ চিন্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য দেশে আর কোন ব্যক্তি শয়নী গ্রন্থকর্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বজ্জিল্ ও হোরেশ্. এবং লিবি ও সিলিরো ইহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্মেণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ক্লেডরিক্ রাকার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ক্লেড ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্বে বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকাবি পুরুত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থ কৰ্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীৰ্য্যোত্তর রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে বহু দিন নর্মান ক্লেড নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসন্ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেশ ইউরোপ ষেও সে পর্য্যন্ত ল্যাটিন ভাষার বিখ্যাত্যাদের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্কুর্ভি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎ ষেও লোক সেই কালের অল্প কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন যখন

দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎ-
বধি ইউরোপ ঋণ প্রস্তুকারদিগের বশেতে
আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল
হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে
যদি এই মহাজ্ঞানদিগের ন্যায় আমরা আশ্রয়
ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং
তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ
হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আশ্রয়
সম্ভাব্য লক্ষ হইবে, তবিস্বয়ং পুরাতন বে-
জ্ঞার। আশ্রয়ভাষাপ্রদিক পুরোক্ত জাতি-
দিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন,
এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের
সুচারু রচিত গ্রন্থাব সকল পাঠের নিমিত্তে
আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন।
আমারদিগের দেশ ভাষা যে এতদু মুল্যবিত
হইবে ইহা সম্যক সন্দেহ, কারণ তাহার বর্ত-
মান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার
ন্যায় সুশোভন সর্কার্য প্রতিপাদক মহা-
ভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান
হয় নাই।

২ More perfect than the Greek, more copious
than the Latin, and more exquisitely refined
than either.

sir w. Jones's work.

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবক গণ!
আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপ-
কে পরদেশীয় কোন লোক বাহা বলুক,
কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদি-
গের হাস্যাম্পদ হওরা উচিত নহে। পরন্তু
অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে না-
মান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা বাহারদিগের
প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শি-
ক্ষাই কর্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই
তুষ্ট থাকিব? আমাদেরদিগের উচিত যে
সর্কার্যস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সং-
গ্রহ করি, বেকন ও লাক্সমিউটন ও লাপ-
লাস, কুবিয়র ও হবোল্ট প্রভৃতি সর্কার্য
তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আশ্রয় ভাষা-
তে জ্ঞানিত করি, বাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরু-
তম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষায় করা
শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্কার্য বিবেচনামতে
দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত
করা নিতান্ত আশ্রয়্যক হইয়াছে, কিন্তু ইং-

রাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মন
নহে। বাহারদিগের সময় আছে ও উ-
পায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষায়
উপার্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহো-
পকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্তমান কালে
ইউরোপ ঋণ যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যায় আ-
ধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল
শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক রূপে
উপাভিজ্ঞ হইবার নহে; আমারদিগের
মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র
ও সকল বিদ্যায় আধার ও বর্তমান দেশ জ্ঞান
সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং
আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যমতের সম-
স্ত, অতএব দেশ ভাষায় পাঠশালা ব্যতীত
স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগুর প্রতি-
ষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী,
ফ্রেঞ্চ, ও জার্মান এবং সংস্কৃত, আরবী, ও
পারসীক ভাষা মুদ্রের রূপে অভ্যাস করিতে
পারে। এমতাবস্থায় পূর্ণ হইবার যত
বিলাস থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ
ভাষায় পাঠশালা সকল স্থাপন করা আশ্রয়
প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই
রুহৎ কার্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা
বাতল্য যে গবর্নমেন্টের ইহাতে উৎসাহের
সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ
প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজ কার্যের প্রধা-
ন অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যায়
আশ্রয়ন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা
বিতরণে কি রূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি
হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার
মন বিমুগ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে
তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রা-
জার এক আজ্ঞাতে বাহা হইবে, সস্ত্র স-
হস্র প্রজার মুগ্ধপং চেতীতেও তাহা সম্পন্ন
হওয়া হুকুর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ
রাখেন যে সমস্ত রাজ কার্য দেশ ভাষাতে
সম্পন্ন হইবে, তবে আপনা হইতেই কত
লোক আশ্রয় ভাষা শিক্ষাতে সক্ষম হইবেন!
যদি বল গবর্নমেন্ট এ উপায় অগ্রহেই করি-
য়াছেন— অগ্রহেই তাঁহার। শাখা নগরস্থ
বিদ্যালয়সমূহে কার্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের
অনুরোধ নিয়োগের এবং বক দেশের স্থানে

স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে? এই উত্তর বিষয়েই তাঁহারদিগের যত্ন অবহেলা তাহাতে সকলো অন্যায়মত মনে করিতে পারেন, যে তাঁহার কেবল এবিষয়ে আপনাদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উত্তর নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বহু দেশীয় বিচারালয় সকলে বহু ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সকল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহার কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এই-কথন যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য নিরূপিত হয় সে ভাষা বাঙ্গলা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমস্ত ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এ পর্যন্ত শুদ্ধ বোধি নাই, বাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারা বিচারালয়ের লিপি কর্মচারী। জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকাৰ্যের যে এই-রূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্নমেন্টের যোগ্য নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খ এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার ছরবহা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্নমেন্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অতিশয় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডের ভাষার বিদ্যালয়ের অতি তাঁহারদিগের যেকোন উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অতিশয় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহার ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাধারণ বিষয়ে বহুমত্যাগোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পুথক বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন*,

কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ এক শত বাঙ্গলা পাঠশালায় অতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? এহু নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য সকল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? এক জন সাহেব বর্ষাধ করিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্নমেন্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আশ সন্তানের ম্যায় সপত্নী সন্তানকে কে লেহ করিয়া থাকে? অতএব এদেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্নমেন্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যা-পকার করিতে স্বীকৃত হইলেন—আমাদিগের সর্ব্বেষের পরিবর্তে যদি কিঞ্চিৎ বিঘা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারত-বর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্য-মের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়। গুরু কার্যের গুরু উপায় আবশ্যিক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য সিদ্ধি হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়ো-জনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এবিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্র-তিজ্ঞা ও প্রকলিত উৎসাহের সহিত এই উত্তর অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সহ্যক বহু পূর্বেক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কার্য সুসম্পাদন জন্য সুনিশ্চয় অধ্যাক-সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহার দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উ-দ্বৃতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠা-নের অতি বহু বাস্তব বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীরণ হইবেক।

* বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালায় নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, আন্তরিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য তাহার

যত্ন চেষ্টা করিয়া তাহার কার্য অপেক্ষা এক

পরমেশ্বরের কৌশলবর্ণনা

কেবল হস্তের রচনাতে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! হস্তের বিবিধ ক্ষমতার মধ্যে বাহ্য বস্ত্র ধারণ করাই তাহার প্রধান ক্ষমতা হইয়াছে। বস্ত্র অঙ্গুলি সমস্ত যে প্রকার অসংলগ্ন রূপে শ্রেণি ক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ না হইয়া যদি হংসাদির ম্যায় লিপ্ত হইত, তবে সেই কর পল্লবের প্রশস্ততা অনুসারে বস্ত্র ধৃত হইত, তদপেক্ষা ক্রয় বা বৃহত্তর পদার্থ আমারদিগের হস্তগত হইত না। তবোর মান্য প্রকার আকৃতি; কোন বস্ত্র কেবল অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর এক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গ্রাহ্য হয়; অন্য বস্ত্র অঙ্গুষ্ঠ ও আর দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত হয়; ত্রয় বিশেষ পৃথক পৃথক পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করা যায়; এই সকল কাণ্ড বিমুক্ত অঙ্গুলি ব্যতিরিক্তকি কদাপি সম্ভব হইত? অতএব অঙ্গুলি সকল পরস্পর অসংলগ্ন হওয়ারেই যে হস্তের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে ইহার সংশয় নাই। গোলাকৃতি কি দীর্ঘাকৃতি কি সমাকৃতি বস্ত্র অন্যাসনে আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। তজ্জনী, নখাঙ্গা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলি যে এক শ্রেণিতে বিন্যস্ত আছে, অঙ্গুষ্ঠ সেই শ্রেণিভুক্ত হইলে পুরোঁক অঙ্গুলি সকল ব্যর্থ হইত, সুতরাং হস্তের দ্বারা যে যে কার্যের সভাবনা তাহা আর সিদ্ধ হইত না। কিন্তু পরম কৌশলজ্ঞ বিধ্ব নিম্বাতা বস্ত্রপ কোন বস্ত্রকে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, সেই রূপ উক্ত চারি অঙ্গুলিকে নার্যক করিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠকে তিনি এ প্রকার স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, যে তাহা এতদেক চারি অঙ্গুলির সহিত অন্যাসনে মিলিত হইয়া হস্তের কার্য সাধন করিতেছে। পঞ্চ অঙ্গুলি সমান দীর্ঘ না হইবার প্রতি কারণ এই যে তাহা হইলে যে সকল বস্ত্র পঞ্চ অঙ্গুলির কেবল অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ যোগ্য তাহা কোন হস্তে ধৃত হইত না, বেছেতু অনুস্তান অবস্থায় যে সকলের অগ্রভাগ এক সমান হইত না। এই প্রকার করিবার নিয়ম

নামিকাতল্য ও তজ্জনী মধ্যমা তুল্য হইলেও হস্তের তাৎপর্য্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতে তাহাতে প্রত্যেকের ক্ষয় বৃহৎ পরিমাণে ও নানাবিধ আকৃতি প্রযুক্ত তাহার গ্রহণ জন্য অঙ্গুলি সকল যে প্রকার উপযুক্ত হইয়াছে, কোমল ও কঠিন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্তেও সেইরূপ যোগ্য হইয়াছে। যদি অঙ্গুলি সকল কঠিনতর হইত তবে সুক্ষ্ম বা কোমল বস্ত্র গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রাহ্য থাকিত, আর বিক্রিৎ কোমল হইলেও কঠিন বস্ত্রের ধারণ হইত না; বাস্তবিক কোন দ্রব্যের আয়তন রূপে গ্রহণ জন্য গ্রাহক বস্ত্রতে কিঞ্চিৎ কঠিনতর এবং কোমলতর উভয় গুণ থাকি। অবশ্যক এবং এই হস্তাঙ্গুলি সকল সেই আশ্চর্য্য নিয়মেই নির্মিত হইয়াছে। তাহার অগ্রভাগ কোমল মাংস বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠ বেশ কঠিন পদার্থ নখ দ্বারা সূক্ষ্ম হইয়াছে; সুতরাং যে বস্ত্র কোমল তাহাও ধারণ করা যায়, এবং বাহ্য কঠিন তাহাও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু এই নখ দ্বারা আমারদিগের আর অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা অনেক সুক্ষ্ম লিপ্প কর্ম নিষ্কার হয়, ক্ষয় বস্ত্র উইপাটন হয়, এবং কোমল বস্ত্র সকল বিদীর্ণ হয়। অতএব অনন্তদর্শী জগদীশ্বর কি দূর দূরিতর সহিত আমাদেরদিগের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গুলির গঠন করিয়াছেন! তিনি আমাদেরদিগকে এক হস্ত বিশিষ্ট করেন নাই, কারণ যে সকল বস্ত্র মনুষ্যের শক্তি দ্বারা সফলতর যোগ্য হইলেও চুল্ল ধর ব্যতীত উচ্ছ্রিত হইত না, এক মাত্র হস্ত দ্বারা তাহা কি একারে সফলিত হইত? সুতরাং তাহাতে অনেক কর্ম অসম্পন্ন থাকিত। এই সকল বিবেচনায় তিনি আমাদেরদিগকে দুই কর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার অতি ভারাক্রান্ত দ্রব্য অবধি অতি সুক্ষ্মতর বাসুকণ পর্যন্ত আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি।

হস্তের আর এক ক্ষমতা এই যে সে আপনাকে সফলতর করিতে পারে; যদিও সবসুদু শরীর কঠিনতার বস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, অপ্রাণিক বস্ত্র তাহার অধিক

আজ্ঞাবহ এবং অত্যন্ত উপকারী। এই জড় পদার্থ হস্তের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্রয় স্বপ্ন রহিয়াছে। মনের যখন যেকোন ইচ্ছা হইতেছে, মনোযোগিত্ত্বের মাধ্যমে কর যখন যেন তাহা জানিতে পারিয়। তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু করস্থ মাংস পেশী, সমস্ত যদি একরূপ স্বভাবযুক্ত না হইত যে মনের ইচ্ছা মাত্রেই হস্তকে তৎ কার্যে চালনা করে, তবে মনের কোন কার্যমাত্র সিদ্ধ হইত না। তাহার প্রধান দ্বারা শরীর রক্ষা হওয়া কি সম্ভব হইত? এতদ্বাদি রচনা দ্বারা বিচার্য কি প্রচারা হইত? তাহা কি কার্যাদি দ্বারা মনুষ্যের ক্রমশঃ প্রকাশ পাইত? কেবল সুগ সেবা বস্ত্র সকল দূরে থাকুক, নিত্যন্ত শ্রমের জর্জরিত যে আচ্ছাদন বস্ত্রাদি এবং আবাদ ব্যাতি তাহাও প্রস্তত করা অসম্ভব হইত; ইহা হইলে পশু হইতে মনুষ্যের কি প্রভেদ থাকিত।

বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করা হস্তের অন্য এক ক্ষমতা। জগদীশ্বর মনুষ্যকে দুর্বল শরীরি করিয়াও চতুর্দিকস্থ প্রবল হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে তাঁহার আত্মরক্ষা জন্য একেবারে তাঁহাকে নিরাস ও নিরূপার করেন নাই; তাঁহাকে বুদ্ধি এবং কর যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যে তিনি একের দ্বারা উপায় চিন্তা ও অন্য দ্বারা অত্রাদি নির্মাণ ও প্রয়োগ পূর্বক সকল প্রকার শঙ্কর বিক্রম হইতে সতত নির্ভয়ে স্থিতি করিতে পারেন। বরঞ্চ বুদ্ধি কৌশলে কর যন্ত্র বলে আপনা হইতে সত ওণ বলিষ্ঠ সিংহ বাঘ প্রভৃতিকে ধৃত করিয়া পিজরে বদ্ধ করিতেছেন, পশু বিশেষকে ধৃত করত প্রকার্যে নিযুক্ত করিতেছেন, ও আপনাদি শরীরিক সমুদয় ফীণতাকে অতিক্রম করত তাহাদের সৈন্য উপরে রাজ্য প্রচারণ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা ও মর্যাদা কি প্রত্যক্ষ হইত যদি বুদ্ধি সহকারে হস্তের মাংস পেশী সকল একরূপ স্বভাব প্রাপ্ত না হইত যে যে দিকে ইচ্ছা হস্ত দ্বারা সেই দিকে অত্রাদি নিক্ষেপ করা যায়? যদিও পশু পণ্ডিত মনুষ্য দুই প্রকার অত্যন্ত বলবান, তাহাশি তাহার শরীরের আ-

ক্রমণ নিকটে নাহ, কারণ নব সংগ্রহ পুর মুষ্কারি অত্র তাহার শরীরের অংশ, সুতরাং তাহার দূরস্থ বস্তুকে আঘাত করিতে পারে না; মনুষ্যের আক্রমণ তাদৃশ নহে তাঁহার অস্ত্রের বল নিকটে কি দূরে সর্বত্রই সমান প্রাপ্ত; কি গগন বিহারী বিহল কুল, কি বন চারী চতুর্দিক গগ, কি শলীল নিবাসী জন্তু শ্রেণী সকলেই তাঁহার শক্তির অধীন, পশুরাজ সিংহ পর্যন্ত তাঁহার হস্তে বশে প্রবেশ করিয়াছে, বাহাতে মানবীর মহিমাও মুখ অক্ষয়তার বুদ্ধি হইয়াছে।

পশুদিগের ন্যায় মনুষ্য শারীরিক বল ও অস্ত্র প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে তাঁহাকে জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিবার আশয়ে পরমেশ্বর তাঁহাকে পশুস্থ বুদ্ধি করেন নাই। যদিও শরীর গত ব্যাপারে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, তাহাশি যখন তাঁহার কম্পনা শক্তি, কার্য কারণ অনুভব, বর্ষাদি বিচার ক্ষমতা এবং জীবনকে রক্ষিবার শক্তি পর্যন্ত বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে সমুদয় জাতির রাজ্য ব্যতীত আর কি শেখ বিবেচনা করা যায়? পরন্তু এই সকল ক্ষমতা বিহীন করিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি করিলে পুরোক্ত সন্তান যোগ্য কন্যা বোধ হইবেক না, কেবল শরীরিক অবস্থা বিচারে তাঁহাকে বরঞ্চ পশু হইতেও অলক্ষ্যত বোধ হয়। মনুষ্যের বাহ্যাবস্থার সহিত পশুদিগের শৈশবাবস্থার উপমা করিলে তাঁহার জীবিত থাকাই অসম্ভব বোধ হয়। তাহার কুমিলত্বই বস্তুতঃ তাহার শরীরিক বংশের ও অস্ত্রের কারণে। বাস্তব ইতিহাসি বিবেচনায় তাঁহা হইতে অত্র জীব শ্রেষ্ঠ হয়। মন ও অস্ত্রাদির বৈশিষ্ট্য শক্তির ক্রমসমেত মনুষ্যের শক্তি কি মনুষ্য? পশু বিবেচনের দর্শন শক্তির সহিত তাঁহার বর্ষসম্বন্ধের কি তুলনার যোগ্য? এবং মুষ্কারি আক্রমণ শক্তির দ্বারা তাঁহার শরীরের কি দুর্বলতা? কিন্তু অল্প অল্প করিয়া অস্ত্রাদির হইতেও মনুষ্য কি অসম্ভব জীব? মনুষ্যের বুদ্ধি

বিশিষ্ট না হইত যে তাহার পরাম্পর শিক্ষা
 দ্বারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত,
 অথবা তাহার সেই মাত্র বুদ্ধি প্রাপ্ত হইত
 যদ্বারা কেবল জীবন নির্বাহোপযোগি
 কুটকগুলির সামান্য কারিক ব্যাপার নি-
 স্পাদন করত নিশ্চিন্ত থাকিত, তবে লোক-
 নয় যে উক্ত অবস্থার দুর্ভাগ্য হইতেহে তাহার
 কি সম্ভাবনা পর্যন্তও থাকিত? ফলত কেবল
 এক বুদ্ধি বলে তিনি সকল জীবকে পরাত,
 ও সকল অভাব মোচন করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল বুদ্ধি থাকতেই যে পশু হ-
 ইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, বা বিবিধ শিশু
 কার্য নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে এমনকি নদে,
 সমুদয় যন্ত্রের প্রধান যন্ত্র এই হস্ত ছর না
 থাকিলে ইহাদীর্ঘন অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক
 হইলেও মনুষ্য জাতির স্থিতি হইত না, শিল্প
 কার্যের প্রকাশ হইত না, সুখ সচ্ছন্দতার বুদ্ধি
 হইত না, এবং মনুষ্যের যে বুদ্ধি আছে এনত
 ও বোধ হইত না। বিশেষত আহার ব্যক্তি-
 বিস্ত শরীর ধারণ হয় না, অথচ পশুদিগের
 ন্যায় আমরা কেবল সুখ ধারা ভোজ্য বস্তু
 গ্রহণ করিতে পারি না, হস্তের সহায়তার
 তাহার আচ্ছন্ন, প্রস্তুত এবং গ্রহণ করিতে
 হয়, হস্তের অভাবে তাহাই বা কিরূপে গ্র-
 হণ হইত? অতএব পশু ছর প্রকাশ করিতে
 পরমেশ্বর আহারদিগের প্রতি কি পর্যন্ত
 করুণা প্রকাশ না করিয়াছেন। পশুদিগের
 জীবন নির্বাহ জন্য মনুষ্যের ম্যায় ছর
 যন্ত্রের আবশ্যক হয় না; তাহার কেবল
 সুখ প্রসারণ পূর্বক আহার করিতে পারে।
 বিশেষত, যে সকল পশু তৃণ শস্যাদি আ-
 হার করে, তাহাদিগের খাদ্য অন্য স্থান
 হইতে আহরণ কিবা প্রস্তুত করিতে হয় না,
 তাহা উৎপন্ন করিবার সুখ ভূমিত্ত করণ
 করিতে হয় না, যেমতী তাহারদিগের নি-
 মিত্তে প্রতি দিন প্রচুর আহার প্রসব করি-
 তেহে, এক্ষণে তাহারদিগের প্রসঙ্গ
 প্রলয়মান এবং এককারে স্থাপিত হইয়া-
 ছে, বাহাতে অবলীলাক্রমে ভুনি হইতে তা-
 হারা খাদ্য বস্তু সুখ ধারা গ্রহণ করিতে পা-
 রে। এক্ষণে হস্তিগণের মনুষ্যের ম্যায়

কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সে গো অশু প্র-
 ত্তির ম্যায় প্রলয়িত গলদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে,
 একারণ তৎপরিহরণে এক সুদীর্ঘ সময়
 শুণ্ড যন্ত্র লাভ করিয়াছে, বাহার ধারা আশ-
 নার সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে,
 সুহস্তর বস্তু অধি অতি সুকৃৎসন বস্তু পর্যন্ত
 গ্রহণ করিতে পারে, খাদ্য সামগ্রী স্বীয় বস্তু
 মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে পারে, এবং আহার-
 দিগের ছর যন্ত্রের ম্যায় নানাদিকে চালনা
 করিতে সমর্থ হয়। গত আচ্ছন্ননা-
 র্ধেও কোন বাহ্য বস্তু তাহারদিগের আ-
 বশ্যক হয় না, তাহারদিগের যে স্বভৌমিক
 আচ্ছন্ননা আছে, তাহারাই তাহার শীঘ্র
 উক্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে
 পারে, অতএব বস্ত্রাদি নির্মাণ জন্য যে যন্ত্রের
 প্রয়োজন তাহা তাহার প্রাপ্ত হয় নাই।
 বস্তুত এই শরীর প্রাণিদিগের জাতি
 ভেদে স্বভাব ভেদে ও প্রয়োজন ভেদে
 বিবিধ মতে রচিত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত
 আছে যে যে সকল পশু তৃণাদি আহার করে
 তাহারাই মনোহীন জাতিদের খাদ্য, সুতরাং
 সর্বদা সচ্ছর ও সলব্ধ হইয়া পরাম্পর সহা-
 রতার স্থিতি করে। ইহার মধ্যে দেবতা
 যদি কেহ একাকী ছর তবে তাহারদিগের
 উপায় কি? এনিমিত্তে তাহার হিংস্র
 জন্তুর আক্রমণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য
 ক্রত গমনশীল পদ ছর প্রাপ্ত হই-
 য়াছে, কেহ বা স্বভাবত মনুষ্যের আচ্ছন্ন
 নইয়াছে। অপর তাহার জিহবাও নদে,
 এজন্য তাহার মধ্ব বাহুই বৃত্ত হয় নাই
 তাহারদিগের শুক বা পুরাত্ন দ্বারা কেবল
 আচ্ছন্ননা এবং সামান্য শত্রু হরন মাত্র
 তাৎপর্য হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকের এক
 এক প্রকার স্বল্প থাকিলেই সে আচ্ছন্ননা
 সিদ্ধ হইতে পারে, এনিমিত্তে তাহারদিগের
 মধ্যে অশ্বাদি বাহারা এবং পুরবিশিষ্ট তা-
 হারদিগের শুক নাই, এবং গোমোবাদি বাহা-
 রদিগের পুর বিশিষ্ট তাহারা বস্তুত পদ নাই
 তাহার শুক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার
 তাহারদিগের মধ্যে প্রকার জীব উক্ত উক্ত
 পরস্পর অধিকারী ছর নাই। সুমত যে সক-

ল জন্মের স্থান্য বস্তু মাৎস তাহার স্বভাবত উয়কর ও পৃথক পৃথক অবস্থান ও বিচরণ করে এবং তাহার তাহার্য্য পশু সকল হনন করিবার জন্য তদুপযুক্ত বলবান তীক্ষ্ণধার যুক্ত নখ এবং দন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সে পশুর পুরুষ প্রত্যেক জীবের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে শরীর প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে বুদ্ধি এবং ক্রমশঃ জড়িত করিয়া এ পৃথিবীর যোগ্য করিবেন ইহা দিচ্ছিলেন। এই কর যন্ত্র দ্বারা তিনি আপনায় ভক্তি সত্য প্রকৃত করিতেছেন, শীত উষ্ণ হইতে দেহ রক্ষা হেতু বস্ত্রাদি এবং স্থায়ী আশ্রয় নিমিত্ত গৃহ নিৰ্মাণ করিতেছেন; অস্ত্রাদি প্রস্তুত করত হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন; বহু প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উৎপন্ন করত স্বজাতির স্বার্থ সঙ্ঘবদ্ধা বিস্তার করিতেছেন; দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ দ্বারা সামান্য দৃষ্টির অগোচর অতি দূরস্থ গ্রহনক্ষত্র এবং চন্দ্রলোকস্থ পর্বতগগনর আদি নিরীক্ষণ করিতেছেন, ঘটিকা যন্ত্র নিৰ্মাণ করত অতি সূক্ষ্ম রূপ সময়েতৎ নিরূপণ করিতেছেন; বাষ্পীয় পোতাদি গঠন দ্বারা মহাগর্ভ বিহারণ পুঙ্কক দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য প্রচার দ্বারা ভ্রমস্থ লোকের অভাব মোচন করিতে অতি শীঘ্র সমর্থ হইতেছেন; নানা বস্তুর প্রতিরুতি প্রস্তুত করিয়া ভূত সঙ্ঘকে বর্তমান এবং দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিতেছেন, — এবং নষ্ট হইলেও তাহাকে চিরজীবী করিতেছেন, এবং বাদ্য যন্ত্র রচনা পুঙ্কক তাহাতে বিবিধ প্রকার রাগ রাগিণীর সঙ্ঘগাদি সহকারে রূপ আলাপন দ্বারা চিত্তের এমনোদ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছেন। এই প্রকার কেবল হস্তোদ্বায় দ্বারা যে সকল মহৎ মহৎ কার্য্য নিৰ্ম্মাণ হইতে পারে, অন্য সমুদয় ইঞ্জিয় একত্রিত হইলেও সে সকল সম্পন্ন হওয়া অসাধ্য। বিশেষতঃ যখন এই হস্ত দ্বারা আশ্রয়বিগ্নের মনের ভাব প্রকাশ বিষয়ে বিবেচনা করা যায় তখন তাহার ক্ষমতার প্রতি আরও কি আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ইহা সত্য যে দ্ব্যাক্য যন্ত্র দ্বারা আশ্রয়বিগ্নের দুঃখ ইচ্ছা এবং মনোগত অপরজ্ঞানি ব্যস্ত হইতে পারে; তথাপি তদুদ্বায় মনুষ্যের সম্মুখে মাত্র সে সকল মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, দূরস্থ ব্যক্তির সমীপে, বিধিরে নিকটে অথবা ভবিষ্যৎ কালে তাহা জ্ঞাপন করিতে বাগ্ধ-স্ত্রের কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু কর যন্ত্র দ্বারা হুয়ে, নিকটে বা ভবিষ্যতে মনুষ্যের মনের ভাব এবং অভিপ্রায় সকল প্রকাশ হইতে পারে, অতএব কর যন্ত্র এ অংশে বাগ্ধ যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারী। এই কর যন্ত্র দ্বারা প্রভু কর্তার স্বীয় মনোজ রচনা এবং অভিপ্রায়াদি লিপি বন্ধ করিয়া চিরস্থান করিতেছেন, তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎকালিক মনুষ্য গণ সেই প্রভু কর্তাদিগের মনোভাণ্ডার বিনির্গত অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ এবং চিরকৃতজ্ঞ হইয়ন। যদি প্রভুদি না থাকিত, তবে অক্ষতম প্রাচীন কালের পুরাবৃত্ত সকল কি এইক্ষণকার ন্যায় জ্ঞাত হইত? মনোহর কবিদিগের হৃদাধর্ণ জ্বলিত বর্ণনা বর্তমান কালের ন্যায় কি পৃথিবীতে ব্যক্ত থাকিত? বিশেষতঃ সকল মনুষ্যই যে নক্ষত্রাশ্রয়িত অথবা সকল কালের মনুষ্যের মনের অভিপ্রায় যে এক প্রকার হয় এমন নহে, অন্তরায় যে যে ব্যক্তি যে যে বিদ্যার অনুসন্ধান করেন, তাঁহার চিত্তে তদ্বিষয়ের যে রূপ জ্ঞান প্রকাশ হয়, যদি তাহা তিনি লিপি বন্ধ না করেন, তবে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই উন্নতি হইতে পারে না। অতএব বিচার দ্বারা প্রত্যেক প্রতীত হইতেছে, যে মনুষ্য যে কারণে আশ্রয় বিগ্ন বা অন্য প্রকারে বুদ্ধি করিতেছেন, এবং এই পৃথিবীতে জীবদিগের মধ্যে স্ত্রেষ্ঠ পথ ধারণ করিয়াছেন, সে সময়েতৎ মূল কারণ যে বুদ্ধি এবং কর এই দুই যন্ত্র হইয়াছে ইহার সংশয় নাই।

যখন সঙ্গমাণ হইতেছে যে মনুষ্য স্বভাবত যে প্রকার বল হীন ইহাতে বুদ্ধি না থাকিলে তিনি এ পৃথিবীতে অবস্থান করিতে পারিতেন না, এবং বুদ্ধি থাকিলেও হস্তের অভাবে তাহার কোন ক্ষমতাই বিজ্ঞাত হইত না। তদুদ্বায় চিরকালকে কর যন্ত্র হইত

রূপ বিশিষ্ট বস্তু স্বভাবে চক্ষুর অনাবশ্যক হইত, তদ্রূপ হস্তেন্দ্রিয় না থাকিলে বুদ্ধিও বিকল হইত; এবং যখন বিদিত হইতেছে যে করহ অঙ্গুলি প্রভৃতি যে বিধিতে নির্গত এবং স্থাপিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা তাব হইলে হস্তও কোন কার্যের হইতনা, কিয়া তদুচ্ছ মাংশ পেশি সকল যদি সেই প্রকার স্বভাবযুক্ত না হইত যে জীবাঙ্গার আভিপ্রায় মত চক্ৰ আপনাকে নানাদিকে চালনা এবং অস্ত্রাদি দ্বারে নিরূপণ করিতে পারে, তবে শত্রু ধমনাদি দ্বারা আত্ম রক্ষা প্রভৃতি কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইত না; কারণ মনুষ্য সত্ত্ব হইলেও পরক্রিমশীল পশুদিগের সমিত বন্ধু যুদ্ধে সমর্থ হইতেন না, জীবাঙ্গার জয় কেবল দ্বারে অস্ত্র নিরূপণের প্রতি সম্পূর্ণ নিভর; পুনশ্চ যখন প্রতীত হইতেছে যে বুদ্ধিও করহ মনুষ্য এনিমিত্তে প্রাপ্ত হইতেন নাই যে কেবল অসত্য জ্ঞাতির ন্যায় কতকগুলীন কার্যিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াই পশুত্ব হ্রাস হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বরঞ্চ তদ্বারা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও সত্যতা প্রাপ্ত হইয়া এ পৃথিবীর রাজা হইবেন, তখন যে পরম কারণ মনুষ্যের স্বহৃৎ বিধান জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন, তাহার যে জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান যে অত্রান্ত ইহা অপেক্ষা স্বত্ত্বসিদ্ধ সত্য আর কি আছে? এবং সেই সকল আশ্চর্য্য কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার জ্ঞান স্বরূপ কারণের প্রতি যাহার বিশ্বাস এবং চমৎকার না অথবা তাহার বুদ্ধি অংশে হীনতা ব্যতীত আর কি বলা বাইতে পারে?



সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের

বক্তৃতা

২৭ আষাঢ় ১৩৭০ শক।

নবিরচোৎকরিতামাস্যোদ্যোগসাহিত্যঃ।
নাস্যাত্মনোদ্যোগিনি প্রকাসনৈমেনমাত্মনাম্।

যে যাকি দুঃখ হইবে বিবর্তন হইবে না, ইন্দ্রিয় চা-

লিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবে না, যাহার চিত্র সমাধি হইবে না, এবং কর্ম সল কামনা প্রভৃতি যাহার মন পাপ হইবে না সে যাকি প্রধান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে না।

উক্ত শ্রুতি দ্বারা স্পষ্ট, ব্যস্ত হইতেছে যে পরমান্নাকে প্রাপ্ত কিয়া তাহার অনুগৃহীত পাত্র হইবার নিমিত্তে মনুষ্যের প্রথমে স্বভাব ও স্বচরিত্রগণিত হওয়া আবশ্যিক। যদিও এতদ্ব্যতীত মনুষ্যের মনে মনে প্রাকার ধর্ম ও রীতিবন্ধ প্রাপ্তি স্মৃতি, কিন্তু সত্য, কামা, দয়া, অস্তুর প্রভৃতি কঠিন প্রার্থনা বিহিত ধর্ম সকল দেশে ও সকল জাতি সম্বন্ধে সমানরূপে মান্য হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিপালনে কোন জাতি ও কোন ধর্মাবলম্বিব্যক্তির অ-নৈক্যতা ও অসম্মতি দৃষ্ট হয় না। যে কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিত প্রিয়, পর দ্রব্যে নিষ্কাম হইতেন, তিনি ইহ লোকে সর্বজন সমীপে ও পরলোকে ঈশ্বর সমীপে প্রশংসনীয় ও আদরনীয় হইবেন। তদ্ব্যপ-রীত্যাচারে বহুপচারে ঈশ্বরার্চনা করিলেও ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও মনুষ্যের নিকট উপায়া হইতে হয়। অনেক মনুষ্যের এমত এক সংস্কার আছে যে দুর্কর্ম দ্বারা অর্ধোপাঙ্কন করিয়া যদি তাহা কোন পুণ্যানিতে ব্যয় করা যায়, তবে তদ্ব্যতীত জন্মিত পাপক্ষয় হয়। কিন্তু ইহা কোনমতেই হইতে পারে না, এ কেবল এক কুলংকার মাত্র, যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম করিবেক, তাহার ফল ভোগে মনুষ্যই তাহাকে করিতে হইবেক যথা “অবশ্য মেব ভোগ্যংকৃতং কর্ম ভোগ্যতং”। পরন্তু পরমেশ্বর, যিনি সর্বশাক্ত, করুণাকর, ও ন্যায়বান, তাহাকে অন্যের অপকৃত দ্রব্য দ্বারা অর্চনা করিলে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ইহা কোন মতে হুক্তি সিদ্ধ হয় না। যখন কোন মনুষ্য ধার্মিক হইলে অন্যায়ভির্জিত দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইতেন না, তখন তাহাতে সা-ক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ অর্থাৎ পাত্রের তুচ্ছ হওয়ার বিষয় কি!

কোন কোন মহাত্মার কহিয়া থাকেন যে সত্য করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়? বেদ পাঠ করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়? বক্তৃত্ত করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়? উত্তর, যদি

প্রজ্ঞা থাকে তবে অবশ্যই হয়। ঈশ্বর পরা-
য়ণ ও তরুণাবান ব্যক্তিই এই আনন্দময়
জগৎ সংসার স্বরূপ বৃহৎ পুস্তকের সকল
পাত্রেই প্রজ্ঞাকে পাঠ করিয়া বিপুল নি-
র্গম আনন্দহিল্লোলে ডাসমান করেন। তাঁ-
হার চিত্তের আনন্দ তিনিই জানেন, অন্যে
কখন জানিতে পারে না। সামান্য ব্যক্তিয়া
ইন্দ্রিয় জন্য সামান্য স্বপ্ন প্রাপ্তির নিমিত্তে
যশস্বী বাস্ত, কিন্তু তাহা ভোগান্তে তাহার
প্রতি নিষ্কৃতি ও শূণ্য জন্মে। ঈশ্বরালোচনা
জনিত স্বপ্নের অর্থ নাই। ভোগে তাহার
বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি বদ্যচ নিষ্কৃতি হয়।
তদ্বিষয়ে যত আলোচনা করা যায়, ততই
আনন্দের উৎস চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে
থাকে। যিনি আত্মরূপ চিনি আত্মার সহিত
সংগত করেন ও আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন
এবং সর্বদা আত্মাকেই ভোগ করেন। অ-
সীম ও অচির ক্রীড়ামিতে তিনি কখন আসক্ত
ও মগ্ন করেন না, তিনি ইহ লোকেই ব্রহ্মকে
প্রাপ্ত করেন। ১৭ সৌন্দর্যে নন্দনকামানন্দ-
ত্রয়ঙ্গা বিপশিত্তি ১১ পাছার প্রজ্ঞা নাই তা-
হার কোন রূপেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না
বের পাঠে হয় না, অরণে হয় না, বেধার হয়
না এবং অন্য কোন প্রকরণে হয় না। প্রজ্ঞা
কোন অনুরোধেরও অধীন নহে তাহা বাহ্যিক
হয় তাহা স্বতই হয়। তৎ সঙ্গর ও তরু-
দ্রেক বালক কালেতেও প্রতীর্ণমান হয়, পরে
উত্তরোত্তর তদনুশীলনে জ্ঞান সহযোগে তা-
হার আধিক্য হয়।

পবন সত্যর ও বস্তুতার এই মহাক্ষণ বে
ওদার যদ্যপি আন্ত ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্তি না
সুইক, তথাপি তদালোচনা দ্বারা অম্বকের
সুদীর্ঘ ও সুখভাঃ ও সুচরিত্র হওরা সম্ভব।
আমি সত্য মহাশরদ্বিগকে জিজ্ঞাসা করি
তাঁহার অক্ষপটে দ্যক্ত করুন যে এ লতা
এখানে হওয়ার্তে কি অনিষ্ট হইয়াছে? সপ্তা-
দের মধ্যে এক দিবস এই রবিবারে যে সজা
হইয়া থাকে ইহাতে মহাশরেরা অন্য অন্য
দ্বিগলপেকা এই দিবসে যে কি কিং অকথাদি
করেন তদ্বারা আপনারদিগের মন কি কিং
আত্ম হয় কি না? ঈশ্বরের প্রতি কি কিং

ভক্তি হয় কি না? সৎকর্ম করণে কোন কাল
জন্মও ইচ্ছা হয় কি না? এবং এই সংসার
অচির ও ক্ষণ জন্মর এবং এক পরমেশ্বর মাত্র
মিত্য এমত বোধ হয় কি না? যদ্যপি ই-
হার কিয়ৎংশও হয়, তবে অবশ্য কহিতে
হইবে যে সত্যরদ্বারা উপকার হইতেছে ও
তালা হইলেই ক্রমে পরিণামে মিত্য-
বন্দ জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান হইল এমত বোধ
করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন মহাশ-
রেরা সত্যর না আশিয়া ও তাহার গুণাগুণ
না জানিয়া সত্যর প্রতি শ্বেষ মৎসরতা প্র-
কাশ করেন, ইহার উচিত্যানোচিত্য মহা-
শরেরা বিচার করিবেন। অতএব সকলের
প্রতি অননুর পুরস্কার নিবেদন করিতেছি যে
যাহাতে এমতা চিরস্থায়িনী হয় তাহার প্রতি
বস্তুবাদ হউন।

শ্রীকৃষ্ণোদ্বিগ্ন মিত্র।
সম্পাদক।

নীতিসার

- ২৩৪ ঐশ্বর্য অপেক্ষা পথ্য শীঘ্র নীরোগ করে।
- ২৩৫ এই সূক্তিকে অধ্যয়ন না করিয়া কেবল
পুস্তক অধ্যয়ন করিলে কেহ বিজ্ঞ হয় না।
- ২৩৬ বেধানে জ্ঞান দানন করে সেখানে
শান্তি ব্যাপ্ত হয়।
- ২৩৭ সেই যথার্থ দ্বিত্ব যে কিছুতেই সঙ্কট
হয় না।
- ২৩৮ ধর্ম্মেতেই কেবল নিশ্চিত স্বপ্ন।
- ২৩৯ ধার্মিক ব্যক্তিকে প্রজ্ঞা করিবে এবং
তাঁহার ব্যবহারের অনুবর্তী হইবে।
- ২৪০ যত্ন আশ্রয়ক আত্ম প্রসাদকে জের আ-
নিবে।
- ২৪১ আত্ম রক্ষা প্রধান বিষয়।
- ২৪২ মহাশ্রাদ্বিগের নিকটে বিপদ কষ্টক শূন্য
হয়।
- ২৪৩ অশেষ শত্রুরকে দুর্বল করে এবং ম-
নকে ধ্বংস করে।
- ২৪৪ পাপ এবং দুঃখ স্বরূপ মহাশর।

- ২৪৫ ধর্ম ক্রয় করিবার জিনিসে ধর্মকে বিক্রয় করিবে না।
- ২৪৬ সংলোকের বংশের অনুসন্ধান নিষ্পয়োজন।
- ২৪৭ অকপটতা সমুদয় ধর্মের মূল।
- ২৪৮ সন্দিক্ত মন বন্ধুতার বিষয়।
- ২৪৯ অন্যের হিত্র অশ্বেষণ অপেক্ষা আপনায় হিত্র অশ্বেষণে ব্যস্ত হইবে।
- ২৫০ গভীর জলে বড় শব্দ হয় না।
- ২৫১ দুর্ভাগ্য কখন অপেক্ষা বোন থাকে।
- ২৫২ যে আপনায় বিশ্বাস নষ্ট করে, সে অন্যের বিশ্বাস রক্ষা করিতে কখন সমর্থ নহে।
- ২৫৩ স্বীয় সাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অহানিদ্ধ হয়।
- ২৫৪ আত্ম বার্তা অনুতার সহিত কহিবে।
- ২৫৫ দুর্জনের সৌভাগ্য অসমকাল স্থায়ী।
- ২৫৬ পরিভ্রমী পরিভ্রমের স্থিত্রা রাজাদিগের অশ্রাণ্য।
- ২৫৭ বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞানোপদেশ গ্রহণে লজ্জিত হইবে না।

সংবাদ

পরম আত্মানন্দ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীমাদ্ মহারাজা মহতাবচস্র বাহাদুর বর্জনে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার সমাজে যে ছই জন উপাচার্য্য পূর্বে ছিলেন, মহারাজা তাঁহারদিগের উত্তরকে জাহাজে ব্রতি করিয়াছেন। সমাজস্থ বঙ্গ্যাপি অঙ্কত হয় নাই, অবশ্য হইলার তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে।

এ সময়ে যে জিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন, ইহা অতি শুভ চিত্র কারণ এ মহাকাব্য সাধন জিনিসে বঙ্গদেশে তাঁহার উল্য উপায়কর আর বিতীর ব্যক্তি নাই। তাঁহার প্রেরিত বঙ্গ্যাপি

আছে, এপর্যন্ত কেবল উচ্চার অভাব ছিল, এইক্ষেণে যখন তাঁহার অন্তঃকরণে এত মনুষ্য ইচ্ছার সঞ্চার হইয়াছে, তখন জগদীশ্বর তাঁহাকে ক্রমশঃ কৃতার্থ করিবেন, এবং তাঁহার মহাকীর্ত্তি সর্বোপরি উজ্জ্বল হইবে; চিরস্থায়িনী হইবে।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র গুপ্তবাগীশ মহাশয়ের পরিবর্তে সহকারী সম্পাদক পদে অন্য এক জন নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ১৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাত্ ৭ ঘটিকার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাপ্ত হইবেন।

শ্রীমুদ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ
বিক্রয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২০

দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ ৫

বুদ্ধি সহিত কঠামি সংশোধনিতং ২

বস্তবিচার ১

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন ১০

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০

বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ১০

সংস্কৃত পাঠোপকারক ১০

ভূগোল ১০

পদার্থ বিদ্যা ১০

বর্ণমালা ১০

ইংরাজি ভাষার জ্ঞতি প্রকৃতি ১০

ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসংঘের কতি-
পর অধ্যায় ও অন্তঃস্থ বিষয় ১০

বেদান্তিক ভাষি মনস্বিত্যকোট ১০

ব্রাহ্মসমাজ পুস্তক ১০

শৈল্পিক প্রকৌষ ১০

কঠোপনিষৎ.....

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

রক্তজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত হ. ম. এলিএট সাহেব চতুর্দশ সংখ্যক 'কলিকাতা ওরিএন্টাল মেগেলীন' নামক ইংরাজি গ্রন্থের এক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় চ. ব্যাবেজ সাহেবের রুত 'ইকনমি আব মেগিনরী এণ্ড ম্যানু ফ্যাব্রিকার' নামক গ্রন্থের এক খণ্ড, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিণ্ডেশ সাহেবের রুত 'বাঙ্গলা ইংরাজি অভিধান' গ্রন্থের এক খণ্ড প্রদান করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত ড. ম. নিচেল সাহেবের সহিত শ্রীযুক্ত পেন্ডোন্সকী মনকজীর 'খ্রীষ্ট ধর্ম বিহরণের বিচার' গ্রন্থের এক খণ্ড ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সত্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উক্ত মর্মে প্রকৃত হইবে, এবং তদুদ্বারা সভার বহু উপকার হইবেক ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম বাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত

আছে, তাহার বিক্রয় প্রতি রিম হুই টাকায় যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ে আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাধিকারি যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।



বিজ্ঞাপন

যাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহার পত্র দ্বারা জানাইবেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

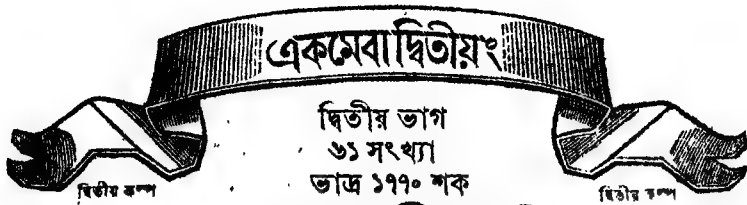
বিজ্ঞাপন

ত্রাকসমাজ ।

আগামী ৬ তারিখ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে মাসিক ত্রাক সমাজ হইবেক ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ।
উপাচার্য ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চলিতাকার মনোরমের যোগাঙ্গীভাষিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় ।—ইহার মূল্য একটাকায় ১০ আনব্দ সহ ১৯০৫ । কলিকাতা: ৪২৪৯ ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ভাষাভাষাঃ পুস্তকাদিভিঃ সংস্কৃতভাষাভিঃ শিক্ষা উপায়াভিঃ নিরুক্তং হ্রদোপযোগিত্বমিতি ।
অথ পরা যথা ভদ্রকরমধিগম্যতে ॥

ঋত্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে

প্রথমং সূক্তং

মেধাতিথিকবিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ

ব্রহ্মণস্পতির্দেবতা

১৭৭

১ সোমানং স্বরণং রুণুহি ব্রহ্মণ-
স্পতে । কৃকীবন্তু যত্তশিজঃ ।

১ হে ব্রহ্মণস্পতে দেব সোমানং সোমাভিব-
করানং মাং স্বরণং প্রকাশতং কুশি কুর বধো
'কৃকীবন্তু' কৃকীবরামানং ঋষিঃ প্রকাশতং প্রকার
ত্বং ॥ 'কৃকীবাতু' কৃকীব 'মাং' ঐশিঃ 'উশিজ' ঐশিজ
পুত্রঃ ।

১হে ব্রহ্মণস্পতি! সোমের অভিবব কর্তা
যে আমি আমাকে তেজস্বী কর, যেমন
ঐশিজ কবির পুত্র কৃকীবান্ন কথিকে তেজস্বী
করিয়াহ ।

১৭৮

২ যোরেবান্ যো অমীবহা বসু-
বিং পুস্তিবর্জনঃ । সনঃ সিবক্ত
বস্তুরঃ ।

২ 'যো' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'যোরেবান্' ইন্দ্রঃ 'বসু-
বিং' বসুভিঃ 'পুস্তিবর্জনঃ' পুস্তিবর্জনঃ 'সনঃ' সনঃ 'সিবক্ত'
সিবক্তঃ ॥

'অমীবহা' রোগহতা 'বসুবিং' ধনমাং জাতা 'পু-
স্তিবর্জনঃ' পুস্তিবর্জনিতা 'সনঃ' 'সনঃ' অহো-
পেতাঃ 'সনঃ' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'মঃ' অম্বান 'সিবক্ত' অনু-
পুস্তিবক্ত ॥

২ যমবান্, রোগহতা, সকল ধনের জাতা,
পুস্তির রক্ষিকারী, ব্রহ্মণস্পতি যে ব্রহ্মণস্পতি
তিনি আমারদিককে অনুগ্রহ করুন ।

১৭৯

৩ মা নঃ শংসো অরুরবোধুর্ভিঃ
প্রণ্ডুমন্তস্য । রক্ষা পো ব্রহ্মণ-
স্পতে ॥

৩ 'অরুরভঃ' উপনুবং তর্কুমাগতস্য 'মবীনাঃ'
মবীনাঃ 'পুস্তিঃ' হিংসা তথা 'শংসঃ' তিরস্কারঃ
'মা' অম্বান 'মা-প্রণ্ডু' মাপ্রণ্ডু মাস্পণ্ডু ॥ তদর্থং
হে ব্রহ্মণস্পতে 'মা' মা অম্বান 'রক্ষা' রক্ষ পা-
নয় ॥

৩ উপনুব করিতে আশঙ্ক মনুষ্যের হিংসা
ও তিরস্কার আমারদিককে স্পর্শ না করুক ।
হে ব্রহ্মণস্পতি! আমারদিককে তাহা হই-
তে রক্ষা কর ।

ব্রহ্মণস্পতির্দেবতাঃ সোমো দেবতা

১৮০

৪ সযা কীরোন রিক্ততি বন্দি
শ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ । যোমোহিনো-
স্তি মর্ত্যঃ ॥

৪ 'সযা' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'কীরোন' কীরোন 'রিক্ততি' বন্দি
'শ্রো' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'যোমোহিনো-
স্তি' মর্ত্যঃ ॥

৪ ইন্দ্রঃ 'অং' 'হর্গাং' 'মনুষ্যং' 'হিনোতি' প্রা-
থোতি অনুপৃথক্ তথা 'ব্রহ্মগম্পতিঃ' 'হং' 'হিনোতি
তথা' 'সোমঃ' 'সং' 'হিনোতি' 'সঃ' 'হা' 'হ' 'এব' 'বীরঃ'
বীর্যমুকঃ 'মন' 'ন' 'রিহতি' 'বিনশতি'।

৪ ইন্দ্র, ব্রহ্মগম্পতি, সোম ই' হারা যে
মনুষ্যকে অনুগ্রহ করেন সেই বীর; সে
কখন নষ্ট হয় না।

ব্রহ্মগম্পতিরিন্দ্রঃ সোমোদক্ষিণা দেবতা

১৮১

৫ স্বং তং ব্রহ্মগম্পতে সোমই-
ন্দ্রশচ মর্ত্যং । দক্ষিণা পাত্বংক-
সঃ ১১১১৩৪১

৫ হে ব্রহ্মগম্পতে 'জং' 'হং' 'হর্গাং' 'মনুষ্যং'
'অং' 'সঃ' 'পাথাং' 'পানি' 'রক্ষসি' 'তং' 'মনুষ্যং' 'সো-
মঃ' 'পাত্ব' 'ইন্দ্রঃ' 'পাত্ব' 'দক্ষিণা' 'দেবী' 'চ'
পাত্ব ১১১১৩৪১

৫ হে ব্রহ্মগম্পতি! তুমি যে মনুষ্যকে
পাপ হইতে রক্ষা কর, সোম, ইন্দ্র এবং
দক্ষিণা দেবী তাহাকে রক্ষা করুন। ১১১১৩৪১

সদসম্পত্তিদেবতা

১৮২

৬ সদসম্পত্তিমন্তু তং প্রিযমিন্দু-
স্যা কাম্যং স্নিৎ বেধামবাসিষং ।

৬ 'অদুতং' 'আর্কর্থাভরণং' 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিযং'
'কাম্যং' 'ভয়নীচং' 'স্নিৎ' 'ধনস্য' 'হাতারং' 'সদস-
স্পতিঃ' 'সেহং' 'বেধাম' 'বুদ্ধিং' 'সহুং' 'অবাদিষং'
প্রাপ্যবাসিষ ।

৬ অদুত, ইন্দ্রের প্রিয়, আর্থবীর এবং
ধানের দাতা। সদসম্পত্তি দেবতাকে জানলা-
কের নিমিত্তে আমি প্রাণ্ড হইয়াছি।

১৮৩

৭ যন্মাদতে ন সিধ্যতি যজ্ঞোবি-
পশ্চিতশ্চন । সধীনাং বোগনি-
ছতি ।

৭ 'যন্মাদ' 'সদসম্পত্তিবেধাং' 'জ্ঞে' 'বিনা' 'বিল-
ক্ষিত্য' 'জানবতা' 'যজমানস্য' 'চন' 'অপি' 'যজা' 'হ' 'সি-
ধ্যতি' 'সঃ' 'সেহং' 'অভ্যাকং' 'ধীনাং' 'বুদ্ধিভাং' 'সো-
পা' 'সম্বতা' 'ইহতি' 'হ্যাথোতি' ।

৭ যে সদসম্পত্তি দেবতা বিনা জানবান-
যজমানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না সেই সদস-
ম্পত্তি দেবতা আমাদিগের বুদ্ধি বোগকে
প্রশস্ত করুন।

১৮৪

৮ আদ্বোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং
রুণোত্যধ্বরং । হোত্রা দেবেষু গ-
চ্ছতি ।

৮ সদসম্পত্তি 'আং' 'হবিপ্রাণ্ডারধরণং' 'হবিষ্কৃ-
তিং' 'হবিনোপ্যানবুকং' 'যজমানং' 'জ্ঞে' 'দোতি' 'হবিষ্কৃ-
তি' 'তথা' 'প্রাঞ্চং' 'অধিতেন' 'সর্বাভিযুক্তং' 'অধ্বনং'
যজ্ঞং' 'কুশোতি' 'করোতি' 'হোত্রা' 'দেবমানা' 'সঃ'
দেবতা' 'যজমানং' 'প্রাণ্যাপরিভুং' 'মেহে' 'গচ্ছতি' ।

৮ সদসম্পত্তিদেবতা হবিঃপ্রাণ্ডির পর হবি-
হাতা যজমানকে বৃদ্ধি করেন এবং দিক্ষিৎসে
র্তাহার যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও আহুতি বিশি-
ষ্ট হইয়া তাহাকে বিখ্যাত করিবার নিমি-
ত্তে অন্য দেবতাদিগের নিকটে গমন করেন।

নরাশংসোদেবতা

১৮৫

৯ নরাশংসং সুধুক্তমমগশ্যং
সপ্রথস্তমং । দিবান সন্ধ্যামথ-
সং ১১১১৩৪১

৯ 'সুধুক্তমং' 'আধিতেন' 'দ্যুতী' 'সুধুক্তং' 'সপ্রথস্তমং'
'অতিস্বেন' 'প্রাণ্যতং' 'সন্ধ্যামং' 'প্রাণ্ডে' 'সন্ধ্যাং'
'নরাশংসং' 'সেহং' 'অগশ্যং' 'পাত্বুত্যা' 'বুদ্ধিমানসি'
'দিবা' 'দ্যুলোকায়' 'হ' 'ইহ' 'যথা' 'দ্যুলোকায়' 'বৃত্বান'
তথং ১১১১৩৪১

৯ পরাধর বিহীন, বিখ্যাত তেজবী,
নরাশংসে দেবতার দ্যুলোকের ন্যায় আমি
কর্ম করিয়াছি। ১১১৩৪১

ষিতিং সূক্তং

যেথাত্তি বিকাকিঃ ষায়জ্ঞং হৃদাঃ
অধিমরতো দেবতা

১৮৬

১ প্রতি ক্যং তারুস্বয়ং গোপী-

ধাষ প্রস্থসে । মরুস্তিরম্মআ-
গহি ।

১ 'তাম্' তৎ প্রসিদ্ধং চারুং অদ্বৈতকলা শূন্যং
'অক্ষরং' যজ্ঞং 'প্রতি' 'গোপীশায়' সোমপানীয়
সম্মান জন্মং 'প্রস্থসে' আর্হসে শ্রদ্ধিষ্টিঃ । তস্মাৎ
যে 'অগ্রে' 'মরুতি' 'নহ' 'আগহি' 'আগচ্ছ' ।

১ সোমপানের নিমিত্তে সর্কাজ সম্পন্ন
যজ্ঞোক্তে কৃত্বিক সকলদ্বারা তুমি আহুত
হইতেছ, অতএব হে অগ্নি! মরুকাণের
সহিত আগমন কর ।

১৮৭

২ ন হি দেবোন মর্ত্যোনিহস্তব
ক্রতুং পরঃ । মরুস্তিরম্মআগহি ।

২ মআৎ 'মহা' 'মহতা' 'তব' 'ক্রতুং' যজ্ঞং উল-
জ্যো 'ন' 'দেবঃ' 'পরঃ' উৎকৃষ্টঃ । তথা 'মহীঃ'
মনুষ্যঃ তব যজ্ঞং উলজ্যো উৎকৃষ্টঃ 'ন' 'হি' 'নসু'
যেমনুষ্যাঃ তব যজ্ঞং অনুভিচ্ছি যে চ দেবঃ তব যজ্ঞে
ইচ্ছান্তে চে এহ উৎকৃষ্টঃ ইত্যর্থঃ । অতঃ হে 'অগ্রে'
'মরুতি' 'নহ' 'আগহি' 'আগচ্ছ' ।

২ মহৎ যে তুমি তোমার যজ্ঞকে উল-
জ্ঞান করিয়া দেবতা কি মনুষ্য কেহই উৎ-
কৃষ্ট হইতে পারেন না, অর্থাৎ যে সকল
দেবতা তোমার যজ্ঞে অর্জিত হইলেন এবং
যে মনুষ্য সকল তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন
তঁাহারাই উৎকৃষ্ট । অতএব হে অগ্নি!
মরুকাণের সহিত আগমন কর ।

১৮৮

৩ বে মাহোরজসোবিদুর্হিস্থে দে-
বাসো অক্রহঃ । মরুস্তিরম্মআগহি ।

৩ 'দেবাসঃ' যোগ্যমানঃ 'অক্রহঃ' প্রোহরহিতাঃ
'হিস্থে' নরঃ 'যে' 'মরুতাঃ' 'মহোরজসঃ' 'মহতা' উৎ-
কৃষ্টা বরংপ্রাকৃত্যুং 'বিদুঃ' জ্ঞানি যে 'অগ্রে' ইত্যঃ
'মরুতি' 'নহ' 'আগহি' ।

৩ দীপ্তিমান যোগ্য হইতে যে সকল ম-
রুকাণ মহা বৃষ্টির অক্ষরণ আনেন হে অগ্নি!
সেই মরুকাণের সহিত আগমন কর ।

১৮৯

৪ ষ উগ্রাশ্বকর্মানুচরনাশ্চাস্তা
জসা । মরুস্তিরম্মআগহি ।

৪ 'উগ্রাঃ' দীপ্তাঃ 'ওজসা' বনেন 'অন্যদুর্কীনাঃ'
সর্কোতাঃ শ্রুগলাঃ 'যে' 'মরুতাঃ' 'অক্রহঃ' উৎকৃষ্টঃ 'আ-
নুচঃ' অস্তিতবঃ সঙ্গাচিতবঃ ইত্যঃ 'মরুতি' 'চ'
'অগ্রে' 'আগহি' ।

৪ উগ্র এবং সকল দেবতা হইতে প্রবল
যে সকল মরুকাণ জল সম্পন্ন করেন হে অগ্নি!
তঁাহারদিগের সহিত আগমন কর ।

১৯০

৫ যে শুভ্রাঘোরবর্ষসঃ সৃক্ষত্রা-
সোরিশাদসঃ । মরুস্তিরম্মআগ-
হি । ১ । ১ । ৩৬ ।

৫ 'শুভ্রাঃ' শুভ্রবর্ণোপেতাঃ 'ঘোরবর্ষসঃ' উগ্রবর্ণ-
বর্ষাঃ 'সৃক্ষত্রাঃ' সৃক্ষত্রাঃ শোভনধারোপেতাঃ 'রি-
শাদসঃ' হিংসকান্যঃ কক্ষত্রাঃ 'যে' 'মরুতাঃ' ইত্যঃ 'মর-
তি' 'হে' 'অগ্রে' 'আগহি' । ১ । ১ । ৩৬ ।

৫ শুক্ল বর্ণ, উগ্র, ঐশ্বর্যশালী, এবং হিং-
সকদিগের তক্ষক যে মরুকাণ তঁাহারদিগের
সহিত হে অগ্নি! আগমন কর । ১ । ১ । ৩৬ ।

১৯১

৬ যে নাকস্যার্ধিরোচনে দ্বিবি-
দেবাসু আসিতে । মরুস্তিরম্মআ-
গহি ।

৬ 'যে' 'মরুতাঃ' 'নাকস্য' নৃশ্বরিহিতস্য নৃশ্বাসঃ
'দ্বিবি' উপরি 'রোচনে' দীপ্যমানে 'দ্বিবি' দ্বালো-
তে 'দেবাসঃ' দীপ্যমানঃ 'আসিতে' তিষ্ঠতি ইত্যঃ
'মরুতি' 'হে' 'অগ্রে' 'আগহি' ।

৬ যে সকল মরুকাণ সূর্য লোকের উ-
পরে দীপ্যমান স্বর্ণলোকে বিরাজমান
আছেন হে অগ্নি! তঁাহারদিগের সহিত
আগমন কর ।

১৯২

৭ ষইশ্বযন্তি পর্বতানু তিরঃ সমু-
জমণবৎ । মরুস্তিরম্মআগহি ।

৭ 'যে' 'মরুতাঃ' 'পর্বতানু' দেবানু 'ইশ্বযন্তি' চাল-
যন্তি তথা 'অর্ধবৎ' বহুকনুজং 'সমু-
জমণবৎ' তিরঃ 'তিরঃ' তিরস্কর্তি সনুসন্য জলং তাত্মযন্তি ইত্যঃ 'মরুতি' 'যে'
'অগ্রে' 'আগহি' ।

৭ যে মরুকাণ মেঘ দকলকে চালনা
করেন এবং অগ্নিই সমুদ্রকে তাত্মা করেন

হে অগ্নি ! তাঁহারদিগের সহিত আগমন কর ।

১১৩

৮ আ য়ে তত্ত্বান্তি রশ্মিভিস্তিরঃ স-
মুদ্রমোজসা । মরুন্দিরয়্যাগার্গিহ ।

৮ 'য়ে' মরুন্দিঃ সূর্য্যাস্য 'রশ্মিভিঃ' 'আ - তত্ত্বান্তি'
অন্তিমশক্তি বিস্কৃত্যঃ স্তম্ভিত তথা' ওজসা' বসেন 'সমু-
দ্রা' 'জিহ্বা' 'তিরস্কৃতি ইত্যঃ' 'মরুন্দিঃ' 'সে' 'অগ্নে'
'আগতি' ।

৮ য়ে মরুন্দিগণ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বিস্কৃত
হয়েন এবং বল দ্বারা সমুদ্রকে তাক্রমা করেন
হে অগ্নি ! তাহারদিগের সহিত আগমন
কর ।

১১৪

৯ অতিত্বা পূর্বপীতয়ে সূজ্যমি
সোমায় মধু । মরুন্দিরয়্যাগ-
র্গিহি । ১ । ১ । ৩৭ ।

৯ 'পূর্বপীতয়ে' পূর্বকালে প্রসূতঃ পানীয়ঃ জা-
জ্ঞানং পুত্রি' 'সোমায়' 'সোমলভ্যজিনঃ' 'মধু' 'মধুরসমঃ'
'অতি-সূজ্যমি' 'অতিসূজ্যমি সর্গঃ' 'সম্পন্নমামি হে'
'অগ্নে' 'জা' 'মরুন্দিঃ' 'সে' 'আগর্গি' । ১ । ১ । ৩৭ ।

৯ তোমার সোমপান পূর্ব কাল হইতে
প্রসিক্তই আছে, এই চেতু আমরা তোমার
নিমিত্তে এই সোমের মধুর রস সম্পন্ন করি-
তেছি, অতএব হে অগ্নি ! মরুন্দিগণের স-
ক্ৰিত কৃষ্ণি আগমন কর । ১ । ১ । ৩৭ ।

৮টি প্রথমটিকে প্রণামোধ্যতে ।

তৃতীয়ং সূক্তং

সেধাতিথিসাধিঃপরিত্রঃ হৃন্দঃ
ঋতদোদেবতা

১১৫

১ অযন্দেবায় জন্মানে স্তোমো-
বিপ্রৈভিরাসুযা । অকারি রত্ন-
ধাতমঃ ।

১ 'জন্মানে' জন্মানাৎ ওজ্জনারে ওজ্জবোধিঃ সমুদ্রাঃ
সহস্রপাদসেবজঃ প্রাণাঃ স্বপ্নঃ-যঃ একতন্ত্রভেদে-জ-

অগ্নেন নির্দিষ্টযতে তইব 'দেবায়' 'রত্নধাতমঃ' ধনকা
সাধনিকা' 'সুযা' 'স্তোমঃ' 'স্তোত্রঃ' 'বিপ্রৈভিঃ' 'জি-
হ্বিঃ' 'আসয়া' স্বকীয়েন আসোমঃ 'অকারি' বিলাপ-
নিত্যঃ ।

১ ঋতু নামক দেবতাগণের প্রীত্যর্থে
ধনসাধক এই স্তোত্র, ঋত্বিক সকলের মুখ
হইতে নির্গত হইয়াছে ।

১১৬

২ যইন্দ্রোষ বচোযুজ। ততক্ষুর্মা-
নসা হরী । শর্ষাতিবৃজ্ঞনাসত ।

২ 'য়ে' 'জ্জবঃ' 'ইন্দ্রোষ' 'ইন্দ্রোণঃ' 'বচোযুজা'
বচোযুজৌ ধাং যাজেব রথং যুক্ত্যামানৌ 'হরী' 'অসৌ'
'মমসা' 'ততক্ষুঃ' 'সম্পাদিতবজঃ' 'দে' 'অকবঃ' 'শর্ষাতিঃ'
'চমসাদিসং' 'ছাররপৈঃ' 'জজ্জতিঃ' 'মজ্জৎ' 'আশত'
হ্যাপ্তবজঃ ।

২ কহিবা মাত্র রথে যুক্ত্যমান হয় যে
অশ্বময় তাহাকে যে ঋতু দেবতার। ইন্দ্রের
নিমিত্তে মন হইতে সূজন করিয়াছেন, তাঁ-
হার। চমসাদি সংকার রূপ কর্ণধার। যজ্ঞেতে
দ্যাগু রহিয়াছেন ।

১১৭

৩ তক্ষুন্নাসত্যাত্যং পরিজ্ঞানং
সুধং রথং । তক্ষন্ বেনুং সর্ব-
ক্ষুয়াং ।

৩ 'পরিজ্ঞানং' পরিভোগদ্বারং 'সুধং' সুধস্বরং
'রথং' 'নাসত্যাত্যং' 'অধিনীকৃত্যারপ্রীত্যর্থাৎ' 'অভয়া'
বেদাঃ' 'তক্ষন্' 'অতক্ষন্' 'সম্পাদিতবজঃ' । তথা' 'সর্ব-
'ক্ষুয়াং' 'স্বীকরণোক্ত্যুং' 'তাঞ্জিৎ' 'বেনুং' 'তক্ষন্' 'অত-
ক্ষন্' 'সম্পাদিতবজঃ' ।

৩ ঋতু দেবতার। অধিনীকৃত্যার দ্বার
প্রীতির নিমিত্তে সর্জনধারী স্বর্ষকর রথ
নির্মাণ করিয়াছেন এবং হৃদবতী খেদ সৃষ্টি
করিয়াছেন ।

১১৮

৪ যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমহ্মা
ঋজ্ববঃ । ঋতবৌ বিষ্ঠাক্রত ।

৪ 'সত্যমহ্মা' 'অধিবশ্বরসমবেদ্যোপেতাঃ' 'ঋ-
জ্ববঃ' 'হবর্ষিতাঃ' 'বিষ্ঠা' 'বিষ্ঠাক্রতঃ' 'সত্যমহ্মা' 'ঋ-

অন্য বৈধা 'শিতরা' শিতরে তকীমী বুদ্ধবলি
'পুং' 'বুঝা' বুঝাণী 'অবৃত' অকর্ষিত-
বতা।

৪ অব্যর্থ বস্তুশক্তি সম্পন্ন, হল রহিত,
সর্বত্র ব্যাপী শুভ দেবতার। ধীর বুদ্ধ পিতা
মাতাকেও পুনর্বার হ্যা করিয়াছিলেন।

১১৯

৫ সংবোধনসৌম্যগুণেত্রোচ
নরুদ্ভতা। আদিত্যোতিশ রাজ-
ভিঃ ১১২১১।

৫ যে বস্তুস্বরূপ 'বুদ্ধাণ' 'স্বাভাবিকভাবে' স্বাভাবিক
কায় সৌম্য 'মহানন্দ' 'মহানন্দ' 'মহানন্দ' 'মহানন্দ'
'বাহুভিঃ' 'বাহুভিঃ' 'আদিত্যোতিঃ' 'আদিত্যোতিঃ' 'ত'
নং 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত'
১১২১১।

৫ কে শুভ দেবতা সকল। তোমরা বর-
লাভ ও ইচ্ছা এবং বীণামান সূর্যের সহিত
আনন্দ ভ্রমক লোক রস পান করিয়া থাক।
১১২১১।

২০০

৬ উত ত্যং চন্দ্রমং নবং স্বর্কুর্দে-
বন্য নিষ্কৃতং। অকর্তৃ চতুরঃ পুনঃ।

৬ অর্থাৎ 'নবং' 'নিষ্কৃতং' 'নিষ্কৃতং' 'নিষ্কৃতং'
তং 'নবং' 'নবং' 'চন্দ্রমং' 'চন্দ্রমং' 'তং' 'তং'
'উত' 'অপি' 'অপি' 'অপি' 'অপি' 'অপি' 'অপি'
চন্দ্রমং 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত' 'অবৃত'

৬ শুভ দেবতার, কৃত এক মাত্র সূতন
চন্দ্র পাত্র আহার দিয়া শুভ দেবতার। চত-
ুর করিলেন।

২০১

৭ তেনোরস্থানি বস্তন জিরা সা-
স্তানি সূর্যতে। একনেকং সুশ-
স্তিকিঃ।

৭ 'তে' 'বস্তন' 'বস্তন' 'বস্তন' 'বস্তন'
'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে'
'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে'
'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে'
'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে' 'সূর্যতে'

৭ যে শুভ দেবতা নং। একনেকং সূর্যতে

শুভি যাত্রা শুভ হইয়া আমারদিগের সৌম্য-
ভিম্বকারী বজ্রমনি কে উত্তম, মধ্যম, অবন,
তিন প্রকার অব্যর্থ একে দান কর এবং কর্ণ
সকল সম্পন্ন কর।

২০২

৮ অধারবস্ত্র বক্রবোভিজন্ত সূ-
রুত্যবা। ভাগং দেবেবু যুক্তি
যং ১১২১২।

৮ 'বক্র' 'বক্র' 'বক্র' 'বক্র' 'বক্র' 'বক্র'
'ভাগং' 'ভাগং' 'ভাগং' 'ভাগং' 'ভাগং' 'ভাগং'
'দেবেবু' 'দেবেবু' 'দেবেবু' 'দেবেবু' 'দেবেবু' 'দেবেবু'
'যুক্তি' 'যুক্তি' 'যুক্তি' 'যুক্তি' 'যুক্তি' 'যুক্তি'
১১২১২।

৮ বক্র বিক্রান্ত ক্রু স্কল, দেবত্ব প্রাপ্ত
হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং বক্র
ক্রান্ত লাম্ব রূপ ব্যাপারেতে দেবতারিগের
মধ্যে স্থিত হইয়া বজ্রের ভাণ প্রাপ্ত হইলেন।
১১২১২।

চতুর্থং সূক্তং

মেঘাভিবিষয়িঃ পাবত্রং হ্রস্বঃ
ইন্দ্রাণী দেবতা
২০৩

১ ইহেত্রাণী উপলয়েতযোরিৎ
স্তোমম্প্রসি। তা সৌমং সৌম-
পাতমা।

১ 'ইহ' 'কর্তৃ' 'ইন্দ্রাণী' 'সৌম' 'উপলয়ে' 'আহ-
রাণি' 'স্তোম' 'ইন্দ্রাণী' 'স্তোম' 'এ' 'সৌম' 'স্তোম'
'উপলয়ে' 'উপলয়ে' 'উপলয়ে' 'উপলয়ে' 'উপলয়ে'
'স্তোম' 'স্তোম' 'স্তোম' 'স্তোম' 'স্তোম' 'স্তোম'
'সৌম' 'সৌম' 'সৌম' 'সৌম' 'সৌম' 'সৌম'

১ এই কর্ণে ইচ্ছা ও অধি উত্তর দেবতা-
কে আনি আন্বান করিতেছি, সেই উত্তর-
রই ভব করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহারা সকল
দেবতা অপেক্ষা সৌম্যগণ জির অতএব
সৌম্যগণ করুন।

২ তাই হইবে শুভ সন্তোম্যেণী শু-
ভসৌম্যগণ। তাই হইবে শুভ সন্তোম্যেণী শু-
ভসৌম্যগণ। তাই হইবে শুভ সন্তোম্যেণী শু-
ভসৌম্যগণ। তাই হইবে শুভ সন্তোম্যেণী শু-
ভসৌম্যগণ। তাই হইবে শুভ সন্তোম্যেণী শু-

২/৩৫ 'সকল' 'ইন্দ্রায়' 'অসিত্য' 'জ' 'তো' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'হেইজ' 'প্রশংসক' 'তথা' 'উক্ত' 'অনুভব' 'শোভিতো' 'কুরক' 'তথা' 'জ' 'তো' 'সোমবেশু' 'গায়ত্রী' 'পদভেদু' 'হেইজ' 'সর্বো' 'সাম্পদে' 'বসে' 'গা-
হত' ।

২ হেইজ্ঞ স্কল ! তোমরা সেই ইন্দ্র ঐ অগ্নিদেবতাকে যজ্ঞেতে স্থব কর, পা-
লকারে শ্ৰোশোভিত কর এবং গায়ত্রী হুব রচিত মন্ত্র সমুদায় মধ্যে সান মন্ত্র দ্বারা তাঁ-
হারদিগের গুণ গান কর ।

২৫৫

৩ তা মিত্রস্য প্রশস্তবইন্দ্রায়ী
তা হবামহে । সোমপা সোমপী-
তবে ।

৩ 'মিত্রস্য' 'শেষপাত্রস্য' 'সম' 'জ' 'তো' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'প্রশস্তবে' 'প্রশং' 'সিকু' 'বয়ং' 'ইন্দ্রায়' 'সোমপা' 'সোমপানকর্মো' 'জ' 'তো' 'সেবো' 'সোমপী' 'তবে' 'সোম-
পানার্থ' 'হবামহে' 'আহুতায়' ।

৩ আমার প্রিয় পাত্র সেই ইন্দ্র ঐ অগ্নি-
দেবতাকে আমরা প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করি
এবং সোমপায়ী সেই উভয়কে সোমপানের
নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি ।

২০৬

৪ উগ্রা সত্ত্বা হবামহু উপেদং
সর্বনং সূক্তং । ইন্দ্রাগ্নী এহ গ-
চ্ছতাং ।

৪ 'উগ্রা' 'উগ্রো' 'সত্ত্বা' 'সত্ত্বো' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'সূক্তং' 'আহুতবোলেপতং' 'ইন্দ্রং' 'সকলং' 'প্রাতঃ' 'সব-
মসিকং' 'কর' 'উল' 'কারীশ্যাম' 'প্রাপুং' 'হবামহে' 'আহুতায়' 'জো' 'এহ' 'আ-ই' 'ইহ' 'কর্মসি' 'আ-গচ্ছতাং' 'আহুতায়' ।

৪ উগ্র, ইন্দ্র ঐ অগ্নি দেবতাকে সোমাত-
থব যজ্ঞ এই প্রাতঃসবমসি কর্মে অগ্নি-
উস্নের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি । তাঁ-
হারা এই কর্মে অগমন করুন ।

২০৭

৫ তামহাত্তা সম্পত্তী ইন্দ্রাগ্নী-
রক উক্তং । অপ্রকঃ সত্বজিগঃ ।

৫ 'তামহাত্তা' 'সম্পত্তী' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'রক' 'উক্তং' 'অপ্রকঃ' 'সত্বজিগঃ' 'আহুতায়' ।

পানকর্ম' 'জ' 'তো' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'সুভাঃ' 'ইন্দ্র' 'সকলজাতিং' 'উক্তং' 'কৌরুং' 'আহুতায়' 'অগ্নি' 'অভ্যায়' 'অভ্যায়' 'সাক্ষ্যায়' 'অপ্রমাঃ' 'অনুৎপমায়' 'সত্ব' ।

৫ হেইজ্ঞ ঐ অগ্নি দেবতা ! তোমরা
অত্যন্ত গুণশালী ঐ সত্যপালক তোমরা উ-
ভয়ে সাক্ষয় জাতির জরুতা নিরাকরণ কর
এবং তোমারদিগের প্রসাবে হিংস্র সাক্ষয়-
দিগের ধন লোপ হউক ।

২০৮

৬ তেন সত্যেন কাগতমধিপ্র-
চেতুনে পিধে । ইন্দ্রাগ্নী শম্ব ব-
চ্ছতাং । ১ । ২ । ৩ ।

৬ 'সত্যেন' 'অধিভবে' 'তেন' 'কর্মণ্য' 'প্রাপ্যে' 'প্র-
চেতুনে' 'করতোপজ্ঞাপকে' 'পধে' 'সর্বসাক্ষয়দ্বিহানে' 'হে' 'ইন্দ্রায়ী' 'সেবো' 'অধি-
ভাগুতং' 'অধিভাগুতং' 'আ-
ধিসেন' 'সারধানে' 'ভবতং' 'ততা' 'অকৃত্যং' 'সত্ব' 'সুৎ' 'বচ্ছতাং' 'সত্বং' '১।২।৩।

৬ হেইজ্ঞ ঐ অগ্নি দেবতা ! অনুষ্ঠিত
সকল কর্ম দ্বারা প্রাপ্য যে কল ভোগের
জাপক স্বর্ণ লোক, তাহাতে অধিক মনো-
যোগী হও এবং আমারদিগের স্বর্ষবিধান
কর । ১ । ২ । ৩ ।

পঞ্চমং সূক্তং

মেঘাতিথিকি বায়মহংকঃ
অধিনীকুমারী বেবজ

২০৯

১ প্রাতর্বুজা বিবোধবাগ্নিনাবেহ
সচ্ছতাং সূচ্য সোমস্য পিতবে ।

১ 'প্রাতর্বুজা' 'বিবোধবা' 'গ্নিনাবেহ' 'সচ্ছতাং' 'সূচ্য' 'সোমস্য' 'পিতবে' 'আহুতায়' 'জো' 'এহ' 'আ-ই' 'ইহ' 'কর্মসি' 'আ-গচ্ছতাং' 'আহুতায়' ।

১ হোতা করিতেছেন যে যে অধবর্ষ ।
প্রাতঃ সূচ্য অধিনীকুমারী দ্বারের বোধন
কর, ও তাঁহার সোমপান নিমিত্তে এই কর্মে
অগমন করুন ।

২১০

২ বা সুরধা রথীভবোক্ত দেবা
দ্বিবিন্দুশা । অশ্বিনা তা হবা-
মহে ।

২ 'সুরধা' সুরধৌ শোভনরথযুক্তৌ 'রথীভবা' রথীভ-
মৌ অভিশপ্তেন রথিনৌ 'দ্বিবিন্দুশা' দ্বিবিন্দুশৌ দুা-
মোক্তনিধানিনৌ 'বা' নৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'হবা'
হবৌ, 'তা' তৌ 'উতা' উকৌ 'হবামহে' আহবামহা।

২ শোভন রথ যুক্ত, রথীভবগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
স্বর্গলোক বাসী, যে অশ্বিনীকুমার, যার সেই
উক্ত বেষতাকে আমরা আহ্বান করিতেছি ।

২১১

৩ বা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সু-
নৃতাবতী । ভবা যুক্তং মিনিকতং ।

৩ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ দেবৌ 'বাং' বুবাং 'মধু-
মতী' উমুক্তবতী অশ্বমেধেনাসু । 'সুনৃতাবতী' প্রিববা-
গবুদ্ধা গমনবেদায়াং অঘোরতয়া ভাবনরূপ প্রিববাক্য
যুক্তা 'বা' 'কশা' অহতাড়নী বিসাতে 'ভবা' কশয়া
মহ আগতা 'হক্তং' 'মিনিকতং' নিকাশবতং ।

৩ হে অশ্বিনীকুমারস্বর! অশ্বের স্বর্ণ
ছায়াছাত্র এবং গমন সময়ের ভাঁড়ন রূপ প্রিয়
বাক্য যুক্ত যে কশা তাহা হস্তে করিয়া আগ-
মন পূর্বক তোমরা যজ্ঞ নিষার কর ।

২১২

৪ ন হিব্রামস্তি সুরকে বক্রারথেন
গচ্ছথঃ । অশ্বিনা সোমিনোপ্হং ।

৪ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ দেবৌ 'সং' বুবাং 'সো-
মিনা' সোমবতা হজ্ঞানস্যা 'সুরক' 'সুরেন' 'বক্রক'
'বরা' বর পূবে বক্রথা গচ্ছ' 'সুরকে' 'সুরে' 'ন' 'অ-
তি' বক্রতে 'হি' বধু ।

৪ হে অশ্বিনীকুমারস্বর! তোমরা বক্রারা
সোম বাসী যজ্ঞসময়ের পূর্বে বক্র করিতেছ,
যে পূর্বে গমন করিতেছ তাহা অতি বক্র করিয়া

সবিভা দেবতা

২১৩

৫ হিরণ্যপারিনুভবে সবিভার-
নুপঞ্জয়ে । সচেতা দেবতাশ-
দং 1512181

দং 1512181

৫ 'হিরণ্যপারিণ' হস্তে সুরধাংরিণং 'সবিভার'
দেবং 'উভবে' অন্নসুপকরণং 'উপঞ্জয়ে' আহ্বায়ামি
'সঃ' সবিভা 'দেবতা' 'পবং' যজ্ঞানস্যা প্রাপ্যং
স্থানং 'চেতা' জ্ঞাপয়িতা কবতি । ১১২।৪।

৫ স্বর্গালঙ্কৃতপাণি সবিভা দেবতাকে আ-
মারগিণের রক্ষার নিমিত্তে আহ্বান করি,
সেই সবিভা দেবতা যজ্ঞসময়ের গম্য স্থানের
জ্ঞাপক হইলেন । ১১২।৪।

২১৪

৬ অপাং নপাতমবসে সবিভা-
ব্রমুপস্তহি । তস্য ব্রতান্যুশ্চসি ।

৬ হোতা প্রসিদ্ধং ক্রতে 'অবসে' অন্নসুপকায়
'অপাং' জ্ঞানায় 'নপাতং' পোষতং 'সবিভারং'
দেবং জং 'উপস্তহি' 'তস্য' সবিভুঃ 'ব্রতানি'
সোমবাগাদিকর্মানি 'উশ্চসি' উভাঃ কারয়ামহে ।

৬ হোতা স্মৃতিক্রম কহিতেছেন, যে
জন শোষণকারী সবিভা দেবতাকে আমরা
গিণের রক্ষার নিমিত্তে ডব কর, তাঁহার সো-
মবাগাদি করণের উদ্দেশ্যে আমরা কাশনা
করিতেছি ।

২১৫

৭ বিভক্তারং হবামহে বসো-
শ্চিত্রস্য রাধসঃ । সবিভারং নু-
চক্ষসং ।

৭ 'বসোঃ' নিবাসভেতাঃ 'চিত্রস্য' বতবিধস্য
'রাধস্য' ধনস্য 'বিভক্তারং' বিভাগকারিণং 'নুচ-
ক্ষসং' অনুবাগ্যং প্রকাশকারিণং 'সবিভারং' দেবং
'হবামহে' আহ্বায়ামহি ।

৭ গার্হস্থ্য সাধন যে জানা প্রকার ধন
স্বাহার বিভরণ কারী এবং অনুভব লোকের
প্রকাশক, সবিভাদেবতাকে আমরা আহ্বান
করি ।

২১৬

৮ সখায়ানিধীদত সবিভা
স্তোমেয় নু নঃ । দাত্তা রাধাংসি
শুভতি ।

৮ হে 'সখায়' সখীভূতায় 'সবিভায়' সূ 'চিত্রস্য' সখী-
নিধীদত 'আদিধীদত' সত্যং উপাধিযত । 'সঃ' জ্ঞানায়

‘হোয়াঃ’ স্তম্ভিহোয়াঃ ‘স্বাধাং’ ‘সি’ ‘স্মাধি’ ‘স্বাভা’ ‘প্রমাণ’
উদযুক্তঃ সনঃ ‘সহিতা’ ‘সেবঃ’ ‘স্বভাতি’ ‘শোভতে’।

৮ হে সখা! স্বস্তিক সকল! সত্ত্ব হইয়া
সম্যক রূপে উপবেশন কর, আমারদিগের
স্তুতি যোগ্য সবিতা দেবতা ধন দানের নিমি
তে উদ্যত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

অগ্নিদেবতা
২১৭

৯ অগ্নে পত্নী রিহাবহ দেবানী
মুশ্ণতীরূপা। স্বর্গারং সোমপী

ত্যয়ে ॥

৯ হে ‘অগ্নে’ ‘উপত্যঃ’ ‘সামবহাঃ’ ‘দেবানী’
‘পত্নীঃ’ ‘ইহ’ ‘মস্ত্রে’ ‘আবহ’ ‘আমব’ তথা ‘অতী-
রং’ ‘সেহঃ’ ‘সোমপীত্যয়ে’ ‘সোমপানার্থঃ’ ‘উপ’ ‘সমী-
পে’ ‘আবহ’।

৯ হে অগ্নি! আগমনান্তিলাধিনী দেব-
তা পত্নীদিগকে বক্তৃত্বমিতে আনয়ন কর
এবং স্বর্গে দেবতাকে ও সোমপানের নিমি-
তে সন্নিধানে আনয়ন কর।

২১৮

১০ আ গ্নাঅগ্নি হাবসে হোত্রাং-
ববিত্ত ভারতীং। বরুত্রীং ধিব-
গাংবহ ॥

১০ হে ‘অগ্নে’ ‘অবনে’ ‘অম্বুক্ষণঃ’ ‘স্বঃ’ ‘সেব-
পত্নীঃ’ ‘ইহ’ ‘আ-বহ’ ‘আবহা’ ‘হে’ ‘ববিত্ত’ ‘দুবতর’
‘অগ্নে’ ‘হোত্রাং’ ‘হোমনিষ্কাশিতাং’ ‘ভারতীং’ ‘ভরত’
‘নামকস্য’ ‘আগ্নিত্যস্য’ ‘পত্নীং’ তথা ‘বরুত্রীং’ ‘বরনীয়াঃ’
‘ধিবগাং’ ‘দানেবতাক’ ‘আবহ’। ১। ২। ৪।

১০ হে অগ্নি! আমারদিগের রক্ষার নি-
মিত্তে দেবতাদিগের পত্নী সকলকে এইযজ্ঞে
আনয়ন কর। হে যুবতর অগ্নি! তুমি ভরত
নামক আদিত্যের পত্নী ও হোম নিষ্কাশিকা
বরনীয়া বাগদেবতাকে এই স্থানে আনয়ন
কর। ১। ২। ৪।

বেব্যঃ দেবতা

২১৯

১১ অতি নোদেবীরবলা মহঃ
শর্গাণা নৃপতীং। অক্ষিপত্রাঃ
স্বভাতি ॥

১১ ‘নৃপতীঃ’ ‘নৃপতঃ’ ‘নৃপত্যাং’ ‘পালকিত্রাঃ’ ‘অ-
ক্ষিপত্রাঃ’ ‘অক্ষিপত্রাঃ’ ‘পক্ষিপত্রাঃ’ ‘সেবপত্নীয়াং’
‘পত্নীঃ’ ‘সেবপিত্রঃ’ ‘স্বিহাং’ ‘সেবীঃ’ ‘সেবঃ’ ‘সেবপত্ন্যাঃ’
‘অবনাঃ’ ‘স্বক্ষণে’ ‘স্বহঃ’ ‘স্বহতা’ ‘স্বর্গাণা’ ‘স্বর্গে’ ‘স’ ‘নঃ’ ‘অ-
বান্’ ‘অতি-সচতাং’ ‘অক্ষিপত্রাঃ’ ‘আক্ষিপত্রাঃ’ ‘সেবপত্নীয়াং’।

১১ মনুষ্যদিগের পালয়িত্রী, অক্ষিপত্রা
যে পক্ষিপত্নী দেব পত্নীগণ তাঁদারা অনুকূল
হইয়া আমারদিগের রক্ষা ও মহৎ স্বর্গ বিধান
করুন।

ইন্দ্রাবী বরুণানী অম্মারী দেবতা

২২০

১২ ইহেন্দ্রাবীমূপস্যয়ে বরুণা-
নীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোম-
পীত্যয়ে ॥

১২ ‘ইহ’ ‘মস্ত্রে’ ‘স্বস্তয়ে’ ‘কল্যাণাৎ’ ‘সোমপীত্যয়ে’
‘সোমপানার্থ’ ‘স’ ‘ইন্দ্রাবীং’ ‘ইন্দ্রস্য’ ‘পত্নীং’ ‘বরুণানীং’
‘বরুণস্য’ ‘পত্নীং’ ‘অম্মারীং’ ‘অগ্নেঃ’ ‘পত্নীং’ ‘স’ ‘উপস্বয়ে’
‘আম্মারীং’।

১২ ইন্দ্রাবী ও বরুণানী এবং অম্মারী-
দেবীদিগকে সোমপানের নিমিত্তে এবং আমা-
দিগের মঙ্গলের নিমিত্তে এই যজ্ঞে আনয়ন
করি।

দ্যাবাপৃথিব্যৌ দেবতা

২২১

১৩ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন-
ইমং বজ্রং নিমিকতাং। পিপূ-
তানোত্তরীমতিঃ ॥

১৩ ‘মহী’ ‘মহতী’ ‘দ্যৌঃ’ ‘দ্যুলোক’ ‘দেবতা’ ‘পৃথিবী’
‘স্বমিত্রেরতা’ ‘স’ ‘উলোকে’ ‘সঃ’ ‘অক্ষীকং’ ‘ইমং’ ‘বজ্রং’
‘নিমিকতাং’ ‘স্বমের’ ‘সেবমিত্রতাং’ ‘তথা’ ‘উত্তরীমতিঃ’
‘লোমথঃ’ ‘সঃ’ ‘অজ্ঞান’ ‘পিপূতাং’ ‘পুরমত্যাং’।

১৩ মহৎ বেদুলোক দেবতা ও উলোক
দেবতা উভয়েই আমারদিগের এই যজ্ঞকে
অনুদান করিতে করণ এবং আমারদিগ-
কে পালন করুন।

২২২

১৪ অক্ষিপত্রাঃ স্বর্গাণা পত্রোবি-
প্রারিষতি কীর্তিকা। গধুর্গস্য
স্বভাতি ॥

কর্মানুষ্ঠান করে, সেই বিষ্ণু ইঞ্জের সহায় ও
সখা।

২২৮

২০ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং স-
দা পশ্যন্তি সুরমঃ। দিবী চকু
স্নাততং।

২০ 'বিক্ষোঃ' পরমং উৎকৃষ্টং 'তং' শাস্ত্র-
প্রসিদ্ধং 'পদং' স্বর্গভূমিঃ 'সুরমঃ' বিদ্যাভ্যাসী সখা।
'পশ্যন্তি' দিবী 'আকাশে' 'স্নাততং' সর্ভঃপ্রসূতং
'চকুঃ' 'ইহ' 'হত' 'হকু' পশ্যন্তি ততং।

২০ যেমন আকাশ চকু বিস্তৃত হইলে
তাহার স্বকৃতা হুকু হর উজ্জ্বল বিদ্যান ব্যক্তি-
গা সর্জন শাস্ত্র রূপ নিখিল মেজ হারঃ বিষ্ণুর
অধিষ্ঠান ভূত শাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বর্গ লোক দর্শন
করেন।

২২৯

২১ তত্রিপ্রাসো বিষ্ণো বোজা
গুবাংসঃ সন্নিহ্নতে। বিষ্ণোর্বৎ
পরমং পদং। ১।২।১।

২১ 'বিক্ষোঃ' সংপরমং পদং প্রসিদ্ধমুকং 'তং'
পদং 'বিপ্রাসঃ' 'বিপ্রাঃ' যেখানিঃ 'বিপ্নায়াঃ' বিশেষ-
যেন স্তোত্রারঃ 'গুবাংসঃ' 'প্রাসঃ' কুচিতাঃ 'সন্নিহ্নতে'
সম্যঙ্গীপয়তি। ১০।১।১।

২১ বিশেষ স্তবকারী মেধাবী এবং অসামান্য
রহিত ব্যক্তির। বিষ্ণুর সেই পরমস্থানকে
সম্যক্ রূপে প্রকাশ করেন। ১।২।১।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ঃ*

শঙ্করাচার্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব
সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্বে লিখিত
হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং তাহার কোন
সম্প্রদায় অবিকল দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে

* সাময়িকঃ শ্রীমদ উটলসঙ্গ সাহেব কর্তৃক সং-
গৃহীত হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুসারে এই
সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও অন্য অন্য উপাসকগণের
বৃত্তান্ত লেখা হইবেক, হাজির কাল অন্য গ্রন্থেরও যে
সকল প্রামাণ্য পুস্তক হইবেক, তাহা উল্লেখ করা হই-
বেক।

চারি সম্প্রদায় প্রবলঃ রামানুজ, বিষ্ণুধামী,
মধুচাঁয়, এবং নিম্বাদিত্য। এই সম্প্রদায়
চতুর্ভুজের আধ্যাত্ম বেধািব্যার নিমিত্তে বৈ-
কবেরা পঞ্চপুরাবীর বচন বলিয়া এই শ্লোক
পাঠ করেন।

সম্প্রদায়বিহীনবে যত্রাকৈ নিষ্কলামর্ভীঃ।
অতঃ কলৌ তবিষ্যতি চজারঃ সম্প্রদায়িঃ॥
শ্রীমাদীলসঙ্গসংকাবেকবাঃ কিতিপাবনাঃ।
চজারভে কলৌবেবি সম্প্রদায়প্রবরনাঃ *॥

কৃষ্ণ হাল ভক্তমালের টীকান্তে এই বচ-
নের কিয়দংশ পঞ্চপুরাণের ও পৌত্তম্যের
তন্ত্রের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং
শ্রীমৎপ্রবেশেররত্নাবলী নামক গ্রন্থের উক্তি
স্বরূপে এই পঞ্চানুজ বচন প্রকাশ করিয়াছে-
ন, তাহাতে পূর্বোক্ত সম্প্রদায় চতুর্ভুজের প্র-
বর্তক আচার্যদিগের নাম প্রাপ্ত হইতেছে।

রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচকৈ মখাচার্য্যাক্তুর্ভুঃ।
শ্রীবিষ্ণুধামিনং, রুদ্রেণিনিম্বাদিত্যং, চতুলেনঃ॥
মখী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধুচাঁয়কে, রুদ্র বিষ্ণুধা-
মিকে এবং মনক, মনঙ্গ, মনাতক, মনকুমার, ইহার।
নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন।†

রামানুজ সম্প্রদায়

চতুঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ সম্প্র-
দায় অতি প্রধান। তাহার অন্য এক নাম
শ্রীসম্প্রদায়। রামানুজ আচার্যের মত তাঁ-
হার জন্ম ভূমি দাক্ষিণাত্য মধ্যে অধিক প্র-
বল। তৎপ্রদেশে ও বিশেষতঃ তাহার দক্ষি-

* কিন্তু পঞ্চপুরাণ মধ্যে এ বচন প্রাপ্ত হইয়া হার
নাই। কলম্বালেও খণ্ডের নাম এবং অখ্যাতের সংখ্যা
নাই যে তদনুসারে অনুসন্ধান করা হাইবেক।

† তৌরীস প্রথম হরি হণু ধনোত্তী চতুরভুজ কলি-
যুগ প্রাপ্তই। শ্রীরামানুজ স্বীকার মধুধামিনি অবির কল্প-
তরু। বিষ্ণুধামী রোরিকমিষ্ণু, সংখার পারকর।
মখাচার্য্য যেহ তলিশারকর তরিয়া। নিম্বাদিত্য
আসিত্য কুর্ভর অতান সুহরিয়া। জন্ম কলি ভাগোত
ধর্মনসম্প্রদায়রাণী অহই। তৌরীস প্রথম হরি উভয়ানি
বিদী তরুহালে।

হরি পূর্বে চতুর্ভুজ শক্তি মেহ ধারণ করিয়াছিলেন,
কলি যুগে তাহার চারি বেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। কুলো-
কেতু সম্প্রদায়ক জ্ঞান, উদাহঃ বিষ্ণু, ও কুলোনিধি শ্রীরা-
মানুজ, সংসারপারক ও ধর্মাতাপার বিষ্ণুধামী, তলি
সুরভের পূর্বক রঙ্গরঙ্গ জ্ঞান, রম্বাচার্য্যকর জ্ঞানোদগার,
প্রতাপালক নিম্বাদিত্য। তাহার। তলি ও জন্ম কলি
বিভাগ করিয়াছে, এবং প্রভাকর ধর্ম পঞ্চপুরাণ ধাপন
করিয়াছেন।

৭ ভাগে বৈকবান্দী অন্য অন্য পৌরাণিক বা তাত্ত্বিক ধর্মের পূর্বে শৈব ধর্ম প্রচলিত হই-
রাছিল; অনন্তপাতি তিন্ন তিন্ন দেশের
সমস্ত উপাখ্যান ও সমস্ত জন ক্রান্তি দ্বারা
ইহা সপ্রমাণ বোধ হইতেছে। পাণ্ডুরাম্য
ও চোলরাজ্যের প্রথম ভূপতি গণ পরম শিব
ভক্ত রূপে কীর্তিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার-
দিগের চরিত্র বর্ণনাতে শিব মাহাত্ম্যেরই
বাহুল্য বর্ণনা আছে। তাঁহারা অনেকেই
শিব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব বা তবানীই
তাঁহারদিগের রাজ্যের প্রাম্য দেবতা ছিলেন।
গ্রীক প্রত্নকার এরিয়ান কন্যাকুমারীর নাম
কুমার লিখিয়া কহিয়াছেন যে এক দেবীর
নামে এই স্থানের নাম হইয়াছে। তৎকা-
লেও সে স্থানে তাঁহার প্রতিমা ছিল, দুর্গার
এক নাম কুমারী, তাঁহার মূর্তি বিশেষ অ-
দ্ব্যপিত ভাষায় স্থাপিত আছে। এরিয়ান শু-
নিয়াছিলেন যে পূর্বে এক দেবী তৎস্থানে
স্নান করিতেন। অতএব ১৮০০ বা ১৯০০ বৎ-
সর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ভাগে শিব
উপাসনা প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন প্রাপ্ত
হইতেছে। পরে কালক্রমে অন্য অন্য উ-
পাসনা প্রচার হয়। অনন্তর সপ্তম শত
শকাব্দের অন্তে বা অষ্টম শত শকাব্দের
আরম্ভে শঙ্করাচার্য্য উদয় হইয়া বেদান্ত
প্রতিপাদ্য ধর্মের উপদেশ করিলেন, এবং
শৈব, বৈকব, গাণপত্যাদি মতও রক্ষণ
করিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আজরে শৈব
দিগের বিশেষ প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল, এবং বোধ
হয় তৎ প্রায়ই বৈকবেরা আপনাদিগের
দুর্লভ ধর্ম প্রবল করিবার অন্য দৃঢ়তর ব্য-
স্ত্র আরম্ভ করিলেন, এবং একাদশ শত শকা-
ব্দে রামানুজ আচার্য্য শৈব ধর্ম নিরাকর-

ণে সচেতক হইয়া স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় প্রা-
পন করিলেন*। তদবধি অন্য অন্য বৈকব
সম্প্রদায়ের উদয় হইতে লাগিল।

রামানুজ আচার্য্যের চরিত্র দাক্ষিণাত্যে
অতি প্রসিদ্ধ আছে। তাগব উপপুরাণান-
সারে অনন্তদেব রামানুজ রূপে এবং বিষ্ণু ব-
শব্দ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ সঙ্গল তাঁহার
প্রধান প্রধান সহধর্মী ও শিষ্য স্বরূপে অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন। কণাট ভাষায় লিপিত
দ্বিতীয় চরিত্র নামক গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র বর্ণ-
না আছে, তাহাতেও তাঁহাকে অনন্ত অবতার
রূপে বলিয়াছেন। পেরুমুরু তাঁহার সম
ভূষি, তাঁহার পিতার নাম কেশবভাষ্য ও মা-
তার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে বিদ্যা-
ধ্যয়ন করিয়া প্রথমে সেই স্থানেই আশ্রম সা-
ম্প্রদায়িক মত উপদেশ করেন, এবং ত্রিরঙ্গেশ্বর
ধাক্ষিয়া ত্রিরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। সে
স্থানে তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া দ্বিধি-
করে রাজ্য করিলেন। তারতবর্ষের অন্তঃ-
পাতি নানা দেশে উপস্থিত হইয়া নানা মতস্থ

আছে যে ১০৩৯শকে রামানুজের যশোবৃষ্টি চতুঃ (hid.)
উইল্কল, নাচের দ্বীপ সংগ্রহিত প্রমাণ দ্বারা অনুমান
করেন যে তিনি ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (Wil-
k's History of Mysore Vol. I, pt. 1.) তাঁহার সম
কালবর্ধী বিষ্ণুধর্মের ১০৫৫ শকাব্দের হস্ত শিল্প
লিপি প্রাপ্ত হইয়াছে (Mackenzie Collection. P
৫৫)। একদা যে শিল্প লিপির প্রমাণ বলসং ৪৫ইতেছে।
অতএব একাদশ শত শকাব্দের প্রমাণে যে রামা-
নুজের প্রাদুর্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রতি দোষ আলাপিত
বোধ হইতেছে না।

• বৈকবদিগের মতে

ঐশ্বর্য্যচার্য্যাদি শঙ্করাচার্য্য। তাগবত আজায়
ব্রাহ্মণ রূপধর। কলিকালে বেদের লক্ষ্য আশ্রয়ন।
করিবাধ্যাকারে মারা বাদার্থ্য্য আপন। কুম উক গো-
পন করিয়া দেবী দেবা। উপাসনা প্রকাশিয়া ত্রিবর্গের
দেবা। কতি কুবাধ্যা মেয়ে আশ্রয়ন ছিল। রামা-
নুজ নামি হাতে মেঘ উড়াইল। তবে ব্রহ্ম ভক্তি রদি
উদয় করিয়া। কাণ্ডের অঙ্কতার মিল খোদাইয়া।
কুম্বানকৃত স্তম্বমালটীকা ১০ মাল।

† Journ. R. A, S, No. 6, p. 204, and 206. Ma-
ckenzie Collection Introduction.

‡ মাদ্রাজের পলিন্দোতার অংশে পেরুমুর।

• ঐ ক্রিষ্টিপোলাি অর্থাৎ ত্রিশ'র পরীত পরিহিত
ত্রিরঙ্গবীপ তাবেরী নদীর দুই পাশে বারা পৌত্ত
আছে।

• স্ত্রীকালভরনের মতে ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ
বর্তমান ছিলেন। শিল্পলিপির প্রমাণে তিনি ১০৫০
শকে বিদ্যমান ছিলেন (Buchanany's Mysore)।
কণীট রাজ্যের লিখিত চরিত্রে চোলাধিপতি বি-
জয়ন ১১৫৪-১১৬০ অব্দীতে অর্থাৎ ১১৭৪ বা ১১৮০ শকে
জীবিত ছিলেন, রামানুজ আচার্য্য সেই রাজ্যের পুত্র
বিশ্বনাথ চোলর লখনালবর্ধী ছিলেন (Horn A. S,
B, Vol. 7 P. 128)। উক্ত পুত্রের ইতিহাস ইতিহাস

পশ্চিমগণকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। পরে ব্যাট গিরি* প্রভৃতি বিবিধ স্থানের শিব মন্দির সকল অধিকার করিয়া বিক্ষু উপাসনার স্থান করিলেন।

তিনি খ্রীস্টধামে প্রত্যাগমন করিলে শৈব ও দৈত্যে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে চোল রাজ্যে পরম শিব ভক্ত ছিলেন, কেহ কেহ কহেন তিনিই প্রসিদ্ধ কেরিকাল চোল। পরিশেষে কুম্বিকোণ্ড চোল বসিয়া নানাস্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বাধিকারত সকল ব্রাহ্মণকে তহিলেন। ভোমরা ধন্যমারিত এই রূপ স্বীকার পত্র লিখিয়া প্রায়ের স্কিটে অর্পণ কর যে মহাদেব সকল দেবতার প্রধান। তৎপরে অবশ্য উৎসর্গভাষ্যিত ব্যক্তিবিশেষকে উৎসর্গ দিয়া এবং অপর ব্রাহ্মণদিগকে তর প্রদর্শন করিয়া নিজ মতে সম্মত করিলেন। বিস্তর সাম্রাজ্যকে কোন ক্রমে বশতাগ্ন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্তে অস্ত্রধারী লোক সকল প্রেরণ করিলেন। তিনি শিষ্য বর্গের সহায়তা ক্রমে উজীর্ণ হইয়া ঘাট পর্কত আরোহণ পূর্বক কর্ণাটের জৈনরামা বেড়ালদেব বেলাঙ্গরায়ের শরণাপন্ন হইলেন। একপ উপাখ্যান আছে যে একটা ব্রাহ্মরাকস এই রাজার কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, রামানুজ তাঁহাকে আরোহণ করিয়া রাজার প্রসাদ লাভ কর হইলেন, এবং তাঁহাকে বৈকব ধর্মাক্রান্ত করিলেন। একপ আখ্যানও আছে যে পূর্কবধি রাজমহাবীর বৈকবমতে প্রবৃত্তি ছিল, এবং তাঁহার অনুসোধ ক্রমে রামা রামানুজ আচার্য্যকে আশ্রয় দিলেন, পরিশেষে তিনিও রাজীর সহধর্মি হইলেন।[†] তদনধি সেই রাজার বিক্ষু বর্জন উপাসি হইল। তিনি স্বায় গিরিতে; এক

মন্দির স্থাপন করিয়া ক্রমক্রমে কদমরায় না-বে কুম্বিকোণ্ড প্রভৃতি করিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই মন্দির স্থাপন বৎসর অবধি করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনায় জ্যোতিষাচারী চোল রাজার লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া কানেরী কীরত্ব খ্রীস্টধামে প্রত্যাগমন পূর্বক যাবজ্জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলেন।

লক্ষিণাত্মে রামানুজ সন্ন্যাস দারিকদিগের জুরি জুরি আখ্যা অস্ত্র্যাপি বিদ্যমান আছে। কং প্রদেশেই তাঁহার গদি স্থাপিত আছে। কংসন্ন্যাসারের আচার্য্য গণ শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে তাহার অধিকারী হইয়া আসি তেছেন*। এই কারণ বশত উত্তর দেশীয় আচার্য্য বিশেষর অপেক্ষা দক্ষিণাত্ম আচার্য্যদিগের প্রাধান্য প্রসিদ্ধ আছে।

খ্রীস্টাব্দ দারিক উপাসক গণ বিক্ষু ও লক্ষ্মী এবং উত্তরের প্রত্যেক অবতারের পূর্ক বা ধুগল রূপের উপাসনা করেন। এই এক সন্ন্যাসারের নামা জৈব লক্ষ্মী। কেহ নারায়ণ, কেহ লক্ষ্মী, কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ সীতারাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রুক্মিণী, কেহ বা দিকুর অন্য অবতার বা ত্রুংপত্রীর তত্ত্বনা করেন। এই সন্ন্যাসার ইন্ডোবতার বৈশিষ্ট্যপ্রবৃত্ত খ্রীবে-কবদিগের নামা শ্রেণী হইয়াছে।

তারতবর্ষের উত্তর দেশে সর্বাৎ আচার্য্যবর্গে খ্রীবেকব বহু লোকের কাঙ্ক্ষ মনো-

* খ্রীস্টক বর্তমান পর্যন্তে দক্ষিণাত্মে এই বি-
শেষ যে সকল কুম্বিকোণ্ড প্রভৃতি স্থানে
হইলেও যে রামানুজ সন্ন্যাসিত হইয়াছেন
তাহার স্মৃতি মনে হইতে পারে। কিন্তু বহু
সংখ্যক অধিগণ তামে তেইটুকু তাঁহার এক প্রধান মত
আছে। তদনধি রামানুজ ১৪ প্রকার সন্ন্যাসরূপ
দুগত রূপের স্থাপনা করেন, সেই সকল পন্যাত্মিক
রূপের আশ্রয়ার্থে প্রায়ঃ স্বাধিকার প্রদানে ৩৭
সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের স্মৃতি অস্ত্র্যাপি প্রদান করিয়া
থাকেন, কিন্তু বহুসংখ্যক প্রাধান্য রামানুজের প্রসিদ্ধ
আছে (Hach Myne, p. 75) অন্তর তিনি লক্ষ্মী-
বর্গের ১৩ প্রকার পূর্ক স্থাপিত করেন, এবং সন্ন্যাসারের
এ ১৩ পূর্ক স্থাপনের ১৩ প্রকার সন্ন্যাসারের
স্থান, এবং সন্ন্যাসারের ১৩ প্রকার সন্ন্যাসারের
(Hach, p. 75)

* মন্ত্রাত হইতে প্রায় ৩৬ কোল-উপস্থিত
ব্যাটগিরি। ইহাকে বিশিতির পর্কত বলে।
† Mackenzie Collection, P. cx.
‡ ইহাঙ্ক কোটতে। রামানুজ প্রদেশের ঐতিহাসিক
রূপ কোল-উপস্থিত এই স্থান।

পুস্তকম্বে। যদিও তৎ সাম্প্রদায়িক প্র-
 দিগের সম্মান প্রদান করা সীমিত সাব্যস্ত
 নহে, কিন্তু এতৎ প্রদেশীয় ঐক্যবেরা
 প্রারম্ভসম্মানী। ব্রাহ্মণ তিন সখ্যের গুরু
 তর্কের অধিকার নাই, কিন্তু সর্বমুখই শিখ্য
 হইতে পারেন *।

এতৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্যবরণ স্থানে স্থানে
 মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাম ও
 কৃষ্ণ, এবং তাঁহাবদিগেব অন্য অন্য মূর্তির
 প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন। আর হাকিমা
 ভ্যে লক্ষ্মী বালম্বী, রামনাথ, ও কৃষ্ণনাথ,
 উৎকলে অগনান্ধ, হিমালয়ে বহরীনাথ, এবং
 হারকাদি বৈষ্ণব ভীর্ণ স্থানে অনেক বিষ্ণু
 মূর্তির প্রতিমা স্থাপিত আছে। উক্তির
 বহু গহস্থের আলম্বেও নিত্য দেবদেবী স্নানহে,
 তাঁহারা মন্দিরে বা বাস্তবগৃহে পাণ্ডাং না ধা-
 ত্তমর প্রতিমা এবং শালগ্রামশিলা ও তুল-
 সী বৃক স্থাপিত করিয়া রাখেন। অল্পপাক
 বিদ্যে অপরাপব সম্প্রদায় হইতে ঐক্যব
 দিগের অভ্যন্ত বৈশিষ্ট্য আছে। কার্ণাল
 বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করা তাঁহার-
 দিগের বিশেষ নহে। তাঁহার পট্টবস্ত্র বা
 মোমক বসন পরিধান পুরুক স্বপক্কার ভো-
 জন কয়ে, এং অন্যের অবলোকন হইতে
 তাহা নরক প্রবেশে আদেবণ করেন। উপযুক্ত
 শিখ্য বিশেষ তদ্বিধেই সাতার্যাদিগের পরি-
 চায়ক হর, কিন্তু নানান্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই
 রন্ধন করেন। রন্ধন কারল বা ভোজন কালে
 অপরের হস্তিগাত হইলে তৎক্ষণাৎ মিন্নত
 করেন, এই ঐ সমগ্র বাধ্য সামগ্ৰী ভূমিতে
 ধসন কয়েমস।

যহ প্রদ্বণ মধ্য উপাধকেরই অতি গুহ
 ও প্রধান জিহা। ঐক্যবেরা * তাঁহার-
 নমঃ' বস্ত্রে লীকিত করেন। বর্ষ প্রত্যেক
 সম্প্রদায়ের ঐক্যবেরা পরস্পর

* আরও সত্যকারে প্রমাণিত করি।
 ৭ লোক প্রার্থনা জাত হইয়া উচিত যে ইহার বি-
 দের দুই জনী স্নানহে, অন্যের দুই জনী স্নানহে। ইহা
 রা পুরীস্নান কয়ে দুইজন দুজন স্নানহে, কলে তাঁ-
 হার বিদ্যেই স্নান হইয়া, এবং উক্তরা। উক্তর
 পাক হইয়া, ইহার বিদ্যেই স্নান হইয়া।

সাক্ষ্যকার হর, এবং বৈষ্ণবিক লোক অ-
 বৈষ্ণবিকদিগের শ্রমণ গ্রীষ্ম হুয, তখন তাঁহা-
 রা বিশেষ বিশেষ বাধ্য প্রয়োগ পুরুক নত্যা
 বণ করিয়া থাকেন। ঐক্যবেরা 'দাসো-
 শ্মি' বা 'দাসোং' বলিয়া প্রণাম করেন।
 কিন্তু আচার্যাদিগকে অন্য সকলে সাক্ষ্য
 প্রণাম করেন।

ভিলক সেবা বৈষ্ণবদিগের এক মুখ্যবর্ষ।
 তাঁহারা সন্ধ্যাটীদি স্নানহে অক * গোপী চ
 স্নানদির বিবিধ চিত্র ধারণ করেন। হার
 কাব গোপী চন্দ্রম লক্ষ্যাপেক্ষা প্রসঙ্গঃ।
 ঐক্যবেরা মাসাংল অববি কেশ পর্যন্ত
 উর্জুরেখা বয চিত্রিত করিয়া তাহার নাম
 মূল লয় প্রাতঃস্মরণ জন্মখ্যবর্ষী রেখা দ্বারা
 সংযোগ করেন, এবং উর্জু পুণ্ডুর মধ্যবর্তী
 এক পাঁচ বা ষড় বর্গ রেখা চিত্রিত করেন।

যুগপুত্র ভিলক শোভন ও মনোরমঃ।
 সম্মান্যপিতরেণ্ড ঐরস্বাম্যুভূঃ বিষ্ণুঃ।

* ললাট, তৎ হ'ম্বাক সাক্ষ্যবাহ, স্বহর, সাক্ষ্য, নাম
 পায় মলিনশর্ষ হারগণ মূল মলিন জন মূল, পিতো
 মধ্য, এবং পুত্রসন এই স্থান অক।

† যে তর্কনরতুল্য উক্তব্যভাষ্যে সাম্প্রদায়িক
 নামকোত্তরপুত্রঃ। যে কৃষ্ণকিন্দুস্বত্বপুত্রস্বত্বকালে
 বৈষ্ণবস্বনন্য পবিত্রযক্তি।

‡ ইতিমধ্যে স্নানহে মূলপাকোত্তরস্বত্ববরণঃ।

§ যোগ্যিকার হারবর্গীস্বত্বভূষণ, তদে পদ্যম'র
 ললাটপটে। কবোক্তি বিঃ। জঘন্যোত্তরপুত্রঃ কিরা
 তলং কোটিওৎ সম্মানকরৎ।

¶ ইতিমধ্যে বিলাসপত্ন্যকাক্ষ্যবরণঃ।

‡ সাক্ষ্য দিবা বকর্ষ বেধা তদে। হরিমুঃ ও চুর্ন
 তে সাক্ষ্য হর।

। ঐক্যবেরা সাম্প্রদায়িক প্রদেব সম্প্রদায়ের এই
 মোক পত্রপুত্রসীত উত্তরপত্রের তদে বলিয়া পুত্র হই-
 যাবে। এই লোকে সাম্প্রদায়িক নাম বৃষ্টি হইতে
 অতএব পত্রপুত্রসীত উত্তরপত্রসাম্প্রদায়িক নাম
 নামকর অর্থাৎ একত্রিক পত্র পত্রকর পত্র সিদ্ধিত
 হইয়াছে। তাঁহার মত প্রচারের পর বে তৎ পত্র প্র-
 কাশ হইয়াছে ইহা প্রমাণকরক বেধ হইতেছে।
 তাহার ২৩ অধ্যায়ে ভিলক মূর্তিকার বিবরণ লিখ্যে হ।
 ভট্টাচার্য মূর্তিকার প্রাণক প্রকাশ করিয়াছেন * আ
 হার পরমা উক্ত্য বহুভাষ্যেই মূল মূলঃ। হারমুর্ধ
 পুত্র পি হরিমাসোক্ত্যসিদ্ধির। ঐক্যবেরা তিনক অধ্য
 তের পর ৩০ম কোর্সেই প্রথম প্রধান বিষ্ণু বিষ্ণু
 স্থাপিত আর্ষ্যে তাহার মূর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা
 প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু পুত্রের বৃষ্টি হইতেছে যে সাম্প্রদায়িক
 আচার্যের সময়ে ভট্টাচার্য বিষ্ণুরে শিব গ্রীষ্ম

তত্ত্বের তাঁহারী হইবে ও ব্যক্তিগণের পৌণ্ড্রিক চন্দনের লক্ষ্য, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিকল্প চিত্র করেন, এবং তত্ত্বাবহের কথা য্বান এক বক্ত বেধা আঙ্কিত করেন । এই বক্ত বেধা লক্ষী স্বরূপা * । অনেকের স্থানে এই লক্ষ্য, তলাকব কাষ্ঠাদি মুদ্রা থাকে তালচী অক্ষ বিশেষে আঙ্কিত করিবার পবিত্র করেন । কেহ কেহ তপ্ত মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাল লক্ষ্যসাধনগণের সমস্ত পাঠ, বোদ্ধ তত্ত্বার্থে লক্ষ্যশব্দ লেখ্য প্রক্তি আছে । আশুভলসী মালা অণু ও ধারণ করিবারও নিশ্চয় নিশ্চয় আছে ।

যদি মুক্ত অর্থ্য ক্রম ব্রহ্ম সম্ভবে তাহা অন্য অন্য বোদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থে ইহঁদিগের লক্ষ্যপক্ষা অধিক প্রামাণিক, যথা সীতায্য, গীতাভাষা, বেদার্থ সংগ্রহ, ও বেদান্তপ্রদীপ তত্ত্বের ব্যক্তচৌচাৰ্য্য রুত স্তো-

চন্দ্র পদক ৩৪১ নং 'তিন উপাসনা'র স্থান অধরে অক্ষর 'সমস্ত সমস্ত' বটী 'বিষ্ণু পূজা ও বিষ্ণু মন্ত্র' প্রাচীন কাল হইতে আছে । তাহা মুদ্রার উল্লিখিত ৩৩ নং নম্বের ন্যায় হইতে পারে । বক্ত পদকপূর্ণায় যৌন সৌন্দর্য্য অর্থাৎ জলকোণ আয়ুসিক হইতে পারে । তাহা হইতে আত্মসিদ্ধির মন্ত্র পূজা বহু প্রাচীন প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে । তখন এই মন্ত্রের উৎপত্তিস্থান হইতে পাওয়া যক ।

* লক্ষীধ্বজ ও এর নং বৈষ্ণব মতবাদে বহু দা দ্বারা সিদ্ধিগায়েন ।

- ১) ব্রাহ্মণ ব্যাকরণবিশেষঃ শ্রুত্বান্য হরি বেকরঃ ।
- ২) মন্ত্রসিদ্ধিঃ শ্রুত্বান্যঃ সঙ্গোত্তমঃ নঃ ।
- ৩) মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তম্ভঃ শিবসাক্ষীযমঃ ।
- ৪) মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তম্ভঃ শ্রুত্বান্যঃ মুক্তাঃ ।

- ৫) তথা ই ৩৩ নং 'বিষ্ণু মন্ত্র' চিত্রিত ।
- ৬) মন্ত্রঃ ৩৩ নং 'বিষ্ণু মন্ত্র' চিত্রিত ।
- ৭) মন্ত্রঃ ৩৩ নং 'বিষ্ণু মন্ত্র' চিত্রিত ।
- ৮) মন্ত্রঃ ৩৩ নং 'বিষ্ণু মন্ত্র' চিত্রিত ।

৯) মুক্তির অন্তর্গত হইলেও অধিক প্রসিদ্ধি পূর্ণ হইবে যদিও মুক্তির কারণ ছিল তাহারা মন্ত্র হইবে ৩৩ নং 'বিষ্ণু মন্ত্র' চিত্রিত ।

A m r yantra seems to have been known to some of the early Christians and baptised with iron, was stamped the letters on the forehead with a hot iron, the Hindus Siva.

ব্রহ্মাণ্ড, সুতীক্ষ্মী, ও জগৎ অর্থাৎ এই তাঁহাঁহা চৌম্বাকিত বৈষ্ণিক, ত্রিংশৎ ধ্যায়, এবং পঞ্চরাজ, এসকল গ্রন্থে ও সমধিক প্রকাশ করেন । পূর্বাঙ্গের মধ্যে তাঁহারা বিষ্ণু, দ্বারদীপ, গজক, গজ, ববাহ, ও তানবৎ * এই ঘটপূরণ বিশেষ রূপে প্রাক্ত করিয়া । এসকল সংকৃত গ্রন্থ ব্যক্তিরেও দাক্ষিণাত্যের দেশ তাহাতে দ্বারদ্বারদ্বিগের বোধ হইতে বক্ত গ্রন্থ আছে ।

ইহঁদিগের মতে বিষ্ণুই সৃষ্টি, স্তিত, প্রণব কারণ পরমেশ্বর । প্রথমে কেবল এক সাজ তিনিই ছিলেন, তাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । তাঁহা কাব্য কাব্যগণের অনেক প্রতিক্রিয়ায় করেন, কিন্তু বেদান্তমতানুসারে যে ঈশ্বর সিবাকার, ও সিব ও গীতা সীকার করেন না । বিষ্ণু ও অন্যস্ত গুণ গুণ এবং বিশ্কাব রূপ, পরমাত্মরূপ ও বিশ্বরূপ । এইমুক্ত এমতের নাম বিশিষ্ট উদ্ভেদমত । আত্মবিক একাকী ছিলেন, তত্ত্বের পদার্থান্তর ছিলনা, স্বরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হই' এবং ইচ্ছা সাজ হইলে রূপে প্রকাশ পাইলেন । সেই মত কাণের পবিচায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই বিশিষ্ট বিশ্ব উৎপন্ন হইল । সীতাকান্ত পরমাত্মরূপ ভেদভেদ বিবর্তেও বেদান্তমত হইতে এ মতের অনেক বিশেষ আছে, কারণ দ্বারদ্বা-মুক্তেরা সীত ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করেন, এবং কতেন যে সীত সিবাকারতম রূপে এবং ঈশ্বরের রূপ হইবে ? ঈশ্বর অণু সৃষ্টি করিয়া অণুসীতের রূপে বিশ্বপাক্ষী করিতে লাগিলেন । অতএব তাঁহারা সিদ্ধিই পরমার্থ প্রাক্ষিক রূপেই বিশ্বকর্তৃক, আরও সীত, স্বর্গেরা সিবাকার, বেদান্তমতের পক্ষীয় । পরমাত্মরূপে বিশ্বকর্তৃক স্বরূপের ক্রমে

* পদপূরণ হইলে ঈশ্বর পূরণ মাতিক অপর যামন পূরণ হইলে ঈশ্বর ও সাক্ষিক ।

৭) তস্য গুণেতঃ সীতাসিবাকারঃ সিবাকারোতি সিবাকারঃ ।

৮) সীতাসিবাকারঃ সিবাকারঃ সিবাকারঃ সিবাকারঃ ।

কালে বিশেষ বিশেষ কণ ধারণ করিয়াছেন। তিনি সৰ্বক বিধ কণে মনুষ্যের দিকট আবিষ্কৃত হইয়াছেন, প্রতিমা, বিজয়, অস্তার, বাহু, ও পুস্তক কণ। বাহুতে, বহরাম, প্রমাণ ৩০ অক্ষর এই চতুর্ভুজ*। সম্পূর্ণ পুস্তক কণের ছয় ভাগ বিয়ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ গাতব্য, বিন্দু অর্থাৎ মরণ পর্যাভাব, বিশোক অর্থাৎ চম্বোতাৎ, বিজিবলো অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাতব্য, সত্যকাম ও সত্য পক্ষপ, এবং অন্তর্ভাবিত। সাধক খীর কাঁধনার উৎকর্ষ অনুযায়ী ক্রমানুসারে এই পঞ্চ কণের উপাসনা করিতে থাকেন। উপাসনা ও পঞ্চ প্রকার; অতিগমন, উপাসনা, ইচ্ছা, স্থাধ্যার এবং যোগ। দেবভাগই গমন ও মার্জনা মন নাম অতিগমন, পুষ্ণ পঞ্চাদি পূজা ত্রয়া আহরণের নাম উপাসনা, পুষ্ণার নামই ইচ্ছা, তাহাতে বসিলানের নিবেদ প্রসিক্তই আছে, কণের নাম 'স্থাধ্যার', এবং ধ্যান দ্বারা বিকুর সাধনা চাত্তর সাধন যোগ শব্দে উক্ত হয়। এই প্রকার উপাসনা কলে সাধক বৈষ্ণবানী হইয়া ভগবানের সহিত নির্মল নিত্য রূপ সত্ত্বাপ করেন।

দাক্ষিণাত্যের বহুলোক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত, বিদ্যালয়ের উত্তরে তদন্তাবলী অংশ লোক মুক্তি হয়। এতৎসঙ্গেই তঁহার দিকের কীর্তিবল্য নামই প্রসিক্ত আছে। শৈবধর্মের সহিত তঁহার দিকের সম্পূর্ণ রি-রোথ, এবং এতৎসঙ্গেই আধুনিক কৌ-

পাঞ্চক বৈষ্ণবধর্মেরও সহিত তঁহার দিকের চান্দ্র সম্প্রীতি নাই।



ধরনেশ্বরের কৌশল বর্ণনা

মনুষ্য যে সকল কারণে পৃথিবীর অন্য সমুদয় জীবের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন তন্মধ্যে দ্বাগিন্দ্রিয় এক প্রধান কারণ; এবং তদ্বারা মানব জাতির অতি অগাধীরের কি অশার কৃপা প্রকাল পাইতেছে। এই বাগ্ধন্য না থাকিলে 'আম্বারদিকের' নম্বই প্রকার প্রয়োজন দিকের ইচ্ছা এবং নম্বের অপর অপর ভাব অন্ধ কুপই মগ্নি স্যার চির অপ্রকাশ থাকিত। যদিও নম্ব মেঘ হস্তাদি অন্ধ ভক্তি দ্বারা আম্বারদিকের ইচ্ছা প্রকৃতি সামান্যত ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি বাগ্ধন্য না থাকিলে অনেক অপ্রত্যক বিষয়ের জ্ঞাপন করা হইত না, এবং ভাব উচ্চারণের অন্ত্রাবনা জন্ম লিপি রচনাও ককপি সম্ভব হইত না। মনুষ্যের শৈশব কালের বি-মা আলোচনা করিলে বিদিত হইবেক যে তাহার অবস্থানবায়ী প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুসারে তাহার বাগ্ধন্যই তরুণ ক্রমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। রাজক ভূমিত হইয়া অবধি কিম্বকাল পর্যন্ত তাহার কৃপা শান্তি অল্প মুখ, শীত উষ্ণ নিয়ারণ জন্য গায় আচ্ছাদন, খজীরে কোন পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার উপাসনার্থে উকথ বেবর ইত্যাদি অতি অল্প উদ্যোগ প্রয়োজন থাকে, তাহা জানাইবসি বিদিত হইবেক তাহার জন্মন এক মাত উপস্থিত হইয়াছে। পরে যে পরিমানে তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রয়োজনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তৎপরিমাণে সে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লাভ করিতে থাকে, কারণ তখন বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কোন ক্রমণ সেই হৃদয় হৃদয় প্রয়োজনের অতি জ্ঞাপক হয় না। মনুষ্য জন্মের পক্ষাধি অতি অল্প কালো প্রকাশিত হইতে পারে। তাহা থাকিলে

* পঞ্চকণিকা: ক্রমবর্ধিতের চিত্র-প্রদানে প্রদেখন যে বাসুদেব পরমাত্ম স্বরূপ, সত্যকাম ক্রম স্বরূপ, প্রমাণ মন স্বরূপ, এবং অক্ষর অক্ষর স্বরূপ।
 ত্রয়োদশকণিকা: ১ অর্থাৎ পুষ্ণ।
 তখনক পুষ্ণকণিকা: ১৪ পুষ্ণকণিকা প্রদেখন যে বাসুদেব চিত্রস্বরূপ, সত্যকাম অক্ষর স্বরূপ, অক্ষর স্বরূপ মন স্বরূপ এবং প্রমাণ বুদ্ধি স্বরূপ।
 : সাধনানের পুষ্ণকণিকা: ১৪ পুষ্ণকণিকা প্রদেখন যে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার পুষ্ণকণিকা শব্দ-প্রাসাদ্যে প্রসিক্ত হইতে পারে। তাহার অক্ষর স্বরূপ মন স্বরূপ এবং প্রমাণ বুদ্ধি স্বরূপ।

হইলে বা অপর কোন-বিশেষ হইলে স্বভাবের সাহায্য প্রার্থনা, সুখা শান্তির কারণ শাবকের শতাব্দিক আহার প্রার্থনা ইত্যাদি ঘৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহারদিগের যে বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক রূপ আছে তদুদাহারাই তাহা নির্ধারিত হইতে পারে, এবং তাহাদিগের জীবন শক্তি এমন অসাধারণ যে কেবল খুনি জীবন ধার। সহস্রের মধ্যে মাত্র আপনাতঃ শাবককে বা শাবক আপনাতঃ জননীকে অন্যায়সে চিনিতে পারে, একারণ তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বাক শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের নানা ইচ্ছা ও নানা কামনা ব্যক্ত করা বাগ্মন্ত্রের ব্যতিরেকে কি প্রকারে সম্ভব হয়? পরন্তু উপারান্তরে মনুষ্যের প্রয়োজন প্রকাশের সজ্ঞাবনা সহজ ও স্বাভাবিক দ্বারা অনেকগুলি ব্যক্ত করিতে না পারিলে পিঞ্জর বন্ধ পক্ষির ন্যায় তাহার মুখের কি সীমা থাকিত? কিন্তু যে পরম পিতা বাবা কৃতি হইয়া মাতঃ মুখ পান করিবে এই বিরচনার সাজু সনে রস ও রক্ত হৃদয়ে তৎকালে মুক্তের নকার করেন, তিনি যে তাহার মনের কার্য লাভ-মার্গে তাহাকে বাক শক্তি প্রদান করিবেন ইহার আশ্রয় কি?

পরন্তু বাক্যবস্তুর রচনায় জগৎ কর্তার কিবা অমূল্য কৌশল দেখীয়া যায় হই-
 কেহ! মনুষ্যের এক মাত্র কর্ম হয় কি
 বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। যে প্রকার লু-
 য়ের এক মাত্র কারণ বিশেষের সংবা-
 ধে বিবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়, জগৎ শক্তি
 কর্ম অধ্যয়িত হইয়া বহিঃগমন করিলে কর্ম তা
 লু মূর্ত্তি অস্তিত্ব হানে জিহ্বাদির স্পন্দন দ্বা-
 রাও প্রভিষ্কৃত হইয়া ভিন্নভিন্নরূপে প্রকারাদি
 বর্ণ কয়ে ধ্বনিত হয়। কিন্তু বিবেচনা কর
 যদি মনুষ্যের মূর্খ হইয়াই অতঃকালের
 আংশ শেখি-সকলের মনের কাব ও ইচ্ছা
 প্রকাশের যোগ্যতা না থাকিত এবং বর্ষা
 প্রয়োজন অসংখ্যকালের সেই অতঃকাল-
 শক্তি একেই প্রকাশিত করিত তাহা পারিত
 বাক্যকে কর্ম প্রকাশিত হইত

সহস্র ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতঃ উচ্চারিত হইতে
 গবরে, তবে শব্দের বিভিন্নতা অভাবে
 তাহার উৎপত্তি হইত না। পূর্কক
 বাবুর যদি স্থিতিস্থাপকতা শক্তি না থা-
 কিত, বদ্যুরা সঞ্চিত বায়ু কতই বি-
 স্কৃত হইয়া পথ করিতে পারে, তাহা হই-
 তে বায়ু প্রকাশ কদাপি সম্ভব হইত না।
 অতএব মনুষ্যের অন্তঃস্থ তাহ মনস প্রকাশ
 নিমিত্তে বাগ্মন্ত্রের যে তত্ত্ববোধনীরূপে র-
 চিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতে-
 রে। এই বাগ্মন্ত্রে বা বাগ্মন্ত্রে মনুষ্যের
 বাবুর উচ্চারকের সামর্থ্য থাকিত না, সুতরাং
 লিপি রচনা সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ লিপি
 সন্থন কঠোর উচ্চারিত বাক্যের প্রতিমিথি স্বর-
 প হইয়াছে, কিন্তু যেখানে বাক্য না থাকে,
 সেখানে কি প্রকারে তাহার প্রতিমিথি স-
 ত্ত্ব হইতে পারে? যদিও কোন প্রকার
 সাহায্য সাহায্যিক লিপি সম্ভব হইত, তথা-
 পি বাগ্মন্ত্রভাবে কেহ তাহার মনের কাব
 ও অভিপ্রায়দি সম্বন্ধ রূপে প্রকাশ করিতে
 পারিত না, এবং অনেক মনের সোমনী ও
 লেখনাধারের রূপাঙ্গি অসুখ সন্থন মনের
 সামর্থ্যদিগের অতি প্রয়োজনীয় বাসনা ও
 ব্যক্ত করা সম্ভব হইত। এই বাগ্ম-
 ত্রের অর্থে মনুষ্য জাতির মধ্যে পর-
 ম্পর আশ্রয়িতা ও অপর তাহা থাকিত না;
 পরস্পরের আশ্রয় ঘটন বা কোন প্রয়ো-
 জন সিদ্ধির উপায় হইত না; বস্তুতঃ বি-
 কটে বীর দুঃস্থ রূপে প্রকাশ পূর্কক একের
 হৃদয় ও অন্তের লাঘব করিতেও সক্ষম হই-
 তাম না। পরস্পর উপদেশ প্রাপ্তির উপা-
 য়তায়ে জ্ঞান হইয়াই বা কি রূপে উচিত
 হইত? অতি কাল সমসাময়িক চিন্তন
 করা ও অতি কাল সমসাময়িক চিন্তন
 প্রয়োজন কি সম্ভব হইত? বাগ্মন্ত্রের
 মন কি উদ্যম হইত? বাগ্মন্ত্রের
 অপর তাহা হইত

পরন্তু তাহা হইয়া তাহারদিগেরই উপ-
 কারের সজ্ঞাবনা হইয়াছে। তাহা হইয়া
 হইয়া তাহা হইয়া তাহা হইয়া তাহা হইয়া
 হইয়া তাহা হইয়া তাহা হইয়া তাহা হইয়া

রের বাক্য জ্ঞানে অবলম্ব্য, তাহার বিপের উপায় কি? অতএব দয়ানান্দ পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামান্যতঃ একপ এককমতা প্রদান করিরাছেন যে বাক্য প্রয়োগ ব্যতিরেকেও কেবল মুখ হস্ত নেত্রাদি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা এক ব্যক্তি অন্যের নিকটে স্বীয় মনের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে; সুতরাং বাক্য শক্তি বিহীনরাও অপরের সমীপে আশ্ব প্রার্থনা জানাইতে পারে, এবং বধির ব্যক্তিও অন্যের মনের ভাব গ্রহণ করিতে পারে। অপিচ এই লোক শারীরিক চিহ্ন দ্বারা ইন্দ্রিয়িক ভাষা শক্তি বিশিষ্ট হয়। শৌকিক ভাষা বেশ কালাদি দ্বারা পৃথক পৃথক হয়; কিন্তু মনুষ্যের সংস্কৃত জ্ঞান বেশ কি কাল বা অন্য কোন কারণেও ভিন্ন হইবার নহে। ইহার দ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভাষি ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কাহার ভাষাজ্ঞনা হইলেও পরস্পর সকলে সকলের নিকটে স্ব স্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে এবং এক জাতির ভাষা অন্য জাতি শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়। অপর বিবেচনা করিলে বালকদিগের দেখায় ভাষা শিক্ষা করিতেও সর্বত্রই ইচ্ছার দত্ত এই সংস্কৃত জ্ঞান সম্যক্ সাপেক্ষ হইরাছে; কারণ কম বয়সি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা কোন উদ্দেশ্য বস্তুর ইচ্ছিত ব্যতীত তাহার তৎপ্রতিপাদক লক্ষ গ্রহণ নাহকি একান্তে তাহার উপলব্ধি করিতে পারে? পক্ষাধির বধিও বাক্য শক্তি নাই তথাপি তাহার সঙ্কেত জ্ঞানের কর্তব্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই; তদ্বারা প্রত্যেক পক্ষ জাতির পুংত্রী মধ্যে পরস্পর এতদূর সংঘর্ষ হয়, স্ব স্ব শাবকের প্রতি আন্তরিক ভেদ ভাবের প্রকাশ হয়, এবং প্রতি পক্ষ স্বজাতীর অন্য পক্ষের কাহ্ন কোথ গতি অপর অপর পক্ষের ভাব অব্যাহত হইতে তাহদের কার্য করিতে সক্ষম হয়। অতএব সঙ্কেত জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ দ্বারা ইহা প্রমাণিত করণীয় যে জাতিসমূহের মনের প্রকাশ পাইতেই তাহার সমর্থতা।

এই সঙ্কেত জ্ঞান বা ভাষাশক্তি মনুষ্যের মন ও মন্যক শক্তি হইয়াছে; অতএব ইহা মনুষ্যের

অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব ও অবস্থা বা দুঃখার্থ রূপে প্রকাশ হয় তাহা কেবল বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কখন সম্ভব হয় না। উৎসাহ প্রোতাহ ব্যক্তি যে কালে এই বিশ্ব কোশলের প্রত্যেক অংশেতে পরম বরণীয় পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি এবং কল্পনা শক্তি রূপে উপলব্ধি করেন, তখন তাহার তত্ত্বাবধানী অনির্কটনীর প্রথম পূর্ণ চিন্তার মানন্দ প্রত্যাহার বর্ণনা করা আনন্দ ব্যতীত কি থাকে? নাথ্য? শারদীর পূর্ণেশ্ব নৃশূন্য স্বীয় পরিভ্রমকে নিশ্চাপ জ্যোতিতে জ্যোতিয়াম্ দেখিয়া নাথ্য ব্যক্তি হেতুগ প্রকল্পীভন, হয়েন, সেই প্রকল্পতার প্রকাশ কি কেবল বাসিত্বেরই কৰ্ম? জ্ঞানী কৃষ্টিম আন্তরিক ভাবে ব্যতীত কি কোথের ভাব ব্যক্ত হয়? বা পীন হীন ব্যক্তিদিগের বিনত মুখ ও মুখ কর ব্যতিরিক্ত কেবল বাক্য কি অন্য মনুষ্যের দয়া আকর্ষণ করিতে পারে? এবং জ্ঞানী হীন কপট ব্যক্তি আপনাকে পরম ধার্মিক রূপে জানাইবার জন্য সর্বদা উৎসাহের নাবোচ্চারণ করুক, ধর্মের বিবিধ বেশ ও ধারণ করুক, তথাপি স্বজীবনের নরীপে তাহার মুখতা কি অপ্রকাশ থাকে? মুখের ভাব দ্বারা তাহার বর্ষা আন্তরিক ভাব অবশ্যই প্রকাশ পায়। এইরূপ হৃৎকরিত পাশাপাশিত পুরুষ লোক লজ্জা বা শাসন করে নিন্দা বচন রচনা দ্বারা আপন হৃৎকরিত গোপন প্রাথিত চেষ্টা করুক; তাহা অন্য ব্যক্তির ও শিক্ষাকরক, তথাপি তাহার হৃৎকরিত কি মুক্তি বিশিষ্টের নিকটে প্রকাশ থাকে? অপর জ্ঞানী ব্যক্তি পরস্পরাজ্ঞত বহু বাসুবিজ্ঞতা দ্বারা কম সমাজে আপনাকে বিজ্ঞ রূপে প্রকাশ করুক, পরম তত্ত্ব রূপেও পরিচিত করুক, তথাপি তাহার আন্তরিক পাণ্ড লজ্জাকার কি কাপনিক বাস্য আলোক দ্বারা অজ্ঞাত থাকে? অতএব হল বিশেষে ভাষা অপেক্ষা শারীরিক চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যের মনোপত্ত ভাব অধিক প্রকাশ পায়।

পরন্তু কেবল বাসুবিজ্ঞ প্রদান করাতেই মানব জাতির প্রতি যে লক্ষ্যের অসীম করণের শেষ হইয়াছে এবং নহে, তাহার

উদার করুণার প্রত্যেক হিলোলে আমরা
 প্রতিক্রমে মূতন মূতন প্রকারে সুখী হইতে-
 ছি। তিনি যেকপ আমারদিগের মনের
 ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্তে বাগযন্ত্র সৃষ্টি ক-
 রিয়াছেন, সেইরূপ মনের আনন্দ প্রকা-
 শের জন্য আমারদিগকে এক স্বর যন্ত্র প্র-
 দান করিয়াছেন, তদ্বারা রাজা অবধি অতি
 দরিদ্র ক্রমক পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিই আপন
 আপন মনের আঙ্গান রাগ রাগিণী দ্বারা
 ব্যক্ত করিতেছে। বস্তুত যে বায়ু দ্বারা
 বাক্য উচ্চারিত হয়, সেই বায়ুর ধ্বনি যখন
 স্নেহমগ্ন বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার
 স্বর সংজ্ঞা হয়। এবং তখন তাহা অত্যন্ত
 মনোহরতার কারণ হয়। এইমাত্র প্রথ-
 মত নাতিবেশ হইতে অতি গভীর রূপে ধ্বনি-
 ত হয়, পারে সেই স্বর বহু উর্ধ্বে উঠিতে
 থাকে, তাহার ধ্বনি কম্পন তত উচ্চতর হই-
 তে থাকে। এই প্রকার এক মাত্র স্বর হই-
 তে খড়ক, ঝবড়, গাঙ্গার, মধ্যম, পঞ্চম, ঠৈদবত,
 মিথাদাদি সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হইয়া
 বহু প্রকার রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।
 মনুষ্য স্বংকালীন প্রেমানন্দ স্কুরিত পুরোক্ত
 রাগ রাগিণীতে সঙ্গীত ধ্বনি প্রকাশ করিতে
 থাকে, তখন অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ও ত্রব হয়, বি-
 রস ব্যক্তিও রসায়িত হয়, এবং অত্যন্ত শো-
 কাবুল ব্যক্তিও প্রকৃত আনন্দ হয়। মনুষ্যের
 উপকার বা সুখ সম্পাদন জঙ্কই যদি কোন
 বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তবে তাহার সঙ্গীত
 কর্মতা কি অমূল্য। কিন্তু মনুষ্যের ধ্বনি
 যদি তাদৃশ সপ্তবিধ স্বরে বিভক্ত না হইত,
 অথবা বায়ুর স্পন্দন বা আন্দোলন অনুসারে
 স্বরাদি কম্পিত বা গহকিত না হইত, তবে
 সঙ্গীত মাধুরী দ্বারা কন্যাপি স্রষ্টি সুখ সম্ভব
 হইত না। অতএব সুখ কৌশল শীল জগদী-
 শ্বর কি আশ্চর্য্য রূপে আমাদেরদিগের স্বর য-
 ন্ত্রের নির্মাণ করিয়াছেন। এবং কতই বায়ুর
 কি চমৎকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে-
 বীণা বস্ত্রাদি ব্যক্তিরেকেও মনুষ্য স্বীয় শরী-
 রস্থ স্বর যন্ত্র দ্বারা মনের আনন্দ প্রকাশ
 পূর্বক সেই আনন্দ স্বরূপের গুণানুবীর্তন
 করিয়া চরিতার্থ হইতেছে।

মহাভারতীয়শ্লোকঃ

যশিন্ যশিন্ঃ বিবরে যোযোবাতি বিনিশ্চয়ে।
 সতমেবাতিজানাতি নানাং ভারতসত্তম।
 এবং ব্যবসিতে শোকে বহুদোষে যুধিষ্ঠির।
 আজমোকনিমিত্তং বৈ যতন্তে মতিমান নরঃ।
 নষ্টে ধনে বা ধারে বা পুঞ্জৈ পিতরি বা স্তে।
 অহোহুঃখমিতি ধ্যায়নশৌকন্যাপচিত্তকরেৎ
 সুখাৎ সজ্জাযতে হুঃখং হুঃখমেবং পুনঃ পুনঃ।
 সুখস্যানন্তরং হুঃখং হুঃখস্যানন্তরং হুঃখং।
 সুখহুঃখে মনুয্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততঃ।
 সুখাঙ্কং হুঃখমাপন্নঃ পুনরাপাণ্যতে সুখং।
 ন নিত্যং লভতে হুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।
 শরীরেবাযকনং হুঃখস্য চ সুখস্য চ।
 শরীরেবাযকনং সুখস্য
 হুঃখস্য চাপ্যায়কনং শরীরং।
 যৎ যৎশরীরেণ করোতি কর্ম
 তেনৈব দেহী মনুপাঙ্ক তে তৎ।
 জীবিতঞ্চ শরীরেণ জাতৌব সহ জায়তে।
 উভে সহ বিবর্ত্তেতে উভে সহ বিনাশ্যতঃ।
 স্নেহপাশৈর্কৈবদ্বিধৈরাবিত্তিবিষয়াজন্যঃ।
 অরুতার্থাশ্চ সীদন্তে কলৈসৈকতসেনতবঃ।
 সন্ধিনোত্যন্তত্তৎ কর্ম কলত্রাপেক্ষয়া নরঃ।
 একঃ ক্লেশানবাপোতি পরজেহ চ মানবঃ।
 পুঞ্জদার কুটুবেষু প্রসক্তাঃ সর্কমানবাঃ।
 শৌকপক্ষাণেব ময়াজীর্ণারনথজাইব।
 পুঞ্জনাশে বিক্রাশে জাতনরজিনীমপি।
 প্রাপ্ত্যেতে সুমহদুঃখং দাব্যমিতিমং বিভো।
 নচ প্রজ্ঞানমর্থানাং ন সুখানামলং ধনং।
 ন বুদ্ধির্জনদাভাব ন জাত্যনসমুৎসবে।
 অন্তাপ্রাপ্তে সুখং প্রাপ্তবুধৈঃ স্বরমন্ত্যয়োঃ।
 যে চ কুর্নুঃখংপ্রাপ্তাঃ স্বপাত্যতাবিমংসরাঃ।
 জাম্বৈবাশিন্দন্যেবাযাবতি কদাচন।
 অথ স্তে বুদ্ধিমতাঃ স্বাব্যক্তিত্যক্ত সত্যতাং।
 হেতুবেলং প্রকৃত্যক্তি সজ্জা পুণ্যযাত্রি চ।
 নিত্যং প্রেমদিত্যুচ্যামিদিহেবদগাইব।
 অবলৈপনরহতা পরিভৃত্যাবিভক্তনঃ।
 সুখং হুঃখারামসুখং হুঃখংকায়ং সুখোযং
 স্মৃতিশ্বেবং স্মৃতিয়া সার্থং ন কেবলসুখী লাভসে।
 সুখং বা যবি বা হুঃখং কিংবা বা যবি বাশ্রিৎং।
 প্রাপ্তং প্রাপ্তং স্মৃতিয়া হুঃখং বা যবি বাশ্রিৎং।
 স্মৃতিয়া হুঃখং বা যবি বাশ্রিৎং।

নিবসে নিবসে মুচমাধিগতি ন পশিতং ।
 মুক্তিমনস্তং কৃতং প্রজ্ঞং শুভ্রমুমনসুরকং ।
 দান্তংজিতৈস্ত্রিরকাপি শোভোনাম্পশভেনরং
 এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় গুণাচিত্তরেখু ধঃ ।
 প্রোজ্ঞং মুচংতথাশুরং ভজতে বাদুশং কৃতং ।
 এবম্বেব কিলৈতানি প্রিয়াণোবা প্রিয়ানি চ ।
 জীবেষু পরিবর্ততে চ্ছংখানিচ সুখানি চ ।
 এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় সুখমাত্ত গুণাধিতঃ ।
 সৰ্বানি কামান্ কুপ্পেত্তজ্ঞোখং কুবীতপুততঃ
 বৃত্ত এবহ্মদিপ্রৌচো মৃত্যুরেব মনোভবঃ ।
 কোধোনামশরীরেছৌদেহিনাংপ্রোচ্যতেবুধৈঃ
 যদাসংহরতে কামান্ কুপ্পেদ্বানীব সৰ্বশঃ ।
 তদাভজ্যোতিরাশ্রায় মাশ্রন্যেব অপশ্যতি ।
 যদা ন কুরুতে ভাবং সৰ্ব্বভূতেষু পাপকং ।
 কৰ্মণা মনসাবাচা ব্রহ্মসম্পাদ্যতে তদা ।
 বাহুস্ত্যজাহুর্মতিভির্ধানজীর্ঘ্যতি জীর্ঘতঃ ।
 মৃত্যুনাভ্যাহতোলোকো জরযাপরিবারিতঃ ।
 অহোরাত্রাঃ পত্তন্ত্যেতে ননুকম্মাং নবুধ্যসে
 অনবাগ্ধেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যোতি মানবং ।
 পুণ্যানীব বিচিহ্নত মন্যত্রগতমানসং ।
 বুঝীবোরণ মান্যস্য মৃত্যুরাধাণগ্হতি ।
 অশৌব কুরুযজ্ঞে বো মান্যংকালোত্যাগাদযং
 অকৃত্তেবেব কার্যেষু মৃত্যুর্তে সংপ্রকর্ষতি ।
 ঋঃ কার্যামন্যকুবীত পুঙ্খীক্রে চাপরাহ্নিকং ।
 নহি প্রতীকতেমৃত্যুঃ কৃতমন্য নবাহুতং ।
 কোহিজনাত্তি কস্যস্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি
 সুবেবধর্মশীলাঃস্যাদনিত্যং ধনুজীবিতং ।
 কৃত্তেবর্থে ভবেৎকীর্তিরিক্রোতা চ ভৈসুখং ।
 মোহেহরহি নহাবিকৃতং পুঙ্খারার্বসুখ্যতঃ ।
 ক্রম্যকার্য মকার্যেবা পুঙ্খসেধঃপ্রবহতি ।
 নহিসমস্তি যঃ প্রাণান্ ধমোবাঙ্কুর হেতুভিঃ ।
 জীবিতাধাপন্ননৈঃ কৰ্ম্মভির্নসবধাতে ।
 অমৃত্তেব মৃত্যুক বরং রেহে প্রতিষ্ঠিতং ।
 মৃত্যুরাপমৃত্ত মোহাং সত্যানাপন্নমৃত্তং ।
 মন্য বাঙ্করনীল্যাজংসম্যক প্রেতিহিতেনবা ।
 তপস্যোগপ সত্যক মতি পারকরাশু সাং ।
 নাত্তি বিদ্যানমং চমূল্যতি ক্রাসনং তপঃ ।
 নাত্তি রাগনসং হৃৎখং নাত্তি ত্যাপনসংসখং ।
 আশ্বনানর্ঘমৃত্তেন পাপৈশিবি কামনো ।
 ককর্ষকসুখং কৃষা ককর্ষে লোকৈ নিরীকতে ।
 দন্তকালৈকালকালং কেশাং শিখাং কেশ্যং
 বহুভ্যো প্রেতিবাধি পরিহাতি পুণ্যনি ১৪ ।

উৎসবাহুৎসবংবাতি স্বর্গং স্বর্গংসুখাংসুখং ।
 শ্রদ্ধানশ্চ দাত্তাশ্চ ধনাচ্যাঃ শুভকারিণঃ ।
 সম্মানশ্চাবমানশ্চ দাত্তাভাতৌ কথোদযৌ ।
 প্রবৃত্তানি নিবর্ততে বিধানাতে পুনঃ পুনঃ ।
 বাণোমুবাচ বৃদ্ধশ্চ বৎকরোতি শুভাশুভং ।
 গর্ভশ্যামুপাশায় ভুক্ত্যতে পৌর্কদেহিকং ।
 যথাযেযুঃ সহশ্রেষু বৎসোবিদুস্তিমাভরং ।
 তথাপুর্ককৃতং কৰ্ম্ম কর্তারমনুগ্হতি ।
 শকুনানামিবাকাশে মৎসানামিবচোমিকে ।
 পমং যথামনুশ্যেত তথাজ্ঞানবিদ্যাংগতিঃ ।
 অলমমৌরুপালভেঃ কীর্তিতেশ্চ ব্যক্তিরমৈঃ ।
 পেশলকশনু কপলকর্তব্যং হিতমানমঃ ।
 সত্যমেকাঙ্করং ব্রহ্ম সত্যমেকাঙ্করংতপঃ ।
 সত্যমেকাঙ্করোযজ্ঞঃ সত্যমেকাঙ্করংক্রতং ।
 সত্যং বেদেযুজাগর্গি কলং সত্যেপন্নং সত্যং ।
 সত্যাক্কৌবমশ্চৈব সৰ্বং সত্যো প্রতিষ্ঠিতং ।

দাধিপর্জণি

বিজ্ঞাপন

১৪ শ্রাবণের বিশেষ সত্কার অনুমত্য-
 নুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন
 শ্রদ্ধাধ্যকের পদ শূন্য আছে অতএব তৎ
 পদে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিবার
 জন্য আগামী ১৪ তারিখ সোমবার অপরাহ্ন
 ৬ ঘটটার সময়ে শ্রাদ্ধসমাজের দ্বিতীয় তল
 ঘূহে জিহ্নব সভা হইবেক ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেবের মূর দেশ সং-
 হিত প্রযুক্ত তাঁহাকে অবসর প্রদান
 করিয়া তাঁহার কর্তে অন্য এক জন অধ্যক্ষ
 নিযুক্ত করিবার এবং শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ
 ঠাকুরের অধ্যক্ষ পদশূন্য হওয়ারতে তাঁহার
 পদেও অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার
 প্রস্তাব এই বিশেষ সভাতে বিচারের নিমি-
 ত্তে অধ্যক্ষেরা অনুমতি করিয়াছেন ।

অধ্যক্ষদিগের বিবেচনাকে ধন্যধ্যকের
 পদ সভাতে কোন প্রয়োজন বোধ হয় না,
 অতএব সেই পদ রহিত করিবার প্রস্তাব এই
 বিশেষ সভাতে উত্থাপন করিতেও তাঁহার
 অনুমতি করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ বিক্রয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.....২৭
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ এই..... ৫
বৃত্তি সহিত কঠোর সংশোধনবিধি..... ২
বস্তুবিচার..... ১০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন..... ১০
তত্ত্ববোধিনী সভার বস্তুতা..... ১০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ..... ১১
সংস্কৃত পাঠোপকারক..... ১০
ভূগোল..... ১১
পদার্থ বিদ্যা..... ১১
বর্ণমালা..... ১০
ইংরাজি ভাষার ক্রমিত প্রভৃতি..... ১১
ইংরাজি ভাষার ব্রাহ্মণসেবির কঠোর পত্র অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়..... ১১
বেদান্তিক ডাক্তি নুসবিণ্ডিকটেড..... ১০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক..... ১০
পৌত্তলিক প্রবেশ..... ১০
কঠোরবিধি..... ১০

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন মহাশয়ের কলিকাতায় এনিমিত্তিক মোরাইটির পুর্নতম সম্পাদক "শ্রীযুক্ত জ, প্রিন্সিপ্ সাহেবের ৩য় নুবাং বিবরণক" এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ের সভ্যরা যদি এই প্রকাশ করেন, তবে তাহা উক্তরূপে প্রাকৃত হইবে, এবং তদ্বারা সভার বহু উপকার হইবেক।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উক্তরূপ কালিক বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি গ্রিট হয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ে অবোধন করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাবস্ত্রে বিনি বা-
কলা অক্ষরে এই মুদ্রিত করাইবার অভি-
লাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে
উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

গত ১৪ আশ্বিনের বিশেষ সভাতে শ্রীযুক্ত
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাণীশ মহাশয় সহকারী
সম্পাদকীর পরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিক্রাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

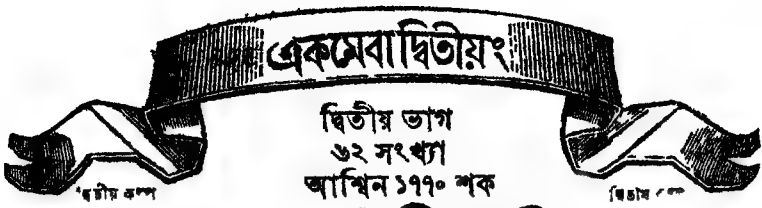
আগামী ৩ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭
ঘণ্টার সময়ে দার্শনিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অন্তঃশোধন

৩০ নম্বার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার
দ্বিতীয় স্তম্ভে ৩৪ সংখ্যকতে যে "এবং কর
এই দুই মন্ত্র" শব্দ আছে তাহার পরিবর্তে
"এবং এই দুই মন্ত্র বস্তু" হইবে।

শ্রীমদেঙ্গনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।



একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
৬২ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৭০ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ভদ্রাশ্রমী অংগসোম্যকুর্যেৎ. সারথিবোধোৎসবোৎসবঃ শিলা ৩০শো'বাতকব' নিরুৎসবঃ স্বযোগোত্তিমর্গিৎ।
অথ পরাশ্রমা ওদককবহবিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে

ষষ্ঠং সূক্তং

মেধাতিথির্জবিঃ পায়ত্রং হৃদঃ

বায়ুদেবতা।

১৩০

১ ত্রীত্রাঃ সোমাসুর্জার্গস্থানী-
ব্রহ্মঃ সূতাইমে । বান্নো তান্ প্র-
স্থিতান্ পিব ॥

১৫ নাতো ত্রীত্রা' সুখির্জবিঃ আশীর্জব'
কলানিয়ারকাঃ সূতাঃ আতিব্রহ্মঃ ইমে 'সোমাসু'
সোমাসু' সতি অত্রঃ জব' 'আসিদি' আশ্বজ' আশ্বজ্যত
প্রতিভাম' প্রত্যানীতান' জাম' সোমাসু' পিব ।
> কে-রা-কু' কুর্জি কনক' বক্রম' হারিক
এই সোমরস সকল প্রস্তুত করিয়াছে, অত্র এব
ত্বমি আপসবন করিয়া মিবেহিত বেই পশুচয়
পান কর ।

ইজ্ঞাসু-মেধা

২ উতা দেবা বিবিঃ সোমাসুর্জার্গস্থানী-
বুর্জার্গস্থানী ॥

উতা দেবা বিবিঃ সোমাসুর্জার্গস্থানী-
বুর্জার্গস্থানী ॥

২ ন ইন্দ্রবার' দেব' সেনো' জলা সোমাসুর্জার্গস্থানী
৩৫ সংখ্যা

> দু্যলোক নিবাসী ইন্দ্র ও বায়ু এই
উভয় দেবতাকে এই সোমরস পান করিবার
নিমিত্তে আহ্বান করি ।

২৩২

৩ ইন্দ্রবায়ু মনোজুবী বিপ্রা-
হবস্ত উতয়ে । সূহস্রাফা ধ্ব-
স্পর্তা ॥

৩ মনো'জুব' মন' দু'নী মন'ইব' মন'হা'ক' মন'
স্রাফা' মন'স্রাফা' মন'স্রাফা' মন'স্রাফা' মন'স্রাফা'
পানকো ইজ্ঞাসু সেনো' উতা' বক্র' এ' বিপ্রা
মেধাতিথি. বক্র' অ' বক্র'।

৩ ম নব স্যায় বে' ম'বিশিষ্ট, সতজ্রাক,
বুজ্বিব পাশক, ইন্দ্র ও বায়ু মেধ তাকে মেধা-
বীবা বক্রা' ম' মস্তে আহ্বান করেন ।

মেধাসুর্জার্গস্থানী দেবতা

২৩৩

৪ সিত্রং বয়ং হ্বামহে বক্রং
সোমসীতয়ে । জ্ঞানানা পূর্ভদ-
কসা ॥

৪ 'সোমসীতয়ে' সোমসায়' বিব' ১১
৮ 'বয়ং' হ্বামহে' আয়ুসায়ঃ' সীতয়ে' ৮ - ৮
জ্ঞানানা' জ্ঞানানা' ক' প্রদে' প্রাদুর্ভবতো' প' ব' ম' ম'
পূর্ভদকসো' উতয়ে' ৪ ১ ।

৪ কর্ম সমীপে উপস্থিত ও পবিত্র বল মিত্র
আর বরুণকে সোমপানের নিমিত্তে আমরা
আহ্বান করি।

২৩৪

৫ ঋতেন 'স্বাভাব্যাবতস্য
জ্যোতিষ্পতী। তামিত্রাবরুণা
হবে। ১।২।৮।

৫ 'ঋতেন' লভ্যবসেন 'ঋতাবসো' কর্মকালবর্ধ-
কৌ 'ঋতস্য' প্রশংস্যা 'জ্যোতিষঃ' 'পতী' পালক-
কৌ 'মৌ' 'মিত্রাবরুণা' 'মিত্রাবরুণৌ' 'তঃ' 'কৌ' 'হবে'
আহ্বায়ামি। ১।২।৮।

৫ সত্য বচনভারা বজ্রমানের কর্মফ-
লের বৃদ্ধিকারী ও প্রশস্তজ্যোতির পালক
দে মিত্র আর বরুণ তাঁহারদিগকে আহ্বান
করি। ১।২।৮।

২৩৫

৬ বরুণঃ প্রাবিতা ভুবনিত্রো-
বিশ্বাভিকৃতিভিঃ। করতামঃ সু-
ব্রাধসঃ ॥

৬ 'বরুণঃ' মিত্রঃ 'প্রাবিতাঃ' 'লভ্যভিঃ' উপ-
স্থিতঃ 'বিশ্বাভিঃ' 'অভ্যাক্ষঃ' 'প্রাবিতা' 'বরুণঃ' 'সুসং-
করতু'। 'কৌ' 'উচ্চৌ' 'মঃ' 'অভ্যান' 'সুব্রাধসঃ' প্রশস্তবচন-
ব্রুণস্য 'করতামঃ' 'কুরতামঃ'।

৬ মিত্র আর বরুণ সর্বতোভাবে আমা-
রদিগের রক্ষক হউন এবং আমারদিগকে প্র-
চুর ধনবান করুন।

মরুকাণইন্দ্রোদেবতা

২৩৬

৭ মরুকাণ ইন্দ্রোদেবতা
মপীতয়ে। সজর্গণেন তস্পতু ॥

৭ 'মরুকাণ' মরুকাণসহিতঃ 'ইন্দ্রো' সোমপী-
তয়ে 'তা' - 'সোমপীতয়ে' আহ্বানার্থে আহ্বায়াম্যঃ। 'সচ
ইন্দ্রো' 'গণেন' 'সজর্গণেন' 'সজর্গ' 'সহ' 'তস্পতু' 'তু-
স্তোভ্যবতু'।

৭ মরুকাণ যুক্ত ইন্দ্রকে সোমপানের নি-
মিত্তে আমরা আহ্বান করি। সেই ইন্দ্র
মরুকাণের সহিত তপ্ত হউন।

২৩৭

৮ ইন্দ্রজ্যোতীমরুকাণাদেবতা-
সঃ পুয়রাতয়ঃ। বিশ্বে মমশ্রুতা
হবৎ ॥

৮ 'ইন্দ্রজ্যোতীঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'জ্যোতীঃ' 'মুপাঃ' 'দেবাঃ' 'তে
হে' 'পুয়রাতয়ঃ' 'পুয়ঃ' 'বেভঃ' 'রাতিঃ' 'রাতা' 'দেবাঃ' 'তে'
'বিশ্বে' 'মকে' 'মরুকাণাঃ' 'দেবানাঃ' 'দেবাঃ' 'যুতং' 'মম'
'হবৎ' 'আহ্বানং' 'সজর্গা' 'সচ' 'মমত'।

৮ ইন্দ্র তোমারদিগের জ্যেষ্ঠ এবং পুত্র।
তোমারদিগের দাতা হে মরুকাণেবতা গণ!
তোমরা আমার আহ্বান অবগণ কর।

২৩৮

৯ হত বৃজং সুদানব ইন্দ্রেণ স-
হসা যুজা। না নোদুঃশং সঙ্গমতঃ ॥

৯ 'সুদানবঃ' শোভনদানবুকাঃ মরুকাণাঃ 'যুজং'
'সহসা' 'নলবতা' 'যুজা' 'যোগ্যে' 'ইন্দ্রেণ' 'সচ' 'বৃজং'
'গুণানাকং' 'অনুরং' 'হত' 'নাশয়ত'। 'দুঃশং' 'সং' 'স-
ঙৌন' 'শং' 'সনেন' 'নীকজন' 'যুজা' 'যুজা' 'না' 'কখন' 'প্রতি'
'সঙ্গমত' 'সমর্থো' 'হাকুৎ'।

৯ হে শোভনদানবীল মরুকাণ! বল-
বান ও যোগ্য ইন্দ্রের সহিত তোমরা যুজা-
হরকে নাশ কর, সেই নিমিত্ত দুঃখী যুজা-
হর যেন আমারদিগের অনিষ্ট করিতে সমর্থ
না হয়।

বিশ্বে দেবোদেবতা

২৩৯

১০ বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে
মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রাহি
পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১।২।৯।

১০ 'মরুতঃ' 'মরু' 'নং' 'উগ্রান্' 'বিশ্বান্' 'দেবান্'
'দেবান্' 'সোমপীতয়ে' 'হবামহে' 'আহ্বানার্থে' 'তে-
মরুতঃ' 'উগ্রাঃ' 'শক্তিরূপদেবাঃ' 'পৃশ্নিমাতরঃ' 'পৃশ্নে-
দীমাহি' 'বর্ধকৃৎ' 'পৃশ্নিমাতরঃ'।

১০ উগ্র ও দাবা রূপ বিশিষ্ট মরুত
যে মরুকাণ তাঁহারদিগকে এবং বিশ্বেদেবা
দেবতাদিগকে সোমপানের নিমিত্তে আমা-
রা আহ্বান করি। ১।২।৯।

২৪০

১১ জয়তামিব তন্যতুর্নরুতা-
মেতি বৃক্ষুয়া। যচ্ছূভং বাখনা
নরঃ ॥

১১ 'মরুতাং' দেবীমাং 'তন্যতুঃ' লক্ষ্যঃ 'বৃক্ষুয়া'
দাক্ষিণ্যত্বং লক্ষ্যঃ 'মেতি' গম্ভীরং 'জয়তামিব' জয়তামি-
নামিব। 'নরঃ' বধা হে 'নরঃ' মেচারঃ বজ্রকলম্য
প্রাপরিভাবঃ মরুতাং সূত্রং 'লভং' মরুতং 'বাখনা'
বাখন প্রাপ্তমঃ।

১১ হে বজ্র কল দাতা মরুতগণ! তোম-
রা বধন শুভ বজ্র প্রাপ্ত হও তখন বৃগজরি
ব্যক্তিদিগের ন্যায় একাও কোলাহল করিয়া
ধাক।

২৪১

১২ হৃঙ্করাধিদ্যুতস্পর্ষ্যতো-
জাতা অবস্ত নঃ। মরুতোমূড-
বস্ত নঃ ॥

১২ 'হৃঙ্করাং' নীপ্তকরাং 'বিদ্যুতাঃ' বিশেষণ
দীপ্যমানাং 'অভঃ' অধরিকাং 'পরি' লজ্জতাং 'জাতা'
উৎপত্তাঃ 'মরুতাঃ' নঃ 'অস্থান' অবস্ত 'মরুত' তথা-
বিধাঃ মরুতাঃ 'নঃ' অস্থান 'মুডবস্ত' মুখবস্ত।

১২ একাশকারী ও শোভমান অন্তরিক
হইতে উৎপন্ন যে মরুতগণ তাঁহারা আমার-
দিগকে রক্ষা এবং স্থখ প্রদান করুন।

পূবা দেবতা

২৪২

১৩ আ পৃথিবীত্রবর্হিবমাধুপে
ধরুণং দিবঃ। আজানুর্কং বধা
পশুং ॥

১৩ হে 'আধুপে' প্রাকৃতিকের 'পূবন' 'আজা'
আজ গমনশীল, 'ত্রিবর্হিব' ত্রিবিধিত্বং 'দ্যুত' 'মরু-
ন' বায়ব্যাং 'দ্যুত' 'দ্যুত' 'দ্যুত' 'দ্যুত' 'দ্যুত'
আজ' বধা 'নুর্কং' 'পশুং' 'পশুং' 'পশুং'
তবং।

১৩ হে দীপ্তিমান পূবা দেব-
তা! ভূমি বিচিত্র বজ্রকল ও বজ্র দিল্পারক
সোমকে সোমসোক হইতে আহরণ কর, যেমন
পশু অপহৃত হইয়া তাহাকে পশির কর।

২৪৩

১৪ পূবা রাজানুমাধিগিরিপগ-
তং শুহাহিতং। অবিন্দচ্চিত্রব-
র্হিবং ॥

১৪ 'আধুগিরি' কাশ্যতনীপিয়কঃ 'পূবা' 'রাজা'
নঃ 'দীপ্তিমান' 'অপগুণং' 'অভ্যবহৃত্যং' 'বহা' 'চিত্রং'
দুর্গমে 'হিতং' 'চিত্রবর্হিবং' 'বিত্তিরন' 'ইত' 'কং' 'সোমং'
'অবিন্দং' 'অলম্বত'।

১৪ দীপ্তিমান পূবা দেবতা দুর্গমকিত
অতি গোপনীয় বিচিত্র দর্শন বজ্র প্রদীপ্ত
সোম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৪৪

১৫ উতোসমহৃষ্মিন্ধিত্তিঃ যড-
বুক্তা অনুসেধিৎ। গোভিহ-
বং ন চক্ৰৎ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

১৫ 'উতো' অগ্নির 'মহৎ' 'অমহৎ' 'নঃ' পূবা
'ইন্দ্রিয়া' সোমঃ 'বুক্তা' বৃকান 'ইট' বনবাদীন্
ভবুন্ 'অনুসেধিৎ' 'অয়েন পূবা পূবা' নরন্ লন্ বহ-
তে ৩৪ পৃষ্ঠাঃ 'গোভিঃ' 'হনীইৎ' 'ম' 'ইব মগা'
'মবং' উদিশ্য 'চক্ৰং' 'ভূমি' পূবা: পূবা: কৃশতি
তবং। ১ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

১৫ আমারদিগের নিমিত্তে পূবা দেবতা
সোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া কৃত্তকে ক্রমেতে
পরিবর্তন করিয়া আদিতেছেন যেমন বৃকক
যব উদ্দেশ করিয়া গো দ্বারা ভূমি করণ
করে। ১ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

আপ্পন্নবতা

২৪৫

১৬ অধরোযন্ত্যধভিক্রময়ে
অধরীরতাং। পৃক্ণতীর্ঘনু পয়ঃ ॥

১৬ 'অধরীরতাং' 'অধর' বজ্রবিক্রমতাং 'অধা-
তাং' 'অধর' 'মাতৃবাদীয়াঃ' 'জানতাঃ' 'হিতকারিণ্যঃ'
'আপা' 'মতুবা' 'মাতৃবৃত্তং' 'পয়া' 'কীর' 'পৃক্ণতীঃ'
পৃক্ণত্যাঃ 'অধরিত' 'যোক্তব্যং' 'অধরিত' 'বজ্রতা' 'মাতৃঃ'
'মতি' 'অধরিত'।

১৬ বজ্র ইচ্ছা করিতেছি যে আমরা আ-
মারদিগের মাতৃ বধন হিতকারী যে জল

তাহা গো প্রভৃতির মধুর রসাদিত মুখ বৃদ্ধি করত যজ্ঞ পথে গমন করিতেছে ।

২৪৬

১৭ অমূৰ্খা উপমূৰ্খো যাত্তিৰী
সূৰ্য্যঃ সহ । তানোহিব্জুধরং ॥

১৭ 'অমূঃ' 'সূঃ' 'আপঃ' 'উপমূৰ্খো' 'সূৰ্য্যস্য' 'সূৰ্য্যে' 'অবধিতাঃ' 'সঃ' 'অথবা' 'সূৰ্য্যঃ' 'যাত্তিঃ' 'অভিঃ' 'সঃ' 'বহতে' 'ভাঃ' 'আপঃ' 'সঃ' 'অজ্ঞাতং' 'অজ্ঞরং' 'মহতং' 'ভিজন' 'প্রীতম্' ।

১৭ সূৰ্য্যের নিকটে যে জল স্থিতি করে অথবা সূৰ্য্য যে জলের পানে স্থিতি করেন সেই জল আমারদিগের যজ্ঞকে তৃপ্ত করক।

২৪৭

১৮ অপোদেবী রূপস্যয়ে যজ্ঞ
গাবঃ পিবন্তি নঃ । সিদ্ধুভ্যঃ ক-
র্ত্বং হবিঃ ॥

১৮ 'নঃ' 'অজ্ঞাতং' 'গাবঃ' 'হঃ' 'হাসু' 'অপু' 'পি-
বন্তি' 'ভাঃ' 'অপঃ' 'দেবীঃ' 'উপত্যয়ে' 'অস্মাদ্ভ্যাং' 'সিদ্ধু-
ভ্যঃ' 'সংস্পর্শনা' 'কায়ঃ' 'অধ্যাঃ' 'হবিঃ' 'কর্ত্বং' 'অজ্ঞাতিঃ'
'এতৎ' 'অভি' 'ইতি' 'শেষাঃ' ।

১৮ আমারদিগের গো সকল যে জল পান করে সেই জলদেবতাকে আমি আ-
লান করি যেহেতু সন্দানান জলদ্বারা হবি
সন্দান করিতে হইবেক ।

পূরটিকাকন্দাঃ

২৪৮

১৯ অপস্বস্তুরমৃতম্পু ভেবজ-
নপানমৃত প্রশস্তয়ে । দেবাতব-
ত বাজিনঃ ॥

১৯ 'অপু' 'ভলেবু' 'অঃ' 'মশো' 'অস্বস্ত' 'পা-
নমু' 'তথা' 'অপু' 'ভেবজ' 'ঔষধং' 'সর্বভে' 'উত'
'অপি' 'সাপাঃ' 'অপাঃ' 'প্রশস্তয়ে' 'প্রশংসার্থং' 'হে'
'সেবো' 'অজ্ঞাতং' 'বাজিনঃ' 'বেদব্যং' 'ভবত' 'সীপু'
'স্বতি' 'সুতঃ' 'ইত্যর্থঃ' ।

১৯ জলেতে অমৃত এবং ঔষধ আছে অত-
এব হে বাজিক্ সকল! স্নান করক। জলের
স্বতি কর ।

অনুকু শ্লোকঃ

২৪৯

২০ অপু মে সোমোঅত্র-
বীদন্তুর্ষিধানি ভেবজা । অগ্নি-
ঞ্চ বিশ্বশক্তুরমাপশচ বিশ্বভেব-
জীঃ ॥ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ॥

২০ 'অপু' 'ভলেবু' 'অঃ' 'মশো' 'বিশ্বানি' 'স-
কানি' 'ভেবজা' 'ভেবজানি' 'ঔষধানি' 'স্বি' 'ইতি' 'মে'
'মহৎ' 'সোমঃ' 'বেদঃ' 'অত্রবীৎ' 'ঔষধবৎ' 'তথা' 'বিশ্বশ-
ক্তুরং' 'সর্বজন্যতাং' 'সুশক্তরং' 'অগ্নিঃ' 'চ' 'অপু' 'মশো-
নাং' 'তথা' 'বিশ্বভেবজীঃ' 'বিশ্বানি' 'ভেবজানি' 'ঔষধানি-
যাসু' 'তাঃ' 'আপঃ' 'অপঃ' 'চ' 'অপু' 'মশো' 'মশো' 'অস্বস্তী'
'সিদ্ধুভ্যঃ' '১ ১ ১ ১ ১ ১ ॥

২০ ঔষধ সকল ও অগ্নির স্বপকর অগ্নি
এবং ঔষধবিশিষ্ট জল সকল জলের মধ্যে
আছে ইহা সোম দেবতা আমাকে কহিয়া-
ছেন ১ ১ ১ ১ ১ ১ ॥

গায়ত্রং ছন্দঃ

২৫০

২১ আপঃ পূনীত ভেবজং ব-
কথং ভবে মন । জ্যোক্ত সূৰ্য্যং
দৃশে ॥

২১ 'হে' 'আপঃ' 'সকানি' 'মন' 'ভবে' 'সরীরার্থং'
'কথং' 'বোধনিবারকং' 'ভেবজং' 'ঔষধং' 'পূনীত'
'সন্দানমতঃ' 'যেন' 'সরং' 'জ্যোক্ত' 'চিরং' 'সূৰ্য্যং' 'দৃশে'
'সুহৃৎ' 'চ' 'সরুগাম' ।

২১ হে জল সকল! আমার শরীর রক্ষা-
র নিমিত্তে রোগ নিবারক ঔষধ সন্দান কর
বাংগতে আমায় কিরকাল সূৰ্য্য দেখিতে সম-
র্থ হই ।

অনুকু শ্লোকঃ

২৫১

২২ ইন্দ্রমাপঃ প্রেরকত যৎকিক
দুরিতং মরি । যস্যৈব মতিদুজোহ
বহা শেপতভাক্তং মতিদুজোহ
বহা শেপতভাক্তং মতিদুজোহ
বহা শেপতভাক্তং মতিদুজোহ

কস্যচিৎ 'অভিব্যুত্থাৎ' 'দোহঃ' 'কৃতবানসি' 'কবা' 'দা-
বুজমৎ' 'শেপে' 'সপ্তবানসি' 'উত' 'অপি চ' 'অবৃত্তৎ'
উক্তবানসি তৎ' 'ইতৎ' 'সৰ্জৎ' 'অপরাধভাৎ' 'মহা' 'প্র-
বহত' 'অন্যত্র নবত'।

২২ হে জল নকল! আমার শরীরে যে
কোন পাপ আছে — আমি যদি কোন
লোকের অনিচ্ছা করিয়া থাকি বা সাধু জন-
কে অতিসম্পাত করিয়া থাকি অথবা মিথ্যা
বা ক্যা কচিয়া থাকি সেই নকল পাপ আমার
শরীর হইতে দূর কর।

২২২

২৩ আপো অদ্যাব্ধাচারিবৎ
রসেন সমগম্মহি । পর্যবানস-
আগমি তৎ বা সংসৃজ বর্জসা ॥

১১ 'অস' 'অবৃত্তাৎ' 'আপঃ' 'অপঃ' 'জলানি'
'অব্যারিতৎ' 'অনুপ্রবিতৌমি প্রবিশ্য চ' 'রসেন' 'জল-
নামেব' 'সমগম্মহি' 'সম' 'ভাঃ' 'অঃ'। 'হে' 'অস্মে' 'পর্যবানস'
'জলে বর্তমানকেন' 'পাদ্যাসৃজঃ' 'অঃ' 'আগমি' 'আগম্য
কথা' 'তৎ' 'ভাসুশৎ' 'মাতৎ' 'বা' 'মঃ' 'বর্জসা' 'ভেজসা'
'সংসৃজ' 'সংযোগম্'।

২৩ অস্মি আমি অব্যবধানের নিমিত্তে
জলে প্রবেশ করিয়া রসের সহিত মিলিত
হইয়াছি হে জলমধ্যস্থিত অস্মি তুমি আপ-
মন কর এবং জ্ঞাত যে আমি আমাকে ভে-
জসা কর।

অগ্নির্দেবতা

২২৩

২৪ সন্মায়ৈবর্জসা সৃজ সং প্র-
জয়া সমাবুধা । বিদুশ্চৈ অস্যা
দেবাইশ্চৌবিদ্যাৎ সহ ঋষি-
ভিঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

১৪ 'হে' 'অস্মে' 'প্রজয়া' 'ভেজসা' 'বা' 'মঃ' 'সং-সৃ-
জ' 'সংসৃজ' 'সংসৃজ' 'কথা' 'প্রজয়া' 'পুত্রাণি' 'সংসৃজ'।
'ক' 'সংসৃজ' 'কথা' 'আসুমা' 'বা' 'সংসৃজ'। 'দেবাই-
'শে' 'সম' 'অস্যা' 'বর্জসা' 'সংসৃজ'। 'বিদুশ্চ' 'জানী-
নুঃ'। 'ভিক' 'ইত্যা' 'প্রবিশিত' 'সহ' 'অনুপ্রবিত' 'বিদ্যাৎ'
'জানীমাস'। ১। ২। ১২।

২৪ হে অস্মি! আমায় একজনকে জন্ম ও
পুত্রপৌত্রাদির জন্ম কর এবং আমার সম-
কর। দেবতা, ঋষি এবং বিদ্বানগণের সহিত

ইন্দ্র আমার এই বজ্রমানের অনুষ্ঠান জ্ঞাত
হউন। ১। ২। ১২।



প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাক্যে
প্রথমং সূক্তং

শুমশোপাখ্যঃ* চিউ পৃচ্ছতঃ
প্রজাপতির্দেবতা।

২২৪

১ কস্য নুঋৎ কৃতমস্মায় তান্যং
ননামহে চারু দেবস্য নাম । কো-
নোমিহা অদিতবে পুনর্দাত পিত-
রক দৃশেয়ং মাতরক ॥

১ 'অনুপ্রবিতঃ' 'দেবানাং' 'মতে' 'কৃতমস্য' 'কিৎ' 'জা-
তীমস্য' 'কস্য' 'দেবস্য' 'চারু' 'শোভমৎ' 'নাম'
'নুনং' 'শিক্ষেভন' 'বৎ' 'অন্যত্র' 'উক্তবানসি'। 'কঃ'
'নেহঃ' 'মঃ' 'অস্মায়' 'সংসৃজ' 'মহা' '১৪। ১। ২। ১২।'
'অদিতবে' 'পৃথিবী' 'মাত' 'মহত্যং'। 'তরাসতি' 'পুত্রঃ'
'অহং' 'শিতরৎ' 'চ' 'মাতরং' 'চ' 'দৃশেয়ং' 'পশ্যেতৎ'।

১ দেবতাদিগের মধ্যে কোন দেবতার
শোভন নাম উচ্চারণ করিব, কোন দেবতা
এই মহৎ পৃথিবীতে আমারদিগকে রক্ষা ক-
রিবেন যে পুনর্কাল আমার পিত্রা মাতাকে
দেঁবিব গ।

অগ্নির্দেবতা

২২৫

২ অয়ের্বৎ প্রথমস্যানতা-
ন্যং ননামহে চারু দেবস্য নাম । কো-
নোমিহা অদিতবে পুনর্দাত পি-
তরক দৃশেয়ং মাতরক ॥

* শুমশোপাখ্যঃ অস্মি জন্মানর্থে অস্মি পুত্রঃ ।
১ 'রসেন' 'রাজা' 'নরমেধ' 'রজেন' 'নিমিত্তে' 'শুম' 'শেপ'
'জন্মিক' 'সংসৃজ' 'করিয়াছিলেন', 'তবনি' 'জন্ম' 'শেপ' 'কিৎ'
'হইয়া' 'দেবতাদিগকে' 'অস্মি' 'কর্তৃক', 'এই' 'উপাখ্যানকে'
'অভিগোচর করিয়া' 'এই' 'সূক্তের' 'প্রথম' 'নকল' 'উক্ত' 'হইয়াছে'।

১১ কে বরুণ দেবতা। আমি বেশ দ্বারা
 সব করিয়া তোমার নিকটে বীৰ্য্য আন। প্রা-
 র্থনা করিতেছি, যখনই আছতি, প্রদান
 দ্বারা তোমা প্রার্থনা করে। তুমি অবহেলা
 না করিয়া আমার বিধের প্রার্থনায় কনো-
 যোগ কর। সে সৰ্ব্ব জন স্বর্গীয় বরুণ।
 আমারদিগের আনুঃ সংহার করওনা।

২৬৩

১২ তদ্বিমুক্তং তদ্বিবা মহ্যনা-
 হস্তদযং কেতোহাদআবিচক্কে।
 শুনঃশেপোমহুদগা ভীতঃ সো
 অস্মানাজ্ঞা বরুণোমুদোক্তু।

১১ বরুণঃ 'তদ' ত্তোক্তং 'ইদ' এহ 'বরুণ' রাজা
 তইবোক্তে 'মহু' অতিক্রমঃ 'অদগা' করণকি 'বিবা'
 বিবেচনা 'তদ' কর্তব্যজেন 'অদগা' তথা 'মহুদগা' 'মহা'
 মনসা 'মিখলমঃ' 'অহং' 'শেভঃ' প্রজ্ঞা 'অপি' 'ভীতঃ' 'সো' 'মঃ'
 স-প্রহাঃ 'অহং' 'আবিচক্কে' বিবেচনায় 'প্রকাশকি'
 'দুর্গা' 'বহুদগা' 'মহুদগা' 'ভীতঃ' 'সো' 'মঃ'
 'অহং' 'অহং' 'অভিভবান' 'সো' 'বরুণঃ' 'রাজা'
 'অহং' 'মুদোক্তু' 'মোচয়তু'।

১২ বরুণের এই-তোত্র রাখিতে ও
 দিবসেতে কর্তব্য অর্থাৎ পঠনীয়, ইহা অ-
 ভিজ্ঞান সকল আমাকে কহিয়াছেন, আর
 আমার অনর্থাৎ জ্ঞান এই তোত্রকে কর্ত-
 ব্য রূপে প্রকাশ করিতেছি। বহুদে
 গৃহীত শুনদেশে যে আমি বরুণকে আস্থা-
 ন করিয়াছি তিনি আমাকে বহুদে হইতে
 মুক্ত করুন।

২৬৭

১৩ শুনঃশেপোহাহুদগা ভীক-
 স্ত্রিহাদিত্যং কপদেষু বহুঃ। অ-
 বৈনা রাজা বরুণঃ সসৃজ্যগধ্বিদ।
 অদন্তে বিমুদোক্তু পাশান।

১৩ 'দুর্গা' 'বহুদগা' 'মহুদগা' 'ভীক-
 স্ত্রি' 'হাদিত্যং' 'কপদেষু' 'বহুঃ' 'অ-
 বৈনা' 'রাজা' 'বরুণঃ' 'সসৃজ্যগধ্বিদ'।
 'অদন্তে' 'বিমুদোক্তু' 'পাশান'।

১৩ 'দুর্গা' 'বহুদগা' 'মহুদগা' 'ভীক-
 স্ত্রি' 'হাদিত্যং' 'কপদেষু' 'বহুঃ' 'অ-
 বৈনা' 'রাজা' 'বরুণঃ' 'সসৃজ্যগধ্বিদ'।
 'অদন্তে' 'বিমুদোক্তু' 'পাশান'।

কেশ্যগিহিত্যং কপদেষু বহুঃ। অ-
 বৈনা রাজা বরুণঃ সসৃজ্যগধ্বিদ।
 অদন্তে বিমুদোক্তু পাশান।

১৩ বহুদেতে গৃহীত ও বৃশ্ণের স্থানভয়ে
 বহু কপদেশে প আভিত্তির পুত্র বরুণকে আ-
 স্থান করিয়াছেন, সেই রাজা বরুণ তাঁহা-
 কে মুক্ত করুন, বিদ্যম ও অহিংসনীয় বরুণ
 বহুদে বহুদেকে মোচর করুন।

২৬৮

১৪ অবতে হেভো বরুণ নমো-
 ভিরব বজ্জেভিরীমহে হুবিভিঃ।
 কবম্মত্যনসুর অচেত্নরাজমে-
 নাংসি শিপ্রকঃ কৃতামি।

১৪ 'বে' 'বরুণ' 'হে' 'ভব' 'ভেভঃ' 'নমো' 'নমো-
 ভিঃ' 'নমতাঃ' 'নমঃ' 'অহ-ইমহে' 'অনোহে' 'অপনতা'
 'নঃ' 'ভবা' 'বজ্জেভিঃ' 'বজ্জা' 'ভবীমহে' 'হুবিভিঃ' 'নমঃ'
 'অব' 'অপনতায়' 'হে' 'অনুর' 'অভিভবনপশাসি'
 'প্রচেতাঃ' 'প্রজাবুত' 'কৃতাম' 'বরুণ' 'অনোহাৎ' 'অনু'
 'অহিম' 'কৃতামি' 'বিভলন' 'অভ্যাজি' 'কৃতামি' 'অনুভিত্তি'
 'এমাংসি' 'শিপ্রকঃ' 'কৃতামি' 'শিপ্রকঃ' 'কৃতামি'।

১৪ হে বরুণ দেবতা। আমরা প্রণাম ও
 যজীর হবি দ্বারা তোমার কোথ শস্যে করি-
 তেছি, যে অনিষ্ট নাশক প্রেরক জানবান
 রাজা বরুণ। এই কর্মে অবিভান করত আ-
 মারদিগের রুত পাপ সকল নাশ কর।

২৬৯

১৫ উদন্তমং বরুণ পাশম্মদ-
 বাধমং বি মধ্যমং প্রধার। অথা
 বস্মাদিত্যব্রজে তবনাগসো অ-
 দিতবে স্যাম। ১। ২। ১৫।

১৫ 'বে' 'বরুণ' 'উদন্ত' 'উদন্ত' 'শিপ্রকঃ' 'কৃতামি'
 'অনু' 'অনুর' 'অভিভবনপশাসি' 'প্রচেতাঃ' 'প্রজাবুত'
 'কৃতাম' 'বরুণ' 'অনোহাৎ' 'অনু' 'অহিম' 'কৃতামি'
 'বিভলন' 'অভ্যাজি' 'কৃতামি' 'অনুভিত্তি' 'এমাংসি'
 'শিপ্রকঃ' 'কৃতামি' 'শিপ্রকঃ' 'কৃতামি'।

১৫ হে বরুণ দেবতা। আমরা বহুদে
 বহুদে দিখিল কর, ও পাপ হইতে মুক্ত করি-

খিল কর. এবং নাতি দেশের কল্মস শিখিল কর, অনন্তর হে আশিতির পুঞ্জ বরণ! তোমার কর্ণের অধঃগতা জন্য আমরা নিরপরাধী হইব। ১১২। ১১৫।



মহাতারত

সভাপর্ক ।

নব্ব পাণ্ডবদিগের বিবাদ ও সজ্জ বর্ণনা মহাতারতের মূল কাণ্ডপর্য্য। লিখিত বা বাচনিক মাৰ্গে জন শ্রুতি প্রমাণে এছাড়া অনুলক বোধ হয় না, এবং যদিও তৎসম্বন্ধীয় ভবি বিবরণে বাস্তব বর্ণনা আছে, এবং লোকের ধর্ম ও সংস্কার ঘটিত নানা কাব্যনিক আখ্যান ভারতীয় সত্যিক সংস্কৃত আছে, কিন্তু তাহার সমস্ত বিবরণ অপ্রমাণ নহা যায় না। মহাতারতের সংজ্ঞা মহাকাব্য, অতএব কাব্য মধ্যে যে অবিকৃত স্বরূপ ইতিহাস থাকিবে এমত সত্ত্বেও হয় না, কিন্তু তাহার অনেক স্থানে, বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে অনুভবধর্ম যে ভূরি ভূরি উপাখ্যান উপাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্বে এদেশে যাদব ধর্ম, রাজনীতি ও লোকচারাদি প্রচলিত ছিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সভাপর্ক ইহার এত উদাহরণ স্থল।

পাণ্ডবেরা রাজ্য্যক্র প্রাপ্ত হইয়া ইক্ষ্বাকু-পুত্র যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহার বিবরণ, এবং বিশেষতঃ রাজসূর যজ্ঞের বৃত্তান্ত সভাপর্কের বস্তব্য হইয়াছে। মুখিতির যশ, মান, প্রত্যয়ে সকল রাজার প্রধান হইলেন, অতএব তাঁহারদিগের নিকট হইতে কর্ত্ত গ্রহণ করিয়া চক্রবর্ত্তী পদাভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে রাজসূর যজ্ঞানুষ্ঠানের মানস করিলেন। পরামর্ক স্থির হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ দ্বিবিজয়ে যাত্রা করিলেন। নানা দিগদেশস্থ উপত্যদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বেক সর্বপ্রথম মুখিতিককে সমস্ত সমর্পণ করিলেন। সে সকল রাজসূর নিকট কর গ্রহণ নাহি

এতাদৃশ দ্বিবিজয়ের পরোক্ষন ছিল, এবং তাঁহারদিগের রাজ্য যে মুখিতিরে আধীন্যে ধীন হইয়াছিল ইহা বলিবার তাৎপর্য্য নাই। পূর্বে ভাবতবর্ষ মধ্যে রাজ্যদিগের ভাৱ পরাক্রম প্রায় এই রূপই হইত। আসিরকে অয়শীল রাজা পরাধিন্যে রাখা নিকট কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষায় পাইতেন, ইহাকে আপনার শাসনাধীন করিতেন না। ইহাও সাক্ষী য় ও মোগলেরাও রাজ্যশক্তিরে নিকট এই রূপ কর লইয়া তাহারদিগের প্রত্যেক বিঘের অধিকাৰ্য্য রাখিতেন। বোধ হয় তৎসম্বন্ধে স্বাধীন অবস্থাকালে কনিষ্ঠ রাজারা মুখিতির তুল্য কোন প্রতাপাবিত শ্রেষ্ঠ রাজ্য বিশেষের যে অধীনতা স্বীকৃত করিতেন, তাহা এই রূপই হইবেক। দ্বিবিজয় নিরীক্রে সমাপ্ত হইল। পাণ্ডবদিগের জাতিবর্গ আনুসঙ্গিক ক্রিয়া সত্ত্বেও তাহাতে সমস্ত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ এবিষয়ে মহা আশোচ প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলে মহারাজ মুখিতির মন্ত্রিবর্গকে ও সচিববর্গকে যজ্ঞারম্ভের আয়োজন করিতে ও সজ্জ নিমন্ত্ণ পাঠাইতে অনুমতি দিলেন। নিমন্ত্ণ রাজবর্গাদির নিমন্ত্ণ হরণে স্থান প্রদান, উত্তমোত্তম হলেব্য অব্যক্ত, এবং সুরমা স্তম্ভ্য ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আয়োজনের বাঞ্ছা বর্ণনা আছে। নিমন্ত্ণার্থে নকুল স্বর, জাতি বাঞ্ছাবানির আলয়ে গমন করিলেন, এবং দেশদেশান্তরে দূত প্রস্থাপন করিলেন।

ভ্রাতৃগণ ও কনিষ্ঠ এবং মান্য বৈশ্য ও সকল শূদ্র নিমন্ত্ণার উল্লেখ আছে, * এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা সকল বর্ণের সম্মান তৃপ্তি করিবার আখ্যান আছে। অতএব ধর্মোদ্ভিক্ত যজ্ঞাদি কর্ত্তেও বৈশ্য ও শূদ্রের সম্মান ছিল। এইরূপে এদেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই। দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিম-মুগলে যজ্ঞেও বৈশ্য শূদ্রের নিমন্ত্ণ হয় না। কনত মহাতারতে একপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ধর্মের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়

* আমন্ত্রণার্থে যজ্ঞে যুক্ত আখ্যান ভূমিপালনা।
বিপক্ষ দামান শূদ্রাণ্য সর্বান্যন্যেভ্যেভিঃ

যে বোধ হয় তাঁহা মনু সংহিতা রচনারও পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গের সমিশেষ বস্তুই নাই, কেবল দেব যজ্ঞ ও দেব পাঠাদির উল্লেখ আছে। সর্গমতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালীন যে সমস্ত সংগমলোপাখ্যান আচরণা নিয়মিত রূপে বেদাধিপতির স্থাপনা করেন, তাহা তাই এ দাঙে ত্রুতী হইয়াছিল। বেদাধিপ যুগে যজ্ঞের প্রকৃত হইলেন, এবং তাহার শিষ্য ঈশ্বর ও ব্রাহ্মবল্লভাদি পুত্রাদি ও হোম কৰ্মাদি সম্পাদনাদি সমস্ত নিয়মিত হইলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির তাহার বরকে যথায় যথায় বিশেষ বিশেষ কামের কার্যাদি করিলেন। দুঃশাসন তথা পিতৃভয়ের অধিকারী হইলেন। পুত্রাদি সংস্কারাদির অত্যাধীন কৰ্ম, সপ্তম হস্তবরণের নামাঙ্কর সিন্ধুদেশ, এবং ত্রুতী ও ত্রুতী মাংসাদি সংস্কার বিষয়ের কৃত ক্রম পৰিষ্কার নিমিত্ত নিয়মিত হইলেন। কুপ্যাদি ক্রম-ক্রম ও গুণ ও গুণ বিধি পুত্রের চন্দ্রাবল্লভে ও মঙ্গলকামের ত্রুতী হইলেন। শিশুর ব্যাধি-বিদ্যা হইলেন, পাণ্ডবদিগে দুঃশাসন নামাঙ্কর কামের প্রথম উপহার দ্বারা গুণ-ক্রম কৰিতে লাগিলেন, এবং ত্রুতী যুগে পিতৃভয়ের পানপ্রসারণ কৰিতে পারিলেন।

অভিষেক কালীন অনুগত রাজাবারাজ-পুত্রাদিগের উপহার দানের ও বিশেষ বিশেষ কামের দায়িত্ব বর্ণনা আছে তাহা অতি কেতুভালের বিবরণ। ব্রাহ্মীক্সাধিপতি এক যুগ পর্যন্ত রথ আনয়ন করিলেন, কাছোজ দাসের চন্দ্রবিন্দু যাহাতে শ্বেতকান্তি কাছোজ অশ্ব যোজন্য করিলেন, সুবধ রথের অনু-কর্ম আচরণ করিলেন, চেম্বেলশাধিপতি যুগ আনয়ন করিলেন, দক্ষিণ দেশাধিপতি চিত্রশঙ্কর এবং মাগধেশ্বর উক্লীষ ও মাল্য আ-নয়ন করিলেন। বহুমান রাজহস্তী আনয়ন করিলেন। সংস্কারাধিপতি শকট, একলব্য উপায়ন, এবং অবহীশ্বর অভিষেক বারি আনয়ন করিলেন। চেকিতান তুণীর, কা-শীরাজ শনু, ও মজ্জাধিপতি শল্য খড়্গ

* রথের অর্থাৎ ৩০ কাঠ।

আচরণ করিলেন, এবং যদুবংশীয় রাজা সাত্যকি ছত্রধারণ করিলেন। ভীম ও অ-র্জুন ব্যাধন, এবং নকুল ও সহদেব চামর চালনা করিতে লাগিলেন। ত্রুতীক শঙ্খ-স্বিত বারি সোচন পুরুক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কৰ্ম সম্পন্ন করিলেন। একে পুর্বে ব্যাস সহকারে ধৌমারও রাজাকে অভিষেক কবিবার উল্লেখ আছে। অদা-পি কোন কোন হিন্দু রাজার সভাতে এতা-দৃশ রাজোপকরণের ব্যবহার আছে।

সভাপত্রের অনুগত ব্যক্ত পূর্ক ন্যায় নামা দেশোৎপন্ন জবোর যে বিবরণ আছে তাহা কেতুভালের বিবরণ দটে। তাহাতে এই কপ বর্ণনা আছে যে দুঃশাসন পাণ্ডবদিগের অতুল ঐশ্বর্য, দর্শন সমস্ত হইয়া নামা দিগ-দেশীয় ভূপাল যুগ পাণ্ডবদিগের কর লয়ন কন্যা দে মকল বহু যুগা সামগী আচরণ ক-রিয়াছিল তাহা বিস্ময়িত কহিতেছেন। কোন কোন দেশের কোন দ্রব্য তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চয় কব দক্ষিণে কুম্ভাধা, কিং অনেক অংশে প্রত্যকারের বাসক প্রমাণ হইতেছে। কাছোজ ভূপতি বিড়ালের ও গুহাবাশী পশুব লোমজাত স্বর্ণানুগত বস্ত্র অর্থাৎ শাল ও কিংখাপ, এবং উত্তমোত্তম চর্ম উপহার দিলেন। এবং তিস্তির তুঙ্গ চিত্রবর্ণ ভূষিত ও শুক পঙ্কি মাসিকা সম নাশিকানুগত অশ্ব এবং স্কট পুষ্টি উক্লী ও বামী স্কট প্রদান করিলেন। অনুমানে বোধ হয় যে বোধারীর দক্ষিণ অংশে পারোপামিশ পঙ্কিতে ও তাহার উত্তর ভূমিতে কাছোজদিগের নিবাস ছিলঃ পুর্কোক্ত দ্রব্যজাত ও তৎ প্রদেশে উৎপন্ন হয়, স্বতন্ত্রই সেই অনুমানই স্মৃতির রূপে সমপ্রমাণ হইতেছে।

* জাভগান নামের দুইক নামক বিড়াল অতি প্রসি-দ্ধ; তাহার অতি দীর্ঘমোম হয়। ই বিড়াল বিকার্য নামা দেশে প্রেরিত হয়।

† বামী শব্দের অর্থ ছোটকী, গরু, হস্তিনী, ও গু-গালী। এখানে ছোটকী বা গরু কৰ্ম প্রায়ের হইয়া থাকিবেক।

‡ ৩০ পুষ্টি পুষ্টি নামক পুষ্টি বোধিবে।

‘মরুভূমি নিবাসী লোক পাক্কার দেশ জাত অশ্ব লাইয়া উপনীত হইলেন।’ সমুদ্রের প্রান্তবর্তী দেশের নাম কচ্ছ, এবং নির্জল দেশের নাম মরু। বিশেষতঃ গিন্ধু নদীর অব্যবহিত পূর্বে অংশে এক দেশ ও তাহার দক্ষিণে সমুদ্র তীরে কচ্ছ দেশ প্রসিদ্ধই আছে।* অতএব এখানে মরু কচ্ছ নিবাসী লোক যে সেই সিন্ধু ও কচ্ছ দেশের মনুষ্য জাত। সুস্পষ্ট রূপে প্রযুক্ত হইতেছে, এবং তাহারদিগের অশ্ব যে উৎকৃষ্ট জাত ও স্ববিদিত আছে। মূলে লেখা আছে যে তাহার পাক্কার অর্থাৎ কাক্কার ও তৎসন্নিহিত দেশ জাত অশ্ব আনয়ন করিলেক। বাস্তবিকও তৎদেশ উক্তম অশ্বোৎপাদক রূপে পাতে আছে।†

‘তদনন্তর সিদ্ধু নদী পারত ও সমুদ্র তীরস্থ বৈরাম, পারদ, আতীর, এবং কিতব জাতীয় লোক বিবিধ রত্ন আহরণ পুঙ্খক আণমন করিলেক। দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক দেশোৎপন্ন ধান তাহারদিগের উপকরণ ছিল।’ আতীরের আতির নামে অদ্যাপি গুজরার রাষ্ট্রে বাস করে, এবং উল্লেখিত প্রদেশীয় এক জাতির আবিষ্কার নাম বলিয়াছেন। এই সমস্ত লোক ছাগ, মেঘ, গো, গর্দভ, উষ্ট, ঘন, কলজম্বু এবং বিবিধ প্রকার কদল উপহার দিলেক। গুজরার রাষ্ট্রে ছাগ মেঘাদি পশু অতি হস্তর ও লস্ট পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। কলজম্বু কোম দেশের কোন বস্ত্র তাহা বলা যায় না, বস্ত্রতঃ ইহা কল বিশেষের কোন প্রকার নির্বাস হইতে পারে।

‘প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা শ্বেতাধিপতি বলবান্ তগদত্ত বন গণের সমভিব্যাহারে বেগবান্ আকানেরগা অশ্ব এবং দৌহ ডাও ও বিশুদ্ধ মস্ত রচিত বস্তুসমূহ ধৃত্বান আনয়ন করিলেন।’ প্রাগ্জ্যোতিষ এবং কামরূপ

এক পর্যায়েব শব্দ, কিন্তু যখনই পাক্কার পশ্চিম দিকবাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তখনই দেশীয় লাসেন শব্দের অর্থ হইবে। যের ব্যাপ্তা নিকরণ নিমিত্ত বহু বিচার করা য়া এই মতে সংশোধন উপস্থাপন করিতে শক্ত হইয়াছেন যে, এদেশ গিন্ধু নদীর উত্তর রাংশে, কোন কোন প্রদেশানুসারে তৎ দেশের সমিতিও বোধ হয়।

তদনন্তর কিয়ৎসংখ্যক অশ্বাবয়োগী বিশিষ্ট লোকের প্রসঙ্গ আছে।* এত পাল, ত্রিনেত্র, ললাটনেত্র, লোমশ, ত্রিশূন্যবর্ণে বহু বস্ত্র পরিধায়ী এবং শূকরভক্ষক সৌকসকল জানা বিগমেশ হইতে আণমন করিয়া ঘন, রক্ত, বন্যোন্মূহ অশ্ব, এবং মরুভূমীর তীরবর্তী কুমাত্রীর ও স্থল কার পশুভক্ষক উপহার দিলেক।† গ্রীক জ্যোতিষী হিরোজোটস, এবং টিসিয়স জিমালায়ের উক্তর দিখাসী কিয়ৎ জাতির অশ্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যের হয় অশ্বভ্য পক্ষতীর মনুষ্যদিগের বিকৃত ও কৃৎসিত অবস্থা একদৃষ্টান্তের মূল হইবেক। বস্তু নদীর স্থানে কদাপি চক্ষু বা চক্ষুস পাতে থাকে, এবং তাহা একসমু নদী বলিয়া অনুমান করা যায়। হিমালয়ের উত্তরে আসিয়া শ্বেতার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে অব্যাপি বুনা অশ্ব ও বন্য গর্দভ সকল প্রচুর করে।

শক, তুখার ও ককাদি অপরাপর আর্য ও পক্ষতীয় লোকের অতি মনোহর গোময়, কীটজ, পটুজ, ও মগচর্দজ বস্ত্র এবং অতি কোমল মেঘচর্মজ বস্ত্র, এবং দীর্ঘ ও স্বতীক্ষ্ণ ঋতু, ঋতি, শক্তি, পরম্বহ ও পশ্চিম দেশোন্মূহ পরম্বহ এবং বিবিধ রস, গন্ধ ও রস্তু প্রধান ক্রিয়ার বিবরণ আছে। ইহা স্ববিদিত আছে যে শকেরা তুর্কিস্থানের পূর্বে অংশে ওকসন ও জগ্জর্ভিন নদীর অশ্বর্ষাভ স্থানে বাস করিত। তুখারেরা অবশ্য তোখারস্থানের লোক, এবং পূর্বেই ককাদি অন্য অন্য জাতির তৎসাম্য প্রযুক্ত তাহারা ই শক তুখারদিগেরই

* ১১৬ নং অংক পত্রিকা সংযুক্ত মেনজদী দৃষ্টি করি-

† ১১৬ নং অংক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭ পৃষ্ঠা।
‡ ১১৬ নং অংক বিশেষ বৃত্ত অর্থাৎ।

‡ ১১৬ নং অংক পত্রিকার ১৭৯ পৃষ্ঠে দেখিবে।

প্রতিবাসী হইতে পারে। তৎ প্রদেশীয় কোন কোন ভাষা যে অতি পূর্বকালে শিঙ্গা নিগম ছিল, তাঁহাদের প্রকৃত তাহার সম্পর্ক প্রমাণ আছে। “কিপিণ, তিরৌ-চি এবং অসি কীর্ত্তীর মনুষ্যেরা বহু পরিভ্রমী লোকেরা তাহারা বাঙ্গলাদেশ ও ভারত দেশে, পাতিকানা ও মাদ্রাসে গিয়াছেন। এবং স্বর্ণ বোম্বাইতে যুগে যুগে থাকিতে পারেন নিশ্চয়ই অনুভব। সে দেশের পালিশ পক্ষ সকলের পুত্র দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধি। কপ্তা, মণিষ, কক্কান, বাসন, ও ময়র এবং প্রবাল, ইন্দোন, টিক, ক্রিমিয়ান ফটিক, কাচ, এবং বহু মসলা রসু সকল সে দেশে উৎপন্ন হয়। সে স্থানের ভিত্তিধান ও অন্য অখ্যাত পদার্থ। কক্কান, হিজ, দোলক, ও পল্লবের মদ্য এবং হিজ, মসলা, গুণগুণ বিশেষ, হিংসাতাই, হিংসাতাই ও অন্য অন্য গন্ধদ্রব্য আছে।” চীন প্রকৃত প্রণীত এই বৃত্তান্তের মত হিমালয়ের উত্তর পার্বত্য-বর্তী শকত্বারাদি লোকের প্রাকৃত উপহার বর্ণনা সংগ্রহ সংগ্রহ হইতেছে। দুই মাসের মধ্যে পূর্বকাল সকল দেশের যত্নে অবস্থা ছিল, চীন যত্নে তাহারই বিনয় প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই তাহা এবং ইচ্ছা বিবেচনার যোগ্য বটে যে তাহাদের বিষয়ের মত মতান্তর-মতান্তর বর্ণনার একই হইতেছে।

পূর্বদেশাধিপতি ভূপতি গণ বৃহৎ বৃহৎ চক্র ও ময়, অপখ্যাৎ স্বর্ণ, বহু মূল্য আসন, মণি, সোণময় চিত্রিত ও গজময় ময়ন ও শয্যা, বিবিধ কলম, বিবিধ জন্তু, বিনোদ অখ্যাত-চিত্র এবং দ্বায় চক্র পরিবারিত ও স্বর্ণ ভূ-মিত্র নামাধিক বহু, বিভিন্ন পরিষ্কাম, এবং নামাধিকার এবং শরাদি অস্ত্র প্রকার প্রকার যন্ত্র, সকল প্রদেশ করিলেন।^১ ইতি পূর্বদেশ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি কি

বহিঃপাতি তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ হইলে চীন দেশীয় লোকদিগের এসমস্ত উপহার প্রদান করা সম্ভব হয়, কিন্তু যুদ্ধভিরের রাজধানী ইচ্ছা প্রকৃত অর্থাৎ প্রাচীন দিল্লীর পূর্ব দক্ষিণ-বর্তী কাশী, মগধ ও উত্তর বাঙ্গলার শিঙ্গা লোকেরাও তাহা প্রস্তুত করিতে পারিত।

তদনন্তর অতি কোতাল মুচক এক বর্ণনা আছে। ‘মেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্তী দেশে শৈলালা নদী তীরস্থ বাবৎ লোক কীচক দেশের মনোরম জায়া সেবা করে, যাহারদিগের নাম খন, একাসন, অর্জ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারক, কুমিল, উজ্জ্ব, ও পরতজ্ঞ, তাহারা পিপীলিক নামক ব্রহ্মণ আচরণ করিলেন।’ পিপীলিকা যারা এই স্বর্ণ উদ্ধৃত হয়, এমনিভাবে তাহার নাম পিপীলিকস্বর্ণ। খৃষ্টীয় শতকের প্রথম ভাগের ও অন্তিম কাল পূর্ববর্তী এই পিপীলিক স্বর্ণের উপাখ্যান ইউরোপে প্রসিদ্ধ আছে। মতঃ পরেই জ্যোতিষ বোধ হইতেছে পূর্বকাল হিমালয়ের এক প্রকার সংস্কার ছিল যে পিপীলিকা সেই স্বর্ণ খনির মন্তিকা উদ্ধার করিত; তাহা প্রকাশ করিত। এই সামান্য মূল হইতে কি অল্প স্বর্ণনা কম্পিত হইয়াছে। হিরেডোটাস বলিয়াছেন স্বর্ণখনি কোথায় সুবর্ণোৎপাদক পিপীলিকা সকল বাস করে। তাহারদিগের শরীর কুরুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নূন, কিন্তু উর্ধ্বা-মুখী অপেক্ষা স্থল। পারসীক রাজা কতকগুলি এই পিপীলিকা আহরণ করাইয়া আপনার নিকট রাখিয়াছেন। তাহার-দিগের জয়ে হিমালয়ের স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণ করিতে বিঘম বিপত্তি উপস্থিত হয়। যাহা হউক গ্রীকদিগের গ্রহামানুসারে হিমালয় ও কিউনলুন পর্বতের অন্তর্গত স্থানে এই স্বর্ণোৎপাদক দেশ, এবং তৎ প্রদেশ মহাদারিতোক্ত মেরু ও মন্দরের মধ্য-বর্তী স্থানও বটে। তৎ প্রদেশই যে উক্ত মহাদারিতীয় আখ্যানের প্রতিপাদ্য, তাহা পিপীলিকস্বর্ণ সন্নিহিত পচাত্তর অন্য অন্য

* Auber. † Myrth. ‡ Baha of Mecca.
 ১. এই পুস্তকখানি মেরু ও মন্দর পর্বতের কোর দেশে স্থাপিত হইতে পারে। ইতিপূর্বে কোন শব্দ আছে তাহা বলা যায় না।
 § Nouv. Mélanges. i. 2. 11.
 † গণ পুস্তকখানি মেরুতে।

সাম্রাজ্যের বিবরণেও প্রতীত হইতেছে, যথা পুন্ড্র ও ওবধি, গুপ্ত চমর * ও কুম্ভ পুন্ড্রগুপ্ত চমর, ক্ষৌদ্রমধু† এবং হিমালয়োৎপন্ন পুন্ড্র জনিত মধু। চমরাদি সমস্ত দ্রব্য হিমালয় ও তিব্বতের মধ্য জন্মে, এবং তৎ প্রদেশের পর্বতীয় লোকের তাহা উপহার দেওয়া সম্যক সঙ্গত হয়।

তদনন্তর হিমালয়ের পূর্ব ভাগস্থ লৌহিত্য নদ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী লোকের ও কিরাতাদি অসভ্য লোকদিগের অগুরুচন্দন, কুকচন্দন, নানাবিধ গন্ধ ও রস, বিচিত্র পশু পক্ষী, চর্ম ও পর্বতাক্রান্ত সুবর্ণ এবং কিরাত জাতীয় দাসী উপহার দিবার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের পূর্বভাগে কিরাত দেশ প্রসিদ্ধ আছে। তদনন্তর আর কতক জাতির উপঢৌকন দিবার যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহাতে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। তন্মধ্যে বজ্র, পুণ্ড্রক, এবং কলিক দেশীয় লোকদিগের দীর্ঘ মস্ত ও চিত্র সজ্জাক্রান্ত তন্তী; চোল ও পাণ্ড্যদিগের মসুর ও সর্কুরা পর্বত জাত চন্দন ও অগুরু, বর্ণ ও স্তম্ভ বস্ত্র, ও বিবিধ প্রকার মণি রত্ন; এবং সিংহল দ্বীপস্থ লোকের সমুদ্রোৎপন্ন বৈদূর্য মণি, মুক্তাভার, এবং হতী কৃথ আকরণের যে আখ্যান আছে তাহা সেই সকল দেশোৎপন্ন দ্রব্য জাতেরই বাস্তবিক বিবরণ।

সভাপর্ক মধ্যে কুখিত্তিরকে উপহার দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অশ্বপাণী ও বাহিপাণী এবং বিশেষতঃ তাহার উত্তর ও পুর্কোত্তর দেশীয় এই সকল দ্রব্য আকরণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া হইতেছে। এবিবিধ বস্তুদিও অসম্পূর্ণ এবং কাব্য প্রবন্ধের অন্তর্গত, ত-

* চমর বাহিক পৌ, তাহারাই পুন্ড্র লোকে চমর হয়।

† এত প্রকার পিঙ্গল বর্ণ মক্ষিকা আছে, তাহার নাম কুম্ভেই কুম্ভ মক্ষিকা যারা উপহার যে মধু তাহার নাম ক্ষৌদ্র।

১৫৩ সংখ্যক পত্রিকার ১৮- পৃষ্ঠে।

৪ মধু বংশের মধু বিবিধের বর্ণনা প্রাপ্ত হইতেছে যে মক্ষিকাত্য মধ্য মসুর পর্বতীয় মক্ষিকটো গুলক পর্বতের বক্ষিবে মধু র পর্বত।

বাপি ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টান কাশ্মীরে বাসিন্দাদের মধ্য প্রবেশে ও ভারতবর্ষে দেশের রাজ্য ও কার্য কার্যের অবস্থা ছিল, তাহা কিমান শ্রেণে বিদিত হইতেছে। ইহার সহিত হিরো ডোটস প্রভৃতি গ্রীক গণ্ডক রচিত্রের উল্লেখ একা করিয়া প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় বৃত্তান্তই এক সময়ের অবস্থা লিপিত আছে। ২৩৩২ বৎসর পূর্বে হিরোডোটসের জন্ম হয়, মহাত্মারতের আগমন অবধা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে। মহাত্মারত সংগ্রহের কাল যে সময় হউক, কিন্তু মহাত্মারত তাহার পুর্বে ছিল। অতএব উক্ত অনুমান সিদ্ধ হইতে যে ২৩৫০ বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষের সহিত তৎ পার্শ্ববর্তী দেশ সকলের বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল, এবং বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষের লোক আশানারদিগের ধান্য, কার্পাস, সর্কর, ও লবনাদির বিক্রয়ে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, নানাবিধ রত্ন, উর্ধ্ববস্ত্র, পশু বস্ত্র, কার্য প্রস্তুত বিচিত্র প্রকার চর্ম ও লোম, এবং বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ও গন্ধ রসাদি প্রাপ্ত হইতেন। Journ. R. A. S. No. 18. Art. 19.

তত্ত্ববোধিনী

তৃতীয় অধ্যায়

সমান অরহাতে কোন পরিবর্তনের নিয়ত পূর্ববর্তীকে কারণ বলা যায়। কারণের এই সম্পূর্ণ লক্ষণ। পরিবর্তনের পূর্ববর্তী অনেক, কিন্তু তাহার মধ্যে যে নিয়ত পূর্ববর্তী সেই কারণ। কোন মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইবার পূর্বকণেই যে সময়ে করবাল চালিত হইল, সেই সময়ে কোন বৃক্ষ হইতে কল পতিত হইল এবং গঙ্গানদীর জল বৃদ্ধি হইল, যদিও সেই মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইবার পূর্ববর্তী সেজন্য চালিত করবাল, তত্রাপি বৃক্ষ চ্যুত কল এবং গঙ্গা নদীর প্রবৃদ্ধ জল, তাহারি তাহার নিয়ত পূর্ববর্তী যে চালিত করবাল সেই তাহার কারণ। অতএব কেবল পূর্ববর্তী বলিয়া কারণের লক্ষণ করিলে সেই লক্ষ-

যেতে দোষ স্পর্শ হইল; নিয়ত পূর্ববর্তী কারণের স্বরূপ লক্ষণ। জগতের বর্তমান নিয়মে এককালে কোটি কোটি ঘটনা শ্রেণী হইতেছে, সুতরাং ইচ্ছাতে এক গণিবর্তনের পূর্ববর্তী অসংখ্য হইতেছে, তাহার মধ্যে যে নিয়ত পূর্ববর্তী সেই কারণ। যদি এই জগতে কেবল এক মাত্র ঘটনা শ্রেণী থাকিত, তবে পূর্ববর্তী এবং নিয়ত পূর্ববর্তী একই হইত এবং তখন ইহলে কারণকে কেবল পূর্ববর্তী বলিলেও তাহার লক্ষণে ভেদবোধ না হইত।

সমান অবস্থায় ভিন্ন কোন বস্তু নিয়ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ কারণ হইতে পারে না। সমান্তরালে যদিও করবাসকে মনুষ্যবৎসর কারণ বলি তথাপি আনন্দবিগের ইক। বলিবার এখন তাৎপর্য্য মতে যে করবাল যে অবস্থায় থাকুক এবং মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক তাহাতেই মনুষ্য বৎসর প্রতি কারণ করবাল হইবেক। যদি করবালের এমত ভিন্ন অবস্থা হয় যে তাহা অশাসিত, ধার ইত্যাদি মজিন এবং বধ্য মনুষ্যের এমত ভিন্ন অবস্থা হয় যে সে সৌক কবচ দ্বারা সমান্তরালে গুরুত্ব, তবে কখন সেই ভিন্ন অবস্থায় পন্ন করবাল সেই ভিন্ন অবস্থা স্থিত মনুষ্যের বধ হইবার প্রতি কারণ হইতে পারে না। নবন করবাল শাসিত এবং মনুষ্য ও বরণ বিহীন তথাপি যদি সেই করবাল এবং মনুষ্য পরস্পর এমত অবস্থাতে থাকে যে পরস্পর সংস্পর্শ না হয় তবে সেই অসমান অবস্থাতে কাশি সেই করবাল সেই মনুষ্য বৎসর প্রতি কারণ হইতে পারে না।

সংস্পর্শ এবং দূর হইতেছে যে করবাল এবং মনুষ্যের পরস্পর সংস্পর্শ অবস্থা না হইলে করবাল মনুষ্যের প্রতি কারণ হইতে পারে না। উক্ত আনন্দ ও বস্তু দুটি হইতেছে, যেমন কাঠের অগ্নি সংযোগ না হইলে কাঠের অগ্নি হইত না। অনেক স্থলে এই প্রকার দুটি বস্তু একত্র হইলে সাধারণ নিয়মে যে দুই বস্তু সংযোগ না হইলে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা নবন। পরস্পর অসংস্পর্শ থাকিবার দূর হইতে ও অনেক বস্তু অনেক কাঠের কারণ হইতেছে, যেমন সূর্য্য দূর হইতে পৃথিবীতে জ্বলন করিতেছে, তাহা দূর হইতে সশুভ্রুজনের অগ্নি বৃদ্ধি করিতেছে, পৃথিবী দূর হইলে তাহা অগ্নির তাহাতে পড়িবার প্রতিকার্য হইতেছে।

অতএব সমান অবস্থায় ভিন্ন কোন বস্তু নিয়ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ কারণ হইতে পারে না। যদি সমান অবস্থায় না থাকিলে কোন বস্তু নিয়ত পূর্ববর্তী হইতে পারে না তবে কারণের লক্ষণেতে এমত স্পর্শ বলা অবশ্য উচিত হয় যে সমান অবস্থাতে কোন পরিবর্তনের নিয়ত পূর্ববর্তী যে সেই কারণ।

মনুষ্যের মস্তক ছিল হইবার প্রতি কখন মনুষ্যকে কারণ বলি কখন বা করবালকে কারণ বলি; এখন মনুষ্যকে কারণ বলিতখন ব্যবহৃত কারণ বলি এবং এখন করবালকে কারণ বলি তখন ব্যবহৃত কারণ বলি।

প্রতি পরিবর্তনের নিয়ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ কারণ যে একই হইবে এমত নহে। মনুষ্যের শ্রাণ বিয়োগ হওয়া এক পরিবর্তন কিন্তু তাহার নিয়ত পূর্ববর্তী অর্থাৎ কারণ সর্পের সংস্পর্শ হইলেও হইতে পারে, স্বত্বগাঘাত হইলেও হইতে পারে, জুররোগ হইলেও হইতে পারে অন্য আর কোন উৎসব হইলেও হইতে পারে।

নুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয় সুণ্ডক

তরুতং সত্যং বধ্যা দুর্নীত্যাং পাবকাক্ষিক-
লিঙ্গাঃ সতসুশাঃ প্রসুতহরং সন্নপাঃ। তথা কুরুৎ
বিবিধাঃ সোম্যাতাবাঃ প্রজাবতে তত্র ইত্যপি যতিঃ ১১১

অপরবিদ্যায়াঃ সর্গকর্তৃমুখ্যং লভ সন্সারো
যদ্বাদুলান্দকরাং সত্ত্ববতি বহিঃশত সীতভে তরুজরং
পুরষাখ্যং সত্যং যচ্ছিন্ধ বিজ্ঞাতে সর্গবিশং বি-
জ্ঞাতং তবতি শুভপরস্যো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বিবৎঃ সত
হল্যা ইত্যুক্তরেগ্রুহাখ্যাততে সং অপরবিদ্যায়াবিবৎ
কর্ককললকণং সত্যং তথাপেতিতং ইত্য পরবিদ্যা
বিবৎঃ পরমার্থসত্যং। 'তৎপ্রত্যং সত্যং' স্বধামুৎ
বিদ্যায়াবিবৎ। জ্ঞাতদ্বন্দ্বকর্ককণং তদুৎসার প্রত্য-
কণং সত্যমজরং প্রাপ্যোয়সিদ্ধি সত্বদ্বন্দ্বজ্ঞাৎ
'সত্যং' 'সুধীপাৎ' 'সুধীপাৎ' 'পাবকাক্ষ' 'অপ্রেঃ' 'বি-
জ্ঞানিনোঃ' 'অপ্রীত্যাঃ' 'সতসুশাঃ' 'অনেকশাঃ' 'প্রজ-
বতে' 'নির্গজি' 'সন্নপাঃ' 'অসি' 'লক্ষণা' 'এব'। 'তথ্য'
উৎসলকণাৎ' 'অজরাত' 'বিবিধাঃ' 'সামান্যেছোপা-
রিভেৎ' 'মহুধীলস' 'সত্যং' 'এ' 'সোম্য' 'জাবা'
জীয়াঃ' 'প্রজাবতে' 'তত্র' 'এব' 'তদ্বিষয়কাক্ষিক' 'অ-
পি' 'সি' 'বিদীভতে' ১১১

হে শৌমা এই সত্য যে যে প্রকার স্ব-
দীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র দীপ্যমান বি-
ক্ষুদ্রিক সকল উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ব্রহ্ম হ-
ইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন ও
বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

বিদ্যোত্মকঃ পুরুষঃ সবাছাত্মব্রহ্মোহয়মঃ ।
অপ্রানোহয়মনাঃ যদেহাকরান্য পরতাপরঃ ॥২॥

'বিদ্যঃ' দ্যোতমানান্ 'হি' 'অমূর্তঃ' সৰ্ব্বমূর্তি
সকৃষ্টিতঃ 'পুরুষঃ' পূৰ্ণং সহ বাহ্যভ্যন্তরেণ বহুভুক্তি
'সনাতনাত্মকঃ' 'হি' মজ্জামণে কৃতশিখিতি 'অজঃ' ।
অবিদ্যামানন্তলমাত্মকোত্যাত্মীয়ধিরনৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি'
মনোপাশিধ্যায়ামং যক্ষিণং সোহমং 'অহমঃ' তজ্ঞানং
'সত্যম্' 'তমঃ' 'তি' 'জতঃ' পরতঃ 'অকরান্য' নাম-
রূপবৈভোগোপলিকিতাৎ 'অতাত্মাত্মাৎ' 'পরঃ' নি-
স্কন্দাধিকঃ পুরুষইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অম্বরক্তি, প্রাণ মন ও মূর্তি রহিত,
এবং অব্যাকৃত হইতে তিন্ন দীপ্তিমান পূর্ণ
এবং পবিত্র যে ব্রহ্ম তিনি সকলের বাহিরে
ও অন্তরে স্থিত করেন ॥ ২ ॥

এতস্মাক্ষয়তে প্রানোমনঃ সর্কেশ্বিয়ানি চ ।
পংসামুক্রোড়িতরূপঃ পৃথিবী বিবস্যাধারিনী ॥৩॥

'এতস্মাৎ' পুরুষাৎ 'সাক্ষয়ে' উৎপন্ন্যতে 'প্রাণঃ'
এবং 'মনঃ' সর্কেশ্বিয়ানি 'সর্কশ্বি' 'চ' উক্রিঙ্গাদি ।
তথা 'পং' অংকশং 'সামুঃ' 'ক্রোড়ি' অগ্নিঃ 'আপঃ'
উত্করণং 'পৃথিবী' শিবস্যা 'ধারিনী' ॥ ৩ ॥

এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সমুদ্র ই-
ন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও
সকলের আধার যে পৃথিবী তাহা উৎপন্ন
হইয়াছে ॥ ৩ ॥

• অগ্নিসুষ্টি চক্ষুর্দী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ স্রোত্রে বাহ্নি-
বৃন্দাক বেদাঃ । বায়ুঃ প্রানোহয়নং বিবসস্য প-
ত্যাং পৃথিবী ছেদসর্কজুতাভয়া ॥ ৪ ॥

তন্মানেব পুরুষাৎ বিরাট জায়তে । ততঃ শিশি-
নষ্টি । 'অগ্নিঃ' সূর্যলোকঃ 'সুষ্টি' শিরঃ । 'চক্ষুর্দী'
চন্দ্রক সূর্যক 'চন্দ্রসূর্যৌ' । 'দিশঃ' স্রোত্রে । 'বাহু'
'বিবৃতাৎ' উষ্ণষ্টিভাঃ 'স্র' বেদাঃ । 'বায়ুঃ' প্রাণঃ
'বৃন্দাৎ' অয়ঃকরণং 'বাহ্নিঃ' সৰ্ব্বজ্ঞ জ্ঞানং 'অপ্য'
'পত্যাং' জাতা 'পৃথিবী' 'হি' 'এস' সোমঃ শরীরী
বৈলোক্যেদোপাণিঃ সর্কেশ্বাৎ 'সুতানাং' অকরান্য
'সর্কজুতাভয়া' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম হইতে বিরাটরূপ যে হিরণ্যগর্ভ
উৎপন্ন হইবে, বর্গলোক তাঁহার মস্তক,
চন্দ্র সূর্য তাঁহার চক্ষু, মন, বিষ্ণু সকল তাঁহার
শ্রোত্র, বেদ সকল তাঁহার বাহু, বায়ু তাঁ-
হার বাহু, সত্য রূপ তাঁহার অস্ত্রকরণ,

পৃথিবী তাঁহার চরণ, তিনি সকল স্রোত্রে অ-
স্তরাস্তা হইবেন ॥ ৪ ॥

তন্মানগ্নিঃ সনিমোবস্যা সূর্যঃ সোমঃ পুরুষঃ ৩৪
ধমঃ পৃথিব্যাং । পুমান্ রেতঃ শিকতি যোগিতায়াং
বহ্নীঃ প্রজাঃ পুরহাৎ পংস্রসূতাঃ ৩৫

পঞ্চাগ্নিরেণেঘাঃ সৎপরিধি প্রজ্ঞাত্মায়াং তন্ম-
নেব পুরুষাৎ প্রজাহবুইত্যুক্ত্যে । 'সক্সাৎ' পুরুষাৎ
প্রজাহবুস্মানসিশেষরূপঃ 'অগ্নিঃ' জায়তে '৩৪' অ-
গ্নেঃ 'সূর্যঃ' 'সমিধাঃ' সূর্যে 'তি' সূর্যলোকঃ 'সমিধাৎ' ।
জ্যোতিঃকুলোক্ত্যাগ্নে নিষ্করণাৎ 'সোমঃ' 'পৃথিবী'
শিক্তিমোহগ্নিঃ মস্তকভি-তজ্ঞাৎ 'সূর্যনাৎ' 'পংস্রসূতাঃ' 'পু-
থিব্যাং' সত্ত্ববক্তি ওমসিধ্যাৎ পুরুষারৌ ততামাঃ 'পুমান্'
অগ্নিঃ 'রেতঃ' শিকতি 'যোগিতায়াং' 'যোগি' ৩
গোহাথৌ জিহবাং । ইত্যেবং জমেব 'বহ্নীঃ' বহ্নাঃ 'প্র-
জাঃ' 'পুরুষাৎ' পরহাৎ 'সৎ' প্রসূতাঃ 'সৎ' পপায়াঃ ৩৫

ব্রহ্ম হইতে অগ্নি রূপ অন্তরীক্ষ লোক
উৎপন্ন হয়, বাহার সনিধ সূর্য। তাহা হইতে
নিষ্কন্ন গে চন্দ্র তাহা হইতে অগ্নি রূপ সেধ
উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে পৃথিবী রূপ অগ্নিতে
ওষধি হয়, সেই ওষধি পুরুষরূপ অগ্নিতে চত
হয়, তাহা হইতে পুরুষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে রেতঃ
শেচন করে, এই রূপে ব্রহ্ম হইতে প্রজা স-
কল জন্মে ॥ ৫ ॥

তন্মানুভঃ সাত্বকুর্বি নীকঃ ক্রান্তসর্গে ব্রহ্ম-
বোয় কিমান্ড । সত্বংসরুতঃ যজ্ঞমান্ড লোকঃ
সোমোযত্র পসতে বহু সূর্যঃ ৩৬

'তন্মাৎ' পুরুষাৎ 'সত্বঃ' নিমতাঙ্করপায়াঃ গাণ-
ত্র্যামিহুৎকোপিশিষ্টাঃ সত্বাঃ । 'সাবে' পাকভুক্তিকং
সংযতক্রিতকং তে' ভাদিনীতি বিশিষ্টং । 'সত্বংসি'
অমিহতাঙ্করপায়াঃ 'সমানানি' হাক্ষোপাদি । 'নীকঃ'
মৌল্যামিলনরূপঃ কৰ্ম্মনিবমহিলসেতাঃ 'সহস্রঃ' সসে
অগ্নিতে জাসতি । 'ক্রবঃ' সমপাঃ । 'স্বিক্ষায়াং' চ'
একাদ্যাপরিহি সেকতঃ' ৩৪ । 'সত্বংসরুতঃ' চ 'ভাসঃ'
'বহ্মানাং' চ 'কর্ম্মকতঃ' । 'লোকঃ' তস্য 'সরুত্বাৎ' ৩৫
তে বিশিষ্টসেহে 'সোমঃ' 'সঃ' 'বেদু' সোমেক্তে 'পবতে'
পুমান্তি লোকান্ । 'যত্র' 'যেযু' চ 'সূর্যঃ' উপতিঃ । যে
চ 'স্বিক্ষায়াং' সোমঃ সত্বংসরুতঃ 'সত্বংসরুতঃ' কৰ্ম্মফল-
সূতাঃ ৩৬

তাঁহা হইতে ঋষেদ, সামবেদ, সজুর্বেদ,
মৌলীয়ারগাদি কৰ্ম্ম নিয়ম বিশেষ, অগ্নি-
হোতাদি যজ্ঞ, সৎপ যজ্ঞ, দক্ষিণা, কাল,
এবং কর্মফলভূত চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বিশি-
ষ্ট লোক সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

তন্মাত্বেব বহ্মাৎ সৎপ্রসূতাঃ সাধ্যানসূতাঃ
পশবোহবানাদি । প্রাণাপানৌ স্ত্রীবিধৌ তপস্ক
স্রাঃ সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিকং ৩৭

'তন্মাৎ' চ 'পুরুষাৎ' 'মেদাঃ' বহ্মাৎ 'সৎপ্রসূতাঃ'

'সত্যতাঃ' দেহবিশেষঃ। 'মনুষ্যাঃ' পশুনাঃ। 'স্বাখানি' পক্ষিণাঃ। 'জিক' প্রাণাণানো ব্রীহিযসৌ। 'তপাঃ চ' 'শ্রদ্ধা' অ-মিকানুজিঃ। 'সত্যং' মথাকৃত্যর্থচনং ব্রহ্ম-চর্যাৎ। 'বিশিঃ চ' ইতি কৰ্ত্তব্যতাঃ ১৭৪

তঁহা হইতে নানা প্রকার দেবতা, গণ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, প্রাণ ও অপান ব্যায়, ত্রীহি, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্র-হ্মচর্যা এবং ইতি কৰ্ত্তব্যতা সকলেই উৎপন্ন হয় ॥ ৭ ॥

সম্প্রাপ্তাঃ প্রভৃতিঃ ১৭৫। সপ্তাঙ্কিতঃ সখিঃ স-প্তহোমঃ। সপ্ত ইতি বোকা হেতু চর্যিঃ প্রাণাণকা-পাখানিতিঃ সপ্ত সপ্ত ধর

'সপ্ত' মীর্গায়াঃ 'প্রাণাঃ' 'তপাঃ' পুরুষাঃ 'প্র-হ্মাধি' 'সেবাক' 'সপ্ত' 'অজিতাঃ' দীপ্তাঃ স্ববিদ্যা-ধয়োক্তন। 'নি' সপ্ত 'সখিঃ' বিদ্যাঃ বিদ্যাঃ ইতি সখিঃ-সে প্রাণাঃ। 'সপ্তহোমঃ' তদ্বিধং বিজ্ঞানি। 'জিক' সপ্তধরে বোকাঃ 'ই' শ্রুতিকায়াঃ 'মেতু' চর্যিঃ প্রাণাঃ। 'এহাঃ' 'স্ব' 'রে' সপ্তক শেতল ইতি 'স্ব' 'সখিঃ' 'নি' 'হি' 'তা'। 'সপ্ত' সপ্ত 'প্র' বিজ্ঞানিতেরাঃ ১৭৬

তঁহা হইতে মস্তক সপ্ত ইন্দ্রিয়, এবং এই ইন্দ্রিয় সকলের স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রকাশক সপ্ত শক্তি, সপ্ত বিষয়, সপ্ত বিষয়জ্ঞান, এবং ইন্দ্রিয় গণের স্থিতির উপযুক্ত প্রতিপ্রাণিতে যে সপ্ত সপ্ত ইন্দ্রিয় স্থান তাহা উৎপন্ন হয় ॥ ৮ ॥

অস্তা সপ্ত স্ত্রীণিবচনং সর্গেইহ জ্ঞানং স্যাপনে নি-শ্বসং সর্গকরণাঃ। অস্তস্ত সর্গাঃ প্রবোধের সপ্ত সৈ-মৈঃ স্ত্রীতন্ত্রিগেঃ সর্গকরণাঃ ১ ॥

'অস্তা' পুরুষাঃ। 'সমুদ্রাঃ' বিসর্গাঃ চ সর্গে। 'জ্ঞানাৎ' পুরুষাঃ। 'সাম্পদে' 'সুহৃতি' 'সিদ্ধতাঃ' সন্যাস' 'সর্গকরণাঃ'। 'অস্তাঃ চ' 'অজ্ঞানেষ চ পুরুষাৎ' 'সর্গাঃ' 'এসমস্য' 'সন্যাস'। 'সেন' 'সলেন' 'সুইতাঃ' পকতিঃ 'সুইতাঃ' পরিবেষ্টি-তাঃ। 'ভিক্তে' 'ভিক্তি' 'হি'। 'এবঃ' 'অস্তাঃ' ১৭৭

এই ব্রহ্ম হইতে সমুদ্র, পর্বত, এবং নানা প্রকার নদী সকল উৎপন্ন হয়। 'ই' হা হই-তেই ওষধি ও রস উৎপন্ন হয়, যে রসের স-হিত পকতৃত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই ব্রহ্মই দেহেতে অন্তরায়াক্রমে স্থিতি করি-তেছেন ॥ ৯ ॥

পুরুষকরণেণ সিন্ধু কৰ্ম তপো ব্রহ্মপরাশুত্বং। এতচ্চাপানে নিভিত্বং গুহাখ্যং পৌরিষ্যগ্রাধিঃ বিজিত্যতি সোমঃ ১৭৮

সুখ সপ্ত সপ্ত, মালিকারত্ন দুই, সপ্ত স্থান দুই, কৰ্ম দুই এই সপ্ত সপ্ত স্থানেতে অতিপ্রায় করিয়া এইকতি উক্ত হইয়াছে।

অস্তাঃ 'পুরুষাঃ' এন ইত্যং বিসর্গ'। 'জিৎ' পুরুষদিমি-ত্বাচ্চাতে 'কৰ্ম' অগ্নিহোত্রানিলকৰ্ম'। 'তপাঃ' জ্ঞানং 'ব্রহ্মপরাশুত্বং' ব্রহ্মপরাশুত্বং। 'এতৎ' ব্রহ্মপরা-শুত্বং 'সঃ' 'সে' 'মি' 'ভিক্ত্বং' 'ভিক্ত্বং' 'গুহাখ্যং' 'সু' 'সপ্ত' 'প্রাণিমাঃ' 'সঃ' 'এতৎ' 'বিজ্ঞানং' 'অবিদ্যাগ্রাধিঃ' 'গু' 'ভি-মিব' 'সু' 'ভিক্ত্বং' 'মি' 'ভিক্ত্বং' 'সঃ' 'বিজিত্যতি' 'বিজিত্যতি' 'ই' 'জিৎ' 'সোমঃ' 'প্র' 'সিন্ধুঃ' ১৭৮ ॥

হে প্রিয় শৌনক! অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম এবং জ্ঞান এসমস্ত সেই পরম পুরুষই হয়েন। যে ব্যক্তি এই অমৃত পরব্রহ্মকে প্রাণিদিগের অন্তর্ভাবী করিয়া জ্ঞানের তিনি অজ্ঞানের এ-স্থিবেগ যে অন্তঃকরণস্থ দুই বন্ধ কামনা সকল তাহা ইহকালেই পরিত্যাগ করেন ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমখণ্ড ।

বিজ্ঞাপন

বাঁহারা আগামী দুর্গাৎসবোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া কৰ্ম স্থান প্রেবাস হইতে স্বীয় স্বীয় বাটীতে অথবা স্থানান্তরে গমন করিবেন তাঁহাদেরিগের আগামী কা-লিক মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক তাহা তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

ঈন্দ্রপেক্ষনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হই-বার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানা-ইবেন।

ঈন্দ্রপেক্ষনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

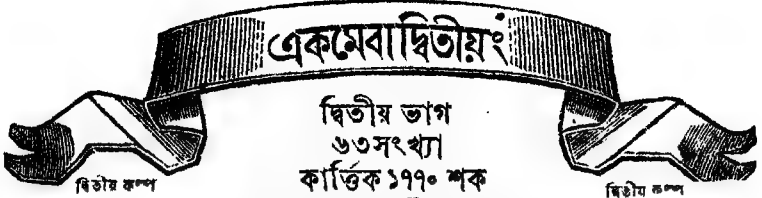
বিজ্ঞাপন

আগামী ৭ কাণ্ডিক রবিবার প্রাতে ৭ ঘটায় সমরে সাতিক ব্রাহ্মসনাক হই-বেক।

ঈশ্বরানন্দজ্ঞে বোহাভবাগীশ।
উপাচার্যঃ

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে বোহাভবাগীশে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—বাঁহারা দুলা একটীকাঃ ৩ আদিন বহুৎ ১৯০৪। কলিনসাকর ৪৪৪৪।

সভা প্রবেশ দান হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য এক পত্র এই পত্রিকা দিয়া দুলা প্রাপ্ত করেন।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লায়সেন্সপ্রাপ্ত প্রকাশক: শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র বসু, কলিকতা।
 অথবা প্রকাশক: শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র বসু, কলিকতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে

• দ্বিতীয়ং সূক্তং

পুনঃশেষকথিঃ গাযত্রং হৃদ্যঃ
 বরুণোধেবতা।

২৬৯

১ ষষ্টিঙ্জিত্তে বিশেষথা প্র
 দেব বরুণ ব্রতং। মিনীমসি দ্যবি
 দ্যবি।

১ হে 'বরুণ' 'দেব' 'গথা' লোকে 'দিশ্য' প্র-
 ক্ত্য কঙ্জিত্তে প্রতি প্রসন্ন্য তবতি তথা 'তে' তব 'মৎ'
 জিত্তিত্তে ব্রতং 'কর্ম' 'চিৎ' 'এব' 'হি' 'বসু' দ্যবি দ্যবি'
 প্রতিদিনং বৎ 'প্র-মিনীমসি' 'প্রমিনীমঃ' 'প্রমানেম' হিং-
 সিতবৎ তৎ ব্রতং 'প্রসন্ন্য' 'সন্' 'সাল্য' সূক্ত ইতি শেষঃ।

১ হে বরুণ দেবতা। আমরা তোমার যে
 কোন কর্ম অবস্থান বশতঃ অবধাতুত করি,
 তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা সম্পন্ন কর, যেমন
 পৃথিবীই কোন লোক কোন ব্যক্তির প্রতি
 প্রসন্ন হয়।

২৭০

২ না নো ব্রাহ্মণ্য হৃদ্যবে জিহী-
 ডানস্য রীরধঃ। না ষ্ণানস্য ন-
 ন্যরে।

২ হে বরুণ 'জিহীডানস্য' 'অনানরং' 'কৃডবতঃ' 'হৃদ-
 বে' 'হৃদ্য' 'পাপহননশীলস্য' তব 'ব্রাহ্মণ্য' 'অংক-
 কায় ব্রাহ্মণ্য' 'নঃ' 'অনান' 'না' 'রীরধঃ' 'নিহবজুতান'
 সূক্ত। তথা 'ষ্ণানস্য' 'জুডস্য' তব 'ষ্ণান্যে' 'অংক-
 কায় কোথায ত 'অনান' 'না' 'রীরধঃ'।

২ হে পাপ নাশক বরুণ দেবতা! তুমি
 আমারদ্বিগিকে অনাদর করিয়া বধ করিও না
 এবং জুজু দেবতা তুমি আমারদ্বিগির প্রতি
 কোথ করিও না।

২৭১

৩ বি মৃতীকায় তে মনোর-
 ধীরশ্বং ন সন্দিতং। গীতি বরুণ
 সীমহি।

৩ হে 'বরুণ' 'মৃতীকায়' 'অমৎসূবাব' 'তে' 'তব'
 'মনঃ' 'গীতিঃ' 'স্মৃতিঃ' 'বি সীমহি' 'বিনীমঃ' 'বপুসঃ'
 'প্রসন্ন্যমঃ'। 'রথীঃ' 'রথী' 'রথধারী' 'স' 'ইব' 'তথা' 'সন্নি-
 তং' 'সাতং' 'অমৎ' 'গানানিনা' 'প্রসন্ন্যমহি' 'তৎ'।

৩ হে বরুণ দেবতা। আমারদ্বিগির হৃৎখের
 নিমিত্তে স্ততি দ্বারা তোমার মনকে আমরা
 প্রসন্ন করিতেছি, যেমন সারথি শ্রান্তিভুক্ত
 অশ্বকে তৃণাদি দিয়া প্রসন্ন করে।

২৭২

৪ পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি-
 বস্য ইচ্ছয়ে। বধোন বসুতীরুপ।

৪ হে বরুণ 'মে' 'দে' 'বিমন্যবঃ' 'কোথরদিত্যঃ'

বুদ্ধঃ বসঃ বসীযনঃ জীবনস্য ইত্যেৎ প্রাপ্তার্থং
'পরা পততি' প্ৰাপ্যতকি প্ৰশস্তাঃ সত্বকি 'ছি' ঋসু
'বসঃ' পাকিণ্য 'ম' ইত যথা পাকিণ্য 'বসতীঃ' নি-
বাসনানি উপ উপলক্ষ্য প্ৰশস্তাঃ কীৰ্ত্ত্বিত্বয়ঃ ।

৪ কে বরুণ দেবতা! আমার কোথ রহি-
ত বুদ্ধি জীবন প্রাপ্তির নিমিত্তে উৎসাহিত
হইতেছে, যেমন পাকিণ্য নৌ প্রাপ্তির নি-
মিত্তে প্রকল্প হয় ।

৩৭৩

৫ কদা কত্রিশ্চিমং নরম। বরু-
ণং করামহে । সুভীকায়োরুচ-
কসং ১১২১৩১

৫ 'সুভীকায়' অমৃত্যুশায় 'কত্রিশিমং' বন্দে-
সিনং 'নরং' সুপলা মেতাং 'উচকসং' হৃদয়ং সু-
কীর্ষং 'ককসং' তথা 'কশিম্' কালে নরং অসিন ক-
ত্রিদি' আ 'আগত্য' করায়ং ১১২১৩১ ।

৫ তবে আমরা আহারদিগের স্বর্থের নি-
মিত্তে বলিষ্ঠ, স্বর্ধদাতা, বহুদশী বরুণ দেব-
তাকে এই কৰ্মে আনয়ন করিব ১১২১৩১

২৭৪

৬ তদিৎ সমাননাশাতে বে-
নস্তান প্রযুচ্ছতঃ । ধৃতব্রতাষ দা-
শুবে ।

৬ 'ধৃতব্রতা' অনুকিতকৰ্মে 'দাশুবে' হবিষ্য-
বহে যজমান্যং 'বেনতা' বেনতো কাষবহাদৌ যিত্রাব-
সদৌ 'সমানং' 'তৎ' তদিৎ 'ইৎ' এহ 'আশাতে' আ-
নুবাতে । তথা 'ন' 'প্রযুচ্ছতঃ' প্রমায়ং কুলতঃ ।

৬ যজমান সর্কদা ব্রতানুষ্ঠান ও যজ্ঞে
হবি দান করুক এই কামনা করেন যে মিত্র
আর বরুণ তাঁহার। উত্তরে হবির সমানাত্ম
ভোজন করেন এবং প্রমায় রহিত করেন ।

২৭৫

৭ বেদা যোবীমাং পদমস্তরি-
ক্ষেণ পততাং । বেদ নাবঃ সমু-
দ্রিষঃ ।

৭ 'বঃ' বরুণঃ 'অস্তরিক্ষেণ' অস্তরিক্ষেণ 'প-
ততাং' পততাং 'বীমাং' পাকিণ্যং 'পদম' স্থানং 'বেদা'
বেদ জান্যতি তথা 'সমুদ্রিষঃ' সমুদ্রে অস্তরিক্ষেণ ক-

বরুণঃ কলে গচ্ছত্যাঃ 'নাবঃ' পদং 'বেদ' সা অনুগু-
হাতু ইতিশেষঃ ।

৭ যে বরুণ দেবতা আকাশে গমনশীল
পাকিদিগের স্থানকে জানেন, যে সমুদ্র হারী
বরুণ জলে গমনশীল নৌকা সকলের স্থান
জানেন, তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন ।

২৭৬

৮ বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ
প্রজাবতঃ । বেদা যউপজায়তে ।

৮ 'ধৃতব্রতা' বিকৃতকৰ্মী সা বরুণঃ 'প্রজাবতঃ'
প্রজাবতান 'দ্বাদশ' মাসঃ 'দ্বাদশ' মাসঃ 'জান্যতি'
তথা 'যা' অধিকমাসঃ সতৎসরং যথা 'উপজায়তে' সা
'বেদা' 'বেদ' সা অনুগুহাতু ।

৮ যে স্বীকৃত কৰ্মী বরুণ প্রজা বিশিষ্ট
দ্বাদশ মাসকে জানেন এবং সতৎসরের মধ্যে
যে অধিক মাস হয় তাহাও জানেন তিনি
আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন ।

২৭৭

৯ বেদ বাভস্য বর্তনিনুরোঙ্খ-
ষস্য বৃহতঃ । বেদা যে অধ্যামতে ।

৯ 'উরোঃ' বিদীর্ণনা 'রুঙ্খস্য' রশনীলস্য 'বৃহতঃ'
ঐন্দ্রবিক্রম্য 'বাতস্য' বাসোঃ 'বর্তনিং' মার্গং 'যা' বক্রং
'বেদ' জান্যতি 'যে' দেবোঃ 'অধ্যামতে' উপরি
তিষ্ঠতি জানপি 'বেদা' 'বেদ' সা অনুগুহাতু ।

৯ বিস্তীর্ণ ও রশনীর এবং গুণ হারী
শ্রেষ্ঠ একপ্রকার বায়ুর পথ যে বরুণ দেবতা
জানেন এবং উপরিস্থিত দেবতাদিগকেও
জানেন তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন ।

২৭৮

১০ নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যা-
ষা । সান্নাজ্যষ সূক্ততঃ ১১২১৩১

১০ 'ধৃতব্রতা' বিকৃতকৰ্মী 'সূক্ততঃ' পোতনকৰ্মী
'বরুণঃ' 'সান্নাজ্যষ' সন্মুখ্যে কৰ্ম্মং 'পস্ত্যা' মে-
বে' 'আ' আগত্য 'বিষসাদ' নিষসাদে ১১২১৩১ ।

১০ ধৃতব্রত ও পোতন কৰ্মী বরুণ সন্মু-
খ্যে করিবার জন্য বেদজ্ঞদিগের নিষসাদে আ-
গমন করিরা উপবেশন করিরাছেন ১১২১৩১

২৭৯

১১ অতোবিশ্বান্যন্তু তা চিকি-
ষা অভিপশ্যতি। কৃতানি ষা চ
কর্ষণ।

১১ 'চিকিৎসা' চিকিৎসান্ প্রজ্ঞাবান্ জনঃ 'যা' হাদি
'কৃতানি' 'কর্তা'। 'কর্তব্যানি' 'চ' 'অদৃতা' অদৃতা-
নি আশ্চর্য্যানি তানি 'বিখ্য'। 'সম্মানি' 'অতঃ' বক্র-
ণাৎ 'অভিপশ্যতি' 'ভা'নামি।

১১ কৃত ও কর্তব্য যে কোন আশ্চর্য কর্তৃ
সমুদায়ই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি এই বক্রণের অন-
নুগ্রহে জানিবেছেন।

২৮০

১২ সনোবিশ্বাহা সূক্ততুরা
দিত্যঃ সুপথা করৎ। প্রণ আ-
বুৎ বিতারিষৎ।

১২ 'সঃ' 'আহিত্যঃ' আহিতেঃ পুমা 'সূক্ততুরা' শো
কনপ্রজ্ঞা বক্রণঃ 'বিখা' বিবেচ্যু কর্তব্যু 'অহা' অচঃ-
সু 'সঃ' অজ্ঞান 'সুপথা' শোভনের মার্গেণ সুকান্
'করৎ' করেতু তথা 'সঃ' সঃ অজ্ঞান, 'আবুৎ' বি
'প্র-তারিষৎ' প্রতারিরৎ প্রবর্তিবতু।

১২ অদিত্যের পুত্র পোতন প্রজ্ঞ সেই ব-
ক্রণ দেবতা প্রত্যহ আমারদিগকে সুপথবর্তী
করুন আর আমারদিগের আয় বৃদ্ধি করুন।

২৮১

১৩ বিভ্রূক্ষাপিং হিরণ্যবৎ ব-
ক্রণোবন্ত নির্নিজং। পরি স্পশো-
নিষেধিরে।

১৩ 'হিরণ্যবৎ' সুবর্ণবৎ 'সুপিং' কবচং 'বিভ্রূ'।
ধারণ 'বক্রণঃ' 'নির্নিজং' স্বতীকং পরীরং 'বন্ত'
আস্বায়বতি। 'কবচস্য' 'স্পশঃ' 'হিরণ্যস্পর্শিনঃ' রুদ্ভ-
ষঃ 'পরি-নিষেধিরে' পরিনিষেধিরে সর্ভভানিষয়ঃ।

১৩ অবর্ণময় কবচ ছারা বক্রণ আপসার
পরীর আচ্ছাদন করবে, সেই কবচের কিরণ
সকল সর্ভভঃ ব্যস্ত হইরাছে।

২৮২

১৪ ন বৃক্ষিগন্তি দিক্সবোন জ-
ক্ষণে কনান্যে ন সোবদিত্বা-
তবঃ।

১৪ 'দিক্সবঃ' হিং দিক্সমিত্ত্বং হং ইনরিবঃ 'ন' 'ককণ'
'ন' 'দিক্সতি' হিং দিক্সিতিঃ কুরখি 'কনান্যে'
প্রাণিনাং 'জল্পণঃ' সোহকারিণঃ সং বক্রণঃ 'ন' 'স'
হি' 'অভিন্নততঃ' পাশপমানঃ 'সেবঃ' তৎ বক্রণঃ 'স'
লুপসি।

১৪ হিংসক শত্রু সকল যে বক্রণের অন্নি-
উ চেষ্টা করে না, প্রাণিদিগের সোহকারী
শত্রু গণ যে বক্রণের স্রোচ করে না, সেই বক্র-
ণকে পাপ সকলও স্পর্শ করে না।

২৮৩

১৫ উত যোমানুবেধা যশশ্চ-
ক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরে-
ষাঃ। ১২। ১৮।

১৫ 'সঃ' বক্রণঃ 'মানুবেধু' 'যশঃ' অন্নং 'আ-
ত' 'ক্রে' অস্মকে সর্ভভঃ কুরহাম। 'উত' অশিত 'সঃ'
বক্রণঃ 'আ' সর্ভভঃ 'অসাম্যি' সম্পূর্ণক্রমে ন তুরানং
কৃত্বান্। বিশেষতঃ 'অস্মাকং' 'উবেদে' অন্নং 'আ'
চক্রে। ১২। ১৮।

১৫ যে বক্রণ এই মনুষ্য লোকে পর্যাণ্ড
রূপে অন্ন নিষ্কাশন করিয়াছেন, তিনিই স-
র্ভভ অন্ন সম্পন্ন করিয়াছেন, বিশেষত
আমারদিগের উদরেতে অন্ন দান করিয়া-
ছেন। ১২। ১৮।

২৮৪

১৬ পরা মে যন্ত ধীতযোগা-
বোন গব্যুতীরনু। ইচ্ছতীকুরুচ-
ক্ষসং।

১৬ 'উরুচক্ষণঃ' বক্র সূটারং বক্রণঃ 'ইচ্ছ' তীঃ 'ই'
চ্ছয়াঃ 'মে' 'অ' 'ধীতভা' বুদ্ধঃ 'প্রয়া-যতি' পরা-
যতি নিবৃষ্টিবিদিতাঃ গচ্ছতি 'গাব্যঃ' 'সু' 'ই' বধা
গাব্যঃ 'গব্যুতী' সোম্যামি 'অনু' অমূলক্য গচ্ছতি তৎসং।

১৬ বহু ক্রষ্টা বক্রণকে অধ্বেষণ করত
আমার বুদ্ধি অনিবারিত হইয়া গমন করি-
তেছে, যেমন গোসকল গোড়ের প্রতি লক্ষ
করিয়া অনিবারিত হইয়া গমন করে।

২৮৫

১৭ সমু বোচাবহে পুনর্ঘতো-
বে সখাত্তং। হোতবে কদসে
প্রিষং।

১৭ 'যতঃ' 'যতঃ' 'কারণং' 'যে' 'যৎ' 'জীবনাৰ্থং' 'মম' 'মপুং' 'হৃদে' 'যতঃ' 'আত্মতঃ' 'সম্পাদিতং' 'তমাৎ' 'কারণং' 'যে' 'বল্লভং' 'যোতা' 'গোষকতা' 'ইব' 'জ্ঞং' 'অপি' 'প্রিয়ং' 'হৃদে' 'করমে' 'অমালি' 'পুংসঃ' 'স্বাধিকারপ্রার্থিত্বং' 'তুংসঃ' 'জ্ঞং' 'অহতক' 'মু' 'অবশ্যং' 'সং-যোজ্যেব' 'সংসোচ্যেব' 'সমুৎ' 'প্রিয়বার্তাং' 'তরবারেব' ।

১৭ যেহেতু জীবন রক্ষার নিমিত্তে আমি মমের হৃদি সম্পন্ন করিয়াছি, সেই হেতু কে বলুক! হোতার ন্যায় তুমিও এই প্রিয়হৃদি ভোজন করিতেছ, অন্যন্তর স্বাচ্ছা কালের পরে তুমি ও আমি উভয়ে তুল্য এবং একত্র উপ-বিষ্ট হইয়া মিত্রালাপ করিব ।

২৮৩

১৮ দর্শনম্ বিশ্বদর্শনং তৎ দর্শনং রথ-
নপি ক্ষমি । এতাজুষত মে গিরঃ ।

১৮ 'বিশ্বদর্শনং' 'দূরৈর্দর্শনীয়ং' 'হরণং' 'নু' 'পদু' 'জ্ঞং' 'দর্শন' 'অদর্শনং' 'দৃষ্টতান্' । 'তথা' 'ক্ষমি' 'ক্ষম্যামি' 'ভূমো' 'হরণস্য' 'রথং' 'অধিনর্শনং' 'অধিজ্ঞর্শনং' 'অধ্যান-র্শনং' 'আধিভোজনং' 'দৃষ্টবানপি' । 'মে' 'মম' 'এতঃ' 'উচ্যমা-নাঃ' 'গিরঃ' 'সহীৎ' 'হরণঃ' 'জুষত' 'দেহিতান্' ।

১৮ সকলের দর্শনীয় বস্তুকে আমি দর্শন করিয়াছি, এবং ভুতলে বরণের রথ বিশেষ রূপে দেখিয়াছি, বরণও আমার রূত এই স্তম্ভিত সকল স্বীকার করিয়াছেন ।

২৮৭

১৯ ইমং মে বরুণ শ্রেণী হবম্-
দাচ নৃভব । স্বামবসুরাচকে ।

১৯ 'মে' 'বরুণ' 'মে' 'হম' 'ইমং' 'হবম্' 'আজ্ঞানং' 'ক্ষমী' 'ক্ষমি' 'পুণ' । 'তথা' 'অন্য' 'অন্য' 'র' 'অন্য' 'মুস' 'সুখ' । 'অবসুঃ' 'রজনকন্তঃ' 'অহং' 'জ্ঞাং' 'আচ' 'এ' 'অভিনুগোচন' 'শব্দানি' 'যতে' 'ইত্যর্থঃ' ।

১৯ হে বরুণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আর অন্য আমারদিগকে স্বধী কর, আমি অরণ্যকাজী হইয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি ।

২৮৮

২০ স্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ-
গ্নশ্চ রাজসি । সযামনি প্রতি-
শ্রেণি ।

২০ 'হে' 'মেধির' 'মেধাবিন' 'বরুণ' 'মিবঃ' 'দ্যুলোকস্য' 'চ' 'থা' 'ভুলোকস্য' 'চ' 'অপি' 'এহমাত্তস্য' 'বিব-না' 'সর্বস্য' 'লোকস্য' 'যথো' 'জ্ঞং' 'রাজসি' 'হীপালে' । 'সঃ' 'জ্ঞং' 'যামনি' 'কেমপ্রাপ্তে' 'অন্য' 'প্রতি' 'ক্ষমি' 'আক্রাময়' ।

২০ হে মেধাবী বরুণ! দ্যুলোক ও ভুলোক আমি সমস্ত বিশ্ব মধ্যে তুমি দীপ্যমান হই-তেছ, তুমি অন্নঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার-দিগকে আক্রা কর ।

২৮৯

২১ উদুত্তমং মুমুগুধি নোবি-
পাশং মধ্যমঞ্চ তা । অবাধমানি
জীবসে ১১২১১২১

২১ 'হে' 'বরুণ' 'জীবসে' 'জীবনাৰ্থং' 'সঃ' 'অন্য' 'উত্তমং' 'শিরোগতং' 'পাশং' 'উৎ-মুমুগুধি' 'উদুত্তমি' 'উৎকৃতা' 'মোচয়' । 'মধ্যমং' 'উন্নয়নতঃ' 'পাশং' 'বি-চুতা' 'বিকৃত' 'বিদুতা' 'মোচয়' 'অধমানি' 'অধমান' 'পাশ-গতান্' 'পাশান' 'অব' 'অবচুত' 'অবকৃতা' 'মোচয়' । ১১২১১২১

২১ হে বরুণ! আমারদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্তে মস্তকেয় বন্ধন মোচন কর ও উন্নয়ের বন্ধন মোচন কর এবং পদ ভয়ের বন্ধন মোচন কর । ১১২১১২১

তৃতীয়ং সূক্তং

শুভশেপকথিঃ গাথিত্বং হৃদঃ
অয়িদেবতা

২৯০

১ বসিষা হি বিশেষ্য বস্ত্রাণ্য-
জ্ঞাংপতে । সেমন্মো অধ্বরং
যজ ।

১ 'হে' 'বিশেষ্য' 'মেধা' 'বজ্রস্য' 'যোধ্য' 'উদুত্তমপতে' 'অন্য' 'পালক' 'অন্ন' 'হরণি' 'আজ্ঞানকামি' 'ভে-জ্ঞাসি' 'আধ্বনিমু' 'অবসিমু' 'প্রজ্ঞানিত্যনি' 'সুত' 'ইত্যর্থঃ' । 'হি' 'বসিষ-ভামি' 'প্রজ্ঞানিত্যনি' 'তমাং' 'সঃ' 'জ্ঞং' 'সঃ' 'অজ্ঞানীম' 'ইমং' 'অন্য' 'বজ্র' 'বর' 'বিশ্বাসয়' ।

১ হে বরুণ যোধ্য অন্নের পালক আমি! তোমার তেজ সকল প্রজ্ঞানিত কর । যে-হেতু তেজ সকল প্রজ্ঞানিত পতন্য তুমি আমারদিগের এই বজ্র বিশ্বাস কর ।

২৯১

২ নি নোহোতা বরণ্যঃ সদা-
যবিত্ত মন্যতিঃ । অগ্নে দিবিত্ততা
বচঃ ।

২ হে 'সদাযবিত্ত' সর্জন্যুবতম 'অগ্নে' 'মন্যতিঃ'
জ্ঞাপনিকঃ তেজোকিন্দুকঃ 'বরণ্যঃ' বরণীয়াঃ 'হোতা'
হোমনিকামরকঃ জ্ঞা 'নঃ' অজ্ঞাতং 'দিবিত্ততা' দী-
প্তিমত্বাৎ 'বচঃ' বচসা যুবতমঃ সন্য 'নি' নিমীল ইতি-
শেষঃ ।

২ হে সর্জন্য যুবতম অগ্নি! প্রকাশক
তেজযুক্ত ও প্রার্থনীর এবং আমারদিগের
হোম নিষ্পাদক তুমি শোভন বাক্য দ্বারা
স্বত হইয়া উপবেশন কর ।

২৯২

৩ আহিন্মা সুনবে পিতাপির্ষ-
জ্ঞতাপবে । সখা সখে বরণ্যঃ ।

৩ হে অগ্নে! বরণ্যঃ 'বরণীয়াঃ' পিতা' পিতৃধরন্যঃ
জ্ঞা 'সুনবে' পুত্রায় যজ্ঞং অতীতং দেবীরিশেষঃ ।
সখা 'আপির' বন্ধু 'আপনে' বর্তবে বিজ্ঞা দিঅ
'হি' ধনু 'আ-বরতি' আ-বরতি সর্জনা ধম্বতি 'অ'
সখা 'সখা' প্রিয়ঃ 'সখো' প্রিথায় সর্জনা ধম্বতি
তদং ।

৩ হে অগ্নি! বন্ধু যেমন বন্ধুর উপকার
করে এবং আত্মীয় যেমন আত্মীয়ের উপকার
করে, সেই রূপ প্রার্থনীর ও পিতার রূপ
তুমি পুত্র রূপ আমারদিগকে অতীত প্র-
দান কর ।

২৯৩

৪ আ নোবহী রিশাদনোবরু-
ণোনিব্রো অর্ঘমা । সীদত্ত মনুষো-
যথা ।

৪ হে অগ্নে! 'রিশাদন্যঃ' হিংসকান্য ক্রুদ্ধঃ 'বরণ্য-
নিব্রো' অর্ঘ্যায় একে দেবায় 'সী' অকরণিক 'নিব্রি'
যজ্ঞং 'আ-সীদত্ত' আসীদত্ত উপবিশন্ত 'যথা' 'মনুষ্য'
প্রমাণকরে যজ্ঞং তে দেবায় আসীদত্তি তদং ।

৪ হে অগ্নি! হিংসকদিগের তরুণ বরণ,
মিত্র, অর্ঘমা এই তিন দেবতা প্রজ্ঞাপতির
দ্বারা যেকণ অধিষ্ঠান করেন সেইরূপ জা-
য়ারদিগের যজ্ঞেতেও অধিষ্ঠান করুন ।

২৯৪

৫ পূর্ষ হোতরস্য নোমন্দ্য
সখ্যস্য চ । ইমা উষ শুধী গি-
রঃ । ১১২১২০ ।

৫ হে অগ্নে! 'পূর্ষা' পূর্ষনুৎপন্ন পৃথিবীমাপেক্ষয়া
'হোতাঃ' হোমনিপাদক 'নঃ' অজ্ঞাতং 'অস্য' সজ-
ন্য 'সখ্যস্য' অনুগ্রহন্য 'চ' নিভাপৎ জ্ঞা 'যজ্ঞক'
যজ্ঞোক্তন তথা 'ইমাঃ' 'গিরঃ' স্ত্রীঃ 'উষ' অপি
'সুধী' স্কৃতি শৃশু ১১২১২ ০ ।

৫ হে পৃথিব্যাদির পূর্বে উৎপন্ন হোম
নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি তুচ্ছ হইয়া আমার-
দিগের যজ্ঞ সিদ্ধি কর ও আমারদিগের প্রতি
অনুগ্রহ প্রকাশ কর, এবং আমারদিগের
এই স্বত্তিও শ্রবণ কর ১১২১২ ০ ।

২৯৫

৬ ষচ্চিক্রি শশ্বতাতনা দেবং
দেবং ষজামহে । ত্বে ইজ্যতে
হবিঃ ।

৬ হে অগ্নে! সচ্চিক্রি 'সম্যপি' 'শশ্বতা' শাশ্বতেন
মিত্যোম 'তনা' বিশ্বকেন হবিষাঃ 'দেবং' দেহং 'নামা
দেবতাঃ' 'ষজামহে' তথ্যপি ত্বং 'হবিঃ' সর্জং 'জ্ঞে'
অগ্নি 'ই' অপি 'হুবতে' অস্ম্যতঃ ।

৬ হে অগ্নি! মিত্যকাল বিদ্যুৎ হবিদ্বার
আমরা নামা দেবতার অর্জনা করি বটে
কিন্তু সকল হবি তোমাতেই সমর্পিত হয় ।

২৯৬

৭ প্রিবোনো অস্ত বিশ্বপতি-
হোতা মস্ত্রোবরণ্যঃ । প্রিষাঃ
স্বয়যোবষং ।

৭ 'বিশ্বপতিঃ' প্রজাপালকঃ 'হোতা' হোমনিক্যা-
রকঃ 'মস্ত্রা' স্ত্রীঃ 'বরণ্যঃ' বরণীয়াঃ অগ্নিঃ 'নঃ' অ-
জ্ঞাতং 'প্রিষাঃ' 'অস্ত' 'বষং' অপি 'স্বয়যঃ' শোভ-
নামিযুক্যঃ সন্য অগ্নেঃ 'প্রিষাঃ' জুহাঅ ইতিশেষঃ ।

৭ প্রজা পালক, হোম নিষ্পাদক, সদা
সুহৃৎ ও বরণীয় অগ্নি আমারদিগের অগ্নি
হইয়া, আমরাও শোভনীয় অগ্নিসূক্ত হইয়া
করিব নির বই ।

২৯৭

৮ স্বপ্নবোধিবার্ষিক দেবাসৌ-
দধিরে চনঃ। স্বপ্নবোধনামহে।

৮ 'স্বপ্নঃ' পোতনারিযুক্তঃ 'দেবাসৌ' দেবীঃ সৌ-
পায়াসঃ স্বপ্নবোধঃ 'স্বপ্ন' স্বপ্নবোধঃ 'বার্ষিক' বার্ষিক্য-
বোধঃ 'দধি' দধিঃ 'চ' 'সপ্নবোধে' প্রত্যয়ঃ 'স্বপ্ন-
' স্বপ্নবোধঃ 'পোতনারিযুক্তঃ' 'স্বপ্ন' 'স্বপ্ন' 'স্বপ্নবোধে'
স্বপ্নবোধঃ।

৮ শোভন অগ্নি যুক্ত, দীপ্যমান কৃত্তিক
সকল বেহেতু আনারদিগের বরণীয় হবি-
ধারণ করিয়াছেন সেই হেতু শোভন অগ্নি-
যুক্ত আমরাও মঙ্গল প্রার্থনা করি।

২৯৮

৯ অথানউভবেষামমৃত মর্ত্য্যা-
ণাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তবঃ।

৯ 'অমৃত' মৃত্যুরিহিত অগ্নে 'অথ' অথ তর্কঃ-
'উভান' উভয়ঃ 'মর্ত্যাণাং' মর্ত্যলোকাৎ 'নঃ' অমৃতঃ
'সন্তু' উভয়েভ্যঃ 'মিথঃ' পরস্পরঃ 'প্রশস্তবঃ' প্র-
শংসনঃ 'সন্তু'।

৯ হে অমর অগ্নি। কৰ্ম্মানুষ্ঠানের পর,
অমরাদি মনুষ্যদিগের ও জোয়ার এই উ-
ভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রশংসা হউক, অর্থাৎ
তুমি আনারদিগের প্রশংসা কর ও আমরা
জোয়ার প্রশংসা করি।

২৯৯

১০ বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিত্রিগ্নম
যজ্ঞমিদং বচঃ। চনোথাঃ সহ-
সৌবহো ১১২১২১।

১০ হে 'মহলা' বলাৎ 'বহো' পুং বসিষ্ঠ 'অগ্নে'
'ত্রিগ্নেতি' 'সৌবো' অগ্নিঃ 'আহবনীষামিতি' যুক্তঃ
'সহ' 'সহ' 'বচঃ' 'ইদং' 'বচঃ' 'চনো' চ দেবমাহি
'চনঃ' 'অগ্নে' 'অজ্ঞানঃ' 'থাঃ' বেহি ১১২১২১।

১০ হে বসিষ্ঠ অগ্নি। আহবনীয়াদি স-
কল অগ্নির সহিত যুক্ত হইয়া এই যজ্ঞ ও
এই জোত্র বীকার করত আনারদিকে কৈশিক
মান কর ১১২১২১।

চতুর্থং সূক্তং

শ্রুতশেষপত্রবিঃ পত্রিকঃ ছন্দঃ
অগ্নির্দেবতা

৩০০

১ অশ্বং ন দ্বা বারিবন্তং বন্দ-
খ্যা অগ্নিং নমোতিঃ। সমাজন্ত-
মধরাণাং।

১ 'অশ্বানাং' বজানাং 'সমাজন্তং' হামিনং
'অগ্নিং' 'অ' 'অ' 'নমোতিঃ' 'মধরাণাং' বন্দ-
'খ্যা' 'বন্ধিত্বং' 'প্রনয়ঃ'। 'বারিবন্তং' 'বালবিশিষ্টঃ'
'অশ্বং' 'ন' 'ই' বখা 'অশ্ব' 'আশ্বা' 'বালবিশিষ্টঃ' পরি-
হৃত্তি 'বখা' 'অ' 'জানাতিঃ' 'অগ্নির্দেবতা' ১২৫৫৫-
নীতারা।

১ সমস্ত যজ্ঞের ইশ্বর অধিকে আমরা
প্রণাম দ্বারা বন্দনা করি, তিনি আনারদি-
গের শত্রু সকল সংহার করুন, যেমন লয়-
কেশ বৃক্ক অশ্ব মন্দিকাদির পরিহার করে।

৩০১

২ শবানঃ সুনুঃ শবসা পুথুপ্র-
গামা নুশেবঃ। মীঢ়াং অশ্মাকং
বভূবাত্।

২ 'শবসা' 'শবসা' 'সুনুঃ' 'পুথুঃ' 'পুথুপ্রগামা'
'পুথুপ্রগামঃ' 'প্রকৃষ্টগামশীলঃ' 'শা' 'অগ্নিঃ' 'শা' 'স'-
'এই 'নঃ' 'অজ্ঞানঃ' 'নুশেবঃ' 'নুশেবঃ' 'ভবতু'। 'মীঢ়া'
'অজ্ঞানঃ' 'আহানাং' 'মীঢ়া' 'মীঢ়ানু' 'বহিষ্ঠা' 'বহু' 'শা'
'সুমাং' 'ভবতু'।

২ বসিষ্ঠ ও প্রকৃষ্টগামশীল অগ্নিই
আনারদিগের শত্রু জনক হউন এবং আ-
নারদিগের কাঙ্ক্ষা কল অফাটা হউন।

৩০২

৩ সনৌদ্রাচ্চানাজ নি মর্ত্যা-
দযাষোঃ। পুত্রি সপ্ননিষাবুঃ।

৩ হে 'অমর' 'ত্রিগ্ন' 'ত্রিগ্নেতি' 'অ' 'অ' 'সুনু-
' 'নুশেবঃ' 'অজ্ঞানঃ' 'অজ্ঞানঃ' 'অজ্ঞানঃ' 'অজ্ঞানঃ'
'পাশু' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ'
'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ'
'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ' 'সপ্ননিষাবুঃ'

৩ হে অগ্নি! সর্বত্র ধর্মমণ্ডল তুমি হর
হইতেই হউক বা নিকট হইতেই হউক
পাপকারী মনুষ্য হইতে সর্বদা আমারদি-
গকে রক্ষা কর।

৩০৩

৪ ইমমূষু স্বমস্মাকং সনিংগা-
যত্র নব্যাংসং । অগ্নে দেবেষু
প্রবোচঃ ।

৪ হে অগ্নে! 'অস্ম' 'জহাত' 'ইমং' 'সনিং' 'হবি-
দামঃ' তথা 'নব্যাংসং' 'মহতরং' 'পাতরং' 'অভিরপং'
'৪০' 'ঐমু' 'অপি' 'দেবেষু' 'প্রবোচঃ' 'প্রব্রুহি'।

৪ হে অগ্নি! তুমি আমারদিগের এই
হবি দান এবং রতন স্বভিক্তরূপ বাস্তুদেবকা-
দিগের নিকটে বিজ্ঞাপন কর।

৩০৪

৫ আ নোভজ পরমেধা বাজে-
বু মধ্যমেবু । শিক্কা বস্বো অর্জ-
মস্য ॥১২॥২২॥

৫ হে অগ্নে! 'পরমেধু' 'উৎসৃষ্টেবু' 'ধর্মবক্তিবু' 'বাজে-
বু' 'অগ্নেবু' 'মঃ' 'অস্মান্' 'আভর' 'আভর প্রেরম'
তথা 'মধ্যমেবু' 'অভিরকলোভবক্তিবু' 'হাজেবু' 'আ'
'আভর তথা' 'অভমেদা' 'অভিকতমস্য' 'সুলোকিত্য' 'সবু'
'ভীনি' 'বস্বা' 'বদুবি' 'শিক্কা' 'শিক্কা মেধি' ॥১২॥২২॥

৫ হে অগ্নি! স্বর্গ লোকস্থিত ও অস্তরি-
কস্থিত অন্ন লাভার্থে আমারদিগকে প্রেরণ
কর, এবং জুলোকস্থিত ধন সকল আমারদি-
গকে দান কর ॥১২॥২২॥

৩০৫

৬ বিতক্তাসি চিত্তভানৌ সি-
কৌরুখা উপাক জা । সুদ্যোয়া-
স্তবে রক্ষসি ।

৬ হে 'চিত্তভানৌ' 'বিত্তরক্ষিতক' 'অগ্নে' 'বিত্তক'
'বিশিষ্টধনস্য' 'প্রাপসিহি' 'অসি' 'জা' 'ইব' 'তথা' 'সি'
'কৌ' 'স্ব্যোয়া' 'উপাক' 'করীবে' 'উরৌ' 'উজি' 'প্রাপসিহি'
'নমঃ' 'তথং' । 'হাজেবু' 'হবির্ভক্তিবু' 'করুমাংস' 'অস্মাং'
'রক্তসি' 'ভর্ষকস্য' 'ধর্মং' 'বদুবি'।

৬ হে বিত্ত রক্ষক! তুমি আমারদিগকে

সকল স্বর্গীয় ফলেতে উত্তম প্রেরণ করে
উন্নত প্রচুর ধনদাতা তুমি অবিলম্বে হবি-
দাতা যজ্ঞমানের কর্ম কল প্রদান করিয়া
বাক ।

৩০৬

৭ যময়ে পুংসু মন্ত্যামবাবা-
জেবু যং জনাঃ । সমস্তা শশতী-
রিষঃ ।

৭ হে 'অগ্নে' 'পুংসু' 'মন্ত্যামেবু' 'যং' 'মন্ত্য'
'মন্ত্যাম' 'অবো' 'অনসি' 'রক্ষসি' 'যং' 'ত' 'বাজেবু' 'মন্ত্য'
'প্রায়েবু' 'জনাং' 'প্রেরু' 'অসি' 'লঃ' 'হবিঃ' 'শশতীরিষঃ' 'নি-
ত্যাসি' 'অস্মাদি' 'মন্ত্য' 'মন্ত্য' 'বিত্তগর্ভে' 'নিভতং' 'সমর্থো'
'ভবতি'।

৭ হে অগ্নি! যে মনুষ্যকে তুমি সংগ্রা-
মেতে রক্ষা কর আর ঘাহাকে সংগ্রামেতে
প্রেরণ কর, সে মনুষ্য নিত্য আগ্নের নিয়ম ক-
রিতে সমর্থ হয়।

৩০৭

৮ নকিরস্য সহস্র্য পর্ষেত্য
কস্য চিত্ । বাজে অস্তি প্র-
বায়ঃ ।

৮ হে 'সহস্র্য' 'শক্রমমণ্ডল' 'অগ্নে' 'করস্য' 'মস'
'চিত্' 'অপি' 'অস্তকস্য' 'অস্য' 'যজ্ঞহাসস্য' 'পর্ষেত্য' 'অ-
ক্রমিত্য' 'শক্র' 'হতিঃ' 'মাস্তি'। 'কিত্ত' 'অস্য' 'যজ্ঞহাসস্য'
'জ্ঞাবাসস্য' 'অবধীয়ঃ' 'হাজা' 'বসং' 'অস্তি'।

৮ হে শত্রু ধমনকারী অগ্নি! তোমার
কোন ভক্ত যজ্ঞমানের অমিতকারী শক্র
নাই, এবং এই যজ্ঞমানেরও অধরণ যোগ্য
শক্তি আছে।

৩০৮

৯ সবাকং বিশ্বচর্বাণিবন্তি-
রস্ত তরুতা । বিশ্রেভিরস্ত স-
নিভা ।

৯ 'বিশ্বচর্বাণি' 'সর্বমনুষ্যগোপক' 'সঃ' 'অস্মি' 'অ-
র্জতিঃ' 'অগ্নেঃ' 'বাক্য' 'সংগ্রামং' 'তরুতা' 'ভারবিভা'
'শ্রীঃ' 'তথা' 'বিশ্রেভিঃ' 'বিশ্রেভঃ' 'ইধাং' 'বিত্তিঃ' 'ভক্তিঃ'
'নবিত্ত' 'কুটা' 'অনিয়া' 'করব্য' 'হাজা' 'ভব'।

৯ সর্ব্ব মনুষ্যযুক্ত সেই অগ্নি সংগ্রামে
অশ্ব ধারা আশারদিগের জাণ কর্ত্তা হউন
এবং মেধারী ঋত্বিকদিগের সহিত তুচ্ছ হ-
ইয়া কর্ম কণ দান করুন।

৩০৯

১০ জরীবোধ তর্কবিহিত বি-
শেষ বিশেষ যজ্ঞিয়ায়। স্তোমংকু-
জ্রায় দৃশীকং ১১২।২৩।

১০ যে 'জরীবোধ' কর্ত্তা অস্তা বোধ্যমান অগ্নে
'পিতৃশে' 'ভক্তা' 'মহমানানুগ্রহার্থং' 'বহিঃস্থান'
'যজ্ঞানুষ্ঠানসিদ্ধার্থং' ও 'তৎ' দেবরাজনং 'নিবিহতি'
'প্রদিশা' 'মহমান' অপি 'করায়' 'জরায় তুভ্যং' 'দৃশীকং'
'মহমানং' 'স্তোমং' 'স্তোত্রং' 'করণো রীতিশেষঃ' ১১২।২৩।

১০ কে স্মৃতি ধারা বোধ্যমান অগ্নি। যজ-
মানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তৎকৃত
যজ্ঞানুষ্ঠানের সিদ্ধির নিমিত্তে তুমি এই দে-
বার্কেনেতে অধিষ্ঠান কর, যজ্ঞমানও তোমার
সম্যক্ স্মর করিতেছে। ১১২।২।৩।

৩১০

১১ সনোমহী অনিমানোধ-
মকেতুঃ পুরুশচন্দ্রঃ। ধিষে বা-
জায় হিষতু।

১১ 'হতা' 'হরায়' 'ঐশ্বর্যধিকা' 'অনিমানঃ' 'অপ-
বিচ্ছিন্নঃ' 'দূরকেতুঃ' 'দূরেন জাপ্যমানঃ' 'পুরুশচন্দ্রঃ'
'ভেদাধিঃ' 'সঃ' 'অগ্নিঃ' 'নঃ' 'অস্বানঃ' 'ধিষে' 'কর্মেণে'
'সত্যায়' 'সংগায়েৎ' 'চিহ্নহু' 'প্রীত্বহতু'।

১১ মতান্, অপরিচ্ছিন্ন, ধূম দ্বারা জেয়
এবং বহু দীপ্তযুক্ত, সেই অগ্নি আশারদি-
গকে কর্মের নিমিত্তে ও অমের নিমিত্তে তৃপ্ত
রাহুন।

৩১১

১২ সরেবা ইব বিশপতির্দৈ-
ব্যঃ কেতঃ শণোতু নঃ। উকঠৈধ-
রাগির্ষী কৃত্তানুঃ।

১২ 'বিশপতিঃ' 'প্রজাপত্যকঃ' 'দৈব্যঃ' 'দেবমহী'
'কেতুঃ' 'দূতবৎ' 'গোপকঃ' 'ইব' 'কৃত্তানুঃ' 'শৌচরহিঃ' 'নঃ'।

'অগ্নিঃ' 'উকঠৈঃ' 'স্তোত্রঃ' 'বৃক্ষাণাং' 'নঃ' 'অস্বানং'
'স্তোমং' 'শৃণোতু' 'নোব' 'দেবানু ধনধান' 'ইব' 'বধা'
'ধনবানু' 'নঃ' 'বপিনাং' 'স্তোত্রং' 'শৃণোতি' 'তবং'।

১২ প্রজা পালক ও দেবতাদিগের দূত
রূপ এবং মহাপ্রভা বিশিষ্ট সেই অগ্নি আ-
শারদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন, যেমন ধন
বান্ লোক বন্দিদিগের স্তোত্র শ্রবণ করে।

ত্রিষ্ট পুরুশঃ
বিশ্বেদেবাদেবতা

৩১২

১৩ নমোনুহন্তোনমো অর্ভ-
কেভোনমোষুবন্তোনম আশ্বি-
নেভ্যঃ। স্বজাম দেবানু বদি শ-
কবামু না জ্যায়সঃ শংসমা বৃকি-
দেবাঃ ১১২।২৪।

১৩ 'হরত্যা' 'ঐশ্বর্যধিকেশাঃ' 'দেবেভ্যঃ' 'নমঃ'
'অর্ভকেভ্যঃ' 'ঐশ্বিনু' 'নোভ্যাঃ' 'নমঃ' 'সুহরত্যা' 'তরুনেভ্যাঃ'
'নমঃ' 'আশ্বিনেভ্যাঃ' 'বহনা' 'স্যাৎশোভাঃ' 'নমঃ'। 'নরি'
'শুকনায়' 'শক্তাঃ' 'বহৎ' 'ওদা' 'দেবানু' 'হরত্যা' 'চে'
'নোভাঃ' 'ভ্যাসসঃ' 'ভ্যেভ্যঃ' 'দেবতাবিশেষত্যা' 'আ'
'নমস্তঃ' 'শংসং' 'স্তোত্রং' 'অহং' 'ন্য' 'বৃকি' 'বিভিগাং'
'মাকার্বং' ১১২।২৪।

১৩ অধিকগুণ বিশিষ্ট, অস্পৃগুণ বিশিষ্ট
হুবা ও বৃক্ষ সকল দেবতাকেই নমস্কার করি।
আর যদি সামর্থ্য হয় তবে দেবতাদিগের
যজ্ঞও করি। হে দেবতা সকল! স্তোত্র
দেবতার স্তোত্র আমি সর্ব্বতোভাবে ও অবি-
চ্ছেদে করিরাছি। ১১২।২৪।



রামানন্দী অর্থাৎ রামাণ্ডে

জরতবধের উত্তরবধে রামানন্দ অপে-
কারামানন্দি বৈষ্ণবদিগের নাম অধিক শ্রী-
দ্ধ আছে। তাঁহার রামজের ও তৎ সর্ব্ববর্তী
সীতা,লক্ষণ ও হনুবানের উপাসনা করেন।
কহু কেহ তৎকল্পদারপ্রবর্তক রামানন্দকে
রামানন্দের দ্বিধা বলিয়া জানেন, বিহু
তাহা কোন মতেই সঙ্গি হইয় না। রা-
মানন্দ পিতৃদিগের যে দ্বিধাশের রাস্তা বিদিত

আছে, তদনুসারে তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্য শ্রেণীদ্বী মধ্যে রামানন্দ পঞ্চম হলেন। যথা রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য করিন্দর, করিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ*। ইহা হইলে ১২০০ দ্বৈতিক দশম শত শকাব্দের মধ্য ভাগে রামানন্দের বর্তমান থাকা সম্ভব। কিন্তু পঞ্চাৎ অন্য অন্য গুরুরদিগের বৃত্তান্ত দর্শনে সপ্রমাণ হইবে যে রামানন্দ চাতুর্দশ শত শকাব্দের আরম্ভে ও তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তাঁহার জীবিত সময়ের বিষয়ে পুরোক্ত অনুমান প্রামাণিক নহে, সুতরাং তিনি রামানুজের শিষ্য পরম্পরার অন্তর্গত কি না তাহাও সন্দেহ হইল।

এই প্রকার জনজন্মি আছে যে রামানন্দ কিয়ৎকাল দেশ ভ্রমণ করিয়া মঠেতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সতীর্থ গণ কহিলেন “ভোক্ত্য ও ভোক্তব্য কিরার সন্ধান করা রামানুজ সম্পূর্ণ দায়ের অবশ্য কর্তব্য কর্ম, কিন্তু তুমি দেশ পর্যটন কালে যে এমির প্রত্যাগমনে সমর্থ হইয়াছিলে এমত কর্মই সম্ভাবিত নহে।” গুরু রাঘবানন্দও তাঁহারদিগের মতে সম্মত হইয়া রামানন্দকে পৃথক ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি এককালে অবমানিত হইয়া কোথাবিত হইলেন, এবং তাঁহারদিগের সহ পরিভ্রাম্য পূর্বক স্বাম্যপ্রসিদ্ধ সম্পূর্ণ দায় স্থাপনা করিলেন।

রামানন্দ ধারণাবীর পঞ্চপদা ষাটে অবস্থিত করিলেন। এককাল জনজন্মি আছে যে পুরোক্ত হইলে তাঁহার শিষ্যদিগের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত হিল, কোন মৌস-

লমান রাক্ষা তাহা ভয় করেন। এককালে তৎ সন্নিকটস্থ এক প্রস্তরময় স্থান খোলে, লোকের কহে তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। ভক্তুর এখনও কাশীরে রামানন্দাদিগের অনেক প্রসিদ্ধ মঠ আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতের চরিত্র থাকে, হিন্দু স্থানের রামানন্দের তথ্যানুষ্ঠান তাইরা ব্যবহার করেন। প্রায় সকল সম্পূর্ণ দায়িক উপাসকদিগের চুই প্রধান শ্রেণী, বৈদিক এবং ধর্মব্রতী। ধর্মব্রতী উপাসকেরা চুই প্রকার, উদাসীন ও গৃহস্থ। যদিও বঙ্গভাচারী সম্পূর্ণ দায়ী বৈকবেরা গৃহস্থ গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন, এবং সম্পূর্ণ দায়ের গোষ্ঠাবীর গৃহস্থাজ্ঞানী তাইরা বিষয় কার্যে লিপ্ত থাকেন, তথাপি উদাসীনদিগের প্রাধান্য সামান্যতা প্রসিদ্ধ আছে, কারণ সাংসারিক চিন্তা দ্বারা তাঁহারদিগের অবিশ্রামে ধর্ম চিন্তার বিঘ্ন জন্মে না। খ্রীষ্টীয় শতকের চতুর্থ শত বর্ষে এই সংসারাজ্ঞানবিরুদ্ধ মত খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও প্রচার কর। উদাসীনদেরা তীর্থ পর্যটন পূর্বক ভিক্ষা ও বাণিজ্যাদি দ্বারা উদয় পূর্তি করেন। স্থানে স্থানে প্রত্যেক সম্পূর্ণ দায়ের মঠ, অস্থল বা আখড়া আছে, জনগণ কালে তাহার কোন মঠে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় অবস্থিত করেন। বয়ো-ধিক বা জরায়ুক্ত হইলে মঠবিশেষে আশ্রয় লইয়া কাল বাগন করেন বা ধরৎ এক মঠ সংস্থাপন করেন।

মঠ, অস্থল বা আখড়া বৈকব সম্পূর্ণ দায়ী গুরুরদিগের আবাস স্থান, অতএব তাঁহদের বিবরণ করা প্রয়োজ্যের উপবোধনী হইতেছে। মঠাবাসীদিগের ধর্ম সম্পত্তির স্থানাবিক্রয়ানুসারে তাহার উৎকর্ষ ও বিস্তার হইয়া থাকে। সামান্যতা তাহাতে এক বিএহ মন্দির বা মঠপ্রতিষ্ঠাপকের অথবা কোন প্রধানগুরুর সমাধি, এবং মন্ত্র ও তাহার সহবাসী শিষ্যদিগের কতিপয় বাস্তবুহ থাকে; ও তন্নিম্নে যে সকল উদাসীন ও তীর্থযাত্রিরা মঠ দর্শনার্থ আগমন করে, তাহারদিগের আশ্রয় নির্দিষ্ট এক ধর্মশালা থাকে। তথায় কা-

* তদনুসারে রামানুজের শিষ্যপরম্পরার যে শ্রেণি আছে, তাহার সঠিক ইংরেজি ভাষায় বৈকব-পদ আছে। তদনুসারে প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবোচ্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ, চতুর্থ রামানন্দ।

† বর্তমানে তদীয় চরিত্র লেখা বাঁধনে ভ্রমণ সূচ্য হইবে যে তদীয় চাতুর্দশ শত শকাব্দের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ দায়ের রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দ তাঁহার চাতুর্দশ শত শকাব্দের আরম্ভে ও তাহার মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

হারও গমনাগমনের নিবারণ নাই। মঠ-স্বামী ও মহন্তের তিনের অস্থান চল্লিশের অনধিক সহবাসী চেলা অর্থাৎ শিষ্য থাকে। তন্ত্রিঙ্গ আর কতকগুলি শিষ্য থাকে, তাহার। সর্বদা তাঁহার সহবাসে না থাকিয়া ইত-মত গ্রহণ করে। মঠস্থার। শিষ্যের।ই প্রধান শিষ্য। তাঁহারদিগের পরিচারক ও শিষ্য স্বরূপ কিয়ৎসংখ্যক কনিষ্ঠ চেলা থাকে, তাহার। ৩৫ সমভিব্যাহারে অব-স্থিত করে। মহন্তের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তিনি গণি পুত্রস্বামী হইলে, তবে তাঁহার সহায়ের। পুরুষানুক্রমে তাঁহার পদের অধিকারী হইলে, নতুবা নানা মঠের মহন্তের। একত সমাগমন পূর্বক এক সমাজ করিয়া তাঁহার কোন সুবিজ্ঞ প্রধান শিষ্য-কে তৎপদে অভিযুক্ত করেন। প্রতি স-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শ্রেণিতে এক এক প্রধান মঠ থাকে, এবং সামান্যতঃ সকল মঠের অধিকারী আপন আপন সম্প্রদায় স্বামী সম্প্রদায় মঠেরই প্রধান স্বীকার করেন। এই শেষোক্ত মঠের মহন্ত, কদ-ম্বাদে কোন প্রসিদ্ধ প্রধান মঠের মহন্ত এই সমাজের অধিপতি হইলে। পরলোক বাসী মহন্তের শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি পরী-ক্ষোত্তীর্ণ হইলে তিনি তাঁহার পদে অভি-যুক্ত হইলে। যদি তাঁহারদিগের মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ না হয়, তবে ন্যায়ত্বের কোন যোগ্যশিষ্য তৎপদ প্রাপ্ত হইলে। কিন্তু আর তাহা আবশ্যিক হয় না। ব্যক্তি নিশ্চয় হইলে বিহিত বিধানে নব মহন্তের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি সমাজাধিপতিপ্রদত্ত টিকা, টুপি, ও মালার উপকরণ দ্বারা বিভূষিত করেন। পূর্বের এবিধের হিন্দু বা মোসলমান রাজার মর্দিনেশ মনোযোগী হওয়া নিস্তান্ত প্রয়ো-জনীয় বোধ ছিল, অতএব তিনি স্বয়ং উপ-স্থিত হইয়া সমাজের আধিপত্য করিতেন বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। এইরূপে যে মঠে যে হিন্দু রাজা বা ভূমাধিকারির অধিকা-রত্ব থাকে বা তাঁহার আনুকূল্যে তাহার ব্যয় নির্বাহ হয়, তিনিই কর্তব্য কথন মহন্ত নিরোগ কার্যে আধিপত্য ও সহায়ত্ব

রেন। এক সম্প্রদায়ের মহন্ত নিয়োগে অন্য অন্য সম্প্রদায়ী মঠস্বামীরাও সাহায্য করেন। মহন্তের। স্বয়ং শিষ্য গণ সমভি-ব্যাহারে আগমন করেন, তন্ত্রিঙ্গ বিবিধ প্র-কার উদাসীন লোকের সমাগম হয়, সুত-রাং তথায় শত শত বা কদাপি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। তাঁহার। যে মঠে সমাগম হইলে, তথাকার ব্যয় দ্বা-র।ই তাঁহারদিগের ভোজনাদি নির্বাহ হয়। তাহাতে নির্বি-তি না হইলে সকলে আপন আপন উপায় চেষ্টা করেন। একপ্রকার মহন্ত নিয়োগ করা দশ বা দ্বাদশ দিবসের কর্ম। এইকাল মধ্যে সমাজে মঠের নিয়ম ও মতামত হচিত নানা বিষয়ের বিচার হই-য়া থাকে।

অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেবো-ক্তর ভূমি থাকে, কিন্তু কাশা এবং অন্য অন্য প্রধান নগর ব্যতিরেকে আর আর স্থানে যে সকল মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার প্র-ত্যেকের উপস্থিত অধিক নহে। সামান্যতঃ ৩০ বা ৪০ বিঘা ভূমি থাকে; ৫০০ বিঘা ভূমি-তে তাহার স্বত্বাধিকার আছে এমন মঠের সংখ্যা সকলজেনাতেই অতি অল্প। মঠ স্বামীরা স্বয়ং তাহা লোক দ্বারা কর্মাদি করিয়া শস্যোৎপাদন করেন, বা প্রজাম-র্পিত করিয়া করগ্রহণ করেন। যদিও প্র-তি মঠের উপস্থিত যৎসামান্য, কিন্তু সমুদ-য়ের সমষ্টি করিলে অনেক হয়। দেবো-ক্তর ভূমি ব্যতিরেকে ধনাগমের অন্য অন্য উপায়ও আছে। বৈবরিক শিষ্য গণ বাহ-ল্য রূপে স্ব স্ব গুরু মঠের আনুকূল্য করে-ন। এবং মঠাধ্যক্ষের। ব্যবসার দ্বারাও উপার্জন করিয়া থাকেন, ও শিষ্যের। পাঠ-বর্তী গ্রামে প্রতি দিবস তিকা পর্যটন দ্বারা ভক্ষ্য সামগ্রী আহরণ করেন। এই সকল মঠে বৈক্য লোক যদিও কখন কখন চৌকি-স্মৃত্যুতা ও হত্যাগি দোষে দোষী হইয়াছে, কিন্তু সামান্যতঃ তাহার। উপগ্রহ কারী নহে, এবং অনেক মঠের মহন্তের। মন্য ও জ্ঞানাপন্ন হইতে।

ব্রাহ্মচর্য রামানন্দীদিগের ইতি বেদতা, তাঁহার। বিশ্ব

করেন, কিন্তু কলিকালে রামোপাসনারই প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া থাকেন, এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের রামাওৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। তাঁহার। রামানুজদিগের ন্যায় রামসীতার পৃথক্ বা সুগল মূর্ত্তি আরাধনা করেন। এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিরও বিশেষ রূপ উপাসনা করিয়া থাকেন*, ও তাঁহার। অপরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলনী ও আলত্রাম শিলাকে মান্য করেন। তাঁহারদিগের পূজার পদ্ধতি অন্য অন্য উপাসকদিগের সমান, কিন্তু তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত সংসারবিরক্ত বৈরাগীরা অনেকেই রাম ও কৃষ্ণের মূর্ত্ত্যুভ্যঃ নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার পূজার প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

শ্রীসম্প্রদায়ীদিগের কঠোর নিয়ম হইতে স্বীয় শিষ্যদিগকে উদ্ধার করা রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং রামাওৎ দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ভাঙ্গুণ ক্রেশকর নহে। এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে এই কারণে বশতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে অবধূত উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার। পান ভোজনবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তনা হইয়া আপন আপন রুচিক্রমে বা প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারানুসারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃত হওয়া গিয়াছে, 'শ্রীরাম' তাঁহারদিগের বীজ মন্ত্র এবং 'জয় শ্রীরাম', 'জয়রাম' বা 'সীতারাম', তাঁহারদিগের অভিবাদন বাক্য। তাঁহারদিগের তিলক রামানুজদিগের তুল্য; কিন্তু তাঁহার। আপন আপন রুচিক্রমে উর্দ্ধ পুত্রসংখ্যাবর্ত্তি রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ করেন, এবং সামান্যতঃ রামানুজদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রস্ব করিয়া থাকেন।

এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে রামানন্দের শিষ্যের। বর্ত্তমান বহু সম্প্রদায়ের প্র-

বর্তক ছিলেন। তন্মধ্যে কবীরাদি জ্ঞানশ্রম শিষ্য অতি প্রসিদ্ধ (বংশধরী)। যদিও রামানন্দী মতের সঞ্চিত তাঁহারদিগের মতের বিস্তার বিশেষ আছে, তথাপি রামানন্দীদিগের সঞ্চিত কবীরাদির শিষ্যদিগের সম্যক সম্পূর্ণতা আছে, এবং কবীরাদি সম্প্রদায় সংপ্রদায়েরও পরস্পর একতা আছে।

তাঁহার এই স্বাক্ষর শিষ্যের নাম আশানন্দ, কবীর, রৈদাস, পাপ, সুব্রহ্মা-নন্দ, সুধানন্দ, ভাবানন্দ, ধর্ম্মা, সেন, মধ্যানন্দ, পরমানন্দ, শ্রিয়ানন্দ ইত্যাদি। তন্মধ্যে কবীর জ্যোতির্ভাতি, রৈদাস চামার, পাপ রাজপুত্র, ধর্ম্মা জাতি, এবং সেন নাপিত; ইত্যাদিই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে রামানন্দ সকল জাতিতেই শিষ্য করিতেন। বহুত ক্রমশঃ লিখিত আছে যে রামানন্দীদিগের মতে জাতিভেদ নাই। তাঁহার। উপাস্য উপাসকের অতদ স্বীকার করিয়া কহেন যে ভগবান যখন মৃত্যু বরণে কৃষ্ণাধিকরণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তত্ত্বদিগের চর্য্যকারাদি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করা অবশ্য সম্ভবিত হয়। রামানন্দশিষ্যদিগের বিচিত্র চরিত্র এবং তাঁহারদিগের সংস্থাপিত মত সকল পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে তিনি পূর্বাচরিত্র আচার ন্যূনতারের শৈথিল্য বিষয়ে নব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মব্রতী লোকের জাতিভেদ ও শৌচাশৌচাদির নিবারণ করিয়া এই উপদেশ প্রদান করেন যে যিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত আত্মীয়, পরিবার, মিত্র, বান্ধবদিগের প্রীতিবন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর জাত্যাদি বিষয়ে তেতাভেদ জ্ঞান নাই। রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বারাও তৎকা নিষ্কয় হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্য যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় বেদভাষ্য ও স্বমত প্রতিপাদক সিদ্ধা-

* কানীতে এ সম্প্রদায়ের বে বৈষ্ণব আছে তন্মধ্যে দুই মন্দির রামানন্দের উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

† পান ভোজন বিষয়ে এ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগীদিগের বর্ধ জাতি বিচার নাই, তাঁহারদিগকে এক প্রকার কুশাধীত ও বর্ণীকৃত করা যায়।

‡ তন্ত্রমাসায় চিত্রিত বিশেষ আছে যথা ১ রত্নাখ, ২ অন্যান্দ, ৩ কবীর, ৪ সুব্রহ্মর, ৫ জীব, ৬ পদার্থ, ৭ পাপা, ৮ ভাবানন্দ, ৯ রৈদাস, ১০ ধর্ম্মা, ১১ সেন, ১২ সুব্রহ্মর।

তৎ প্রমুখ সকলই তাঁহারদিগের প্রধান প্রধান গ্রন্থ এবং ব্রাহ্মণ বর্গই তাঁহারদিগের মতের উপদেশ করিয়া থাকেন। এইক্ষেণে রামানন্দ রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার মতানুগামী বৈষ্ণবেরা যে সমস্ত গ্রন্থ প্রমুখ করিয়াছেন, তাহা কেশভাবাতে লিখিত হওয়ার্তে সৰ্ব্ব জাতির বোধ সুসুভ ও সুপ্রাণ্য হইয়াছে, এবং সৰ্ব্বজাতীয় লোকই তাহারা উপদেশ গ্রাহ্য হইয়া জননয় গুরুপদের অধিকার্য হইতে পারেন।

রামানন্দের শিষ্যদিগের মধ্যে বাহার্য সম্প্রদায় স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের বিষয় উত্তরোত্তর পত্রিকাতে বিবরণ করা হইবেক। তন্ত্রিণ তাঁহার অনেক শিষ্য ও তৎ সম্প্রদায়ী কতিপয় প্রধান মাধকের নাম অতি প্রসিদ্ধ আছে। তন্ত্রমাল গ্রন্থে তাঁহারদিগের যেকোন আখ্যান আছে, তাহারই বৎ কিঞ্চিৎ ভাষিত করা হইতেছে। তাহাতে যদিও তাঁহারদিগের চরিত্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া মাযুক্ত, উক্ত বৈষ্ণব রত্ন গ্রন্থের ভাব কিঞ্চিৎ জমা খাটবে। রাজপুত্র জাতীয় পিণ্ডারী পাণ্ডুরোধের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে তাঁহার সেবক্যে বিরক্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগ জন্মিল। তিনি কাশীতে গমন করিয়া রামানন্দস্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তন্ত্রিণ শাস্ত্র পরিত্যক্ত পিণ্ডারাজ্য এবং তাঁহার দীর্ঘ বাসী বিষ্ণুধর্মামুরাগিনী কনিষ্ঠা পত্নী, উভয়ে একে যারায় অমিত্য সংসারে বিরক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন। রাজ্য তৈরাণী এবং রাজনহিবী বৈরাগিনী হইয়া রামানন্দ স্বামীর সমভিবাগারে দ্বারকা গমন করিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথমধ্যে পাঠান জাতীয় কতিপয় চান্দ্র ব্যক্তি বৈরাগিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পরে রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দসুনিপতক হত করেন। তন্ত্রমাল্য এই বৈরাগী রাজার চরিত্রের বাহ্য্য বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে প্রায় সকলই অসংলগ্ন ও অসঙ্গীত কথা। লিখিত

আছে তিনি দ্বারকার গিয়া সমুদ্র গর্ভমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনার্থ ময় হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে তাঁহাকে গ্রাহ্য হইয়া শান্তিপর্যন্ত প্রার্থন করিলেন। একদা তিনি অরণ্য মধ্যে এক প্রচণ্ড সিংহ দেখিয়া তাহার কণ্ঠেতে তুলসী মালা লগ্ধমান করিয়া রামমন্ত্র উপদেশ দিলেন, তৎক্ষণাৎ সে শান্ত হইল। অনন্তর তিনি সিংহকে আরও উপদেশ দিলেন যে গোহত্যা ও মনুষ্য হত্যা অতি গর্হিত কর্ম। সিংহও তাহা শুনিয়া আপনায় পৃষ্ঠাচারিত পাপের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিল, এবং একপ কুকর্ম আর করিব না এই নিশ্চয় করিয়া প্রস্থান করিল।

তন্ত্রমালোক্ত বহু উপাখ্যান, সকলই এইরূপ। রামানন্দ স্বামীর অন্য এক জন শিষ্য সুরসুরানন্দের চরিত্র বিবরণ এইরূপ আখ্যান আছে যে এক জন স্নেহু তাঁহাকে কতিপয় পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা তাঁহার সূক্ষ্মগত হইয়া মাত্র তুলসী পত্র হইল। একাঙ্গট জাতীয়। এক জন ব্রাহ্মণ পরিহাসকলে তাঁহাকে এক শিলা খণ্ড দিয়া কহিল তুমি কিহা কিছু আহার করিবা তাহার অগ্রভাগ ইহাকে দিবা। যখন সেই শিলাকে বিষ্ণু স্বামীর ভাবিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশানুযায়ী কর্তব্য করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহার অচল শ্রদ্ধাতে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন, এবং সর্বদা তাঁহার গোচারণ করিতেন। অবশেষে তাঁহাকে রামানন্দের শিষ্য হইতে আদেশ করিলেন। ধন্য ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ অশিষ্ট হইয়া কাশীগমন পূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রামানন্দের আর এক জন শিষ্যের নাম নরহরি বা হর্ষানন্দ। এইরূপ উপাখ্যান আছে যে তিনি আপনায় শিষ্য বিশেষ দ্বারা সর্ষীপত্নী কোন শক্তি মন্দির হইতে রক্ষণোপযোগী কাঠ তর করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ উপাখ্যান তাঁহার বর্ষ বিবরণে একতর পক্ষপাতের নিদর্শন হইতে পারে।

রঘুনাথ রাধাকান্তের চরিত্র বিবরণ

ছিলেন। অর্থাৎ ইঁহার স্থানে আশানন্দ নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

ভক্তমালে রামানন্দ স্বামীর আর আর শিষ্যের যে যে উপাখ্যান আছে, প্রয়োজনানুসারে পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইবেক। সম্পৃক্তি ভৎ গ্রন্থ হইতে তাহার রচনা কর্তা নাভাজি, সুপ্রসিদ্ধ সুরদাস ও তুলসীদাস, এবং সুলালিতগীতগোবিন্দগাথক জয়দেব এই চারি জনের রূভাস্ত্র প্রকটন করা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। ত্রোমকূলে নাভাজির জন্ম হয়। ভক্তমালের পূর্ব পূর্ব টীকা-কারেরা কহিয়াছেন যে হনুমান বংশে তাঁহার উদ্ভব হয়। এক জন আধুনিক টীকা-কার বলেন যে বৈষ্ণবের জাতি কুল বক্তব্য নহে; মারোয়ার ভাষাতে ত্রোম শব্দের অর্থ হনুমান, এপ্রকৃত প্রাচীন টীকা-কারেরা তাঁহাকে হনুমান বংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। তিনি অস্বাক্ষ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়স্ককালে মহা মুর্ত্তিক উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া অরণ্যেতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কীল এবং অগ্রদাস নামে দুই জন বৈষ্ণব অকস্মাৎ এই অনাথ শিশুকে দেখিয়া দয়াক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং কহণ্ডসু হইতে জল লইয়া তাঁহার মেখে মোচন করিবামাত্র তিনি চক্ষুদান পাইলেন। তাঁহার নাভাজিকে আপনাদিগের মঠেতে আনয়ন পূর্বক বৈষ্ণবসেবাকে নিমুক্ত রাখিলেন, এবং অগ্রদাস তাঁহাকে মন্ত্রোপদেশ করিলেন। পরে নাভাজি বয়ঃস্থ হইলে স্বকীয় গুরুর অনুভবানুসারে ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনেক স্থানে নাভাজিকে অকবর বাদশাহ ও হানসিংহের সমকালবর্তী করিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং তদনুসারে তাঁহাকে সাক্ষী হইতক বা পাদোদন তিনশত বৎসর পূর্বকার সমুদ্য বলিতে হয়। কিন্তু ভক্তমালের অন্য এক উপাখ্যান অনুসারে তিনি তদপেক্ষাও আধুনিক হইতেছেন, কারণ তাঁহাকে অকবর উক্ত আছে যে শাহজাহান সমকালবর্তী তুলসীদাস রূপাধন

ধামে নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতএব বোধ হয় অকবরের রাজ্য কালের শেষে ও শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে নাভাজির প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল।

- সুরদাসের তাদৃশ সবিশেষ উপাখ্যান নাই। তিনি অক্ষ, প্রসিদ্ধ কবি, ও পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং বিষ্ণু বিষয়েই সকল গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একেবারে জন্ম জাতি আছে যে তিনি ১৫৫০০ পদ রচনা করেন। তাঁহাকে এক জন সম্প্রদায় প্রবর্তক বলিলেও হয়, কারণ যে সকল অক্ষ ভিক্কু বা শ্যামজ বিশেষ সঙ্কে লইয়া বিষ্ণু স্ততি গান করিয়া তিষ্ঠা পর্য্যটন করে, লোককে তাহার দিগিকে সুরদাস বলে। কাশীর এক কোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি হইবার আখ্যান আছে। ভক্তমালে সুরদাস নামে এক ব্যক্তির উপাখ্যান আছে, কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত অক্ষ সুরদাস না হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ, অকবর বাহাদুরের রাজস্ব কালীন সঙ্গীল পদগণার আধিন ছিলেন। তাঁহার চরিত্র পবিত্র না হউক, বিষ্ণুর প্রতি বিলক্ষণ মতি ছিল। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ পূর্বক রূপাধনের মদনমোহনকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া রাজ্যকোষে প্রস্তর পূর্ণ সিদ্ধক সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী ভোক্তরমণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারস্থ করিলেন। পরন্তু সুরদাস অকবরের সন্ধিধানে আবেদন করিলে দরবান বাদশাহ বোধ হয় সুরদাসকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিয়া মোচন করিলেন। তদবধি তিনি রূপাধনে প্রস্থান করিয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করিলেন।

* ১৫২৭ শকে অকবরের মৃত্যু হয়, এবং ১৫৪০ শকে শাহজাহানের অভিব্যক্তি হয়।

† ভক্তমাল এই কবিতা লিখিয়া গিয়াছিলেন তেরশ লাখ সঙ্গীতে উপরে সন্তান হিলে গটিকে। সুরদাস মদনমোহনে আধীরত হি লটিকে।

ইহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে, যথা সুরদাস মদনমোহনের অধীভাজির মেধা তদঃ সঙ্গীলের উপবক্য তেরোলাখ টীকা লিখাছিলেন, শকুণী দামুড়িলে তাহা দিকলভ করিয়া লইয়াছে।

উক্তমাংশে তুলসীদাসের এইরূপ উপাখ্যান আছে যে তিনি স্বকীয় পত্নীর দ্বারা রামোপাসনার অবসৃত হইয়াছিলেন। তিনি দেশ পর্যটনে যাত্রাকরিয়া কাশী গমন পূর্বক চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, এবং হনুমান তাঁহাকে কাবচশক্তি ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন। তখন শা জাহান নিজের বাদশাহ ছিলেন, তুলসী দাসের লগ্ন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আময়ন চিত্রিত লোক প্রেরণ করিলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইলে কহিলেন তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর। তুলসীদাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বান্দ্র একত্র সমাগত হইয়া কারাগার ও তৎসম্বন্ধিত গৃহসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তখন পাশ্চ বর্তী লোকেরা জয়প্রসূক তুলসীদাসের মোচনার্থ রাজ দ্বারদ্বারে আবেদন করিলেক। শা জাহান তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতীকারার্থ কোন বয় প্রার্থনা কর। তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া বাদশাহের নিজী পরিচয়গের প্রার্থনা করিলেন। শা জাহান হনুমানের সে স্থান পরিচয় করিয়া শা জাহানবাদ নামে এক নগর স্থাপনা করিলেন। তদনন্তর তুলসীদাস বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া রাজসীতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সেখানে অবস্থিতি করিয়া রাধারামের আপেক্ষা সীতারামের উপাসনার প্রামাণ্য পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের অকৃতপ্রসূ ও পরম্পরাগত অসম্বন্ধিত দ্বারা তাঁহার যে বক্তব্য জ্ঞাত হওয়া যায়, পুনোক্ত উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে। তদনুসারে চিত্রকূট পর্যন্তের সন্নীপবর্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। কিঞ্চিদ্রৌমিক হইলে তিনি কাশীর রাজার সৎসান হইয়া কাশী নগরে

স্থিতি করেন। অগ্রবাসের শিষ্য জগদ্বাদ দাস তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি গুরুর সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন সন্নীপে গোবর্ধনে গমন করেন, তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন পূর্বক ১৬৩১ সন্থে হিন্দী ভাষাতে রামায়ণ অনবাদ করেন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি সংস্কৃত, রামগুণাবলী, দী-ভাবলী, ও বিনয়পত্রিকা রচনা করেন। তিনি কাশী ধামেই স্থায়ী হইয়া সেখানে এক রামসীতার মন্দির ও তৎসম্বন্ধিত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এ উক্ত্যই অসম্পূর্ণ বি-দ্যমান আছে। অবশেষে জাহাঙ্গির বাদ-শাহের রাজত্বকালীন ১৬৮০ সন্থে তাঁহার সৌকান্ত্য প্রাপ্তি হয়।

সন্থ বোলছন্দর সন্নীপগতাক তীর।
সাবণ গুরাসত্তম তুলনী তত্ত্বো শরীর ॥

কিন্তু তাঁহার শাজাহান বাদশাহ সহ-জীয় যে উপাখ্যান আছে, ওস্তান্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ এক হয় না।

কেহুবিলু গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। তাঁহার কাব্য শক্তি ও পরম বিষ্ণু ভক্তি সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার বৈরাগ্য গ্রন্থ করিতে হইয়াছিল। এক জন ব্রাহ্মণ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত অনলায়ে আপন কন্যাকে জগদ্বাদের গেবার নিয়োগার্থ সমর্পণ করিলে হাজুর গুরারি মাদেশ করিলেন। জামি: তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়া, যে আবার দাসী হইল, অর-ধেব সন্তে আহারে এক এক দান আছে তা-হাকে এই কন্যা লক্ষণ কর। বৃন্দাবল রাজ জয়দেবের অজ্ঞতা অনিহিত তিনি প্রথমতঃ ত্রৌ গ্রন্থের ভার বীকায় করিলেন না। ত-থ্যশি ব্রাহ্মণ দ্বারা কন্যাকে জয়দেবের দরি-ধানে পরিচয় করিয়া গ্রহণ করিলেন। জয়দেব কন্যাকে গ্রহণ করিতে কহিলে ক-ব্য। কন্যা কন্যাকে কহিলে।

শিষ্যগণের সহিত জয়দেবের আলাপ।
তুমি যেহেঁ দ্বারা পের হইবে প্রতিষ্ঠা ॥
দাসী কন্যা কন্যাকে কহিলে।

কামদেবোবাচোক্তবচরণসেবিব ॥
তক্তমাল ।

ইহা শুনিয়া জয়দেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, অতঃপর মায়াপাশে বদ্ধ হইতে চাইল। অগ্নিমাধু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কৰ্ত্তা, তাঁহার আজ্ঞা কখনো অন্যথা হইবার নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া অগত্যা গার্হস্থ্য আশ্রম আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার যে বিগ্রহ সেবা ছিল তাঁহার প্রত্যাদেশ ক্রমে তাঁহাকে নিজ নিকেতনে আনিয়ন করিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকারের পর জয়দেব অশ্রুসিক্ত গীতগোবিন্দ রচনা করেন। এপ্রকার আখ্যান আছে যে নীলাচলের রাজা এই নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যখন উক্ত গ্রন্থ অগ্নিমাধুর সমক্ষে স্থাপিত হইল, তখন গোবিন্দদেব অরুণের গীতগোবিন্দ বক্ষ্যন্তলে ধারণ করিয়া তপস্তির গ্রন্থ মন্দিরের বহির্ভূত করিলেন। জয়দেবের মায়াবিষয়ে আর আর যে সকল অন্তত কথা আছে, তাহা বিবরণ করিতে কোন কল সন্ধান নাই। জয়দেবের নিত্য ভ্রাতার কেশ নিবারণ নিমিত্ত জালবীর উপযাটিকা হইয়া তাঁহার গ্রামে আনিবার যে আখ্যান আছে, তদ্বারা কেন্দুবিনু গ্রাম গঙ্গাতীরস্থ বোধ হয়।

গঙ্গাতীরস্থ উমালৌকিকের মধ্যে রামাণ্ডে বৈরাগিই অনেক। তন্মধ্যে স্থানবিশেষে নামান্তরিত আছে। বাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশে অধিক, এবং যদিও বাঙ্গলার পশ্চিম আলাহাবাদ পর্যন্ত তাঁহার বহু সংস্কৃতভিত্তিক করেন, কিন্তু তঁহার শৈব সংম্যাসিকের ধর্ম ও প্রভুত্ব ভিত্তি বাঙ্গলা।

- আত্মা প্রবেশস্থ উমালৌকিককে দর্শন ভাষ্য করিলে প্রায় সাত্ত্বিক ভাষ্য হয়। রামানন্দীদিগের গৃহস্থ নিক্ত মধ্যে রাজপুত্র ও বুদ্ধব্রত প্রামাণ্য ব্যতিরিক্ত প্রায় সকলেই দরিদ্র ও ইতর জাতীর স্যোক।

পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা

ইহাদের যে কোন কার্যের প্রতি বেজবুদ্ধি হইয়া থাকে তাহার অন্ত

কৌশলের চিত্র প্রত্যক্ষ হয়, এবং তাহাদের কোন না কোন প্রকারে জীবদিগের স্বার্থ সাধক হইয়া তাঁহার অপার করুণা প্রকাশ করে প্রতিপন্ন করে। যদিও কেবল মন বা নেত্র রচনা বিষয় আলোচনা করিলেই চমৎকৃত হইতে হয় তথাপি অনুশয়ের সুগিঞ্জিরের শক্তিতে তাহার যে কৌশল প্রকাশ পাইতেছে তাহাও সাধারণ নহে। এই সুগিঞ্জির অন্য অন্য উঞ্জিরের প্রকৃষ্ট হইয়াছে, কারণ শ্রোত্রাদি অঙ্গের চারি উঞ্জিরের বৃত্তি জীবদিগের সুমিত হইবার পর ক্রমশ প্রকাশিত হইতে থাকে; কিন্তু তাচক্রম তাহারদিগের অগণ্ড মহাবস্তী হইয়াছে, কলচ জীবদিগের চেতনবৃত্তার হ্রাসক্রম হইতেই আরম্ভ হয়। অনুভব বৎকালীন অঙ্গকারারূত মাতৃগর্ভ চর্মেতে প্রোক্ত হইয়া অববীর ক্রোড়ে পাক্ত হইয়ন, সেই ব্রহ্ম শয্যা পরিভ্রাম্য করিয়া বধমতি এই কর্ম ভূমি স্বরূপ অনিত্য সংসারে সুখময় সুসহ পাবনলের সুভীকু শিখা দ্বারা সর্ব প্রথমে সংস্পৃষ্ট হইয়ন, তখন তিনি সেই শারীরিক পরিবর্তন সুগিঞ্জির দ্বারাই অনুভব করেন। এই সুগিঞ্জিরের রচনাতে যে আশ্চর্য্য বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বর্ণনা করিতে হইলে জীবের শরীরস্থ চর্মের বিবরণ বস্তব্য হইয়াছে। স্পর্শ বোধের উপায় সকলের মধ্যে চর্ম এক প্রথম উপায়; এই চর্ম বিবিধ স্তর বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ নিম্নস্থ স্তরের যে স্ত্রু তাহাই বর্ষাধ চর্ম; এবং তাহা অন্য অন্য স্তরের চর্ম অপেক্ষা কোমলতর, হৃৎ স্তর, বিস্তরনীর এবং স্থিতি স্থাপক গুণ বিশিষ্ট; বিশেষত স্পর্শ বোধের মূল যন্ত্র যে শির্য বিশেষ তাহাও এই প্রকৃত চর্মের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যম স্তরের চর্ম সর্বোপরি স্থ বহিঃচর্মের বর্ণ প্রকাশক বস্তুর আধার স্থান হইয়াছে। আর সর্বোপরি স্থ প্রথম স্তরের যে চর্ম তাহা পুরুত্ব প্রকৃত চর্মের আচ্ছাদক ও সুরক্ষক হইয়াছে। এই বহিঃচর্ম সত্যত স্পর্শ বোধ রহিত ও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্ম জালের ন্যায় হইয়াতে তাহাতে ইন্দ্রের যে সূক্ষ্ম দর্শিতা প্র-

ভীত হইতেছে তাহা দেখ। পৃথকীয় স্তরের প্রকৃত চর্মা অত্যন্ত কোমল, বিশেষত তাহাতে যে অসংখ্য সূক্ষ্মতর শিরাদি ব্যাপ্ত আছে সে সকল শিরাদি বস্তুর স্পর্শ মাত্রেরই ব্যথিত হয় গম্ভীর প্রকৃত স্পর্শের যোগ্য নহে; কিন্তু পুরুতে বস্তুর স্পর্শক ব্যতিরেকেও স্পর্শ বোধ অসম্ভব। অতএব পুরুন কোমলত পুরুনেশ্বর তাহার একপ এক আচ্ছাদন নির্মাণ করিয়াছেন যে তাহা আবরণ বস্তুর ন্যায় সয়ং অচেতন হইলেও স্বীয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত প্রকৃত চর্মের স্পর্শ শক্তির প্রতিবন্ধক না হইয়া বালু বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শাদি জন্য বা বিলাস পদার্থের সংস্পর্শ নিমিত্ত ক্রেশ হইতে তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিতেছে; এবং আপনিও সঙ্গ বস্তুর সংস্পর্শে দুঃখিত হয় না। যদি এই আচ্ছাদন চর্ম না থাকিত, তবে গাড়ে কোন বস্তু সংস্পর্শ মাত্রেরই মনেতে অসহ্য ব্যতনার উদ্ভেদ হইত এবং বিলাস জীবের সংস্পর্শে প্রকৃত চর্ম দোষাঙ্কিত হইয়া জীবদিগের শারীরিক সুস্থতা ভঙ্গের বরঞ্চ বিনাশেরও কারণ হইত, সুতরাং স্ত্রিগন্ধির জীবের সুখ জনক না হইয়া সর্বদা বিঘন যন্ত্রণারই হেতু হইয়া উঠিত।

পুরু স্ত্রিগন্ধির হইতে ক্রেশ মাত্রেরই অনুভব হয় না এমন নহে তথাপি কিঞ্চিৎ অনুভাবন করিলে নিশ্চয় হইবে, যে স্ত্রিগন্ধির সহজীয় ক্রেশ আমারদিগের বিশেষ ক্ষতি কারক না হইয়া তদপেকা অধিকতর যত্নাৎ হইতে পরঞ্চ বিনাশের আশঙ্কা হইতে যত্নসহকারে আহারদিগকে সাবধান করে। বাস্তবিক চর্মের লোচন দণ্ডের প্রকার ব্যতীত কি অঙ্গ জীবের শিক্ষা হয়? অগ্নির স্পর্শ জন্য জ্বালা বোধ না হইলে তাহা স্পর্শ করিতে কে বিব্রত হইত? অস্ত্র প্রহারে শরীরে ছেদন জন্য সূত্র ব্যতনার আশঙ্কা না থাকিলে অস্ত্র ধারি দস্যুকে কে ভয় করিত? অতএব ক্রেশ বোধ যে জীবদিগের মঙ্গল জনক হইয়াছে ইহার সংশয় কি? বিশেষত ইহা জানা উচিত, যে শরীরের অন্তর্গত অংশ অস্থি মাংসপেশির ক্রেশ

শাদি যত্রপ স্ত্রিগন্ধির দ্বারা বোধ হয় না, তত্রপ স্ত্রিগন্ধিরের ক্রেশাদি অস্থি মাংস পেশি প্রভৃতিতে অনুভব হয় না; সুতরাং অস্থিস্পর্শে যদি স্ত্রিগন্ধিরেতে জ্বালাবোধ না হইত তবে দেখ নথ্যে অস্থি প্রবেশ হইয়া অস্থিস্থিত অবয়ব সকলকে সঙ্ক করিতে লাগিলেও আমরা কিছু মাত্র জানিতে পরিভাষনা। এই সকল বিবেচনা করিলে স্ত্রিগন্ধিরের জ্বালা বোধ সামর্থ্য যে প্রাণিদিগের দেহ ধারণের প্রতি এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য জীবদিগের প্রতি জগদীশ্বরের কি অসীম করুণা প্রকাশ পাইতেছে! অপরন্তু হাজার হাজার আনন্দদিগের উপকার না হয় পরমেশ্বর এমত হৃৎথের লেশ মূত্রও প্রধান করেন নাট, অগ্নি প্রভৃতির স্পর্শ দ্বারা স্ত্রিগন্ধিরেতে যত্রপ ক্রেশ বোধ হয়, শরীরের অভ্যন্তরের অস্থি মাংসাদিতে তত্রপ ক্রেশ অনুভব করিবার শক্তি থাকিলে সে শক্তি দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। কোন বস্তু অগ্রে চর্ম স্পর্শ না করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব স্পর্শক্রিয়ের ক্রেশ অনুভব দ্বারাই আমরা সাবধান হইতে পারি। সাবধান হইবার জন্য অভ্যন্তরের ক্রেশের কোন প্রয়োজন নাই, তদ্বারা কেবল নিরর্থক যন্ত্রণারই সম্ভাবনা থাকিত। অতএব এ বিবেচনার ও এই সকল অঙ্গের চর্ম সহজীয় ক্রেশ বোধ শক্তি না থাকা সুক্রিয়সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অস্থি মাংস পেশি অঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ক্রেশের অধীন, তাহা আমরা জানিতে না পারিলেও অতি উচ্চ স্থান হইতে পতন জন্য জিয়া কোন কঠিনতর পদার্থের আঘাত দ্বারা রোমনা প্রাণির অসম্ভাবনার আমরা জাহা হইতে কখন সাবধান হইতে চেষ্টা করিতাম না, ইহা হইলে দেখ রক্ষা কি সম্ভব হইত? কিন্তু যিনি আমাদের সৃষ্টি কর্তা, তিনি আমাদের রক্ষার জন্য যে বিবিধ উপায় সৃষ্টি করিবেন ইহা কোন বিচিরা

যে রূপে বিবিধ উপায় সৃষ্টি করিবেন ইহা কোন বিচিরা

রের আচ্ছাদক ও রক্ষক হইয়াছে, সেইরূপ তাহা শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজনানুসারে প্রস্তুত হইয়াছে। পদ ও কর্ণের যে অংশের সর্ষদ্বারা ব্যবহার আবশ্যিক, সেই অংশের বহির্গর্ষ প্রথমাবধিই সাধারণাপেক্ষা স্থূল দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত মত কঠিনতর হয়। অক্ষুণ্ণীর নথ বস্ত্রত এই বহির্গর্ষেরই অংশ মাত্র। বহির্গর্ষ স্থূল ও কঠিন হওয়াতে তদুদারা যে স্পর্শজ্ঞানের বিশেষ মূল্য লাভ হয় এমত নহে, তদুদারা সর্ষদ্বারা বাহ্য বস্তুর সজ্জবাগ্নিজন্য সে সকল ক্রমের সম্ভাবনা। তাহার নিবারণ হইয়া বস্ত্র পদ ছুই কর্ষেঞ্জির ব্যবহার যোগ্য হইয়াছে। যদি কর্তব্যস্থ বহির্গর্ষ তাদুদ না হইত তবে অত্যন্ত কঠিন বা অসদৃশ বস্তুর দ্বারা কানীন অতি অসহ্য যাতন্য জ্ঞান হইত, সুতরাং অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় কুরিকর্ষ বা অন্য সামান্য কর্ষও নিষ্পন্ন করা ছুসোধ্য হইত। এই প্রকার পদ তলের বহির্গর্ষ স্থূলতর না হইলে গমমাগ্নিকিয়া ক্রেশকর হইত। কিন্তু এ স্থানেও জগৎ কারণ পরমেশ্বরের আশ্চর্য কৌশল তত প্রতীতমান নহে যত তাহার আশ্চর্য কার্য চক্রিক্রিয়ের স্বক রচন্যতে সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। যদিবা প্রত্যক্ষ আছে যে শরীরস্থ চর্ম যে সকল ক্রমের অধীন চক্ষু চর্মও সেই সমুদয় ক্রম প্রাপ্ত হয়, তথাপি এমন অনেক বস্তু আছে যে সামান্য স্পর্শের বিষয় হউক বা না হউক শরীরস্থ স্বক সংলগ্ন হইলে কোন পীড়া স্বয়ংক হয়না, সেই সকল বস্তু যদি নেত্রোতে পতিত কর তবে অত্যন্ত কানি কর, বরঞ্চ তাহার নাশেরও কারণ হয়, এ জন্যে পরম জ্ঞানবান্ জগদীশ্বর নেত্রস্থ স্বককে একপ্রকার তরল এবং সুক্ষ্ম বোধক্ষম করিয়াছেন, যে অল্পপ্রমাণ বস্তু তাহাতে সংলগ্ন হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বাতন্য জ্ঞান হয়। এইরূপে বিবেচনা কর যদি চক্ষুর এই রূপ ক্রম বোধ শক্তি না থাকিত সুতরাং সেই ক্রমের কারণ শিরার কারণের উপায়ক না থাকিত, তবে স্বককান আমরা কি এই স্বক-

না অতুল্য রত্নস্বরূপ নেত্রকে রক্ষা এতদূর পারিতাম?

শরীরস্থ উপরিভাগের চর্ম সামান্যতঃ সুক্ষ্ম হইয়াও আবশ্যিকমতে যেরূপ স্থান বিশেষে স্থূল ও বহিন হইয়াছে, তক্রূপ স্পর্শ বোধও সেই সেই স্থানে সামান্যতঃ অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছে। চর্মদ্বারা স্পর্শের সহিত বাহ্য বস্তুর সর্ষদ্বারা সংলগ্ন হয়, সুতরাং সমুদয় শরীরের স্বক অপেক্ষা সেই সকল স্থানের স্বক স্থূলতর হওয়াতে যেরূপ সকল অঙ্গেই অধিক পরিমাণে স্পর্শ বোধ ক্ষমতা আবশ্যিক হয়; অতএব যেই সকল অঙ্গে বিশেষতঃ করতলে অধিক সংখ্যক স্পর্শশিরার সন্ধান আছে; এক্ষুণ্ণ সেসকল অঙ্গের উপরিস্থ স্বক স্থূল ও কঠিনতর হইয়াও তৎক্ষণাৎ স্পর্শ জ্ঞান মূল্য হয়না। বস্তুত স্পর্শশিরা সকলই আমাদিগের স্থূল জ্ঞানের যে মূল যন্ত্র তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই সকল স্পর্শশিরা একপ্রকার সুক্ষ্মতম যে তাহার সামান্য দৃষ্টির অগোচর; এবং তাহার সংখ্যা করা যায় না; কলভঃ প্রকৃত স্বক কেশ পরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয়না যেখানে স্পর্শশিরাদির সন্ধান হইত, বা সূচ্যগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন এক শিরা বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই সকল স্পর্শশিরা প্রকৃতচর্মের ছিন্ন পদ হইতে নির্গত হইয়া উপরিস্থ বহির্গর্ষের সংলগ্ন হইলে বিশেষ অসংখ্য প্রকৃতকানী সমস্তিরোগ্যারে শাখাবৎ ব্যাপ্ত আছে এবং ঐ সকল নাজী-স্থিত রক্ত ষারঃ পুরোক্ত শিরা সকল স্বক কর্ষে ক্ষমতাবান্ রক্ষিয়াছে। যখন স্পর্শ শিরাতে রক্তের সংগ্রহ না থাকে, তখন স্বককে অগ্নি সংলগ্ন হইলেও যোগ্য হয়না; অতএব স্পর্শ শিরার সহিত রক্তের সন্ধান জন্মাই যে অগ্নিক্রমের সাধ্যকতা হইয়াছে ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে রূপ চক্ষেতে সূর্যের কিরণ প্রতিভাত হইলে তদন্তরিত দৃষ্টি শিরার বিশেষ ভাবান্তর জন্ম মনেতে স্বভাবতঃ রূপ জ্ঞান হয়, এইরূপ রূপেতে বস্তুর সংলগ্ন মাত্রে তদন্তরিত স্পর্শ শিরার ভাবান্তর প্রযুক্ত মনেতে স্পর্শ বোধ

হয়। সুগন্ধিয় দ্বারা সামান্যতঃ শীত উষ্ণ এই দুই প্রকার মাত্র স্পর্শ বোধ হয়। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে যে শরীরস্থ তাপাংশের স্ত্যাবিকা অনুসারে বাহ্য বস্তুর তাপাংশ অল্প বা বিস্তর বোধ হয়। স্পর্শ হ্রবোর তাপাংশ অপেক্ষা স্পর্শক হস্তের তাপাংশ যদি অধিক হয় তবে সেই ত্রবাকে শীতল জ্ঞান হয়; এবং হস্তের তাপাংশের সহিত স্পর্শক বস্তুগত তাপাংশের সমতা হইলে শীত উত্তাপের মধ্যবিস্তার তাহা অনুভবদিগের স্পর্শের বিষয় হয়; অন্য হস্তের তাপাংশ যদি কোন বস্তুর তাপাংশ হইতে মূ্যম হয় তবে সেই বস্তু অধিকতর উত্তম বোধ হয়। পরন্তু বাহ্য বস্তু সন্দ্বন্ধীয় শীত উষ্ণত, যোধের কারণ যে শরীরস্থ তাপাংশের পরিবর্তন তাহা কেবল দর্শ্যেতেই হয়, অস্ত্যশরীরস্থ তাপাংশ তাদুশ পরিবর্তনশাল নহে; আয়ুরিক উষ্ণত, একই প্রকার। যদি দেহের অন্তস্তাপাংশ পরিবর্তনশাল হইত, তবে তাহা নিরর্থক হইত; কারণ চতুর্দিকস্থ বাহ্য তাপাংশের সহিত ত্বকেরই নৈকট্য সন্দ্বন্ধ দুই হইতেছে; এবং অস্ত্যে শরীরস্থ সকল স্পর্শ শক্তি রহিত, ইহাতে যদি চর্ম্মের তাপাংশ তাদুশ পরিবর্তন স্বভাব বিশিষ্ট না হইত, তবে বাহ্য শীত উষ্ণতা জ্ঞানে অসমর্থ হইলে অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত উষ্ণতা দ্বারা আনার্যদের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা থাকিত; অতএব বিচারিত দেহের উপর্যংশের উত্তাপ পরিবর্তনশাল হওয়াই সম্যক আবশ্যক হইয়াছে। পরন্তু ইহাতেও ঈশ্বরের জগৎ প্রকাশক পূর্ণজ্ঞানকোটির শেষ হয় নাই। পরীক্ষা দ্বারা সমগ্রমাণ হইতেছে যে বিভিন্ন অথবা পরস্পর বিপরীত গুণাকান্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত জ্ঞানেক্রিয়ের তেজো হাস হয়। চক্ৰ দ্বারা যদি একই বর্ণের ক্রমিক দর্শন হয়, তবে তাহার তেজের কানি হয়; প্রত্যক্ষ দেখ মখন এক বস্তুর প্রতি কতক কাল এক দৃষ্টিতে ঈক্ষণ করা যায়, তখন সেই বস্তু দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমশঃ বিলয় হইতে থাকে; এই প্রকার কেবল শীতল বা উষ্ণ বস্তুর সর্বদা স্পর্শ দ্বারা সুগন্ধিয় অবসর

হয়। অতএব বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান দ্বারা যে ইন্দ্রিয় সকল সতেজ রহিয়াছে ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

এই প্রকার যখন সমুদয় বিশ্বের প্রত্যেক অংশের রচনাতে বিশ্বকারণের আশ্রিত কৌশল, আশ্চর্য্য শক্তি এবং অশেষ করুণা স্পর্শক দেবীপ্যমান হইতেছে, তখন স্বভাব বা প্রধান অথবা অসংকে এই জগতের কারণ কাণে স্বীকার করা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানাজ্ঞতা আর কি হইতে পারে?।

মহাভারতীয়ম্বোকাঃ

বিবিধোজ্ঞানতে ব্যাধিঃ শারীরোমানসস্তথা ।
 পরস্পরং তয়োর্জ্ঞান নির্দ্বন্দ্বং নোপলভ্যতে ॥
 শারীরাজ্জায়তে ব্যাধির্মানসোনাভ শংসযঃ ।
 মানসাজ্জায়তে চাপি শারীরইতিনিক্ষযঃ ॥
 শারীরং মানসং দুঃখং যোভীতমনশোচতি ।
 দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থো চ বিমুক্তি ॥
 শীতোক্ষে টেব বায়ুশ্চ জঘঃ শারীরজাগুণঃ ।
 তেষাং গুণানাং নাম্যং যৎ তদাহঃ স্বহলকণঃ ॥
 তেবামন্যতমোজ্ঞকে বিধানমুপদিশ্যতে ।
 উফেন বাধ্যতে শীতং শীতনোকং প্রবাধ্যতে ॥
 সদ্ভং রক্তসম্বইতি মামসাঃ সূত্রবোয়গুণঃ ।
 তেষাং গুণানাং নাম্যং বৎসদাহঃ স্বহলকণঃ ॥
 তেবামন্যতমোজ্ঞকে বিধানমুপদিশ্যতে ।
 হর্ষণে বাধ্যতে শোকোহর্বঃ শোকেন বাধ্যতে ॥
 কশ্চিৎ হৃৎথে বর্তমানো দুর্ধ্যান্দুর্গমিক্তি ।
 কশ্চিৎ হৃৎথে বর্তমানঃ হৃৎথ্য স্তুর্গমিক্তি ॥
 অর্থাঙ্কশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ ।
 প্রাণদ্বাত্রাপি লোকস্য বিনার্ধং মপ্রদিধ্যতি ॥
 অর্ধেনেহ বিধানস্য পুরুষস্যাপমেধনঃ ।
 বিচ্ছিন্যতে ক্রিয়ান সর্বাঙ্গীয়ে কুস্মিতোবর্ধা ॥
 যস্যার্থন্ত্য মিত্রাণি যস্যার্থন্ত্য বাঙ্কবাঃ ।
 যস্যার্থাঃ সপুমান্লোকং যস্যার্থাঃ লভ পশুভ্যঃ ॥
 অধনেনার্ধকামেন নার্ধঃ শক্যোবিধিংসতা ।
 অর্থের্থানিবধ্যতে গর্ভৈরিব মহাগজাঃ ॥
 ধর্ম্য কামশ্চ হর্বশ্চ মৃতিঃ কোধঃ ক্রুতং মদঃ ।
 অর্থাধেতানি সর্বাণি প্রবর্ততে নরাধিপ ॥
 ধনাৎ কুলং প্রোক্তভি ধনাক্তর্যঃ প্রবর্ততে ।
 অদাধুঃ লাদুতামেতি লাদুতবিকি দ্বাক্তাঃ ॥

অরিন্দ্র মিত্রং ভবতি মিত্রকোপি প্রদুযতি ।
 অনিত্যচিন্তাপুরুষঃ তপিন্ কোভ্যাতু বিশ্বসেৎ ॥
 তপ্নাৎপ্রধানং যৎ কাৰ্য্যংপ্রত্যকন্তৎসমাচরৎ ॥
 যস্য বুদ্ধ্যাম তপ্যেত কবে দীনতরোক্তবেৎ ॥
 এতদন্তমমিত্রস্য নিমিত্তমিতি চক্ষতে ।
 যদ্ব্যন্যেত মমাত্তবাদন্যাভাবোতবেদিতি ॥
 তন্মিন্ কুবীত বিশ্বাসং যথা পিতরি বৈ তথা ।
 কতান্তীতং বিজানীযাদন্তমং মিত্রলক্ষণং ॥
 যে তস্য কৃতমিচ্ছতি তে তস্য পিপবৎশুভাঃ ।
 ব্যসনান্নিত্যাতীতোষা সমৃদ্ধ্যায়োন দুঃখতি ॥
 সংস্যাৎদেবাধিধং মিত্রং তদান্নসমসুচ্যতে ।
 সুখং বহুতরং দুঃখং জীবিতে নান্তি শংসযা ॥
 ত্রিভুজ্য চেন্দ্রিয়ার্থেযু মোহান্নরণমশ্রিয়ং ।
 পরিত্যজীত মোদুঃখং যুৎং বাপ্যভয়ং নরঃ ॥
 অতোতিত্বকসোত্যন্তং নতে শোচতিপশুিত্যং ।
 জ্ঞানপূৰ্ব্বা তবোজ্ঞান্য লিপ্যাপূৰ্ব্বাভিনন্দিতা ॥
 অভিনন্দিত্বপূৰ্ব্বকং কর্ম কর্মমূলং ততঃ কলং ।
 কলং কর্মান্নকং বিদ্যাৎ কর্ম জেবাশ্নকং তথা ॥
 জ্ঞানসম্পাদনান্নকবিদ্যাঙ্ জ্ঞানং জেবপ্রতিভিতং ।
 মহজ্জিপরমং ভূতং যৎপ্রশান্তি যোগিনঃ ॥
 অব্ধাশ্চরম পশ্যতি হ্যাম্বস্বং শুভবুদ্ধয়ং ।
 সাদিন্ মধ্যং নৈবাস্তস্য দেবস্যা বিদ্যাতে ॥
 অনানিদ্ধানমধ্যান্নানন্তহ্মাক গোব্যয়ং ।
 অতোতি সৰ্ব্বদুঃখানি দুঃখং হস্তবদুচ্যতে ॥
 তদুচ্চ পরমং শ্রোত্রং তজ্জান পরমং পদং ।
 তদান্ন কালবিষয়াদিমুক্তানোকমাজ্জিতাঃ ॥
 শুণেঘেতে প্রকাশন্তে নিগুণস্বতন্তঃ পরং ।
 নিবৃত্তিলক্ষণোমর্থস্তবানশ্চাঘ কল্পতে ॥
 ক্ষতোবজ্জংষি সামানি শরীরানি ব্যপাজ্জিতাঃ ।
 জিহ্বাএবু প্রবর্তন্তে স্বল্পনাথ্যাবিনাশিনঃ ॥
 ন চৈবমিচ্ছতে ব্রহ্ম শরীরাজয়সন্তবৎ ।
 ন যত্নসাধ্যং তদ্বন্ধ নাদিমধ্যং ন চাস্তবৎ ॥

শাধিপত্ৰনি ।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত র. মবল সাহেব কাশীনগরস্থ জনগণের হিতার্থে এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহা সৰ্বসাধারণকে জ্ঞাপন করণার্থ আহারদিগের বিকট বে অনুষ্ঠান পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পঠ্যৎ প্রকাশ করা বাইক্ছে ।

কাশী অভিশয় জনাকুল স্থান, তাহার সর্বদাই ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় এবং মধ্যে মধ্যে রোগবিশেষের অভ্যুৎপাত হইয়া থাকে। তাহার এককবে চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে পক্ষ যোগেই পরম উপকার হইবে — অসংখ্য ব্যক্তি রোগের ক্লেশ হইতে উদ্ধার হইবে ও মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইবে। অতএব এমত মহৎ বিষয়ে পরোপকারী ব্যক্তির স্বস্বাদমের অধ্যয়ন করিতে কদাপি বিরত হইবেন না।

কাশীতে চিকিৎসালয় সংস্থাপন বিষয়ক অনুষ্ঠানপত্র ।

মহানগর কাশীধামে বর্তমান বে প্রকার লোক সকলের মৃত্যু হইতেছে তাহাতে ইউরোপীয় চিকিৎসা যাহাতে এতদেশীয় লোকের পীড়া শান্তিপক্ষে বিশেষ উপকার হইতে পারে এমত চিকিৎসা আত্মানন্দ-শ্যক বিধায়ে আহার মানস যে সিভিল সাহেবদিগের সহায়তায় ব্যক্তিত বিষয়ে সকল করণার্থ সাধ্যমতে যত্নশীল হই, এবং একাদশ বৃহৎ কর্ণের নিমিত্ত যদ্যপি উপযুক্ত সম্পত্তি লাভ করা যায় তবে এই নিবেদন করিতেছি যে এক চিকিৎসালয় নির্মাণ করা আবশ্যিক, যাহা স্বৈচ্ছানুযায়ী দানের দ্বারা প্রস্তুত হইবেক এবং তাহার নাম বানারস স্টিট হস্পিটাল হইবেক।

এইমত চিকিৎসালয় অতবে স্পষ্ট রূপে অমঙ্গল প্রকাশ পাইতেছে যেহেতু এই মহানগরে ৩০০০০ লোক বসতি করিতেছে, তদ্ব্যতীত তারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যাত্রী লোক আসিয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকে বহুকাল পর্যন্ত উক্ত স্থানে বাস করে এই সমস্ত ব্যক্তির পীড়া শান্তির নিমিত্ত কেবল গবর্নমেন্টের এক মাত্র ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় আছে, তাহাতে ঘোড়ন জন রোগীর অধিক নিয়ত হিত্তি করিতে পারে এমত স্থান নাই, যদ্যপিও ইহাতে সিভিল চিকিৎসক সাহেবেরা উত্তম রূপে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তথাপি সমস্ত ব্যক্তির হৃৎক মূর করিতে সমর্থ হইয়েন না।

ও উক্ত ইউরোপীয় ও এড্বেশবাসী

সদস্য ডক্টর লোকের মতের অধীনে ঐ চিকিৎসালয়ের কার্য নিরীহার্থে আমি আপনাকে প্রার্থী জানাইতেছি।

৪ এবং ইহাও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে উক্ত চিকিৎসালয়ের কর্তা আরও হইলে পরেই ভারত শাখা স্বরূপ আরও এক নৃত্তিকা চিকিৎসালয় চাইবেক, অর্থাৎ সেখানে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংস্থানায় পশুচিকিৎসা ইউরোপীয় ও এতদেশীয় ক্রীলোকদিগকে ধাত্রী করণে উপযুক্ত করণ ইত্যাদি ও দেশীয় জাযাতে উপদেশ করা যাইবেক, আমার এ বেশে অধিক কাৰ্য্য পর্য্যন্ত অবশিষ্ট করিতে দেশীয় লোকের জাযাজাত হওয়ার আমি উক্ত কর্তা সকল কারিতে সক্ষম হইব।

৫ প্রসবসমনায়ুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে মুক্ত করিতে যোগ্য এমন স্ত্রীলোক সাধারণমতে অপ্রাপ্ত এবং একাদশ উৎকট কর্মে বিশেষ মনোযোগ করিলে যে বিশেষ কল প্রয়োগ হইবেক তাহা আমি হুং জেঙ্গ রাজার নীতি দেখিয়া বলিতেছি, সে স্থানের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ ব্যয়ে পায়িন্স নামক মহানগরে শিক্ষার্থ প্রেরিত হয়, পরে রাজ্যের সকল স্থানে তাহারা ব্যাপিত হয় এবং নৈপুণ্য হারি সম্বন্ধে পত্র না পাইলে এতৎকর্মে বিচারনিয়মী প্রযুক্ত হইতে পারে না।

৬ যখন এই প্রস্তাব নবাব আমীন উদ্দৌলা বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তিনি নগরের দক্ষিণাংশে গবর্নমেন্টের চিকিৎসালয়ের কিঞ্চিৎ দূরে উপযুক্ত স্থান স্থান করিতে স্বীকৃত ছিলেন এবং তথায় যে বিহীক ভাষা আছে তাহাতে কার্টয়ান লোক বৃদ্ধি হইলে সাংবাদিকের ও উক্ত স্থান নিকট হইতে পারে।

৭ যখন এতৎ মহৎ কর্মের লং অতি-প্রায় এতদেশীয় ভক্তগোক সকল স্পষ্ট রূপে বোধ করিতেন তখন ভরসা করি সকলেই ইংরে পক্ষাৎ গামী হইবেন।

শ্রীরাজক মবশ।

মেম্বর রয়ালকলেজ অফ সার্জন, লণ্ডন
বামানস ১৮৮৭-১৮৮৭ শাল ফেব্রুআরি
ইণ্ডিয়া ৩০ নোভেম্বের ১৮৮৭ শাল

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বা-কলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংল-ন্দীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি গিম ছয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ে অব্বেষণ করিলে পা-ইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

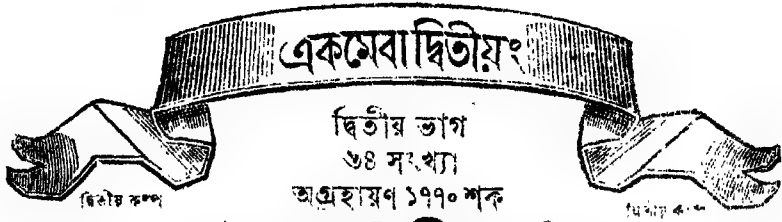
বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৭ কার্তিক রবিবার প্রাতে ৭ ঘটটার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীমানমুচন্দ্র বেনারসদাসী।
উপাচার্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা প্রধানগরে বোড়ালোকোচিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকার।
২ কার্তিক মাস ১৮৮৭। কলিকাতায় ৩৩৩৩।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাঃ প্রথমঃ সাংখ্যবোধিনীঃ শিলা, কলকাতাঃ ১৭৭০ শকঃ ।
 অত্র পত্রিকায়াঃ প্রথমঃ সংখ্যাঃ ৩৪ ।

সাংখ্যেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে

পঞ্চমং সূত্রং

অনুশোধণং কথং অনুক্তপুঙ্খলঃ

ইন্দ্রোদেবতঃ।

৩১৩

১ যত্র গ্রাবা পৃথুবুধুউদ্ধ্বাভ-
 ক্তি সোতবে। উলুখলসুতানা-
 মবেদিস্ত জলগুণঃ ।

১ হে 'ইন্দ্র' 'পৃথুবুধু' 'উলুখল' 'উদ্ধ্বাভ' 'ক্তি' 'সোতবে' 'উলুখলসুতানা' 'মবেদিস্ত' 'জলগুণঃ' ।
 'গ্রাবা' 'পাশায়াঃ' 'যত্র' 'সখিন' 'কর্মণি' 'সোতবে' 'অ-
 তিসমার্থং' 'ভবতি' 'ভবিন' 'কর্মণি' 'উলুখলসুতানা' ।
 'উলুখলসুতানু' 'সুতানা' 'সোতবে' 'রসং' 'অব' 'অনুশোধ-
 ণং' 'এব' 'অনুক্ত' 'পুঙ্খল' 'ইন্দ্র' ।

১ হে ইন্দ্র! মূলভাগে অতিবৃহৎ ও উন্নত
 প্রান্তর খণ্ড সোমাজিঘবের নিমিত্তে যেক-
 র্ম্মেতে নিয়োজিত হয় সেই কর্ম্মে উলুখল
 দ্বারা অভিবৃত সোমরস অবগত হইয়া পান
 কর ।

৩১৪

২ যত্র ছাবিব জঘনাধিবব্যা-

কৃত। উলুখলসুতানামবেদিস্ত
 জলগুণঃ ।

২ হে 'ইন্দ্র' 'সুত' 'কর্মণি' 'অনুক্ত' 'পুঙ্খল' ।
 'উলুখলসুতানা' 'সুতানা' 'সোতবে' 'রসং' 'অব' 'অনুশোধ-
 ণং' 'এব' 'অনুক্ত' 'পুঙ্খল' 'ইন্দ্র' ।

২ হে ইন্দ্র! যে কর্ম্মে সোম জিঘব করি
 বার জন্য উলুখল দ্বারা অভিবৃত সোমরস অব-
 গত হইয়া পান কর ।

৩১৫

৩ যত্র নাব্যপচ্যবনুপচ্যবশি-
 ক্ষতে। উলুখলসুতানামবেদি-
 স্ত জলগুণঃ ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'নাব্য' 'পচ্যবনু' 'পচ্যবশি-
 ক্ষতে' 'উলুখলসুতানা' 'মবেদিস্ত' 'জলগুণঃ' ।
 'নাব্য' 'পচ্যবনু' 'পচ্যবশি' 'ক্ষতে' 'উলুখলসুতানা' 'মবেদিস্ত' 'জলগুণঃ' ।

৩ হে ইন্দ্র! যে কর্ম্মে বজ্রমানের
 পত্নী গৃহ হইতে নির্গমন ও গৃহে প্রবেশ
 শিক্ষা করিতেছে সেই কর্ম্মে উলুখল দ্বারা

সোমোদেবতা

৩২৩

৩২১

২ উচ্ছিক্তং চম্বোভর সোমং প-
বিত্রাসাজ। নিধেহি গোরধি
সুচি। ১।২।২৬।

২ হে উচ্ছিক্তিশেষ চম্বোঃ সোমোদিতবৎপাত্রোঃ।
'লিক্তং' অর্থাৎ 'উচ্ছিক্তং'। 'উচ্ছিক্তং' তদ্বৎ শব্দট-
কোপরি 'চম্বোভর' পরিভাষ্যে 'মশাপ' হরপাত্রে 'আসজ'।
প্রকৃতি তথা 'মহবশিট'। 'সোমং' গোঃ 'অনভূতং'
'সুচি' 'চম্বি' 'অদি মিরেণি' অর্থাৎ 'মিহেতি কাপন'।
১।২।২৬।

৩ হে ঋহিধিশেব! সোমোভিব পশা জ-
গ্রে অবশিষ্ট সোম শব্দটিকে আহরণ কর
এবং দশা পবিত্র নামক পাত্রেতেও প্রক্ষেপ
কর, তদবশিষ্ট সোম গো চর্ম্মের উপরে
স্থাপন কর। ১।২।২৬।

ষষ্ঠং সূক্তং

শুমশোপাঝিঃ পংক্রিছান,
ইন্দ্রেদেবতা।

৩২২

১ যচ্চিক্রি সত্য সোমপাঅনা-
শত্বাইবৃশ্মসি। আ তুনইন্দ্র শং-
সম্বগোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু
তুবীমষ।

১ হে 'সোমপাঃ' 'সত্য' সত্যবাদিন ইন্দ্র 'যচ্চিক্রি'
যদ্যপি স্বয়ং 'অনাশত্বাঃ' অপ্রশত্বাঃ 'ইব' 'শ্মসি'
যাঃ কথামঃ তথাপি হে 'তুবীমষ' 'সম্বধনযুক্ত' ইন্দ্র
'অং' 'শুভ্রিষু' 'শোভনেষু' 'সহস্বেষু' 'সহস্রসংখ্যাকেষু'
'গোষ' অর্থে 'নঃ' 'অজান' 'সু' 'ক্রিপ্রং' 'আ শং-
সম্ব' 'আশংসম্ব' প্রাশঙ্কান কৃত।

২ হে সোমপুত্র! সত্যবাদী ইন্দ্র! যদ্যপি
আমরা অপ্রশস্তের ন্যায় হইরি। থাকি তথা-
পি হে বহুধনযুক্ত ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র
সংখ্যক গো অশ্বতে আমারদিগকে স্বরায়
প্রশস্ত কর।

২ শিপ্রিভাজানাংপত্রে শচীর
স্তবদংসনা। আ তুনইন্দ্র শংসম
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
মষ।

২ হে 'শচীরঃ' 'শচির' 'শিপ্র' 'শোভন'
'সুভ্র' 'বাজানাংপত্রে' 'আশংসম' 'পত্রে' 'শচী'
'শংসমা' 'অনুঃসরপং' 'গোষ' 'সম্ব' 'শুভ্রিষু'
'সহস্র' 'সংখ্যক' 'গোষ' 'শ্বেষু' 'শুভ্রিষু' 'সহস্র'
'সংখ্যক' 'গোষ' 'সম্ব' 'শুভ্রিষু' 'সহস্র' 'সংখ্যক'
'গোষ' 'সম্ব' 'শুভ্রিষু' 'সহস্র' 'সংখ্যক'।

৩ হে শক্রিয়ান্ বোভন তনুযুক্ত অম্বের
পাত্রে ইন্দ্রোহোমার তনুযুক্ত রূপ কর্তব্য সর্ব-
দাই আবেদ তথাপি হে ইন্দ্র! তুমি শোভন
সহস্র সংখ্যক গো অশ্বতে আমারদিগকে
স্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৪

৩ নিধাপাযা মিথদশা সন্তাম
বুধ্যামানে। আ তুনইন্দ্র শংসম
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
মষ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'মিথদশা' 'মিথদশা' 'বুধ্যামানে' 'সন্তাম'
'নিধাপাযা' 'নিধাপাযা' 'বুধ্যামানে' 'সন্তাম'
'অনুধ্যামানে' 'বুধ্যামানে' 'সন্তাম' 'বুধ্যামানে'
'সন্তাম' 'বুধ্যামানে' 'সন্তাম' 'বুধ্যামানে'
'সন্তাম' 'বুধ্যামানে' 'সন্তাম' 'বুধ্যামানে'।

৩ হে ইন্দ্র! দশ্যমান বন্দুতীভয়কে স্বপ্ন
যুক্ত করাও অথবা তাকারা স্বয়ংমুগ্ধ হউক।
হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক
গো অশ্বতে আমারদিগকে স্বরায়
প্রশস্ত কর।

৩২৫

৪ সসম্ব ত্যাতরাতষোবোধন্ত
শররাতযঃ। আ তুনইন্দ্র শংসম
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
মষ।

৪ হে 'শব্দ' শৌচায়ুক্ত 'ইন্দ্র' 'জাতি' হে 'অরা-
তন্য' শব্দে 'সকল' 'নিদ্রা' 'কুল' 'রাগণ্য' 'পাশ্চাত্য'
'গোষণ'। হে 'হৃদয়' 'অ' 'স্বাস্থ্য' 'গোষ'
'অবেশ' 'সহস্র' 'গো' 'দু' 'আশংস'।

৪ হে শৌচায়ুক্ত ইন্দ্র! আমারদিগের
সেই শব্দ সকল মিশ্রিত হউক এবং এক স-
কল শৌচায়ুক্ত হউক। হে ইন্দ্র! তুমি শৌ-
চন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বতে আমা-
দিগকে দ্বারায় প্রকাশ কর।

৩৩

৫ সমিন্দু গর্দভঃ সূর্ণ নুবন্তঃ
পাগ্বামহ। আ তু নইন্দু শংসয়
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
নম।

৫ হে 'সূর্ণ' 'অম্বা' 'গর্দভ' 'নিবন্ত'।
'সূর্ণ' 'নুবন্ত' 'গর্দভ' 'পাগ্বামহ'।
'সমিন্দু' 'গর্দভ' 'সূর্ণ' 'নুবন্ত'।
'পাগ্বামহ' 'সমিন্দু' 'গর্দভ' 'সূর্ণ'।
'সমিন্দু' 'গর্দভ' 'সূর্ণ' 'নুবন্ত'।

৫ হে ইন্দ্র! পাপ ব্যক্তি দ্বারা আমার
দিগের অশ্ব প্রকাশ কর। গর্দভ সহস্র
সুভ্রিকে সম্যক রূপে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র!
তুমি শৌচন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বতে
আমাদিগকে দ্বারায় প্রকাশ কর।

৩২৭

৬ পততি কুণ্ডাগ্য্য দুরং বা-
ভোবনাদ্যি। আ তু নইন্দু শংসয়
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
নম।

৬ হে 'কুণ্ড' 'পততি' 'কুণ্ড' 'পততি'।
'কুণ্ড' 'পততি' 'কুণ্ড' 'পততি'।
'কুণ্ড' 'পততি' 'কুণ্ড' 'পততি'।
'কুণ্ড' 'পততি' 'কুণ্ড' 'পততি'।

৬ হে ইন্দ্র! আমারদিগের প্রতিকূলবায়ু
কুণ্ডাগ্য্য দ্বারা গমন করত বন হইতেও অ-
ধিক দূর দেশে প্রস্থান করুক। হে ইন্দ্র! তুমি
শৌচন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বতে আমা-
দিগকে দ্বারায় প্রকাশ কর।

৩২৮

৭ সর্বং পরিক্রোশং জহি জন্ত-
যা রুকদাশং। আ তু নইন্দু শংসয়
গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্বেষু তুবী-
নম। ১১২। ১৭।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'অম্বা' 'প্রতি' 'পরিক্রোশং'।
'সর্বং' 'পারিক্রোশং'।
'জহি' 'জন্ত'।
'রুকদাশং'।
'আতু' 'নইন্দু'।
'শংসয়'।
'গোষশ্বেষু'।
'শুভ্রিষু'।
'সহস্বেষু'।
'তুবী-
'নম'।
'১১২'।
'১৭'।

৭ হে ইন্দ্র! আমারদিগের প্রতি সর্বক
আক্রোশকারী সকল পুরুষকে নষ্ট কর।
এবং আমারদিগের বিবসাকারী সকল পু-
রুষকে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি শৌচন
সহস্র সংখ্যক গো অশ্বতে আমাদিগকে
দ্বারায় প্রকাশ কর। ১১২। ১৭।

সপ্তমঃ সূক্তং

শুনশশোপাধিঃ গাংসুঃ হ্রবঃ

ইন্দ্রেনৈবত।

৩২৯

১ আ বইন্দুং ক্রিবিংষথা বা-
জয়ন্তঃ শতক্রতুং। মংহিষ্টংসি-
কু ইন্দুভিঃ।

১ হে 'বইন্দু' 'ক্রিবিং'।
'বইন্দু' 'ক্রিবিং'।
'বইন্দু' 'ক্রিবিং'।
'বইন্দু' 'ক্রিবিং'।

১ হে যজমান সকল! আমরা তোমার-
দিগের অন্ন ইন্দ্র করত শতক্রতু ও প্রবুদ্ধ
ইন্দ্রকে সোম সকল দ্বারা সর্বতোভাবে তুষ্ট
করিতেছি যেমন পুরুষ সকল জল দ্বারা কু-
পকে পরিপূর্ণ করে।

৩৩০

২ শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং
বা সমাশ্রিতাং । এদু নিম্নং নরী-
যতে ।

২ হে ইন্দ্র! শুচীনাং সহস্রাণ্যং যোগেন্যং পুত্র-
শতং বা যঃ বা সমাশ্রিতাং সমাসং বা পুত্রবো-
ধে হীনানাং সোমানাং সহস্রং সহস্রমং বাসং বা
প্রতি 'বাগ্ভে' আশঙ্কিতং এতৎ এতৎসোমং জন্ম-
জাতু উচ্যতে । নিম্নং 'ন' উপসর্গে আশঙ্কিতং পদে
সং জ্ঞানকর্তৃং স্বয়ং ।

২ যেমন সমস্তের জল নিম্ন প্রবেশে আ-
রমণ করে তদুপ শুদ্ধ ও প্রাণ পূর্ণ তথা নিশ্চিত
কৃত সহস্র সোমের প্রতি সেই ইন্দ্র আগমন
করিতেছেন তিনিই যানারদিগের অনুগ্রহ
করুন ।

৩৩১

৩ সংযম্মদাষ শুভ্বিগ্গনা ছ-
স্যাদরে । সমুজ্জোন ব্যচেদধে ।

৩ সং যঃ পুরোক্তঃ সোমঃ শুভ্বিগ্গনাং উচ্যতে ইদু-
ং 'সমুজ্জোন' ছবিঃ সং 'সমুজ্জ' উপসর্গ 'জোন' অক্ষর সো-
মং 'ছি' 'জ' 'অস' ইত্যুপে 'উচ্যতে' 'সামঃ' ব্যাধিঃ
৪দে' পুত্রা ভবতি । 'সমুজ্জ' 'ন' উপসর্গে সমু-
জ্জোমরে তস্যং ব্যাধঃ তবৎ ।

৩ বলবান ইন্দ্রের চর্বেয় নিমিত্তে যে
সোম সংগৃহীত হইতেছে সেই সোম এই
ইন্দ্রের ঋগেরে ব্যাধ হইয়া পুত হউক, সোম
সমস্তের উপরে জল ধৃত কর ।

৩৩২

৪ অযমু তে সমতসি কপোত-
িবগত্ৰিধিং । রচস্তচ্চিন্নওহসে ।

৪ হে ইন্দ্র! অযমু সোমঃ 'উ' এর 'তে' অসর্গ-
সম্প্রসিদ্ধাং যং সোমঃ অযং 'সমতসি' সম্যক প্রাথো-
ক্তিপোত ইব' মধ্য কপোতঃ 'ত্রিধিং' কপোতী-
প্রাথোক্তি ভবৎ । 'ভক্তিং' তথাং 'তারণাং' 'নঃ' 'অ-
স্বাভং' 'বচঃ' 'স্তোত্রাং' ওহসে 'প্রাথোক্তি' ।

৪ হে ইন্দ্র! এই সোম তোমার নিমিত্তেই
সম্পন্ন হইয়াছে যে সোম তুমি সম্যক প্র-
কারে প্রাপ্ত হইতেছ, যেমন কপোত পক্ষী

কপোতীকে প্রাপ্ত হয় । অতএব আমার-
দিগের স্তোত্র ও প্রাপ্ত হইতেছ ।

৩৩৩

৫ স্তোত্রিং র'ধানাংপতে গী-
বাহো বার যস্য তে । বিভৃতিরস্ত
স্মৃতী । ১ ২ ২ ১ ২ ৮ ।

৫ হে 'বাপানাংপতে' 'সমানাং' শাস্তাং 'গীকতাং'
বীর্জিকতান 'বীর' 'শৌর্যোপেত ইজ্র' 'সমা' '১৪'
'১৪' 'যোবাং' 'ইতুশং' 'নবতি' 'তবঃ' 'ত্র' 'বিভৃতি' 'স্মৃ-
তা' 'প্রিয়ভাষ্যকপা' 'অস' '১' '১২৮' ।

৫ হে ধনপালক, সর্বদীয়, বীর্ষবান, ইন্দ্র!
যে তোমার স্তোত্র এই প্রকার হইয়াছে সেই
তোমার ঐশ্বর্য প্রিয় অধঃসত্য হউনক। ১২।২৮

৩৩৪

৬ উর্দ্ধস্তিষ্ঠা নউভাযেশ্বিন-
জে শতক্রতো । সমন্যোবুত্রবা-
বটৈ ।

৬ হে 'শতক্রতো' 'ইজ্র' 'অসিনু' 'প্রবু' 'বাজে'
সংগ্রামে 'নঃ' 'অসিনু' 'উচ্যতে' 'বরণাং' 'উচ্য' 'উ-
বুকা' 'সম' 'ভিতা' 'ভিতা' 'অথ' 'স্বহুজ' 'উকৌ' 'অন্যো-
বু' 'কার্যকেন্বে' 'সং-ব্রবাহী' 'ন' 'ব্রবাহী' 'সম্যক' 'বিচা-
রমাধা' ।

৬ হে শতক্রত ইন্দ্র! এই সংগ্রামে আ-
মারদিগের রক্ষার নিমিত্তে উৎসুক হইয়া
দ্বিতিকর, কার্যান্তরেতে তুমি ও আমি উচ-
য়েই বিচার করিব ।

৩৩৫

৭ যোগে যোগে তবস্তরং বা-
জে বাজে হবামহে । সখায়ী
স্মৃত্যে ।

৭ 'যোগে' 'যোগে' 'তবঃ' 'স্মরণে' 'পত্রয়ে' 'বাজে' 'বাজে'
'কর্ম্মসিদ্ধি' 'স্বংসং' 'প্রাণে' 'তবঃ' 'স্বং' 'অভিশপে' 'ন'
'প্রিয়ং' 'ইজ্র' 'উচ্যতে' 'রক্ষার্থং' 'সখায়াং' 'প্রিয়ঃ'
'সমং' 'হবামহে' 'আব্রাহা' ।

৭ সেই সেই কর্মের উপক্রমসময়ে অ-
নিষ্টকারী সেই সেই সংগ্রামেতে রক্ষার

নিমিত্তে আনারদিগের মিত্র সেই ইন্দ্রকে
আমরা আহ্বান করিতেছি ।

৩৩৬

৮ অর্থাৎ গমদ্বয়াদি শ্রেণং সহ-
সিদ্ধীভিকৃতিভিঃ । বাজেভিরূপ
নোহবং ।

৮ 'বহি' ইন্দ্রঃ 'মঃ' অক্ষরদ্বয়ং 'হবং' অক্ষরদ্বয়ং
'জবং' অক্ষরদ্বয়ং 'ভবঃ' অক্ষরদ্বয়ং 'সিদ্ধিভিঃ' বহুভিঃ
'উভিঃ' বহুভিঃ 'সংকোচঃ' অক্ষরদ্বয়ং 'সহ' অক্ষরদ্বয়ং
'উপ' সর্গদেবে 'আ' হ্রস্বপদার্থঃ 'আ' গমদ্বয়ং 'আমরা' অক্ষরদ্বয়ং
অক্ষরদ্বয়ং ।

৮ যদি ইন্দ্র আনারদিগের এই আহ্বান
শ্রদ্ধা করেন তবে সহস্ররক্ষা ও অম্লের স-
তিত আনারদিগের নিকটে তিনি অবশ্য
আগমন করুন ।

৩৩৭

৯ অনু প্রত্নসৌকসোহবে তু-
বিপ্রতিং নরং । যন্তে পূর্বং পিতা
হুবে ।

৯ 'পিতা' অক্ষরদ্বয়ং 'হবং' ইন্দ্রঃ 'পূর্বং' পুরা
'হবে' আত্মত্ববান্ 'প্রজনা' পুরাতনস্য 'ওকসঃ' ভা-
নস্য ভবনস্য সত্যশব্দং 'তুবিপ্রতিং' মন্ত্রভাষ্যে প্রতিপ-
ত্বনং 'নরং' পুরুষং 'যে' তৎ ইন্দ্রঃ 'অনু' যবে অ-
নুর্থে অল্পক্ৰমেণ আত্মত্ববান্ ।

৯ আমার পিতা যে ইন্দ্রকে আহ্বান
করিয়াছিলেন, পুরাতন স্থান স্বর্গ হইতে
সকমানের প্রতি আপত্তাপুরুষ যে সেই ইন্দ্র
তাঁহাকে আমরা আহ্বান করিতেছি ।

৩৩৮

১০ তন্ত্বা বয়ং বিশ্ববারাশাস্ম-
হে পুরুহুত । সখে বসো জরি-
তৃত্যঃ ১১২।২৯।

১০ 'সিদ্ধবান' সর্গকর্তৃদ্বয়ঃ 'পুরুহুত' বহুভিঃ
বহুভিঃ 'সখে' বসো 'বিস্ববারাশাস্ম' ইন্দ্রঃ 'তৎ'
'পুরুহুত' বহুভিঃ 'আ' আৎ 'জরিতৃত্যঃ' জরিতৃত্যঃ
'স্বোক্তপ' অনুগ্রহার্থং 'বয়ং' আশাস্মহে 'প্রার্থ-
নামঃ' ১১২।২৯।

১০ হে সর্গ প্রার্থনীয়, সকল জনের আ-
হত, নিবাসহেতু, সখা ইন্দ্র! স্ববকারীদি-
গের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্তে আমরা তো-
নাকে প্রার্থনা করিতেছি। ১১২।২৯।

৩৩৯

১১ অস্মাকং শিপ্রিনানাং সো-
মপাঃ সোমপাবাং । সখে বজ্রিন
সধীনাং ।

১১ 'সোমপাঃ' 'সখে' 'বজ্রিন' বজ্রনুক ইন্দ্র
'সোমপাবাং' সোমস্য পাকৃদ্বয়ং 'সধীনাং' 'অস্মাকং'
'শিপ্রিনানাং' দীর্ঘনানিষ্কৃত্যং, সূক্তানাং 'গব্যাং' সমুহা
অংশপ্রসাদাৎ আত্ম উচিত্তেভ্যঃ ।

১১ হে সোমপারী, সখা, বজ্রবাহী ইন্দ্র!
সোমপারী মিত্র যে আমরা তোমার প্রসা-
দে আমারদিগের দীর্ঘনানিষ্কৃত্য গো স-
মুহ হউক ।

৩৪০

১২ তথা তদন্ত সোমপাঃ সখে
বজ্রিন তথারুণ । যথা তউশাসী-
কৃত্যে ।

১২ 'সোমপাঃ' 'সখে' 'বজ্রিন' ইন্দ্র 'ইউবে'
অভিলষিতার্থং 'তে' তদানুগ্রহং 'তথা' যেন প্রকা-
রেন 'উশাসী' উশা কামধামহে বহং 'অ' 'তথা' 'কুপু'
অংশপ্রসাদাৎ 'তৎ' অর্থাৎ 'তথা' 'অস্ম' ।

১২ হে সোমপারী, বজ্রবৃত্ত, সখা ইন্দ্র!
অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে আমরা যে প্রকার
তোমার অনুগ্রহ কামনা করিতেছি তুমি
তাঁহা কর, তোমার প্রসাদে আমারদিগের
অভীষ্ট সিদ্ধি হউক ।

৩৪১

১৩ রেবতীর্নঃ সধ্বাদইশ্বে-
সত্ত তুবিবাজাঃ । কুমন্তোষাভি-
শ্বদেদেং ।

১৩ 'কুমন্তা' অগ্নবজ্রোবয়ং 'ব্যক্তিঃ' সোমঃ 'সধ্ব'
'সমেহ' অসোমুঃ 'ইশ্বে' অস্বাভিঃ 'সধ্ব' 'সধ্বাদে'
'সধ্ব' বহুভিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'তস্য' কামঃ 'রেবতী' রে-

বহুতর স্মরণীয়াদিধনবতঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রবৃত্তবলানত
'সত'।

১৩ ইন্দ্র হৃদযুক্ত হইলে অন্নবান আমার।
বেংকল গোর সফিত রুট হই আমারদি-
গের সেই গো। সকল চুক্তবতী ও বলবতী হ-
উক।

৩৪২

১৪ আ য় ছাবান বনাপ্তঃ স্তো-
তৃত্যোয়ুক্রিয়ানঃ । ঋণোরক্ষং
ন চক্রোঃ ।

১৪ হে 'পুনো' ধাতীযুক্ত ইন্দ্র 'আবান' জ্ঞানবৃন্দাঃ
দেবতাঃ বিগেরঃ 'বনাপ্তঃ' জ্ঞানবৃন্দগরশাঃ স্বপ্নহোমশাঃ
সন 'ঋণোঃ' অক্ষাতিয্যোম্যামঃ 'স্তোত্র্যোঃ' স্তোত্র্যামঃ
অনুগ্রহান তনতীকীর্ষণং 'ন' অহশাঃ 'আ' ঋণোঃ
আত্তনোঃ আনীস প্রকিপত্তু 'চক্রোঃ' 'ন' চক্রসোঃ ইব
সখা রুধন্য চক্রসোঃ 'অক্ষ' প্রকিপত্তি ৩৪২।

১৪ হে ধাতীযুক্ত ইন্দ্র! তোমার স-
দৃশ কোন দেবতা তোমার অনুগ্রহে স্বয়ং
প্রধান এবং আমারদিগের প্রার্থনীয় হইয়া
স্তোতাদিগের অভীষ্ট কল প্রদান করুন
যেমন লোকে রথচক্রেতে অক্ষ কাঠ প্রক্ষে-
প করে।

৩৪৩

১৫ আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কা-
ম্যক্রিতগাং । ঋণোরক্ষং ন শ-
চীতিঃ ১১২।৩০।

১৫ হে 'শতক্রতা' ইন্দ্র 'বদ' 'দুব' ধন্য 'আ'
কোতৃত্যিঃ প্রাপ্তব্যামন্তি তৎ 'গাম' 'ভরিবৃন্দাঃ' কোতু-
ণাং অনুগ্রহাব 'শচীতিঃ' কত্রীতিঃ শকটোচিত ব্যাপার-
বিশেষঃ 'আ-গুণোঃ' অজ্ঞানোঃ আনীস প্রকিপদি
'অক্ষ' 'ন' ইব সখা অক্ষ প্রকিপত্তি ৩৪৩। ১১২।৩০।

১৫ হে শতক্রত ইন্দ্র! স্তোতাদিগের
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহারদিগের প্রাপ্তব্য
ধন শকট দ্বারা আনয়ন করিয়া প্রদান কর
যেমন লোকে রথচক্রেতে অক্ষ কাঠ প্রক্ষেপ
করে ১:১২।৩০।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

কবীর গণ্ডি

রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবী-
রের নাম সর্দারপক্ষাঃ প্রসিদ্ধ আছে।
তিনি অকুতে ভার প্রচলিত হিন্দু ও মোস-
লমান ধর্মের উপর বিতর্কবাদ করিয়াছি-
লেন, শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যকে এবং কোর্টান ও
মোজাকে তুল্যরূপে তিরস্কার করিয়াছি-
লেন। তাঁহার নিজ শিষ্য দিগের যাদৃশ
মত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে
দর্শিত হইবেক, অধিকন্তু তাঁহার উপদেশ:
দ্বারা অন্য অন্য লোকেরও ধর্ম বিষয়ক সঙ্-
কারের বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। এইক্ষণকার
আমেক সম্প্রদায় কবীর সম্প্রদায়েরই শা-
খা বলা যাইতে পারে*। ভারতবর্ষীয়
লোকের মধ্যে স্বজাতির সাধারণ ধর্ম পরি-
বর্তক যে এক মাত্র মানক সা, তিনিও বোধ
হয় কবীরের গ্রন্থ হইতে দ্বায় নত সন্ধান
করিয়াছিলেন†। অতএব কবীর পন্থির
বৃত্তান্ত বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়।

কবীরের জাতি কুল জন্ম বিষয়ে নানা
প্রকার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তা-
হার প্রধান প্রধান প্রকরণে সকল বৃত্তান্তে-
রই এক্য আছে। অগুনালের একপ্রকার
আখ্যান আছে যে এক বালবিন্দবা ব্রাহ্মণ-
কন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ-
কন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন।
একদা তিনি এই কবীর কন্যা সনাতনবাহারে
করিয়া গুরু দর্শনে গমন করিয়াছিলেন,
তাঁহাতে রামানন্দ তাঁহার বৈষ্ণব্য দশা বি-
বেচনা না করিয়া সহসা আশীর্বাদ করিলেন
'তুমি পুত্রবতী হও'। তাঁহার অব্যর্থ

* বাবা জালের গ্রন্থে এবং সাংস্কৃত্যামি, স্মিতারামদি
ও শুমারামদিগের গ্রন্থে কবীরের ৪৪ন সতজন উল্লেখ
হইয়াছে। ১৪ হওয়ার শিষ্যেতে বাবু পন্থির মতও উল-
লেখ।

† নামক পুস্তক পুনঃ পুনঃ কবীরের ৪৪ন উল্লেখ করিয়া
ছেন [A. R. Vol. 9. P. 267] এবং কবীর পন্থির
কবে যে তিনি কবীরের স্মৃতি স্মরণ রচনা করিয়াছেন
বাম করিয়াছেন।

বাক্য সকল হইল, এবং ঐ পতি হীনা যুবতী অপরূপ নাচয় এনিমিত্ত প্রকল্প ভাবে প্রসূতা হইয়া ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্বামীভরণে পরিত্যাগ করিলেন। এক জন জোতা ও তাঁহার স্ত্রী দৈবাৎ জোতাকে প্রাপ্ত হইয়া আশ্রয় সম্বন্ধে বৎ লালন পালন করিতে লাগিল। কবীর পছির। এই উপাখ্যানের চরম অংশ রাজ কবীকার করেন। তাঁহার পিণ্ডের মতেই খরারত্নার কবীর কামার নিকটস্থ লহর উলাও নামক পুস্তকখণ্ডে পঞ্চপদ্মোপরি জাসিতে ছিলেন। তখন নিম্নোক্ত নার্মী এক জোলা কাঠীয়া স্ত্রী স্বীয় পতি নুরির সঙ্গে বিবাহের নিমিত্তে গিয়াছিল। নিম্নোক্ত শিষ্যকে পাঠিয়া বামির নিকট উপস্থিত করিল। শিশু তৎকালে সংরক্ষণ করিয়া রাখিল। আনাকে কাশীতে লইয়া চল। নুরি অচিরে প্রসূত বাসক মুখে এই রূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়গণ হইল এবং কোন উপাধেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসি-
 রাছেন এই নিশ্চয় করিয় ফলন পলায়ন করিল। প্রায় অল্প ক্রোশ বিবিত হইয়াও সম্মুখে সেই বাসককে দেখিয়া বিস্ময়গণ হইল। অনন্তর সেই বাসকই নুরির জয় নিবারণ করিয়া তাহাকে স্ত্রীর নিকট প্রত্য-
 গমন করিতে প্ররোচিত প্রদান পুস্তক কবির : তোহরা আমাকে নিভয়ে ও নিরঙ্করকে প্রতিপালন কর!

কবীর রামানন্দর শিষ্য ছিলেন এই গ্রন্থে তদ্বিব্যক পরস্পরাগত সমস্ত জনশ্রু-
 তিতেই লক্ষ্য আছে। কিন্তু তিনি কি প্র-
 কায়ে এ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নীচ দ মৌলভতান বলিয়া যে আ-
 পত্তি ছিল তাহাই বা নিকটে নিরাকরণ
 করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি কখন প্রচ-
 লিত আছে। অবশেষে তাহার মানস পূর্ণ
 হইবার একপ্রকার উপাখ্যান আছে যে তিনি
 এক বিবস প্রত্যয়ে নানকরিকার ঘাটের
 এক দেওয়ানে শয়ন করিয়াছিলেন, রামা-
 নন্দ ঝালী প্রান্তঃগানে যেমন গমন করিতে-
 ছিলেন, কবীরের শরীরে তাঁহার পদস্পর্শ
 হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি তটস্থ হইয়া "রাম

রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীরের কর্ণকু-
 হরে এই পবিত্র শব্দ শ্রবিত হইবা মাত্র
 তিনি তাহা ইষ্ট মন্ত্র রূপ গ্রহণ করিয়া
 হৃদয় ভাণ্ডারে স্থাপন করিলেন, এবং রাম-
 চন্দ্রের নবদুর্গাদলশ্যামমুণ্ডি ধ্যানে একাগ্র-
 চিত্ত হইয়া রাম প্রেমে মগ্ন রহিলেন।

রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র
 গ্রহণ করিবার উপাখ্যান যথার্থ বা অযথার্থ
 হউক, কিন্তু তদ্বারা ইহা নিতান্ত সন্দেহ বোধ
 হইতেছে যে তিনি রামানন্দের মত পরিবর্তন
 বিবাক চুক্তান্ত দ্বারা জাত্যভিমানাদি প-
 রিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম পরিবর্তনে
 সাক্ষী হইয়াছিলেন, এবং তাহার উভয়ে
 প্রায় সমকালবর্তী ছিলেন। কবীর পছি-
 সিগের মতে কবীর সনৎ ১২০৫ অবধি ১৫০৫
 পর্যন্ত তিন শত বৎসর কাল মর্ত্যালোকে
 বিরাজমান ছিলেন।

১৩৭ বারহসন গ্র পাইটী জানী কীরোবিচার।
 কাশীস্থানি প্রান্তঃগনো নককরো উককার।
 সনৎ পদহ লগো ঐ পীচরো। মগরকিত্তো গরন।
 অগরন সুধি বেতাধনী ছিলে পরন সো পদন
 জানী কবীর ১২০৫ সনৎতে বিবেচনা পুস্তক কাশীতে
 আবিষ্কৃত হইয়া উককার শাস্ত প্রকাশ করিলেন।
 ১৫০৫ সনৎতে মগরে গরন করিলে অগ্ৰহাণেরে এনা-
 পাঁচে পরনে পরন মিলিল।

কিন্তু মনুষ্যের তিন শত বৎসর পরমাত্ম
 হওয়া কবাণি মুক্তি সম্ভব হয় না, ঐ উভয়
 কালের মধ্যে যাহা আধুনিক তর তাহাই
 সম্ভব। নানক সাহেব গ্রহে যে কবীরের নাম
 ও তাঁহার বচন আছে তাহা স্মৃত লক্ষিত বি-
 রোধ হয় না, কারণ নানক ১৫৪৬ সনৎতে
 স্বমত প্রচারের অন্তর্গত করেন। আর
 সেকন্দের সাহেব সময়ে কবীরের বিচার
 পুস্তক স্বমত সংস্থাপন করিবার বিষয়ে
 বিবৃতি প্রচলিত আছে, তাহাও স্মৃত মতে,
 কারণ সেকন্দের সা ১৫৪৪-৪৫ সনৎতে
 রাজ্য-
 ভিত্তিক করেন *। কেরিশঙ্ক ও সিরিরা-
 ছেন যে সেকন্দেরের সময়ে ধর্ম বিস্মরণ-
 করিয়া

* প্রিয়দর্শি কর্তৃক তৎকালি পুস্তক, এবং বোধিনী-
 উল গোয়ারিখ ও অমূলকতল কৃত আবেদনস্বয়ী-এই
 সকল গ্রন্থে লিখিত আছে যে কবীর সুলতান সেকন্দের
 মোড়ির সমকালবর্তী ছিলেন।

বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয় কবীর বা তাঁহার শিষ্যগণই এ আখ্যানের বিষয় হইতে পারেন। এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে তিনি পঞ্চদশ শত শতাব্দীর শেষ অংশে ও ষোড়শ শত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সম্প্রদায় প্রবর্তক রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রামানন্দের জন্মাবধি কতকাল পরে কবীরের ধর্ম বিয়রক ব্যাপ্তি হয়, অতঃপর পঞ্চদশ শত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামানন্দ স্বামী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক আখ্যান আছে যে কবীরের নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। যে আখ্যানের কবীরের নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। যে আখ্যানের কবীরের নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। যে আখ্যানের কবীরের নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

এক কবীরের রামানন্দ স্বামীর মিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবার প্রবাদ, রামানন্দী ও অম্পাদ্য পুর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহারদিগের সঙ্ঘর্ষ ও ব্যবহারিক পন্থা এই সকল কারণে সকলে কবীরের বিদগ্ধকে বৈষ্ণবের মধ্যে পদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সঙ্ঘর্ষের মধ্যে হ্রাসক উপাসনা (মহা) মন্ত্র প্রাপ্তি, তিনবার অনুষ্ঠান করা তাঁহারদিগের প্রত্যেকেরই মতে। তাঁহারদিগের মতে তাঁহারদিগের প্রাপ্তি মন্ত্র প্রাপ্তি বা বৈষ্ণবের সঙ্ঘর্ষের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের মতে বৈষ্ণবের সঙ্ঘর্ষের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের মতে বৈষ্ণবের সঙ্ঘর্ষের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কবীরপন্থিদিগের সকল দেবতা অপেক্ষে বিষ্ণুর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা, তাঁহারদিগের

এসম্প্রদায়ের আধুনিক মত সকল কবীরের শিষ্যদিগের প্রত্যেকের উত্তরকাল-বর্ত্তি গুরুদিগের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহাবিধ প্রকার হিন্দুত্ববোধে প্রোগ্রামের স্বরূপে, এবং প্রায়ই কবীরের বা তাঁহার শিষ্যদিগের উক্তি স্বরূপে লিখিত

আছে, কারণ তাঁহার মধ্যে মধ্যে 'কহাঙ্কি কবীর' বা 'কহাই কবীর' অথবা 'দাম কবীর' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সে সকল প্রবন্ধাদি, চৌপাই, সামাই নামক প্রসিদ্ধ হিন্দীভাষ্যে লিখিত আছে। তাঁহার পরিমাণও অল্প নহে, পাশ্চাত্য ভাষ্যদিগের দাম অর্থাৎ চৌরস্থিত গ্রন্থের যে বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতেই তাঁহার প্রতীতি হইবে, যথা:

- ১ সুগম মিধান।
- ২ গৌরবানন্দিকি গৌণী।
- ৩ কবীর পাঞ্জি।
- ৪ দামকাকি রামনি।
- ৫ দামানন্দিকি গৌণী।
- ৬ আনন্দবান সাগর।
- ৭ শকাবলী। ইহাতে এক সত্ৰ

৮ মজল। ইহাতে এক শত সূত্র কাব্য আছে।

৯ বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের এক শত পর্য্যগীত আছে।

১০ হোলি। ইহাতে ছুই শত হোলি গান আছে।

১১ রেখতা। ইহাতে এক শত গীত আছে।

১২ কুলন। ইহাতে একারান্ত্রব প্রবন্ধ পঞ্চশত গীত আছে।

১৩ কহার। ইহাতে একারান্ত্রর পঞ্চ শত গীত আছে।

১৪ হিলেগল। ইহাতে একারান্ত্রর দ্বাদশ গান আছে।

এই সকল গানার্থ বা নীতি বিষয়ক।

১৫ স্বাদশ নাম। অর্থাৎ কবীরের মতানুসারে দ্বাদশ নামের দ্বাদশ গান।

১৬ চপ্তর।

১৭ চৌতীশ। অর্থাৎ চৌত্রিশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৮ আলিফনাম। অর্থাৎ পারসীক অক্ষরের ব্যাখ্যা।

* নীতি ও মত বিষয়ে অল্প অল্প থাকে এক এক

১৯ রামনি। অর্থাৎ বিচার বা মত প্রতিপাদক সূত্র সূত্র গ্রন্থ।

২০ বীজক। এগ্রন্থে পাঁচ শত চোয়ান অধ্যায় আছে।

২১ শাপি। ইহাতে পঞ্চসত্ৰ শ্লোক আছে।

এই সকল বাস্তবেরকে অংগম ও বানি প্রভৃতি নামে কতকগুলীন কবিত্ব আছে। অতএব কবীরের মতে সম্যক পারদর্শী হইতে হইলে উক্ত রাশীকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কবীরপন্থিদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত পাণ্ডিতেরাও তাহার সমুদয় অধ্যয়ন করেন না। তাঁহারা কেবল কতিপয় শাপি, শব্দ, রেখতা এবং বীজকের অধিক কামাশিক্ষা করেন, এবং বিচার উপস্থিত হইলে সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ দেন। কবীরের সহিত রামানন্দ ও গৌরবানন্দ প্রভৃতির বিচার বিষয়ক গ্রন্থের নাম গৌণী, এবং কবীরের সময়ে মহান্দদের জীবিত থাকে, সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও মহান্দদের গৌণী নামে এক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। সম্যক পারদর্শী হইলে পরে এসকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অধিকার জন্মে, এবং সে সুখ মিধান, সমস্ত গ্রন্থের কুক্ষিকাক্ষর, এবং বোধ মূলতঃ ও সুগম শব্দে লিখিত হইয়াছে, তাহাও যে যে শিষ্যের পাঠ সমাপ্তির কাল নিকটবর্তী হয় তাহারাই শিগগিতে পায়।

পূর্বেক্ত বীজক কবীরপন্থিদিগের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ছুই বীজক আছে। এই ছুই গ্রন্থের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিত্ত কিঞ্চিত্ত মূল্যার্থিক আছে। কবীরপন্থির কছেন এই উভয়ের মধ্যে যে গ্রন্থ বৃহত্তর, তাহাই স্বয়ং কবীর কাশীর রাজাকে কহিয়াছিলেন। আর উগদাস নামে যে কবীরের এক জন শিষ্য ছিলেন, তিনিই অন্য বীজক সংগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ বাছল্যরূপে প্রচলিত আছে, ইহাতে কবীরের নীরমত প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা আর আর মতের নিন্দাবাদই অধিক। আর তাহাতে তাঁহার নীরমতের

বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উক্তি আছে, তাহাও একপ অস্পষ্ট ও উৎকট শব্দে লিখিত যে তাহার অর্থ নিশ্চয় করা অতিশয় দুষ্কর। এ প্রভৃতির যে প্রকার ভাব ও তাহার ভাব যে প্রকার অস্পষ্ট তাহা এই পঞ্চাল্লিখিত কতিপয় বচনের ব্যঙ্গল। অনুবাদ পাঠে কিঞ্চিৎ বোধ হইবে, যথা।

প্রথম রমেনি — অন্তর*। জ্যোতিষ্ক, শব্দ †, এবং এক স্ত্রীণু হইতে ব্রহ্মা, হরি, ও ত্রিপুরারির জন্ম হইয়াছে। তাঁহার শিব ভবানীর অনেক প্রান্তিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আপনায় আদায়শী-ভ্যাত নছেন। তাঁহারদিগের এক নিবাস বাণী প্রস্তুত হইয়াছে। হরি, একা ও শিব এতিন জন প্রবান মানুষ, তাঁহারদিগের প্রাত্যহকের এক এক গ্রাম আছে। তাঁহার ব্রহ্মার অণু ও খণ্ড সকল নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং বহুদর্শন ও ৯৬ প্রকার পাশু সৃষ্টি করিয়াছেন। গতে থাকিয়া কেহ বেদাধ্যয়ন করে নাই, এবং মোসলমান হইয়াও কেহ ভূমিত হয় নাই। এই রমণী গর্ভভার হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ শোভায় স্বীয় শরীর শোভিত করিয়াছিলেন। এক বংশে আমার ‡ ও তোমারদিগের † জন্ম হইয়াছে, এবং এক প্রাণ আমারদিগের উভয় পক্ষকে সজীব রাখিয়াছে। এক জননী হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমারদিগের যে ভেদজ্ঞান সে কি প্রকার জ্ঞান? এট এক মূল হইতে যে কত প্রকার জীবপ্রবাহ হইয়াছে তাহা কেহ জানেনা; এক রসনার কি প্রকারে তাহার বিস্তার করিতে পারে। দশ লক্ষ জিহ্বা থাকিলেও মুখেতে তাহ

ব্যক্ত করা যায় না। কবীর বহিঃশব্দেহন আমি মনুখোর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া শিঃকার করিয়াছি, কারণ রাম নাম না জানিয়া বিশ্ব সংসার মন্ত্যুগ্রাদে পতিত হইয়াছে।

যত রমেনি — মনো ঈশ্বরের সকলকে চিত্তেছেন। তাঁহার বর্ণ কি? রূপ কি? এবং অবয়বই বা কি প্রকার? আর কোন দার্শনিক তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে? প্রকার কি? হার আদি সৃষ্টি করে নাই, অতএব আমি কিরূপে তাঁহার বিষয় লোপন করিতে পারি? তুমি কি কহিতে পার কোন মূল হইতে তাঁহার উৎস হইয়াছে? তুমি তাহা জানেন, চক্ষু নহেন, সূর্য্য নহেন। আমি তাঁহার কি নাম দিব কি বর্ণনাই বা করিব। তাঁহার নিকট দিব্য নাই, সক্তি নাই, জাতি নাই, পথিব্য নাই। তিনি গণ শিশুর মত করেন। একদা তাঁহার সর্বপের ফুলিঙ্গ নামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আমি তাহার ভাষা হইয়াছিলাম, অর্থাৎ গেট অনন্য প্রয়োজন পূন পুরুষের পাত্রী হইয়াছিলাম।

যটপক্ষাশ্বমশক - আমরা আলি ও রাম উভয়ের সন্তান; অতএব তাঁহারদিগের ম্যায় আমারদিগের সকল জীবদে দয় করা উচিত। তুমি জীবের রক্ত পবির বল, অর্থাৎ আপনিত প্রাণি হনন করিয় রক্তপাত কর তুমি যে সকল ধর্ম্মের গর্ভ কর, তাহার অনুষ্ঠান কমপাি কর না। ইচ্ছাচৈ মন্তক মুগুস, মাটীক প্রথম, নদীতে অবগাহন করিলে কি ফলোদয় হইবে? যখন মন্ত পাঠে কালে বা মন্ত্রা ও মদিনা তাঁই ব্রহ্মকালো তোমার অন্তঃকরণ প্রবন্ধনার আলোচনাতে অনু রক্ত থাকে, তখন মুখ প্রকাশন এবং যান, জপ ও দেব বিগ্রহ প্রণাম কি উপকার হইবে? হিন্দুর একমতাকার মোসলমানের রম্জানের উপবাস করে। আর আর মাস ও দিনো সৃষ্টি কি অন্য কেহ করিয়াছে যে তুমি একের পুণ্য স্বীকার করিয়া আর সকল অগ্রাহ কর? যদি বিশ্ব কর্তা কেবল মন্দির মধ্যে স্থিতি করেন, তবে বিশ্ব সংসার কাহার নিকটন? রামকে

* অন্তর।

† ঈশ্বরের জ্যোতীরূপ।

‡ যে আমি মশ বার। তাঁহার বরূপ প্রকাশ যমঃ ৭ মাত্র।

§ মাত্র।

¶ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

প্রতিমার মধ্যে স্থিত করিতে কে দেখিরাছে? এবং কোন তাঁর খাজি বা রানমন্দিরে গিয়া তাঁহাকে প্রাণ হইয়াছে! পূর্বে দিকে হরির পুরী, পশ্চিমেতে আলির পুরী; কিন্তু স্থাপনার সময়পুরী অনুসন্ধান কর. রাম ও কবীর উভয়েই তথায় আছেন। যাহারা চব্ব ও বেদের মর্গী না জানেন তাহারা এই তথ্য নিখার বলে। সর্ক বসন্তে এক পদার্থ দৃষ্টি কর, দৈব ভাবনা বসন্ত মূল্য। পুদি-নীতে গভ নর নারী জন্মগত কালার ও স্বভাব তোমা হইয়া উঠে নাকে। এই পিখ যাহার সমস্যা এবং আখিরামের সমস্যাতে বা যাহার সমস্যা তিনিই আমার গুরু. তিনিই আমার গুরু।

উনযোক্তিক পদ - এমনগরের - কে। জোয়াশ - ক?। অন্যতুত নামে ৭ আছে, গুণ ৩ ৩ বা ৩৩ করে। তিন মূর্খিক ও হৈল নোকা, বিভূষণ, তোরী করণার। ভেকপ ধগনে নিরঃ যায়, সর্গ হাজার রক্ষা করে। রবেতঃ সম্মান হয়, বিষ্ণু সৌভী বদ্ধা পাবে। (৩) এক বৎসর আছে, দিনে তিনবার ছুঁক দেয়। শূণ্য; লেগে যাওয়ার ৩০ হারে। কবীরের ৩০ জামিন ১৫ জামক কে বা?

পুঙ্খোক্ত সুখনিধান এই হইতে কবীরের মত এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া ঘাইতে পারে! কবীর পত্র মগের এইরূপ বোধ আছে যে কবীর আপনায় প্রধান শিষ্য দশদাসকে এই গ্রন্থ করেন, এবং তাঁহার প্রথমশিষ্য ক্রতগোপাল তাহা সংগ্রহ করেন।

যদিও কবীরপাত্রের উপাসনা বিষয়ে বিজ্ঞদিগের সংশয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি কিছুদূর পর্যন্ত যে তাঁহারদিগের মধ্যে উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার শূন্য নিশ্চয় অনুপিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারদিগের এবং বিষ্ণু প্রধান পুরাণের মত মন্দির পর্যন্ত একই প্রকার। 'তীক্ষণা বিষ্ণু প্রকী' এক মন্তে পদমেম্বারের সহ্য স্বীকার করেন, এবং এই বেদমন্তে নিরুদ্ধ হাকা করেন যে ঈশ্বর সাক্ষ্য ও সন্তান। তাঁহার পাণ্ডে জ্ঞাতক শরী, ও হিগু বিষ্ণু জন্মকরম্' আছে। তিনি সম্বন্ধিতমান্ ও অনির্ঘট নাম পরিশুদ্ধ স্বরূপ। তিনি মনুষ্যের মত দেখা আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন, এবং বৈষ্ণবধীন সর্কপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের মতই তাঁহার কিছু বিশেষ নাই। কবীরপাত্র নাম "অর্থাৎ সাধু" হইত লোকে তাঁহার অনুরূপ করেন, এবং গগলোকে তাঁহার সম্মান ও সতর্কারী হইয়া পরম স্বধ সন্তোষণ করেন। তিনি এবং সন্তরা তাঁহার শরীর গভ জড় পদার্থ আদ্যন্ত শূন্য নিত্য স্বরূপ। যজ্ঞপ শাখা পঞ্জবদি রক্ষের অংশ সকল বীজের অন্তর্গত থাকে, এবং শরীরের রক্ত মাংস আছি চর্ম্মাদি অংশ সকল শুক্রের অভ্যন্তরে স্থিত করে, শুক্রপ জগতের সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্বে অব্যক্ত রূপে ঈশ্বরের শরীরে অন্তর্ভূত থাকে। এত কারণ বশতঃ এবং নর ও ঈশ্বরের স্বরূপগত অভেদ বাদপ্রযুক্ত প্রকার মত প্রচার হইয়াছে যে নর ও ঈশ্বর উভয়েই সমভাবে জগতের সকল বস্তু হইয়াছেন। কোন কোন লম্পু দায়ের লোকেরা এতাবৎ বাক্যের যথাক্রম স্বার্থ

- ১ শরীর।
- ২ মনুষ্য।
- ৩ বসু আশা উপরেকপ প্রসিদ্ধি।
- ৪ জামা সাংসারগণের মনুষ্য।
- ৫ পদার্থ।
- ৬ পদার্থ।
- ৭ মনুষ্য।
- ৮ মনুষ্য পদার্থ।
- ৯ পদার্থ।
- ১০ মনুষ্য।
- ১১ মনুষ্য।
- ১২ মনুষ্য।
- ১৩ মনুষ্য।
- ১৪ মনুষ্য।
- ১৫ মনুষ্য।
- ১৬ মনুষ্য।
- ১৭ মনুষ্য।
- ১৮ মনুষ্য।
- ১৯ মনুষ্য।
- ২০ মনুষ্য।

কবীর পত্রের এক মতম্ মাধোক্তক পক্ষে লেগে তাৎপৰ্য্য প্রতিপন্ন করে, এতাবৎ হৈল। কিন্তু তথ্য হইতে তাহার মতম্ অর্থ হইয়া যায় না।

প্রকাশ করিয়া পদার্থান্তরের সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু কবীর পন্থিরা ইহার এই মাত্র সংস্পর্শে অস্বীকার করেন যে আদৌ সংসারের সমস্ত বস্তু কতিপয় নামান্য ভূতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে তাহা হইতে সনমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর ৭২ ব্রহ্মপর্ষাণ্ড* একাকী থাকিয়া তাঁহার গনকারণ সংসার সৃজনের ইচ্ছা হইল। সেই মতভী ইচ্ছা পরিণামে এক স্ত্রী রূপা হইল। তাঁহার নাম মায়ী, তাঁহা হইতে মনুষ্যের যাবৎ জন্ম উৎপন্ন হইল। তিনিই প্রকৃতি, শক্তি বা আদিভবনী। পরম পুরুষ তাঁহার সহিত সন্তোষ কারিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উৎপাদন করেন। অনন্তর সেই পরমপুরুষ অবস্থিত হইলে মায়াদেবী জন্মণঃ স্বকীয় পুত্রদিগের সন্যাসবর্জিনী হইতে থাকেন, এবং তাঁহারদিগের কর্তৃক আপন্যার জাতি কুল চরিত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহেন— আমি নিরাকার, নরনাশীত, ও সর্বোদম যে মহাপুরুষ তাঁহার পত্নী। ইহা বলিয়া তিনি বৈশ্য মতানুসারে পরম পুরুষের বর্ণনা করেন। তিনি কহেন আমি এককণ্ঠে স্বতন্ত্রা হইয়াছি, তোমারদিগের যাদুশ শব্দে আমার ও তাদৃশ, অতএব আমি তোমারদিগের সুযোগ্য সঙ্গিনী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সন্দ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্য সহসা স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু মায়াদেবীকে কতিপয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত করেন, কিন্তু তদুত্তরে কবীর পন্থিদিগের বিশেষ আশ্রয়ণী হইলেন। মায়ী তখন মহামায়ী রূপে আপবিত্তা হইয়া নিজ পুত্রদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহার ও স্ব স্ব ভীকৃ শব্দে প্রযুক্ত আশ্রয় বিস্তৃত হইয়া মায়ার মতে সম্মত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাহাতে তাঁহার ভিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও উমা। পরে তিনি ব্রহ্মাদি তনরদিগের সঙ্গে তনয়াদিগের বিবাহ দিয়া জ্ঞানামুখীতে অবস্থিত

করেন, এবং তাঁহারদিগের ছয় জনের উপর বিশ্ব সৃজন ও স্বোপদিষ্ট বিবিধ প্রকৃতির জন্মাত্মক জ্ঞান ও ত্রাত্তিমূলক কর্ম্যানুষ্ঠান জ্ঞান করিবার জ্ঞানোপদেশ করেন।

কবীর পন্থিরা আপনাদিগের প্রেম মায়ার অমতঃ স্বভাব ও দোষাশ্রিত আচরণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে মায়ার একতাপে বলিয়া তাঁহারদিগের পূজা ক্রমে অপ্রকাশ করেন। এমতে কবীরের স্বকণ্ঠে প্রকাশিত করাই সকল কার্মের মূল তাৎপর্য। কিন্তু সর্বসকল দেবতা ও তত্ত্বপাসক সকল এবং মৌলমানেরা কেবল সে মূলতত্ত্ব জানি প্রাপ্ত হয় নাই।

সকল জীবদেহী জীবাত্মা সমান পাপ চর্চাতে এবং মনুষ্যের অন্য অন্য দোষ হইতে মুক্ত হইলে যেহেতু মায়ার কোমল প্রকারেই ধারণ করিতে পারে। জীবাত্মা সে পর্ষাণ্ড না জানিতে পারেন সে কেবল হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে সে পর্ষাণ্ড নাম প্রকার যোনি ভ্রমণ করেন। যৎকালে নক্ষত্র পতন অর্থাৎ উল্লাসপাত হয়, তৎকালে তিনি কোন গ্রহচরিত্র অগ্রসর করেন। স্বর্গ নরক মায়ার কার্য। অতএব তাঁহার ব্যাবিক মতঃ। কিন্তু মায়াকে স্বর্গ মৌলমানেরা বিহ্বল বলে, তাহা স্বভবঃ এই পৃথিবীর স্রষ্টা, এবং নরক ও জাহান্নাম পৃথিবীরই স্রষ্টা। কবীর পন্থিদিগের নীতি শাস্ত্র অতি সংক্ষেপ, কিন্তু অক্ষপটে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে সংসারের তত্ত্ব বুঝিতে সম্ভাবনঃ। ইঞ্জর সীমিত দিয়াছেন, অতএব সে সীমনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম, সুতরাং সর্জীব শরীরের রক্ষণাত্মক করা অতি প্রধানের কুর্ম। সত্য্যচরণ আর এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কারণ মূলীভূত সত্যঃ হইতে ইঞ্জর স্বকৃপণ অজ্ঞান ও সংসারিক যাবৎ জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিধিত বটে, কারণ গার্হস্থ্য আত্মার আশা, ভয়, কামনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও শান্তি লাভের ব্যাঘাত জন্মে, এবং অবিপ্রাণে নর

* কবীর পন্থিরা ৭২ ব্রহ্মপর্ষাণ্ডী পুংঃ পুংঃ স্ত্রীঃ হিতি প্রলয় স্বীকার করেন।

ও ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তার নিদারণ হয়। অন্য অন্য সমস্ত হিন্দু উপাসকাদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে গুরু ভক্তি ইহাঁরদিগেরও যৎপরোনাস্তি শ্রেষ্ঠ সাধন*। তবে কবীরপন্থিদিগের বিশেষ এই যে তাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে গুরুর মতামত ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ কবীরের এবিধের ভূরি ভূয় শাসন আছে। শিষ্যের দোষ ভইলে গুরু তাঁহাকে জন্ম-নামি করিতে পারেন। একই তাঁহার পার্শ্ব-রিক দণ্ড পিছার আধকার নাই। যদি অপকর্মী শিষ্য তাহাতে শাস্ত না হয়েন তবে গুরু তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাহাতেও প্রতীকার না হইলে তাঁহাকে বাহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যদিও কোন প্রত্যক্ষ বস্তু উপাসনার বিধি না থাকিতে অধর্ম ভারতবর্ষ মধ্যে সাধারণ রূপে ব্যাপ্ত হয় নাট, তথাপি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং ইহা হইতে তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছে। কবীর পন্থিরানান্যভাবে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এইরূপে তাহারদিগের অন্যান্য দ্বাদশ শাখা সৃষ্টি করা যায়। এই দ্বাদশ শাখা প্রবর্তকদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা

১—ক্রম গোপাল দাস। তিনি সুখনিধান রচনা করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা বারাণসীর চৌর, মগরের সমাধ, এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার আখড়া এই কয়েক স্থানের উপর অধ্যাক্ষতা করেন।

২—ভগোদাস। তিনি বীজক রচনা করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা ধনৌতি নামক স্থানে অবস্থিত করেন।

৩—নারায়ণ দাস, ও

৪—চুরামন দাস। তাঁহার উভয় পক্ষদিকে নামক এক জন বণিকের পুত্র। তিনি মগের রণোজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

পরে কবীরের মতানুবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পুরের নিকট বঙ্কো নামক স্থানে স্থিত করিতেন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে তাঁহার বংশোদ্ভব মহন্তদিগের মঠ ছিল। তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের নাম বংশগুরু ছিল। নারায়ণের বংশলোপ হইয়াছে, এবং চুরামনের বংশও ভুক্ত হইয়াছে।

৫—জগোদাস। কটকে তাঁহার গদি আছে।

৬—জীবন দাস। তিনি সৎনারি সং প্রদায় সংস্থাপন করেন। এ সম্প্রদায়ের বিধয় পরের কোন পত্রিকাতে লিখিত হইবেক।

৭—কমাল। বোহাই মগের তাঁহার স্থান ছিল। তাঁহার মতানুবর্তী লোক সকল বোহানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এপ্রকার জন স্রষ্টা আছে যে কমাল কবীরের পুত্র। কিন্তু ইহার প্রমাণ কেবল এক মাত্র লোক প্রসিদ্ধি বচনঃ।

৮—ভক্তশালি। তিনি বারোহানামক স্থানে অবস্থিত করিতেন।

৯—জানি। তিনি সহজ্রামের নিকট মন্দির গ্রামে স্থিত করিতেন।

১০—সাহেব দাস। তিনি কটকে অবস্থিত করিতেন। অন্য অন্য পাখার সন্নিহিত তাঁহার শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকিতে তাঁহারা মূলপন্থি নামে এক সম্প্রদায় বিশেষ হইয়াছেন।

১১—মিত্যানন্দ।

১২—কমলনাদ। মিত্যানন্দ ও কমলনাদ দক্ষিণাত্যের স্থান বিশেষে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

এসমস্ত ব্যক্তিরেকে কবীর পন্থিদিগের হংস কবীরি, দানকবীরি ও মঙ্গল কবীরি নামে কতিপয় শাখা আছে।

কবীরপন্থিদিগের পুরোক্ত সমুদয় স্থানের মধ্যে বারাণসীর কবীর চৌর সর্ব প্র-

* = জানি করিয়াছেন
 * কবি ভক্ত ভগবৎ পর ১৩ন্যায় বণু এক।
 ভক্তি, ভক্ত, ভগবৎ ও পর এক টারি নাম মাত্র। কিন্তু এক পদার্থ।

ই তুয়া বংশ ভবীকাক মো উপজা পুত কমাল।
 বংশ কবীরের জমান নামক পুত্র হইল, তাঁরই তাঁহার বংশ লোপ হইল।

খান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং তৎ সম্পূ-
 দ্যার ও তাদৃশ অন্য অন্য সম্পূ দায়ের উদা-
 সীনের। তথায় সৰ্বদা গমন করেন। যদিও
 মধ্যে মধ্যে বৈষয়িক লোকের দান ব্যক্তি-
 যোগে তথাকার আয়ের অন্য কোন বিশেষ
 উপায় নাই, তথাপি উদাসীন দর্শকেরা
 যাবৎ কাল সে স্থানে অবস্থিত করে, তথা-
 কার মহন্ত তাবৎ তাহারদিগকে যত্ন পূৰ্বক
 আহার প্রদান করেন। বজ্রবস্ত্র সিংহ এবং
 তাঁহার উত্তরাধিকারী চৈত্রসিংহ মাসিক
 রুত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা
 চৈত্র সিংহ কবীর পত্নিদিগের সংখ্যা নিকপণ
 করিবার মানসে কাশীর নিকট এক মেলা
 করেন, তাহাতে তৎ সম্পূ দায়ী ৫৫০০০ উ-
 দাসীনের সমাগম হয়। জারতবয়ের প-
 ত্নিন ও মধ্যভাগে কবীরপত্নিদিগের দম্ব-
 ত্রভী ও বৈষয়িক ভূরি ভূরি ব্যক্তি বাস করে,
 কিন্তু তাহার নিকপত্র লোক। তাহার-
 দিগের উদাসীনেরা অন্য অন্য উদাসীনের
 নার ছুরত স্বভাব নহে, এবং কদাপি ভিখন
 পর্যটন করে না।



সংক্ষেপত্রকোপাসনা

মোনেহোচৌ মোন্দুবোধিবং ভুবনবাবিবেশ ।
 যতবধি যোবনলভিত্বু ভকৈমেবায় মযোনমঃ ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।
 আনন্দরূপমমৃতং বহিভাতি ।
 শাস্তং শিবমম্বৈতং ।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের
 কর্তা, যিনি তাবৎ স্বৰ্গ দুখের নিরস্তা, যিনি
 আমার দেহের ও আত্মর এবং সমুদয় সৌ-
 তাপের কারণ, এবং স্বাধির অঙ্গম সমুদয়ের
 অন্তরাজ্য করেন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান
 স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয়
 হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই
 মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি ।

শ্রুতিঃ ।

সপর্যগাচ্ছক্রমকায়মত্রণমস্মা
 বিরং শুদ্ধমপাবিক্রং । কবি
 স্বর্নীবী পরিতঃ স্বযন্তুর্যথাতথ্য
 তোধান্ ব্যদধাচ্ছান্তীত্যঃ সমা-
 ভ্যঃ । এতস্মাজ্জ্যবতেপ্রাণোমনঃ
 সর্বেন্দ্রিয়াণি চ । ধ্বং বায়ুর্জ্যো-
 তিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ।
 ভবাদস্যায়িত্তপতি ভবাত্তপতি
 সূর্য্যঃ । ভবাদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ম-
 ত্যুক্তাবতপক্রমঃ ॥

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাশ্রা সৰ্ব্বব্যাপী
 সৰ্ব্বায়বহীনঃ সৰ্ব্বপাপবিবিক্তিতোবিশুদ্ধঃ
 সৰ্ব্বশ্রঃ সৰ্ব্বাত্ম্যবানী পরাং পরোনিত্যঃ স্বপ্র-
 কাশঃ সসৰ্ব্বাভাঃ প্রেক্ষাতোযথোচিতং স্বধা-
 য়ং চিরং বিচিতবান্ । তস্মাৎ পরমেশ্ব-
 রাৎ প্রাণমনঃসকৈন্দ্রিয়াণি আকাশবাধজ্যো-
 তিঃ পয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎ-
 পন্ন্যন্তে । তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নিঞ্চ লভি
 সূর্য্যস্তপতি মেঘাবর্ষতি বায়ুর্কলতি মৃত্যুঃ
 সঞ্চরতি সধোঃ পদুতং ।

সৰ্বব্যাপী, নিরবয়ব, সৰ্বপাপশূন্য,
 বিশুদ্ধস্বভাব, সৰ্বশ্র, সৰ্বাত্ম্যবানী, পরাৎ-
 পর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সৰ্ব
 কালে প্রেক্ষা সকলকে যথোপযুক্ত স্বৰ্গ দুঃ
 বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ,
 মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু,
 জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চলচর সৃষ্ট
 হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্ত
 মত অগ্নি প্রস্থানিত হইতেছে, সূর্য্য উদ্ভাণ
 দিতেছে, মেঘ বাণিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু
 সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করি-
 তেছে।

স্তোত্রং ।

ওঁ নমস্তে সতে তত্ত্বগৎকারণায় ।
 নমস্তে চিতে সৰ্বলোকাজায়ায় ॥

নমোহৈষেতত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় ।
 নমোত্রৈলোকে ব্যাপিনেশাশ্বতায় ॥
 ত্রমেকং শরণ্যং ত্রমেকংবরণ্যং ।
 ত্রমেকং কগৎপালকং সুপ্রকাশং ॥
 ত্রমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্জ্জ ।
 ত্রমেকং পরং মিত্তলং নিক্সিকণ্ণং ॥
 তরানাং তরং ভীষণং ভীষণানাং ।
 গতিঃ প্রোধিনাং পাদনাং পাবনানাং ॥
 মহোচ্চৈঃ পদানাং নিরন্ত্রুত্রমেকং ।
 পল্লব্যাং পরং সক্ষণং সক্ষণানাং ॥
 বয়ন্তাং স্বাধোমোবয়ন্তুস্ত্রাজানাং ।
 বয়ন্তুঃ স্বপৎসাক্ষিকপ্পং নমামঃ ॥
 সত্বেকং নিধানং নিরালয়মাশং ।
 তবাত্তোষিপোতাং শরণ্যং ত্রজাষং ॥

প্রার্থনা ।

কে পরমাছন্ন । মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিবা এবং দূর্ভাগি হইতে বিরত রাখিবা । তোমার নিগম পালনে আমাদিগকে বয়সীল কর । এবং প্রজ্ঞা ও প্রতি পূর্বক অহরহ কোমার অপার মলিনা এবং পরম মঙ্গল ও নিৰ্গলানন্দস্বরূপ চিত্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, বাহ্যভে জনৈ নিত্য পূর্ণ স্বপ লাভ করিতে সমর্থ হই ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ইতি সত্বেকপত্রমোপাসনান্‌প্রকরণং ।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ঐযুক্ত হারিন্দোহন সেন মহাশয় জন্মসমের কৃত ইংরাজী "ডিকশনারি" গ্রন্থ এক খণ্ড ও "ব্রিটিশ এ্যাসোসিট" গ্রন্থ এক খণ্ড, এবং ঐযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় "হিটরি ক্যাল ইন্স্‌ট্র অব দি মিশনন্স অব দি ইউনাইটেড ব্রেডেন" নামক গ্রন্থ এক খণ্ড এই সভাতে দান করিয়াছেন ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে দস্তোরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম কাপে রক্ষিত হইবে, এবং তদুপায় সভার বহু উপকার কৃত হইবেক ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।



বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাবন্ধে যিনি বা-
 কলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভি-
 লাভ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে
 উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংল-
 ত্তীর উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত
 আছে, তাহার মূল্য প্রতি স্কিম হয় টাকা ।
 যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে
 তিনি উক্ত কার্যালয়ের অধ্যক্ষ করিলে পা-
 ইতে পারিবেন ।

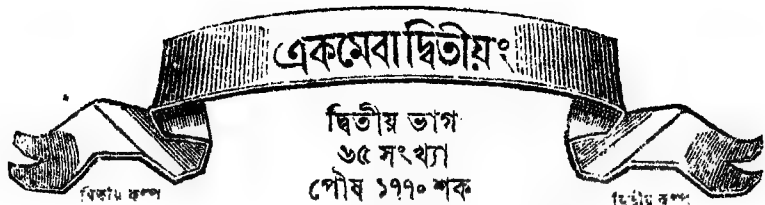
শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

বাহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হই-
 বার মানস করেন, তাহার পত্র দ্বারা জানা-
 ইবেন ।

শ্রীমূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে
 হোড়ানীকোষিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-
 তে প্রতি সপ্তাহ প্রকাশিত হয়—স্বাক্ষরকৃত প্রকৃত
 ৭ অগ্ন্যয়ণ, ১৯০৫ । কলিকাতা ৫২৫২ ।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সাহায্যে প্রকাশিত। পিকা কলেজের অধীনস্থ। কলিকাতার প্রিন্টারি।
 অর্থ পরাধনা ও মন্ত্রণার অধীনস্থ।

পাঠ্যে সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য বস্তুনিবাক্যে

সপ্তমং সূক্তং

স্বদেশে পত্রিকা: দ্বিতীয় পত্রিকা:
 ইন্দ্রোদেবতা

৩৪৪

১৬ শব্দভিঃ পোপুথিত্তির্জগা-
 য় নানদত্তিঃ শাশ্বসত্তির্জনানি ।
 সনোহিরণ্যরুথং দ্বং সনাবান্ সনঃ
 সনিতা সনষে সনোহদাৎ ।

১৬ 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'
 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'
 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'
 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'
 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'
 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং' 'সপ্তমং'

১৬ শব্দ ভকগানতর ও ঠ শব্দ ও হেবা
 শব্দকারী এবং উর্দ্ধাসমূহ অধের ধার। ইচ্ছ
 শব্দ সর্গীয় ধন সর্গদা অর করিয়াছেন।
 কল্প বিশিষ্ট ও ধনসাতা সেই ইচ্ছ আমার

দিগের সন্তোষের নিমিত্তে সুবর্ণ নিশ্চিত রথ
 দান করিয়াছেন।

গায়ত্রী চন্দ্র:
 অশ্বিনীকুমারোদেবতা

৩৪৫

১৭ আশ্বিনাবস্থাবতোষা যাত্তং
 শবীরগা। গোমন্দসুহিরণ্যবৎ।

১৭ 'হে' 'আশ্বিনা' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী'
 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী'
 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী'
 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী'
 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী' 'আশ্বিনী'

১৭ হে বহু অশ্বসূক্ত অশ্বিনীকুমার ধর!
 প্রেরিত অম্বের সতিত তোমর। এই কন্দেতে
 আগমন কর। তোমারদিগের প্রসাদে
 আমারদিগের গৃহ বহুগোহিরণ্যমুক্ত হ-
 উক।

৩৪৬

১৮ সমানযোজনোহি বাৎ র-
 খোদসুাবমর্ত্যো। সমুদ্রে অশ্বি-
 নেযতে।

১৮ 'হে' 'সমো' 'অশ্বিনা' 'অশ্বিনী' 'সাম' 'সুদেহে':
 'সমানযোজনো' উভদ্বোরেরকরখারতজ্ঞানসকলবসুধক

সং' রথঃ' 'হি' মজ্জাঃ' 'অমঠাঃ' অপ্রতিবর্তগতিঃ অঃঃ
'নমুদু' অম্বরীকে অপি' উৎথে' গচ্ছতি।

১৮ হে অশ্বিনীকুমার দয়। একরথাকৃ
থে তোমরা, তোমারদিগের উভয়ের রথ অনি-
বারিতগতি প্রযুক্ত আকাশেও গমন করে।

৩৪৭

১৯ ন্যায়স্য মূর্দ্ধনি চক্রং রথ-
স্য যেমথুঃ। পরিদ্যামন্যদীয়তে।

১৯ হে অশ্বিনীকুমার দয়। তোমার
চক্রের মূর্দ্ধনের উপরে রথের এক চক্র
নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ, অন্য চক্র ছ্যলো-
কের উপরে গমন করিতেছে।

উদ্বোধনবাক্য

৩৪৮

২০ কস্ত উবঃ কথপ্রিয়ে ভজে
নস্তোঁ অমস্তোঁ। কংনকসে বি-
ভাবরি।

২০ হে 'কথপ্রিয়ে' 'কথপ্রিয়ে' 'অমঠো' মরণব
তিসে' উভা' উৎকালান্তিমানে দেহতে' তে' ভব
কৃতে' ভোগাঃ 'অষ্ঠাঃ' মনুয়াঃ 'ক' মমর্থাঃ বিদ্যতে। হে
'নিত্যারি' বিশেষপ্রত্যয়কে উদ্বোধন ভোগোচিত
ভোগে' নাতুঃ 'ক' পুত্রহঃ 'নকসে' প্রাধোষি ন
'তোপ' মনুয়াঃ মমর্থাঃ ইত্যর্থঃ।

২০ হে স্তুতিপ্রিয়, মরণ রহিত, উৎকাল-
ান্তিমানে দেবতা! তোমার, ভোগ্য সামগ্রী
প্রদান করিতে কোন মনুষ্য শক্তি হয়? হে
বিশেষ প্রভাত্যুক্ত উদ্বোধন! তোমার ভোগ
দান করিতে কেহ সমর্থ হয়না।

৩৪৯

২১ বযং হি তে অমম্বাহান্তা-
দাপরাকান্। অশ্বেন চিত্রে অ-
রুষি।

২১ হে 'অবে' ব্যাপনশীলে' 'চিত্রে' চায়নীবে' 'অ-
রুষি' অরোচনানে উৎকালান্তিমানে দেহতে' তে'
ভব স্বরূপঃ 'আহাঃ' 'হমাপপর্ভায়ঃ' 'আপরাকান্'
দূরপর্যায়তা' 'বযং' মনুয়াঃ 'ন' 'অমম্বাহি' 'বোদ্ধঃ'
মমর্থাঃ 'হি' প্রদিক্শঃ।

২১ হে ব্যাপনশীল, বিচিত্র, অস্পষ্টভা-
বিশিষ্ট উৎকালান্তিমানে দেবতা! 'নিকট
হইতে বা দূর হইতে আমর; তোমার স্বরূপ
জানিতে পারি না।

৩৫০

২২ স্বং ত্যোত্রিরাগহি বাজে-
তিদুহিতর্দিবঃ। অশ্বেন রুথিং নি-
ধারয়। ১১২। ৩১।

২২ হে 'নিবঃ' ব্যুদেবতাস্য' সুধিতঃ' পুত্রি উদ্বো-
দেবি' 'ভোগিঃ' উঃ' 'হাজেতি' 'অইঃ' সহ 'অ' 'আ
'হি' 'আগচ্ছ'। 'অশ্বে' অমরণ 'রুথিং' মনুঃ 'নিধা
রয়' 'নিকর' 'ব্যাপন' ১১২। ৩১।

২২ হে ছ্যুদেবতার পুত্রি উদ্বোধন!
তুমি সেই সকল অমের সহিত এই যজ্ঞ স্থানে
আগমনকর, এবং আমারদিগের নিধিতে
ধন স্থাপন কর। ১১২। ৩১।

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে
প্রথমং সূক্তং

হিরণ্যত পুত্রিং কগতীহম্বঃ
অধিদেবতা

৩৫১

১ স্বময়ে প্রথমো অধিরাগধি-
র্দেবোদেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবযোবিদ্যুনাগসো-
জাবন্ত মরুতোভ্রাজদক্ষয়ঃ।

১ হে 'অগে' 'অ' 'প্রথমঃ' 'আগ' কার্ভবঃ 'আ-
ধিরসাম্য' 'অধীপাঃ' 'অনকজাঃ' 'অধির' 'ইতি' 'নামকঃ'
'করিঃ' 'অম্বরা' 'ভোগ' 'দেবঃ' 'ক' 'দেবানাঃ' 'শিবঃ'
'পোক্তমঃ' 'পুত্রঃ' 'অভবঃ'। 'তব' 'অনীবে' 'ব্রতে' 'কর্ভবি

* অধিরাগধির পুত্র।

কবচ' মেধাবিনঃ' বিষয়াশ্রমঃ' জ'তনশ্রীঃ' ভূ-
নৃত্যঃ' দীপ্যমানবিদ্যাঃ' মনুভঃ' মনুভঃ' মনুভঃ' মনুভঃ'
'অজ্ঞান' আগন্তবঃ।

১ হে অগ্নি! তুমি সকলের আদি। তুমি
আক্লিরস ঋষিদিগের উৎপাদক এনিমিত্ত
আক্লির নামক ঋষি হইয়াছ। ও দেবতা হইয়া
দেবতাদিগের শোভন সার্থ হইয়াছ, তোমার
কম্পেতে মেধাবী, জাতকর্ম্মা, দীপ্যমান মনু
ধারী মনুদেবতা সকল আগন্ত হইয় ছেন।

৩৫২

২ স্বমগ্নে প্রথমে অক্লিরস্তমঃ
কৃবির্দেবানাম্পরিভূষসি ব্রতং ।
বিভূর্বিষ্বশ্চৈ ভুবনায বেধিরে-
দ্বিগ্নাতা শ্বযঃ কতিখাচিদাযবে ।

২ হে 'অগ্নে' 'জ' প্রথমঃ 'অক্লিরস্তমঃ'
অতিশয়েন অক্লিরাজুতঃ 'কবিঃ' মেধাবী মনু 'দে-
বানাং' অনেমানঃ 'ব্রতং' তমঃ 'পরি' মনুভঃ 'দুমসি'
অলঙ্কারিঃ। কীদৃশ কৃৎ 'বিগ্নাতা' ভুবনাস 'মনুভানাং'
লোকানাং 'অনুগ্ৰহ' 'বিদ্যা' 'বক্ত' 'বিদ্য' 'মেধিঃ'
মেধাবানু 'বিদ্যাঃ' 'যতোর' 'গোলাস' পরঃ 'আগ্নে'
মনুভাঃ 'কতিখাচিৎ' কতিখিঃ লোকাবে মনুভ
'গুঃ' লয়ানি।

২ হে অগ্নি! তুমি সমস্ত লোকের অনুগ্রহের
নিমিত্ত বহু প্রকার, মেধাবী, ও অরণী হইতে
উৎপন্ন হইয়াছ, এবং মনুভ্যের নিমিত্ত নানা-
প্রকারে সর্ষভ বর্তমান আছ, তুমি প্রথমে
অক্লিরা নামক ঋষি হইয়া এবং মেধাবী হ-
ইয়া দেবতাদিগের কর্ম্ম অলঙ্কৃত করিতেছ।

৩৫৩

৩ স্বমগ্নে প্রথমোক্তরিশ্বন-
আবির্ভব সূক্তভূষা বিবশ্বতে ।
আরেজৈত্যাং রোদিসী হোতুবুর্ধো-
সম্বোভারমযজোমহোবসৌ ।

৩ হে 'অগ্নে' 'হসো' নিবাসযেতো 'মাত' 'রিশ্বনঃ'
দেবতা সামান্যতঃ 'প্রথমঃ' 'সুখ্যঃ' 'আ' 'সূক্তভূষা'
শোভনকর্ম্মেভূষাঃ 'বিবশ্বতে' 'পরিচরজে' 'যজমানাং'
'আর্ষিক' 'প্রসংসেভব'। তব সামর্থ্যং বৃহী 'প্রোদ্বল্য'
দ্যাবাপৃথিবৌ 'আরেজৈত্যাং' 'আরম্পেত্যাং' 'হোতু-

সুখ্যঃ' ও তুরগপক্ষে কর্ম্মদি 'তব' 'আ' 'সুখ্যঃ'
উৎপন্নিত্বা 'হসঃ' পুত্রানু মেধানু' অথচ 'ইক্স-
নামঃ'।

৩ হে নিবাসহেতু অগ্নি! তুমি সকল
দেবতার প্রধান। তুমি শোভন কর্ম্মের ইচ্ছায়
পরিচর্যা বিশিষ্ট যজমানের নিকটে আদি
ভূত ৩৩, তোমার সামর্থ্য দেখিয়া স্বর্গ ও
পৃথিবী কম্পাবন হইল। তুমি হোতুবরণ-
যুক্ত কর্ম্মের ভার বহন করিতেছ ও পূজা দে-
বতাদিগের যজ করিতেছ।

৩৫৪

৪ স্বমগ্নে মনুভে দ্যামবাসযঃ
পুরুবসে মনুভে সুরুভরঃ । শ্বা-
জ্বেগ যৎ পিত্রোশ্ম চাসে পর্য্য। স্বা-
পূর্বননযম্মাপরং পুনঃ ।

৪ হে 'অগ্নে' 'জ' 'মনুভে' মনোহীনুকেভঃ
'স্বা' 'সুবে' 'দ্য' 'আবাসযঃ' পলাকর্ম্মাভঃ 'সাম্য' 'স্বা'
জ্বেগ' 'যৎ' 'পিত্রোশ্ম' 'চাসে' 'পর্য্য' 'স্বা'
'পূর্বননযম্মাপরং' 'পুনঃ'। 'সুবে' 'দ্য' 'আবাসযঃ'
'পলাকর্ম্মাভঃ' 'সাম্য' 'স্বা' 'জ্বেগ' 'যৎ' 'পিত্রোশ্ম'
'চাসে' 'পর্য্য' 'স্বা' 'পূর্বননযম্মাপরং' 'পুনঃ'।
'স্বা' 'সুবে' 'দ্য' 'আবাসযঃ' 'পলাকর্ম্মাভঃ' 'সাম্য'
'স্বা' 'জ্বেগ' 'যৎ' 'পিত্রোশ্ম' 'চাসে' 'পর্য্য' 'স্বা'
'পূর্বননযম্মাপরং' 'পুনঃ'। 'সুবে' 'দ্য' 'আবাসযঃ'
'পলাকর্ম্মাভঃ' 'সাম্য' 'স্বা' 'জ্বেগ' 'যৎ' 'পিত্রোশ্ম'
'চাসে' 'পর্য্য' 'স্বা' 'পূর্বননযম্মাপরং' 'পুনঃ'।

৪ হে অগ্নি! তুমি মনুভের অনুগ্রহের নি-
মিত্তে আকাশকে পৃথকর্ম্মসাধ্য করিয়াছ।
তোমার পরিচর্যাকারী পুরুব নামক রা-
জার অনুগ্রহের নিমিত্তে শোভন কলনাতা
হইয়াছ। যখন তুমি অরণি কাঠের অঙ্গণ ঘন-
ণে উৎপন্ন হও, তখন যজমানের। তোমাকে
বেদির পূর্ব দিকে আনয়ন করিয়া আঁহব-
নীয়রূপে স্থাপিত করে, পুনরায় পশ্চিম
দিকে আনয়ন পূর্বক পার্শ্বপাঠ্যরূপে স্থাপন
করে।

৩৫৫

৫ স্বমগ্নে বৃষভঃ পৃষ্টিবর্কমউ-
দ্যতসুচে ভূবসি শ্রবায়ঃ । য-

আহুতিং পরিবেদা বষট্কৃত্তিমে-
কায়ুরয়ে বিশ্রাবিবাসিনাঃ ১২।৩২

৫ কে অগ্নিঃ জ্বলং ক্রবতাঃ কামানং পরিভঃ
'পুষ্টিং ক্রবতাঃ' গজমানসঃ ধনান্যাত্মনঃ ক্রবতাঃ 'উন্নত-
নঃ' উন্নততাঃ ক্রবতাঃ ক্রবতাঃ ক্রবতাঃ 'উন্নত-
'ক্রবতাঃ' হইতে ক্রবতাঃ 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ'
'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ'
'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ'
'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ'
'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ' 'ক্রবতাঃ'

৫ কে অগ্নিঃ কামানং পরিভাঃ ও ধনান-
সিক বৃদ্ধিকারী ত্বনি উন্নত সুকৃপায়ুক্ত যজ
মানের অনুগ্রহের নিমিত্তে সম্ভ্রাণী হৃত
শ্রাবণশিক্তি হও। কে অগ্নিঃ ক্রমি উত্তমো-
ক্তয় অননুভব, যে যজমান ভোমাকে বষট্কার
যুক্ত আর্জিত সমর্পণ করে তাহাকে এবং তদ-
নুকুল প্রজাসকলকে সর্ভভোক্তার প্রকাশ
কর। ১২।৩২।

৩৫৬

৩ জ্বগ্নে বজ্রনবর্জনিং নরুং
সকৃম্ন পিপথি বিদথে বিচর্ষণে।
বঃ শরসাতঃ পরিতকো ধনে দত্তে-
ভিশিচিং সমতাং হংসি ত্ব্বসঃ।

১ কে 'বিচর্ষণে' বিশিষ্টজানযুক্ত 'অগ্নে' 'জ্বলং'
'বিনয়মণিঃ' সনাতারহিতং 'নরুং' 'সকৃম্ন' 'সক-
'হৃত সমার্থ 'বিচর্ষণে' বোলে 'কর্ষদি' 'পিপথি'
পাশলদি অনুধানযুক্ত করণার্থঃ। 'বঃ' 'জ্বলং'
'কামি-সংস্যা' পরিভঃ 'কামঃ' '৫৫৫' 'শুরাণাং ধনবঃ'
'প্রিয়ঃ' 'শরসাতঃ' 'শুরাঃ' সন্তুজনীবে যুক্ত 'নভুতিঃ'
'শৌর্যঃ' '৫৫৫' 'পুত্রঃ' '৫৫৫' 'অপি' 'নভুতা' 'সমাক-
'সোজঃ' 'প্রাপ্তঃ' 'গতি' 'সমুগুতাঃ' 'জ্বলং' 'প্রোচান' 'স-
'হন' 'বংশি' 'মারুতঃ'।

৩ কে বিশিষ্টজানযুক্ত অগ্নিঃ ত্বনি
সংসার রহিত পুরুষকে অনুধানযোগ্য
সৎ সংগের অনুধানযুক্ত কর। সর্ভভোক্তাবে
পশব্য, ধনেরন্যায় প্রিয়, শুরদিগের সন্তুজ-
নীয় এই প্রকার সম্যক যুক্ত বলবানদিগের
সহিত শৌর্য রহিত পুরুষদিগের উপহিত
হইলে ত্বনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
সেই বলবান শতৃ দিনকে হন কর।

৩৫৭

৭ স্বং তময়ে অমৃত্ত্ব উত্তমৈ
মর্জৎ দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে।
যস্তাত্বাণ উভবায় জ্বগ্ননে ময়ঃ
ক্রণোষি প্রয়আ চ সুরয়ে।

৭ কে 'অগ্নে' 'জ্বলং' '৫৫৫' 'মর্জৎ' 'মর্জৎ' 'মর্জৎ' 'মর্জৎ'
'দিয়ে' 'প্রতিদিনং' 'অনয়ে' 'জমার্জৎ' 'উন্নয়ে' 'উৎকৃটে'
'অমৃত্ত্ব' 'মহৎ' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫'
'মর্জৎ' 'উভবায়' 'হিন্দায়' 'হিপদায়' 'চতুঃপাদায়' 'জ্বগ্ননে'
'জমার্জৎ' 'ভাত্বায়' 'অতিশয়ে' 'ভক্তয়ে' 'জ্ঞোভবতি' 'উভয়'
'সুরয়ে' 'অভিজ্ঞায়' 'মর্জৎ' 'ময়ঃ' 'সুখং' 'প্রবঃ'
'অময়ঃ' 'চ' 'অপি' 'আ-ক্রণোষি' 'আক্রণোষি' 'সুঃ' '৫৫৫'
'ক্রোষি'।

৭ কে অগ্নিঃ ত্বনি প্রতিদিন মনুষ্যের
অয়ের নিমিত্তে উৎকৃষ্ট দেবতার পদধারণ
করিতেছ। যে যজমান হিপদ ও চতুঃপদ
উভয় জন্মের নিমিত্তে অভিলাষযুক্ত হয়,
ত্বনি সেই অভিলষ যজমানের সুখ দান ও অন্ন
সম্পত্তি কর।

৩৫৮

৮ স্বমো অগ্নে সনষে ধনানাং
বশসং ক্রাং ক্রুগ্হি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম ক্রাং পস। নবেন দেবেঃ
দ্যাবাপৃথিবী শ্রাবতং নঃ।

৮ কে 'অগ্নে' 'কবানঃ' 'জ্বমানঃ' 'জ্বলং' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫'
'জ্বলং' 'ধনানাং' 'সনষে' 'দানার্থং' 'বশসং' 'মনো-
'বৃত্তং' 'ক্রাং' 'ভক্ত্যাং' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫' '৫৫৫'
'নবেন' 'নুতনের' 'অপসা' 'প্রোচন' 'অনয়ে' 'পুত্রং'
'ক্রাং' 'যাগমান্যবিলসৎ' 'ঋধ্যাম' 'বৃদ্ধিমায়ে'। 'দ্যাবা'
'পৃথিবী' উক্ত 'দেবেঃ' 'সহ' 'নঃ' 'অমান' 'প্রাবতং' 'প্রক-
'বেৎ' '৫৫৫'।

৮ কে অগ্নিঃ ত্বনি সুর্য্যর হইয়াছ, ত্বনি
আমাদিগের ধন দানের নিমিত্তে আমার
দিনকে যশোযুক্ত ও কর্মকর্তা পুত্র প্রদান
কর, যে সেই তপাতাপ্রাপ্ত, মৃতন পুত্র দ্বারা
আমরা ব্যঙ্গ-মানসিকতা করের বৃত্তি করি।
স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে দেবতারদিগের সহিত
আমাদিগকে একত্রে রক্ষা কর।

জগতীন্দ্রঃ

৩৫২

৯ স্বম্মো অগ্নে পিত্রোরূপস্থ-
আদেবোদেবৈবনবদ্য জাগৃবিঃ ।
তনুরুদ্বোধি প্রমতিশ্চ কার্বে ব্হঃ
কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে ।

৯ হে 'অনবদ্য' দেবসংহিত '৩৫২' শোভন-
সকলকে মধ্যে 'জাগৃবিঃ' জাগরুকাঃ 'তনু' পিত্রোরূ-
পাতিপিত্ররূপসোঃ স্যাবাপুত্রিণোঃ 'বিশ্বমো' সমী-
হানে বহুমানঃ সন 'নঃ' 'কল্যাণ' 'বসু' 'বসু' পুত্ররূপ-
সরীসরাসী 'দেবঃ' 'জগা' 'জাগে' 'পি' 'আগে' 'পি' 'অনু-
গৃহায়' 'কথা' 'কার্বে' 'কর্মজকে' 'কলমাতার' 'প্রমতিঃ'
অনুগৃহকরণে 'কলী' 'কলী' 'কলী' 'কলী' 'কলী' 'কলী'
রূপ 'আগে' 'জগা' 'বিস্ব' 'সকল' 'বসু' 'ধন্য' 'প্রাপিমে'
যজমানার্থে 'আগে' পিঃ

৯ হে দেবব্রহ্মিত অগ্নি! দেবতাদিগের
মধ্যে তুমি জাগ্রত, মাতাপিতা স্বরূপ স্বর্গ ও
পৃথিবীর সনীপে স্থিত করত তুমি আমা-
রদিগের পুত্রজনক দেবতা হইয়া অনুগ্রহ
কর এবং যজমানের প্রতি প্রসন্নমতি হও ।
হে মঙ্গল স্বরূপ অগ্নি! যজমানের নিমিত্তে
সকল ধন স্থাপন কর ।

৩৬০

১০ তমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসিন-
স্ত্বং বয়স্কৃত্ত্বং জাম্বোবীষং । সং-
হ্য রাযঃ শতিনঃ সংসহস্রিণঃ সু-
বীরং যস্তি ব্রতপামদাত্য ॥১২॥৩৩

১০ হে 'অগ্নে' 'জগা' 'প্রমতি' 'অমাকং' প্রতি-
প্রকটমভিনুকং তথা 'জগা' 'নঃ' 'অমাকং' 'পিতা'
'পালক্য' তথা 'বয়স্কৃত্ত্বং' 'আয্যগ্রহঃ' 'অসি' 'বয়ং'
'তব' 'জাম্বাঃ' 'বজ্রঃ' 'হে' 'অমাক্য' 'কেনাপি'
'অগ্নিঃ' 'সনীপ' 'অগ্নে' 'তং' 'সুবীরং' 'শোভনপুরুষয়ু-
কং' 'ব্রতপাং' 'কল্যাণ' 'পালক্য' 'জগা' 'জগা' 'শতিনঃ'
'সতসংখ্যায়ুজগা' 'রাযঃ' 'ধনানি' 'সং' 'বহি' 'সং' 'বহি' 'সম্যাক'
'প্রাথ্যবহি' তথা 'সহস্রিণঃ' 'সহস্রসংখ্যকঃ' 'সং' 'সং-
বহি' ॥১২॥৩৩

১০ হে অগ্নি! তুমি আমারদিগের
প্রতি প্রসন্নমন হও ও প্রতিপালক হও এবং
জীবনদাতা হও, আমরা তোমার বসু । হে
অহিংসিত অগ্নি! সেই শোভন পুরুষযুক্ত

ব্রতপালক যে তুমি, তোমার শত সংখ্যক
'ও' সহস্র সংখ্যক ধন হউক ॥১২॥৩৩

৩৬১

১১ স্বামগ্নে প্রথমমায়ুন্মাববে
দেবাতরুগুমহবস্মা বিশপতিং ।
ইলামকৃগুম্নয়স্য শাসনীং পিত্রু-
র্বৎ পুলোমমকস্য জামতে ।

১১ হে 'অগ্নে' 'প্রথম' 'সেনার' 'অ-
মায়' 'আগে' 'মনু' 'কল্যাণ' 'নভ' 'বয়ং' 'একমায়কস্য'
'মাজঃ' 'অনু' 'মনু' 'কল্যাণ' 'বিশপতিং' 'সেনাপতিং'
'অকৃগুম্ন' 'কৃগুম্ন' 'কথা' 'মনু' 'সময়' 'ইলাম'
'ইলামার' 'পুত্রাং' 'শাসনীং' 'মহো' 'পদে' 'কল্যাণ' 'অকৃ-
গুম্ন' 'কৃগুম্ন' 'সং' 'মজঃ' 'ময়কস্য' 'সনীপস্য' 'কিরা-
কৃপময়' 'কন্য' 'পিত্রাং' 'পুত্রাং' 'আগে' 'ভরাসীং' 'জ-
গের' 'পুত্রকণ্যে' 'আমায়' ।

১১ হে অগ্নি! প্রথমে দেবতারা তো-
মাকে নভস্ব মানক বাজর নামের সেনাপতি
করিয়ছিলেন, আপ মনু'র কন্যা ইলাকে
ধর্মোপদেশিনী করিয়াছিলেন । আমি হির-
ণ্যকুশ, আমার পিতার যখন পুত্র জন্মিবে
তখন তুমিই পুত্র রূপ হইবে ।

৩৬২

১২ স্বম্মো অগ্নে তবদেব পায়ু-
ভিস্মৃষোনোরকৃত্ত্বশ্চ বন্দ্য । জা-
তা তোকস্য তনবে গবামস্যানি-
মেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ।

১২ হে 'বন্দ্য' 'বন্দ্য' 'অগ্নে' 'সেব' 'অগ্ন' 'তব'
'পায়ুভি' 'পালনৈঃ' 'মফোনঃ' 'ধনযুক্তানি' 'নঃ' 'অ-
জান' 'রুক' তথা 'তদ্ব্য' 'পুত্রদেহান' 'ও' 'অগ্নি' 'সম'
'ভোকস্য' 'অম্বনীসপুত্রস্য' 'সনবে' 'বয়ে' 'অম্বমপো-
কায়িঃ' 'তব' 'ব্রতে' 'কর্মণি' 'অনিবেদ্য' 'নিরন্তরং'
'রক্ষমানঃ' 'সাহায্যঃ' 'বহিঃ' 'ও' 'অগ্নি' 'সং' 'পাথঃ' 'সকি' 'ত-
মাং' 'ধবানং' 'ব্রাতা' 'রক্ষক্য' 'অগ্নি' ।

১২ হে বন্দনীয় অগ্নি দেবতা! আমরা
তোমার পালনকারী ধনবান, আমরা-
দিগকে রক্ষাকর এবং আমরাদিগের পুত্র
সকলকেও রক্ষাকর । আমরাদিগের
পৌত্রাদি তোমার কর্ণে নিরন্তর সাবধান

আছে, সেই কর্কে যে সকল গো আছে তাহারদিগের রক্ষক হও।

৩৩৩

১৩ স্বমগ্নে যজ্যবে পায়রন্ত
রোনিষ্যায় চতুরক্ষইধাসে। যো-
রাতইব্যোবকাষ ধায়সে কীরে-
শ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোষিতং।

১৩৩৫ অণ্ডে 'রজ্যবে' পরোক্ষমহানস্য 'পায়ুঃ' পালকঃ 'জ্য' 'কপোঃ' সমীপপরিমল 'অনিষ-
৩' 'সংযোক্তিবসম্বন্ধ' সজ্ঞান 'চতুরক্ষঃ' 'নিকটত্ব-
নে ইতি' 'খামান্যজলাদুক্য' ইত্যস্য 'সীপাসে'। 'অ-
বুকাব' অহিংসকায় 'খাসে' 'বোপ্যাস' তুভ্যং 'রাত-
হয়াঃ' মনসদিঃ 'সঃ' মন্ত্রসানঃ অথি 'সীবে' স্কোভঃ
'শ্চিৎ' '৩৫' 'সঃ' 'মন্ত্র' 'জরাসম্বোধকরণ' 'মনসা' 'চি-
য়েন' 'বনোষি' 'মাসি'।

১৩ হে অগ্নি! তুমি যজমানের প্রতি-
পালক ও নিকটবর্তী, তুমি যজ্ঞেতে রাধি-
সের সম্বন্ধ নিবারণের নিমিত্তে চতুর্দিকে
বিধায়স্বরূপ চক্ষুর্বিশিষ্ট হইয়; দেদাপ্যমান
হইতেছ। অহিংসক প্রতিপালক যে তুমি
তোমাকে যে যজমান হরিষমান করিয়াছে
সেই স্ববকারী যজমানের শোক তুমি প্রা-
র্থনা করিতেছ।

৩৩৪

১৪ স্বমগ্নউরুশংসায় বাযতে
স্পাহঃ যদ্রেকণঃ পরমং বনোষি-
তং। আধুস্য চিৎ প্রমতিরুচ্যাসে
পিতা প্র পাকুং শাস্মসি প্র দিশো-
বিদুর্করঃ।

১৪৩৮ অণ্ডে 'জ' 'উরুশংসায়' বহুভিত্তো-
নাম 'বোভেত' স্বভিত্তে তদুপকারার্থ 'স্পাহঃ' স্প-
শীলং 'পরমং' উত্তমং 'যৎ' 'রেক্ষ' 'রেক্ষণ' ধরণ 'অগ্নি
'ত্ব' ধরণ 'বনোষি' অনুষ্ঠাতা লভ্যং ইতি তাহয়মে।
তথা 'জ' 'আধুস্য' দুর্ভিক্ষ্য যজমানস্য 'চিৎ' 'অগ্নি' 'প্র-
মতিঃ' প্রকটনুর্ভিক্ষঃ 'পিতা' 'পাকুং' ইতি 'অভি-
ভ্যে' উচ্যাসে। তথা 'বিদুর্করঃ' অবিদ্যভোগ অজিজ্ঞাসু-
'কাক' 'শিষ্য' 'যজমান' 'প্র-শাস্মসি' প্রশাস্মসি প্রক-
বেদ অনুশিষ্ট্য করেণি তথা 'দিশাঃ' 'প্র' 'প্রশাস্মসি'।

১৪ হে অগ্নি! বহু কর্কু স্ববনীরধ্ব-
কের উপকারের নিমিত্তে প্রার্থনীয় যে উ-
ত্তম ধন তাহা অনুষ্ঠাতা লাভ করুক, তুমি
এই প্রকার কামনা করিতেছ। অভিজ্ঞেরা
কহেন যে তুমি অতিশয় জ্ঞানী, ও দুর্ভিক্ষ
যজমানের বুদ্ধিমান প্রতিপালক এবং শিশু
যজমানের ও দিক্ সকলের পালনকারী।

৩৩৫

১৫ স্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরুং
বশ্বেব স্যাতং পরিপাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুকদা যোবসতো সোনিরুৎ
জীবযাজং যজতে সোপমা দি-
বঃ। ১১২। ১৩৪।

১৫ হে অগ্নে 'জ' 'প্রযতদক্ষিণং' যেন স্বজি-
গ্ৰোহক্ৰিয়া নরা ভাগুশং 'নরুং' 'যজমানং' 'বিশ্বতঃ'
সর্বতঃ 'পরিপাসি' পালয়সি 'স্যাতং' 'নিশ্চিন্দুজেন
নিষ্ক' 'দিতং' 'বর্ক' 'কবচং' 'উর' যথা যুদ্ধে কবচং
পালয়তি ততঃ। 'স্বাদুকদা' 'স্বাধ্বয়বান্' 'বনতো' 'নিহা
লভুতে যজতে' 'সোনিরুৎ' 'অভিধান্য' 'কুপকারী' 'যা'
'যজমানঃ' 'জীবযাজং' 'জীবনিকাম্যং' 'মন্ত্রং' 'যজতে'
'অনুভিষ্ঠতি' 'সঃ' 'যজমানঃ' 'দিশাঃ' 'ধর্ণনা' 'উপমা' 'দৃষ্টা-
শ্চোভতে' (১১২) ১৩৪।

১৫ হে অগ্নি! যে যজমান পুরোহিত-
কে দক্ষিণা দিয়াছে তুমি তাহাকে সর্বতো-
ভাবে পালন করিতেছ, যেমন ছিঃরহিত
কবচ যুদ্ধে শরীর রক্ষা করে। স্বাধু জন্ম
বিশিষ্ট ও স্বগৃহেতে অজিধর বৃথকারী যে
যজমান যাবজ্জীবন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সেই
যজমান স্বর্গতুল্য পুণ্যবান্। ১১২। ১৩৪।

ত্রিকু পুঙ্কঃ

৩৩৬

১৬ ইনামগ্নে শরণিৎ যীষ্বো-
ন ইনমধানং যমগীম দুরাৎ। আ-
পিঃ পিতা প্রমতিঃ সোমান্যং ভু-
মিরস্য ষিঙ্কুর্ভ্যন্যং।

১৬ হে অগ্নে 'জ' 'য' 'ইনামগ্নি' 'ইনাম'
'যমানী' 'মিঙ্ক্য' 'দিত্যং' 'শরণিৎ' 'বিং' 'সঃ' 'বৃথকারণে-
'রণ্যং' 'শীঘ্র' 'কিরৎ' 'ভব্য' 'অগ্নি' 'সোমান্যং' 'ভু-
'মিরস্য' 'ষিঙ্কুর্ভ্যন্যং'।

কলরোপরিভাষা 'দূর্যো' দুবদেশ্যে 'বন্দ' 'ইহা' 'অজ্ঞান' 'অগম' বর্জননি ওভমপি অময় 'সোমো-নাথ' সোমাবিধায় অনুষ্ঠিত্যবি 'সদ্যোনাথ' জন্ 'জাপি' প্রাপনীয় 'অদি' 'পিভা' পালকঃ 'প্রমতিঃ' প্রকট যতিযুক্ত 'কুবিঃ' অ্ৰযকঃ কর্মনির্গাহকঃ 'হুবিধূ' দর্শনকারী।

১৬ হে অগ্নি ! আমারদিগের এই ব্রত শুদ্ধ জন্য অপরাধ ক্ষমা কর এবং অগ্নি হোত্রাদি রূপ সেবা পরিচাল্য করিয়া যে তুমি এই দুরপথে আগমন করিয়াছ তক্ষন্যও ক্ষমা কর । তুমি অনুষ্ঠাতা মনুষ্যদিগের প্রাণ্য প্রকটনিতযুক্ত কর্মনির্গাহক এবং দর্শনকারী ।

জগতী চন্দ্রঃ
৩৬৭

১৭ মনুষ্যদগে অজিরস্বদজি-
রৌষযাতিবৎ সদ্দনে পূর্ববৎ শু-
চৌ। অচ্ছ বাহ্যাবহ্যদৈব্যং জন্-
মাসাদয় বহিষি যাক্ চ প্রিযং।

১৭ চে 'অগ্নে' 'ভিক্ষিতুক্ত' 'অজিরস্বৎ' চরিতানঘনায় গমনশীল 'অগ্নে' 'অচ্ছ' আভিমুখ্যানে 'সদনে' যেহে বসনদেশে 'হ্যি' 'গচ্ছ' 'মনুষ্যৎ' 'মনুষ্যৎ' মনুষ্য ইহ যথা মনুঃ অনুষ্ঠানদেশে 'প্রার্থিত' 'অজিরস্বৎ' অ'জি-রৌষৎ 'অজির্যিহ যথা অ'ক্রয়াদিভিঃ 'মগাহিত্যৎ' যথাস্তি ইহ যথা যথাস্তি মাসা গচ্ছতিঃ 'পূর্ববৎ' পূর্বে ইব পূর্কপূর্ববৎ যথা গচ্ছতি ভবযৎ 'গচ্ছ' 'ই-বৎ' যেবতাসমুদ্ররূপে 'জন্মৎ' 'আবহ্যৎ' আবহ অগ্নিন কর্মনি আমোগ 'আনৌঃ' 'বচিদি' 'অদৌর্গর্ভে' 'আসারস' উপদেশয় উপদেশোচ 'প্রিযং' 'অভীষ্টং' হবিঃ 'হকি' দোহি 'চ'।

১৭ হে শুদ্ধিযুক্ত হবিগু হণ জন্য গমন-
শীল অগ্নি! তুমি অভিমুখ হইয়া দেবতাদি-
গের যজ্ঞস্থানে গমন কর, যেমন মনু, অজিরা,
যজ্ঞতিরাজা এবং পূর্বপুরুষসকল অনুষ্ঠান-
দেশে গমন করেন। গমনানন্তর দেবতা
সমূহকে এই কর্ণে আময়ন কর ও বিস্তৃত-
দন্তে স্থাপনকর এবং তাঁহাদিগের অ-
ভীষ্ট হবি প্রদান কর।

ত্রিষ্টু পৃহ্লদঃ
৩৬৮

১৮ এতেনাগে ব্রহ্মণা বাবৃষস্ব
শক্তিবি। যন্তে চক্রমা বিদায। উ

ত প্রণেষ্যাভিবসো। অস্ম্যন সন্মঃ
সৃজ সুমতা। বাজবতা। ১২।২।৩৫।

১৮ চে 'অগ্নে' 'একেন' 'অধ্বঃ' প্রেষিৎ, ১২ ন রক্ষয়-
ময়েন 'বাবৃষৎ' অজিরস্কোমরঃ 'শক্তিবি' 'অভিমুখি-
পক্যা চ 'বিসাধা' জানেৎ চসনমঃ ১৩ তব 'বৎ' ষে 'প্রি' 'চ-
ক্রমা' চক্রমাঃ কৃতবৎঃ 'ইভ' 'অপি চ' 'অহ্যৎ' অ'ভুত্বাৎ
'অজিরস্বাঃ' 'অজিরস্ব্যৎ' বসুহ্রস্বপালকং পোষাঃ
'প্রণেষি' প্রাপনশিঃ 'স' 'অস্ম্যন' 'ব' ১২ ২ ৩৫। ১২।২।৩৫।
সমৃকণাঃ 'সুমতা' 'গোচরমবুতা'। 'সং' সৃজা সংসৃজা সং-
যোজয়। ১২।২।৩৫।

১৮ হে অগ্নি! শক্তি ও জ্ঞান দ্বাব
আমরা তোমার যত্ন করিয়াছি। সেই প্রে-
রিত মন্ত্রদ্বারা তুমি বৃদ্ধি যুক্ত হও, এবং
আমারদিগকে ধনদান দ্বারা প্রচুর অববান-
ন ও উত্তম বৃদ্ধমান কর। ১২।২।৩৫।

দ্বিতীয় সূত্রং

হিরগান্তৃ পৃহ্লিঃ ত্রিষ্টু পৃ হ্লদঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৩৬৯

১ ইন্দ্রস্য নু বীর্ষাণি প্রবোচং
যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অ-
হ্মহিমবৃপতদর্দ প্র বক্ষণাভি-
নং পর্তানাং।

১ 'বজ্র' বক্ষয়ুক্তঃ 'ইন্দ্রঃ' 'প্রথমানি' পূর্ষসিদ্ধানি
'যানি' 'নু' 'বীর্ষানি' 'বীর্ষাণি' 'পারাভয়সুক্ষ্মানি' কর্ম্যানি 'চ-
কার' 'বৃৎবান' 'অহা' 'ইন্দ্রস্য' 'যানি' 'বীর্ষাণ্যুগানি' 'বজ্রা-
নি' 'নু' 'ক্ষিপ্ৰং' 'প্রবোচং' প্রব্রবীমঃ। 'কানি' 'বীর্ষানি'
'অহিঃ' 'য়েহ' 'অহন' 'হৃতবানু' 'ভৎ' 'এতৎ' 'এতৎ'
'বীর্ষাং'। 'অনু' 'পক্ষাৎ' 'অপঃ' 'জগানি' 'ততর্ক'
ভূমৌ পাতিতবানু ইহৎ বিহীযৎ বীর্ষাং। তথা 'পক্ষ-
তানাং' 'সজাশ্যৎ' 'বক্ষণাঃ' 'বচনশীলাঃ' 'ননীঃ' 'প্র-
অস্থিনং' 'প্রাস্তিনং' 'হিরবান' 'সুসংধম' 'স্বর্গদেবন' 'প্রভা'
হিতবান' 'ইহৎ' 'ভূজীযং' 'বীর্ষাং'।

১ বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে সকল প-
রাক্ষমশালী কর্ম করিয়াছেন তাহা অতি
দুরার আনি বলি। তিনি বেধকে আঘা-
ত করিয়াছেন এই এক কর্ম, পক্ষাৎ জল

সকলকে পৃথিবীতে পতন করাইয়াছেন এই দ্বিতীয় কর্ম, আর পর্কৃত হইতে বহন-শীল নদী সকলের কুল দ্বয় উদ্ভব করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছেন এই তৃতীয় কর্ম।

৩৭০

২ অহম্বহিং পর্বতে শিশ্রিয়া-
ণং স্বর্ঘট্যৈ বজ্রং সূর্য্যং ততক্ষ ।
ব্রাহ্মাইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ সঞ্জঃ
সমুদ্ভববজ্রগুরাপঃ ।

ইত্যং পর্বতে 'শিশ্রিয়ারাং' আদিভ্যং 'অভিন' মেঘং 'অহম' ক'ব'নং 'অহং' ই'জ'লং 'সূর্য্যং' লক্ষ্যনীভ্যং 'ট্যা' 'স্ব'র্ঘ' 'জ'জ' নিষ্ক'র'ভ্যাং 'ততক্ষ' আভ'ভ'হান' ব'ভ'দ'ন' ট'চ'ার্থঃ। তেন বহ্নেণ মেঘে ভিতে সঙ্ঘি 'সান্দ'মানাঃ' 'সমুদ্ভব'বজ্র'কাং 'আপা' 'সমুদ্ভ' 'অ-স'জ' সমাক' 'অ-স'জ'জ' 'সাপাঃ' 'সান্দ'ম' বৎসং 'প্র'ি' র'আব'বোপেভ্যঃ 'ঘেন'বঃ'। 'ই' 'স'র্ঘ' 'ধেন'বঃ' 'স'য়'ল' বৎস'গুণে' 'গ'ঙ্ক' 'গ'হ'ভ্যং'।

২ ইন্দ্র পর্কৃত হিত মেঘকে অঘাত করিয়াছেন, বিশ্বকর্মা সেই ইন্দ্রকে শঙ্কবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য বজ্র প্রদান করিয়াছেন, সেই বজ্রদ্বারা মেঘ আহত হইলে প্রবাহ-বিশিষ্ট জলসকল সম্যক্ রূপে সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, যেমন গোসকল ধুনিকরত বৎসের নিকটে গমন করে।

৩৭১

৩ বৃষায়মাণেহবৃণীত সোমং
ত্রিকঙ্কেষপিবৎ সূতস্য । আ
সায়কং যববা দত্তং বজ্রমহম্মেনং
প্রথমজামহীনাং ।

৩ 'বৃষায়মাণঃ' বৃষইবাচনং 'মথরা' ইন্দ্রঃ সোমং 'অবৃণীত' প্রাপ্তবানং 'ত্রিকঙ্কেষু' ত্রয়োহিকৌমা'দি যোগেণ 'সূতস্য' অভিবৃদ্ধস্য সোমস্য অ'প'ৎ 'অ'প'িবৎ' নীঃস্বানং 'সায়কং' কেপনশীলং 'বজ্রং' 'আ-স'জ' 'আভ'ত' বীকৃতবানং। তেন বজ্রেণ 'অহীনাং' মেঘা' ন্যং 'মধ্যে' 'প্র'থম'জাং' 'প্র'থম'জাং' 'প্র'থম'জাং' 'এনং' মেঘং 'অহম' ভক্তবানং।

৩ বৃষ যেমন গোক প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ত্রয়োক্তি-

ষ্টৌমাণি যজ্ঞে অভিযুক্ত সোমাত্ম পান করিয়াছেন ও কেপনশীল বজ্র ধারণ করিয়াছেন, সেই বজ্র দ্বারা মেঘসকলের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে আহত করিয়াছেন।

৩৭২

৪ ষদিন্দ্রাহ্ন প্রথমজামহীনা-
নান্নায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ ।
আৎ সূর্য্যং জনযন দ্যাম্বাসাং
তাদাস্তা শত্রুং নকিলা বিবিৎসে ।

৪ 'ই'ত' 'অ'প'িত' তে 'ই'ন্দ্র' 'হ'হ' 'স'ধ' 'অ'হী'নাং' 'মেঘা' ন্যং 'ম'ধ্যে' 'প্র'থম'জাং' 'প্র'থম'জাং' 'প্র'থম'জাং' 'এনং' 'মেঘং' 'অ'হ'ম' 'ভ'ক্ত'বানং 'অ'স'ি'। 'আ'ৎ' 'অ'ন'দ'হ'র'ং' 'সূ'র্য'নাং' 'মা'গে'পে'জ'ানাং' 'অ'নু'স'া'ধ'াং' 'মা'গা'ং' 'প্র' 'অ'য'নাং' 'প্র'া'হি- 'ন'টি' 'প্র'াক'রে'ণ' 'মা'শি'র'হ'নং'। 'আ'ৎ' 'অ'ন'দ'হ'র'ং' 'সূ'র্য'নাং' 'উ'প'াস'ং' 'উ'প'াস'ক'া'লং' 'সূ'র্য'ং' 'আ'ক'া'শ'ক' 'জ'ন'য়'নং' 'উ'প'া'স'য়'নং' 'আ'ব'ব'স'মেঘ'নি'বার'ণে'ন' 'প্র'কা'শ'য়'নং' হ'ই'সে'। 'জা' 'সী'কা' 'ভ'ম'ানী' 'অ' 'ব'হ'ব'জ'র'স'া'র'ভ'ানাং' 'স'হ'স্র' 'বৈ'রি'ণ' 'ন' 'বি'বি'ৎ'সে' 'ল'জ্জ'বানং' 'কি'লা' 'কি'লা'।

৪ হে ইন্দ্র ! তুমি যখন মেঘসকলের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘ আহত করিয়াছ, অন্তর যখন অনুরদিগের আরাঙ্কেদ করিয়াছ, পরে যখন সূর্য্য এবং উষাকাল ও আকাশ উৎপন্ন করিয়া আবরক মেঘনিবারণ করত স্থিতি করিতেছ, তদবধি তুমি আর শত্রু প্রাপ্ত হওনাই।

৩৭৩

৫ অহ্ন বজ্রং বৃজতন্নং ব্যংস-
মিস্ত্রোবজ্জেন মহ্তাবধেন । স্ব-
ক্কাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণার্থিঃ
শযত উপপৃক পৃথিবিয়াঃ।১।২।৩৬।

৫ 'অ'হ'ম' 'ই'ন্দ্র' 'ম'হ'ত'াব'ধে'ন' 'স'ম্প'া'দিতো'ম'স'য'ন' 'দ'ধো'ধে'ন' 'ত'েন' 'ব'হ'ত'ে'ণ' 'বৃ'জ'ত'র'ং' 'অ'ভি'য'জ'তে'ন' 'লো'কা' 'মা'গ'াব'র'ক'ং' 'অ'জ্জ'কার'জ'ল'ং' 'সূ'র্য'ং' 'সূ'র'না'য়'ক'ং' 'অ'নু- 'র'ং' 'ব্য'ং'স'ং' 'বি'গ'তা'ং' 'স'ং' 'জি'র'বা'জ'র্গ'ণা' 'ভ'ব'তি' 'ত'থা' 'অ- 'হ'ম্' 'হ'ত'বানং'। 'ক'ুল'িশে'ন' 'ক'ু'টারে'ণ' 'আ'ভি'বৃ'ক্ণ'া'ং' 'মি'শে- 'দ'ত' 'শি'ল'ভ্যাং' 'বৃ'ক্ণ'া'ং' 'ভ'জ্জ'া' 'সি' 'ভ'জ্জ'া' 'ই' 'স'খা' 'বৃ'ক্- 'ক'জ্জা'ং' 'জি'র'বা' ভ'ব'তি' 'ত'থা'। 'ত'থা' 'স'ক্তি' 'অ'হি' 'সূ'র্য'ং' 'পৃ'থি- 'বি' য্যাং' 'উ'প'া'হি' 'উ'প'পৃ'ক' 'স'া'ধী'প'্যে'ন' 'স'ম্প'ক্ণ'ং' 'স'হ'ত'ে' 'শ'য'ত'নং' 'ক'রো'ক্তি'।১।২।৩৬।

৫ অত্যন্ত বখকারী যে বজ্র ভদ্রার। এই ইন্দ্র লোকের অনিষ্ট জনক ব্রহ্মনামক অসুরের বাহুক্ষেদনপূর্বক তাহাকে হনন করিয়াছেন, যেমন কুঠারদ্বারা বুদ্ধকক্ষ ছেদন করে। এইপ্রকারে ব্রহ্মাসুর পৃথিবীর উপরে শয়ন করিল। ১১৩। ১৬।

৩৭৪

৬ অযোদ্ধেব দৃশ্মদা হি জুহুসে মহাবীরং ত্বিবদামৃজীষং । না তারাদস্যা সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিয়ইন্দ্রশত্রুঃ ।

৬ অযোদ্ধেবঃ দৃশ্মদঃ ব্রহ্মঃ 'অযোদ্ধেব' সমযোদ্ধেব যিঃ 'দ্র' ইন্দ্রঃ 'আখিযুসে' আভিভূয়াম। কীদৃশং ইন্দ্রঃ 'মহাবীরং' গোত্রোপেত্তং 'দৃশ্মদস্যং' বহমানঃ সামক্যং 'জুহীষং' সাহায্যং অপাক্ষরং । 'অমৃ' ইন্দ্রস্য 'বধানাং' সমৃতিং সংরুজ্যং পধানং 'ন' 'অভারীৎ' তস্তিভুং শত্রোঃ 'ইন্দ্রশত্রুঃ' ইন্দ্রঃ শত্রোঃ-তকেদস্য ভাদৃশঃ ব্রহ্মঃ 'উপ্পেদতঃ' নদীযু পতিতঃ যন ব্রহ্মঃ 'ব্রহ্মান্যঃ' নদীঃ 'সং' 'পিপিয়ৈ' সস্পিপিবে সমাহাঃ পিভ্যৎ ব্রহ্মস্য পাতেন নদীনাং ব্রহ্মানি উৎসঃ পান্দ্যারিককঃ চূর্ণী হুমিত্রাকঃ ।

৭ আমাদের সমান যোদ্ধা কেহ নাই এইকপদর্পযুক্ত ব্রহ্মাসুর মহাবীর, ও বচশক্র নিবারক ইন্দ্রকে অশ্রদ্ধান করিয়াছিল, কিন্তু সেই ইন্দ্রের শক্রবধোপায়ের পথ হইতে ব্রহ্মাসুর অতিক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় নাই । ইন্দ্র কর্তৃক তত ব্রহ্মাসুর নদীতে পতিত হইয়া সেই পতন দ্বারা নদী সকলের কুল ছয় এবং তত্রস্ত পাবাগাদি সকল চূর্ণ করিয়াছিল ।

৩৭৫

৭ অপাদহিস্তো অপ্ততন্যাদিস্শ্ৰু-মাস্য বজ্রমধিসানৌ জঘান । বৃষ্ণো বধিঃ প্রতিমানং বুভূষন পুরুত্রী বৃত্রো অশ্বদ্ব্যস্তঃ ।

৭ 'অপাদ' পাদরহিতঃ 'অহস্তঃ' হস্তরহিতঃ 'ব্রহ্ম' ইন্দ্রঃ 'উদিশ্য' অপ্ততন্যঃ প্ততন্যঃ বুদ্ধ্যত্রৈষ্ৎ । 'অস্য' হস্তপাঠনীহস্য ব্রহ্মস্য 'সানৌ' পক্ষতানুনুশে শ্রৌহকভে 'অধি' উপরি 'বক্ত' 'আ-ভয়ান' আভয়ান ইন্দ্রঃ আভিমুখোন প্রাক্তিপক্ষঃ; যথা 'বধিঃ' দ্বিহনু-মুক্ষঃ পুরুষঃ 'বুভূঃ' হেতুঃ সৎসনসম্বৎসয় পুরুষাক্ষ-

রস্য 'প্রতিমানং' সাপুশ্যং 'বুভূষন' প্রাক্তিপক্ষঃ; শক্রোঃ তথ্যং; সমৃৎ বৃত্রাঃ 'পুরুত্রী' বৃত্রঃ; অসৎসনসম্বৎসয়ঃ, বিধিষ্যং তাক্ৰিষ্ণঃ সন্ । 'অশন্যং' জুহোঃ পিবিৎসয়ঃ ।

৭ যেমন দ্বিহনুসক পুরুষ হেতু সমেতন সমস্য পুরুষান্তরের সাদৃশ্য ইচ্ছা করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম পদশব্দে ব্রহ্মাসুর ইন্দ্রকে উৎকর্ষ করিয়া যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল, ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাসুরের পায়ণ সম্বন্ধ স্বার্থের উপর বচ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন । সেই ব্রহ্মাসুর শরীরেব আমনক স্থানে আভিত হইয়া ভূমিতে পাত্ত হইয়াছিল ।

৩৭৬

৮ নদং নভিন্নমমূষা শযানং মনোরহাণা অতিষষ্ঠ্যাপঃ । যা শিচৎ বৃত্রো মহিনা পয্যতিষ্ঠিত্বাসা-মহিঃ পৎসুতঃ শীরভূব ।

৮ 'অমূষা' অমূষাঃ পৃথিব্যাং 'শযানং' পতিতঃ 'যজাঃ' পুত্রঃ 'আপঃ' ভাগিনী অধিগতা যনো-ধি 'ভিন্নং' তিত্ত্বপুত্রং 'মমং' ম' উপত্যক্তিভালে 'আপঃ' নদ্যাঃ কুলং 'মহিনাঃ' সর্পাঃ তথ্যঃ 'কীটুগাঃ' আপাঃ 'মনোকচ' ধাঃ 'মুর্খাঃ' ভাঃ 'আপোঃ' পুত্রাঃ 'সুতঃ' কীর্তি সক্তি হেদন 'মিহস্তাঃ' মেলাঃ 'শূন্যে' গৃষ্ঠাঃ 'ন' বহতি । 'বুর' ব্রহ্মঃ 'মিনোরহাঃ' মনোরহিতাঃ 'আপাঃ' প্রবর্ত্তাঃ 'ইত্যর্থঃ' । 'বুত্রাঃ' জীবনসশাখাঃ 'মহিনাঃ' ঘনীভেদন মহিষাঃ 'যাঃ' আপাঃ 'শিচৎ' এর 'পয্যতিষ্ঠ্যং' পতিত্বাঃ 'হিচ' শাঃ 'আহিঃ' পুরুঃ 'সুতঃ' যন 'সামাঃ' আপাঃ 'পৎসুতঃ' শীরভূ-ন্যং, শয়ানঃ 'বৃত্র' ।

৮ পৃথিবীতে পতিত মৃত ব্রহ্মাসুরকে অতিক্রম করিয়া মনোরহ জলসকল গমন করিতেছে, যেমন রুষ্টি সময়ে জল সকল নদীর কুল ভঙ্গ করিয়া গমন করে । জীবনসশায় ব্রহ্মাসুর স্বীয় মহিমা দ্বারা যে সকল জলের আবরণ করিয়াছিল, মৃত ব্রহ্মাসুর সেই সকল জলের পাদ তলে শয়ন করিল ।

৩৭৭

৯ নীচাবষা অভবৎ বৃত্রপুল্লে-শ্রো অস্যা অব বধজ্ভান্ন । উত্তরা সুরধরঃ পুল্লে আসীৎ দানুঃ শাষে সহবৎসা ন ধেনুঃ ।

৯ 'নীচাবষা' অভবৎ বৃত্রপুল্লে-শ্রো অস্যা অব বধজ্ভান্ন । উত্তরা সুরধরঃ পুল্লে আসীৎ দানুঃ শাষে সহবৎসা ন ধেনুঃ ।

৯ 'বৃহস্পতি' বৃহৎ পুত্রোৎসাহাঃ সা বৃহাস্পতীজননী
'নীচালনা' ন্যাগ্নাবৎ প্রাপ্তা 'অভবৎ' পুত্রভেদেৎ বজ্র-
কুৎ কেবলোপরি পতিতবতীভাষণঃ। তদানীং অযং
'ইষ্টম্' 'অস্যাঃ' বৃহস্পতঃ 'অব' অপোভাগে বৃহস্যা
উপরি 'বহৎ' বহৎ তননগধরণং অগ্নেং 'হসার'
প্রকরণান। তদানীং 'সুঃ' মাতা 'ইতর' উপরি স্থিতঃ
'আসীৎ' পুত্রঃ 'অপরঃ' অপোভাগস্থিৎ 'আসীৎ'
মাতা 'সানুঃ' সাননী বৃহস্পতঃ 'শযে' বৃহঃ শয়নং কৃষ্ণ-
বতী। 'যেযুঃ' 'সঃ' ইত বতীকেন 'সে' 'সহৎসসা'
বহৎসস্টিহঃ 'শয়নং' সত্রে স্থিতঃ।

৯ ব্রহ্মাসুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা ক-
রিবার জন্য তাতার শরীরের উপরে গ-
ত্বিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইষ্ট বৃহৎ
মাতার নিম্ন দেশে ও ব্রহ্মাসুরের উপরি
ভাগে বধকারী অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন।
তৎকালে মাতা উপরে ছিল ও পুত্র নিম্নে
ছিল, কিন্তু মাতাও মৃত হইয়া শয়ন করিল।
যেমন বৎসের সত্বিত গো শয়ন করে।

৩৮

১০ অতিষ্ঠস্ত্রী নামনিবেশনানাং
কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং ।
বৃহস্যা নিগ্যং বিচরন্ত্যাপোদীর্ঘ-
স্তনুশ্যশ্বদিত্রশত্রুঃ ১১২। ৩৭।

১০ 'বৃহস্যা' 'শরীরং' 'আপাং' 'জানি' 'বিচরন্তি'
বিশেষেণ আজম্য উপরি প্রবহন্তি। কীদৃশং শরীরং
'নিগ্যং' নির্দামহেৎ অস্তু দগ্ধজেন কেদাপি ন জা-
হয়ে। তদেব কাষ্ঠীক্রমতে 'কাষ্ঠানাং' 'আপাং' মধ্যে
'নিহিতং' নিরুপসং। কীদৃশানাং কাষ্ঠানাং 'অতিষ্ঠ-
নীনাং' অপোভাগস্থিতানাং 'অনিবেশনানাং' স্থান-
নিহিতানাং প্রসঙ্গং 'বতীকোভাঃ' স্থানং ন সম্ববতি। 'ইষ্ট-
শত্রুঃ' বৃহৎ জলমধ্যে শরীরে প্রাক্রম্যে সতি 'দীর্ঘ-
স্তনুশ্যশ্বদিত্রশত্রুঃ' 'তমঃ' 'সরণং' যথা 'তদতি তথা' 'আশ-
বৎ' লক্ষণং শয়নং কৃষ্ণম্। ১১২। ৩৭।

১০ গমনশীল ও মৃতরাং অস্তির যে জল
সকল তদ্বাথে স্থিত অস্ত্রএব অজ্ঞাত যে এই
প্রকার ব্রহ্মাসুরের শরীর, তাহার উপরে
আক্রম করিয়া জল সকল প্রবাহিত হইতে-
ছে। জল মধ্যে শরীর প্রাক্রম হইলে
ব্রহ্মাসুর দীর্ঘনিদ্রারূপ মরণ প্রাপ্ত হইয়া
শয়ন করিয়াছিল। ১১২। ৩৭।

১১ দাসপত্নী রহিগোপাঅতি
ঈমিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ
ত্রং জঘষাৎ অপতত্ত্বরার ।

১১ 'দাসপত্নীঃ' দাসপত্ন্যাঃ দাসঃ বিদ্যোপক্কা-
হেযুঃ বৃহৎ পরিঃ স্বামী বাসায় তাং দাসপত্ন্যাঃ অহঃ
'অহিগোপাঃ' অহিতু ত্রঃ গোপা রক্ষকোঘাতাঃ তাং গো-
পনাং নামঃ স্বন্দ্রমেতং মগাঃ ন প্রবহন্তি তথা নিরোধনাং।
তদিশাঃ 'আপাং' 'নিরুদ্ধাঃ' 'অতিষ্ঠনু' পদিনা' পদিনা-
মকেন অমুরেণ 'গাবঃ' 'ইব' পদিনামকঃ অমুরঃ গাঃ
অপক্কা বিশেষঃ পণিনা বিলম্বারং 'আজম্য' যথা নি-
তদ্বহান কৃতম্। 'অপাং' 'মঃ' 'বিলং' 'প্রবহৎসারং'
'অপিহিতং' বৃহৎ প নিরুদ্ধং 'আসীৎ' 'ইষ্টম্' 'হৎ'
বিলং 'জঘষৎ' 'জঘষান' কৃতবান 'সুঃ' বৃহৎকৃতং
অপাং নিরোধকং 'অপ-সহরার' 'অপসহরার' পরিহৃত-
বান

১১ বিশোপপূবকারী ব্রহ্মাসুর কর্তৃক
শাসিত ও গোপিত জল সকল নিরুদ্ধ হইয়া
স্থিত হইয়াছিল। যেমন পণি নামক অ-
মুর কর্তৃক গো সকল গর্ভ মধ্যে নিরুদ্ধ হই-
য়াছিল। ব্রহ্মাসুর কর্তৃক জলের যে প্রবাহ
হার নিরুদ্ধ হইয়াছিল, ইষ্ট সেই প্রবাহের
নিরোধ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং রুদ্ধ হার
মুক্ত করিয়াছিলেন।

৩৯

১২ অশ্বোবায়ো অভবন্ত দিত্র
নুকে যজ্ঞা প্রত্যহন্দেব একঃ । অজ-
যোগাঅজয়ঃ শুরু সোমমবাসুজঃ
সত্তবে সপ্ত সিন্ধুন ।

১২ কে 'ইষ্টম্' 'সূতক' বজ্রে 'সেবঃ' দীপ্যমানঃ
'একঃ' 'অধিভাষঃ' বৃহৎ 'মঃ' মদা 'জা' 'জাং' 'প্রত্য-
হন্' প্রতিফুলজেন প্রাকৃতবান। তৎ তদানীং 'অযাং'
'অশ্বসহস্রী' 'বায়ঃ' 'বালং' ইব 'অভবৎ' যথা অবল্য
বায়ঃ আন্যাসেন মসিকামীনং বায়ুহতি তৎসং বৃহৎ অ-
পণ্যিজা নিরাকৃতবান্। ত্রিগণা 'গাঃ' পদিনা অপ-
সহস্রাঃ তদাতং 'অজযাঃ' জিতবান্। যে 'শুরু' শৌ-
র্ভামুক ইষ্টম্ 'অ' 'সোমঃ' 'অযাৎ' তিতবান্। 'সপ্ত'
সপ্তসংখ্যাতাঃ 'সিন্ধুন' 'গজায়োঃ' মনীঃ 'সত্তবে' 'সত্ত্বং'
প্রবাহরূপেণ গপ্তং 'আবাসুজঃ' 'অবাসুজা' 'ভাসাং' 'সুভূতং'
প্রবাহনিরোধং নিরাকৃতবান্।

১২ হে ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা দেবীপায়ান একাকী ব্রহ্মাসুর যখন তোমার প্রতিকূল হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছিল, তখন তুমি অবলীলাক্রমে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলে, যেমন অশ্ব সকল পুঙ্ক দ্বারা মক্ষিকাদি নিবারণ করে। আর যখন পশি নামক অসুর গরু অপহরণ করিয়াছিল তখন তাহাকেও জয় করিয়াছিলে। হে বীর্যবান ইন্দ্র! তুমি সোমরস জয় করিয়াছ এবং গন্ধাদি নদীর প্রবাহের জন্য নিরোধ ডঙ্ক করিয়াছ।

৩৮১

১৩ নাট্যে বিদ্যাম তন্যতঃ সিবৈ ধন যাংমিহমকিরজ্জাদুনিঞ্চ। ই-
জ্জশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিংশেচাতাপ-
রীতোমায়বা বিজিগ্যে।

১৩ ইন্দ্র মিলেছ। ব্রহ্মাসুর বিদ্যমান মাঘ্য নি-
র্জিতবান্ ৩৬ সর্বেপোষনং মিলেচ্ছ মশকাঃ যথা 'অহি-
ইন্দ্রায় ব্রহ্মনিজিতা 'দিন্যাম' 'ন' 'সিবৈ' প্রাথোঃ।
তথা 'তন্যতঃ' মেঘগর্ভনক। তথা 'মাং' 'মিহং' গুণিক
'অকিরং' বিজিগ্যমান সা বুদ্ধিঃ 'ন' সিবৈধ। তথা
'হুদুনিং' 'চ' অশনিং অপি প্রযুক্তবান্ সোপি
'ন' সিবৈধ 'ইন্দ্রশ্চ' 'অহিংশ' 'ইন্দ্রব্রহ্মৌ উভৌ অপি 'বাং'
সমা 'মুগ্ধাৎ' 'যুদ্ধং কৃতবন্তৌ' তসানিৎ। সিব্যানামঃ
ন প্রাথোঃ। 'উন' 'অপিত' 'মত্বা' 'ইন্দ্রঃ' 'অপলীভাঃ'
'অপলীভাঃ' 'অন্যাসামপি ব্রহ্মনিজিতানাং। তসানাং
সন্যাসাৎ' 'বিজিগ্যে' 'বিলেপেৎ' জিতবান্।

১৩ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসুর উভয়ে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন এই ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্রহ্মাসুর যে সকল বিদ্যায়, মেঘ-গর্ভন, বৃষ্টি এবং বজ্রাদি মারা দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিল সে সকল ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। "এবং ব্রহ্মাসুরনির্মিত অন্য মারা সকল ও ইন্দ্র জয় করিয়াছিলেন।

৩৮২

১৪ অহেঁর্ষাতারুং কমপশ্যাই-
জ্জাদি যতে জম্বুযোভীরগচ্ছৎ।
নবচ বম্ববতিঞ্চ সুবন্তীঃ শ্যেনো-
ন ভীতো অতরোরজাংসি।

১৪ হে 'ইন্দ্র' 'জম্বু' 'স' বৃহৎ কৃতবন্তৌ 'স' 'এব
'ছাদি' 'চিবে' 'সম' 'যান' 'পা' 'ভয়ং' 'অপলীভ' 'প্রাথোঃ'
সর্বি 'অপো' 'প্রোয়া' 'সাতরো' 'ইন্দ্র' 'ক' 'অন' 'ন'
পুঙ্কনং' 'অপলীভাঃ' 'বৃহ্মনিজি'। তদুপলীভা পুঙ্কনং
রম্যাভাব্যং মাতুং কৃতবন্তৌ 'প্রাথোঃ'। 'ন' 'ম' 'সি'
'নব' 'চ' 'নব' 'সি' 'ত' 'নব' 'সি' 'স' 'ব' 'স' 'স' 'স'
প্রবহন্তীঃ নদীঃ প্রাপা 'বজ্রাং' 'সি' 'ইন্দ্র' 'সি' 'অ' 'ব' 'ব'
ভীর্ভান্' 'সি'। 'শ্যেনাঃ' 'ন' 'ভীর্ভাঃ' 'ই' 'ম' 'গ' 'গ' 'গ'
নামকা পশ্বী ন সন্যাসকরণিৎ ৩৮২।

১৪ হে ইন্দ্র! ব্রহ্মাসুররুতা তুমি সোম পক্ষীর ম্যায় অতীত হইয়া নবনবতি সংখ্যক বেগবতী নদীর জল সকল অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে যদি তোমার চিত্ত ভীত হয় তবে আর ব্রহ্মাসুরের রুতা কোন পুঙ্কমকে দেখিয়াছ।

৩৮৩

১৫ ইন্দ্রো যাতো বসিতস্য রাজা।
শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহঃ। সে-
দু রাজা ক্ষযতি চর্ষণীনা ব্রাহ্মনৈ-
মিঃ পরিতা বভূব। ১২। ৩৮।

১৫ 'ব' 'স' '৩৮' 'ই' 'ই' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
জুসঃ 'সাতঃ' 'ক' 'ম' 'ম' 'অ' 'ব' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
গর্ভভাভেঃ 'শৃঙ্গিণ' 'শৃঙ্গোপোষনা উপল্য মর্জিতসনীর
কীর্মে' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'
পরিবহর স্যামান্। রথচক্রা পারিত্য পরমান
'নৈমি' 'অ' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন' 'ন'
'ন' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স' 'স'

১৫ বজ্রহস্ত ইন্দ্র নিশঙ্ক হইয়া স্থাবর জঙ্গলের ও অশ্ব গর্ভভাদির এবং মক্ষিব গবাদির রাজা হইয়াছিলেন। এবং সেই ইন্দ্র মনুষ্য সকলেরও রাজা হইয়া বসতি করিতেছেন। সেই সকল স্থাবর জঙ্গল সর্ষভ ব্যাপ্ত হইয়াছে, যেমন রথচক্রের নৈমি কাঠ অরাকাঠ সকলেতে ব্যাপ্ত হয়। ১২। ৩৮।

৮টি প্রথমটিকে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

১০

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

খাকী

খাকী সম্প্রদায়ও রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কীল নামক একজন বৈষ্ণব এ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত আছেন। তিনি রুক্মদাসের শিষ্য এবং এই রুক্মদাস কোন কোন প্রচলিত গ্রন্থ প্রমাণে রামানন্দশিষ্য আশানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ খাকিদিগের পূর্বাধার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় নাই, এবং এসম্প্রদায় অতি আধুনিক বোধ হয়, কারণ শুক্রমালা প্রকৃত গ্রন্থে ইহার কোন নিদর্শন নাই। অপরাধার বৈষ্ণবদিগের সহিত খাকিদিগের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে তাঁহারা স্বকীয় গায়েত্র বা পরিধেয় বস্ত্রে মৃত্তিকা ও ভস্ম লেপন করেন। খাকিশব্দের অর্থও ভস্মযুক্ত বা মৃত্তিকায়ুক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে ঘাঁধারা কোন নিদিষ্ট স্থানে অবাস্তি করেন তাঁহারা সামান্যতঃ অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের তুল্য বস্ত্র পরিধান করেন; কিন্তু উদাসীনেরা উলঙ্গ বা উলঙ্গ-প্রায় থাকেন, এবং মৃত্তিকার সহিত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া শরীরোপরি অবলেপন করেন। তন্ত্রম খাকীরা শৈবদিগের ন্যায় মন্তকে জটাজার ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকদিগের অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহারাদি অনুকরণ করিবার যে ভুরি প্রমাণ আছে, খাকীদিগের আচরণ তাহার এক প্রধান স্থল। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মের সহিত শৈব ব্যবহার সকল সংযুক্ত করিয়াছেন। রাম ও সীতা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা, এবং হনুমানও বিশেষ আঁহার পাত্র।

করক্লাবদ ও তাহার পাশ্বেবর্তী স্থানে বহু খাকির বাস আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ড মধ্যে অযোধ্যার নিকটস্থ হস্তনানগড়ে তাহাদিগের প্রধান মঠ। সকলে কহে জয়পুরে সম্প্রদায়গুরু কীল স্বামী সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মলুকদাসী

মলুকদাস নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এ প্রযুক্ত ইহার মলুকদাসী নাম হইয়াছে। অনেকে রামানন্দের পরম্পরাগত শিষ্য প্রণালীমধ্যে তাঁহাকে পঞ্চম করিয়া গণনা করে। যথা

- ১ রামানন্দ । ৪ কীল ।
- ২ আশানন্দ । ৫ মলুকদাস ।
- ৩ রুক্মদাস ।

এ বৃত্তান্ত অনুসারে মলুকদাস শুক্রমালকর্তৃমাতাজির প্রায় সমকালবর্তী করেন, যেহেতু পুরোক্ত কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকটে মাতাজির উপদিষ্ট হইবার আশা না আছে, সুতরাং অকবর বাদশাহের রাজত্ব কালে তাঁহার বর্তমান থাকা সম্ভাবিত হয়*। কিন্তু তদপেক্ষাও আধুনিক সময়ে তাঁহার জীবিত থাকা সম্ভব হইতেছে, যেহেতু মলুকদাসী বৈষ্ণবেরা আপনাদিগের একব্যক্তি হইয়া কহেন যে তিনি আরজুনের বাদশাহের সমকালবর্তী ছিলেন†।

অপরাধার বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহাদিগের কেবল মলুকদাসী নাম ও ললাটে এক ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রেখা এই মাত্র বিশেষ দেখা যায়। আর গুরুকরণ বিষয়েরামাওৎ সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা দুই হইতেছে, কারণ তাঁহারা গৃহস্থ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। ঐরামচন্দ্র তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা‡, এবং উগবন্দীতা তাঁহাদিগের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২তম্পে, ২ ভাগ ১২৮ পৃষ্ঠা।
 † আরজুনের ১৫৭১ বা ৮০ শকে বাহ্যভিত্তিক হইল।
 ‡ মলুকদাসের এই পঞ্চাঙ্গিণিত বচন অতি প্রসিদ্ধ আছে।

অজ্ঞানর করেন চাকরী পক্ষী করে র কাম।
 দাস মলুকা যৌ কবে লরকা দাতা রাম।
 মর্প কাহার এ দাস অকরেন পক্ষী কাহারো কক্ষী করেন।
 মলুকদাস কবে রামই সকলের দাতা।

তত্ত্ব তাঁহার। রামমহাশয়প্রতিপাদক
অন্য অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন,
আর কতক গুলি হিন্দী শাখা ও মলুকদাস
শ্রীত বিষ্ণুপদ ও হিন্দীভাষার লিখিত
দশরতন নামে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে ও
শ্রদ্ধা করেন। মলুকদাস করা মাণিক-
পুরের* একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর পুত্র
ছিলেন, তথায় নদীতীরে মলুকদাসীদিগের
প্রধান মঠ আছে। একালাবধি তৎসংশীর
মহন্তেরা তাহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন।
তাহাতে মহন্তের ও তাহার চেলাদিগের
এবং যে সকল তীর্থ যাত্রী তথায় আগমন
করে তাহারদিগের নিমিত্তে উপযুক্ত বাস্ত
গৃহ আছে, এবং এক মন্দির মধ্যে শ্রীরাম-
চন্দ্রের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। গুরু
গদিও সেই স্থানে আছে, লোকে কহে
মলুকদাস যে গদি ব্যবহার করিয়াছিলেন,
তাহাই অদ্যাপি অবিকল বর্তমান আছে।
তদ্ব্যতিরেকে কাশী, আলাহাবাদ, লক্ষৌ,
অযোধ্যা, বুলন্দাবন ও জগন্নাথক্ষেত্রে এ
সম্প্রদায়ের হয় মঠ আছে। লক্ষৌ
নগরের মঠ অতি আধুনিক, অস্পদিন হইল
গোমতীদাস নামে এক ব্যক্তি আসে
অল সৌলার সহায়তাক্রমে স্থাপিত করি-
য়াছেন। আর জগন্নাথ ক্ষেত্রের মঠের
মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ আছে, কারণ তথায়
মলুকদাসের লোকান্তর প্রাপ্তি হয় †।

দাদুপত্নী

দাদুপত্নীদিগকেও রামানন্দী সম্প্রদা-
য়ের এক শাখা বলা যাইতে পারে। দাদু
নামে এক ব্যক্তি এ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, এবং একপ্রকার
জনজ্ঞতি প্রচলিত আছে যে তিনি একজন

* আলাহাবাদ জেলার করা ও মাদিক পুর।

† কেহ কহে পুরোহিত করা নামক স্থানে তাঁহার
মৃত্যু হয়। কেহ কহে করা তাঁহার জন্ম স্থান এবং
জগন্নাথ ক্ষেত্র তাঁহার ল্যাবধি স্থান, এইসেবোকে হাকাই
মতর্থাৎ বোধ হয়।

কবীরপন্থির শিষ্য ছিলেন। কবীরের শিষ্য
শ্রীগালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ হইলেন। যথা

- | | |
|---------|----------|
| ১ কবীর। | ৪ বিনয়। |
| ২ কমাল। | ৫ বুজন। |
| ৩ যমাল। | ৬ দার। |

রাম নাম জপমাত্রা এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-
দিগের উপাসনা। যদিও তাঁহার স্বকীয়
উপাস্য দেবতাকে রান বলিয়া থাকেন, কিঞ্চ
বেদান্তমতসিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার
নির্গুণ স্বরূপ বর্ণনা করেন, এবং তাঁহার ম-
ন্দির বা প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ কর্তব্য
বলিয়া সঙ্গীকার করেন।

দাদু আহমেদাবাদের এক জন ধনুরি ছি-
লেন, তিনি দ্বাদশবৎ বয়ঃক্রম কালে সে স্থান
পরিভ্রমণ করিয়া আজমিরের অন্তঃপাতি
সত্তর নগরে স্থিতি করেন, তথা হইতে কল্যা-
ণপুরে গমন করেন, পরে তাঁহার ৩৭ বৎ-
সর বয়সে সত্তর হইতে চারিফোশ ও জয়-
পুর হইতে বিংশতি ফোশ অন্তরে নারা-
ইন নামক স্থানে বসতি করেন। তথায়
অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল 'তুমি
পরমার্থ লাভনে নিযুক্ত হও।' এই দেব্বাক্য
শ্রবণ করিয়া তিনি নারাইন হইতে পাঁচ
ফোশ দূরে বহরন পর্বতে গমন করিলেন,
তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া অন্তর্হিত
হইলেন, আর তাঁহার কোন চিত্র প্রত্যক্ষ
হইল না। তাঁহার মতানুবর্তী ব্যক্তির
কহে যে তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়াছেন।
কবীরের শিষ্য শ্রীগালীর যে বিবরণ লেখা
গিয়াছে তাহা যদি অসাম্প্রদায়িক হয়, তবে
অকবীর বাদসাহের রাজত্বশেষে বা জাহা-
গিরের রাজ্য্যরত্নে দাদুর বর্তমান থাকা
সম্ভাবিত হয়। দ্বিবিভাগে লিখিত আছে
দাদু অকবীরের সময়ে দরবেশ হইয়া-
ছেন*।

দাদু পন্থিয়া তিলক সেবা বা মালা
ধারণ না করিয়া কেবল জপ মালা সঙ্গে
রাখেন, এবং মস্তকে এক প্রকার 'ইপি
দিয়া থাকেন, এই ইপি কোন কোন
ব্যক্তির স্ততে প্রৌলভ্যুক্তি শ্বেতবর্ণ, কাহারও

* দারিফান, ২ ভাগ ১২ অধ্যায়।

মতে চতুষ্কোণাকৃতি হইয়া থাকে, এবং তাহার পশ্চাত্তাগে এক গুচ্ছ সয়মান থাকে। তাহারদিগের এই উপি সহজে প্রস্তুত করিতে হয়।

দাদুপাখিরা তিন প্রকার। যথা বিরক্ত, নাগা, এবং বিস্তরধারী। যাহারা বিষয় রোগ শূন্য হইয়া পরমার্থ সাধনে জীবন ক্ষেপ করে, তাহারদিগের নাম বিরক্ত। তাহারদিগের অস্ত্র এক অক্ষরক্ষিপী ও সঙ্গে এক জলপাত্র মাত্র থাকে; মস্তকেও আধরণ থাকেন। নাগারা অস্ত্রধারী; বেতন প্রাপ্ত হইলেই যুদ্ধ কর্মে নিযুক্ত হয়; পশ্চিম দেশীয় হিংস্র রাজারা তাহারদিগকে সুনিপুণ সৈন্য বলিয়া জানেন। এক জয়পুরের রাজারই দশসহস্রের অধিক নাগা সৈন্য ছিল। বিস্তরধারিরা অপরাপর লোকের ন্যায় অন্য অন্য বৃত্তি ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হয়। এই শাখাতর ব্যক্তিরেকে দাদুপাখিদিগের চতুর্থ প্রকার আর এক শাখা আছে, এবং প্রধান প্রধান শাসী সকল বিভক্ত হইয়া ৫২ ভাগ হইয়াছে, তাহারদিগের পরম্পর কি বৈশিষ্ট্য আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। দাদুপাখিরা উষাকালে শবদাহ করে, কিন্তু তাহার দিগের মধ্যে ধর্মবৃত্তি ব্যক্তির। অনেকে এই প্রকার অনুমতি করেন যে মরণান্তে তাহারদিগের দেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কাষ্ঠারে পরিত্যক্ত হইবে, কারণ তাহ করিলে তৎসঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয়। দাবিস্তানে ও এই প্রকার উল্লেখ আছে। ‘কাহারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তাহার। (অর্থাৎ দাদুপাখিরা) পশু পৃষ্ঠোপরি তাহার শব স্থাপন করেন, এবং এই কথা বলিয়া প্রাণ্ডরে প্রেরণ করেন যে ইহার দ্বারা হিংস্র ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্বাধিক। প্রেরণঃ’ *। আজমীর ও মারোরার দেশে বহু সংখ্যক দাদুপাখির অধিবাসিত আছে। প্রান্ত হওয়া গিয়াছে

পূর্বোক্ত নারাইন গ্রামে এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেবোপাসনার স্থান আছে, কারণ দাদুর শয্যা ও দাদু পখিদিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল তথায় আছে, এবং বিহিত বিধানে তাহার পূজা হইয়া থাকে। নারাইনের পর্ত্তোপরি এক ক্ষুদ্র গৃহ আছে, লোকে কহে তথা হইতে দাদুর অস্তর্জান হয়। তথায় প্রতিবৎসর কাঙ্জন মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে।

এ সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দী ভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, এবং সকলে কহে যে তাহার মধ্যে মধ্যে কবীর পখিদিগের গ্রন্থের তুরি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘বিশ্বাসকা অঙ্গ’ নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল বাঙ্গলা অর্থসহিত প্রকাশ করা যাইতেছে”।

বিশ্বাসকা অঙ্গ

দাদু সতজৈ হোইগা কে কুজ উচিয়ারাম।
 কাহেকো কলপে মটর দুখী হোইহে কাহ ১০৮
 লাইকিয়া সুবৈরক। কে কুজ কটর সুঘোই।
 করতা কটর লছোতইহে কাহে কলইপ কোই ১২৭
 দাদু কটই জেইকিয়া সুবৈরক। জেবু কটর সুঘোই।
 করন করাইব এত বু দুজামাঠী কোই ১০৬
 মোই ঘষারা সাঁটযাঁ জে নরকা পূর্ণহার।
 দাদু জীহন ঘরনকা জাতি হাণি খিচার ১০৯
 দাদু ধর্গজুলন পাতাল যথা জাদি অহ লব লুকী।
 সিরজি লম নিকোঁ সেত ইহ মোই ঘষার। ১০৫
 করনহার করতা পুরন চামটক এলী গীত।
 নরকাজনী করত ইহ মো দাদুকামিত ১০৪
 দাদু মননারাচাকর্মণা নাহিবকা বেলান।
 সেহক সিরজম হারকা কটর কামলী জাদ ১৭৪
 অরুণ পুরমম আটন গ্রীষ কোঁ অশখিবা লব হোই।
 দাদু মারগমিহরকা বিরলা লুকে কোই ১০৪
 দাদু উমিম ঐ গুণ কোমঠী কে করিয়া ইঁ কোই।
 উমিম ইঁ আনল ইহ ললা ইঁসেঠী হোই ১০৭
 পুরনহার। পুরনী মৌ গিররহনী ১০৪
 অতর ইঁ হরিউমলনী লুকন বিরকর রাম ১০৩
 পুরিক পুরা পাগিইহে নাহী দুর্গগবার।
 নরকানিত ইঁ হাররদেবেকোঁ জগিয়ার ১১১
 দাদু চিতা রাঁ যকোঁ লুঘে লর কাঁ ইঁ।
 দাদু রাঁ মনস্থানিবে চিতা জিরি আঁ ইঁ ১১২

* দাবিস্তান ২ ভাগ ১২ অধ্যায়।

* এশিয়াটিক সোসাইটির ভারতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

মাদ্ ডিক্কাবিয়া কুছবহী ডিক্কা জীবকৌখাই ।
 হ'না খানো ইহরহাজা রাইই লোজাই ১১০৪
 মাদ্ জিনিপহতাযা প্রা'বকৌ উরউই সুখখীর ।
 অটর অঘনিটই রাবিহা কোমলনাথ পরীর ১১৪৪
 সোম'ই সু'গহবহী জিনি জুটল মনবীর ১০৪৪
 গাভা বকৌ গুণীভিত্তিরি বৈন বৈন পগসীস ।
 জিনিমুখ'বিয়া তা'মকর প্রাণনাথ জগদোশ ১১৩৪
 জমজমসৌ' জসবা' রিসব রাখে বিসবা'বাস ।
 সোসা'বিবসু'বটর নহী মাদ্ হা'নীলীল ১১৭৪
 মাদ্ সোসা'বিব জিনিবীসটর জিনি হটনীলা জীৱ ।
 গর্ভবাস ইহ' রাখিযাপাটল পোটর পীত ১১৮৪
 হিরুইবর'র সন্তালিল মনরাইখ বেলাস ।
 মাদ্ সনুখ'ই হা' দস কীণুই আস ১১২৪
 মাদ্ রা'জিকরিকজলি য়ে'থকা দেইব হাখৌ'হাখ ।
 পুরিকপু'রাপালি ইহ' দলা জমারেসলা ১২ ০৪
 মাদ্ মাদ্ ই'সবনিকৌ' সেবগটক সুখদেই ।
 আং'মু'জাতকী'বকী ডৌ'জানাব ললেই ১২ ১৪
 মাদ্ সিরজ'নভারা' সবনিক'ইলা ইহ সনুখ ।
 সোই সেবগ'হট'রহা' জবা' সললপস'ট'র'হাখ ১২ ২৪
 যনি যনি সাহিব'ব' বড়া জৌ'রঅনুপ'মহরীত ।
 সললসোক নি'হিস'ই' না' হুইক করিরহা' অতীত ১২ ৩৪
 মাদ্ হ' বলহা'রী সুর'ইকী' সবকী' কট'ইনসন্তাল ।
 কী'জী'কু'গুর পলক'য়ে' করত'টক প্রতিপাল ১২ ৪৪
 মাদ্ হাজ'নকো'জ'ন সবজ'ই' ন'ই'ই' বৌ'ই'মু'লেই ।
 তাইট' অখিকা উরকু'জ সো'বু'পীই করই ১২ ৫৪
 মাদ্ হু'কা' সবজ'কা' সনকা'বী'জ'পাই ।
 মু'তক' জো'জ'ন গুর'মু'খা'কা'হে' কল'প'জাই ১২ ৬৪
 পর'বে'ব'র'কে' তা'বকা' এক'তনু'কা'খাই ।
 মাদ্ জে'জ'তা'পো'পা'খা' অ'ম'ক'জ'স'ব'জ'াই ১২ ৭৪
 মাদ্ জৌ'ব'ক'কা'ই' সনকা'বী'জ'পাই ।
 জ'হা' ভবা'সী'খা'বী'বী'টল ১২ ৮৪
 মাদ্ জাত'দ'হ'কা' জে'ভা'স'হ'জ'কি' বিচার ।
 জে'কা' হ'রি'বি'টি' অ'ভ'রা'জ'ে'কা' ন'ই'ব' নি'ব'র' ১২ ৯৪
 মাদ্ জল'ম'ল'রা' ব'কা' হ'ম'লে'ন' প্র'দ'ব'র' ।
 ল'ং'ল'রা'কা' ম'ল'ই'ব'র'ই' অ'বি'গ'জ'জ'ব' অ'গ'া'ব' ১৩ ০৪
 মাদ্ জ'কু'জ' পু'লী'মু' মাই'জী'ব'হ'মে'গ'না' সো'ই ।
 প'টি' প'টি' কো'ই' নি'মি'জ'ট'রে' সু'দি'সি'জ' কো'ই' ১৩ ১৪
 মাদ্ হু'ট'পু'হা'ই'ভ'হ'ই' কো' হা'ই'ই' ফি'র'ই'হ'ই' পি'র'খা'ল'ারী' ।
 দু'জ'া'ব'হ'বি' দু'রিক'রি' বৌ'রে' বা'খু'ল'হ'বি'চারী' ১৩ ২৪
 মাদ্ বিনা' হা' ম'ক'বী' ফি'র'ই'কৌ'পি' সু'খী'সারী' ।
 দু'জ'া'ব'হ'বি' দু'রিক'রি' বৌ'রে' সু'বি'য'হ' মা'খু'ল'ল'শা' ১৩ ৩৪
 মাদ্ সিব'জ'ন'ব'রী' সা'গ'বি'হ' সা'ব'তি' রা'খি' অ'জী'ন ।
 সা'হি'ব'সৌ' বি'ল'না'ই'ই'হ'র' সু'র'কা' হো'ই' স'ম'ক'টি' ১৩ ৪৪
 মাদ্ অ'ব'ই'খ'া' ই'কা' ঞ'খ'ই'ই' হ'র'ম'ফি'লা'গ'া'র'ম' ।
 হা'ই'বি'র'এ'ম' সৌ'জ'ই' বৌ' বি'জ'ল' মা'খু'জ'ন' ১৩ ৫৪
 অ'ব'ই'খ'ম' আ'ই'ব' প'ট'ই'প'ট'ই' লে'ই'ই'ট'ই' ।
 ম'স'ক'ক' সি'রি'মো'ল'শ'জ'ক' কু'ই' রা'ই'জ'জ'াই' ১৩ ৬৪
 অ'ব'ই'খ'া' আ'ই'ব' পু'ট'ফি'র'ই'বি'জ'জ'ি'র'খ'াই' ।
 মাদ্ ক'ট'ই'র'ম'তো'জ'জ'ক'র' ব'র'ত'ক'নি' জ'াই' ১৩ ৭৪
 অ'ব'ই'খ'া' অ'জ'স'ব'কী' রা'জী'গ'া'ম' গ'ল'ল'ন' ।
 মাদ্ স'ভি' কর'নী'জ'ক'লো'জ'ক' ই'ক'ে' প'লে' ১৩ ৮৪
 হী'ক'ো'স'র'হী'ম'ক'ক'ই' কা'ই'ব' বি'র'অ'জ'ি'ক'ই' ।
 মাদ'ক'ড'বা'না' ক'ই'ব' অ'র'ত' কর'ি'ক'িলে'ই' ১২ ৯৪

বিপতি ভগ্নাধরিনামসৌ' কামাভসৌ'টী'মু'খ ।
 রা'ই'ব'বি'না' কিস'কা' ম'জা' মাদ্ ল'ং' প'তি'সু'খ ১৪ ০
 মাদ্ এক'বিস'সা' ম'বিন' সি'রা'বা' ডা' বা' ডোল ।
 মাদ্ ক'ট'ই' বি'খি'ল'খ'পা'ই' এ'চি'খা'ব'না' অ'ম'ব'োল' ১৪ ১৪
 মাদ্ বিন'বে'দ'সী' কী'গ'র' ৫৩৭৭ হা'ই' টৌ'র' ।
 নি'হ'ট'ক' নি'হ'জ'ল'ন'ই' র'ই'ব' ত'কু' উ'র'কী' ট'র' ১৪ ২৪
 মাদ্ হ'গ'া'খ'াসো'ব'ই'ব' র'কা' জিনি'ব'ট'ই'ক' সু'খ'মু'খ
 সু'ব'জ'গ'ই' সু'খ'আ'ই'সৌ' উপ'প'চ'ন' বি'সা'হী'মু'খ ১৪ ৩৪
 মাদ্ হ'গ'া'খ'া' সো'ব'ই'ব'ই'ব' হ'গ'া'ন'সা'পু'পা'ই' ।
 ন'ক'ক'ন'ক'ে'খ'ী' ম'ড'রী'জ'ব'াল'স'ক'ো'নী' আ'ই' ১৪ ৪৪
 মাদ্ হ'গ'া'খ'া' সো'ব'ই'ব'ই'ব' র'কা' জে' সু'ছ'কী'স'প'ল'ক'ী' ।
 প'ল'ব'ই'খ' ন' জিনি'হ'ট'ই' এ'দী'জ'ানী' জী'ব' ১৪ ৫৪
 মাদ্ জ'জ'া'খা' সো'ট'ই'ক' র'কা' উ'র' ম'ভৌ'ব' আ'ই' ।
 লো'না'খ' সো'ল'রে'হে' উ'র' ম'ভৌ'ব'আ'ই' ১৪ ৬৪
 জ'ার'চি'বা' হু' কো'ই'গ'া' কা'চ'কৌ' সি'রি'লে' ।
 সা'হি'ব' উপ'রি' জ'া'খি'য়ে' লে'প'ি'জ'হা'না' ১৪ ৭৪
 জ'া'খি'কৌ' হু' রা'খি'যো' ট'যা' নি'রি'জ'ানী'ক'ট' ।
 দু'জ'াকৌ' লে'খৌ' ম'হা' মাদ্ অ'ম'ভ'ন' জ'াই' ১৪ ৮৪
 জ'া'হ'ম'হ'জ'াই'ব' ক'া'পু'বী' চ'হ'র'কা' উ'স'জ' ।
 হাদু'কে' র'জ'নি'স'ক'সৌ' আ'ই'ব'দিন' কৌ'র'জ' ১৪ ৯৪
 মাদ্ জ'র'গ'া'ব'ার' জে' কু'চ'নি'যা' সো'ব'র' ন'ক'হ'ব'জ'াই' ।
 সো'ই' সে'ব'গ' স'ম'জ'ন' র'হি'না'রা'ম'র'জ'াই' ১৫ ০৪
 মাদু'ক'র'কা' ই'হ' ম'হী' ক'র'কা' ঞ'ই'ট'ই' কো'ই' ।
 ক'র'ড'াই'ব' সো' অ'ট'ই'গ'া' হু' জিনি'ক'র'তা' কো'ই' ১৫ ১৪
 কা'শী'ভ'জী' ম'গ'হ'র' গ'বা' ক'বী'র' ক'র'ো'ট'ই'রা'ম' ।
 ট'স'মে'জী'না'ই' যি'লা' মাদু'পু'রে' ক'াম' ১৫ ২৪
 মাদু' র'জী' রা'ম'ট'ই' রা'জি'হ'জ'িক'ক' হ'ম'ই'ন ।
 মাদু' উ'ল' প্র'লা'ম'সৌ' পো'যা' ল'ব' প'রি'ব'ার' ১৫ ৩৪
 প'জ'ল'জ'ো'যে' এক'সৌ' ম'ন'হ'জি' বা'লা' হা'ই' ।
 মাদু'ভ'গ'নী' জু'খ' ল'ক' ক'কা' ভা'ই'ব' ম'ই' ১ ৫৪ ৪
 এক'সে'র'তা'জ'া'হ'ডা' ক'া'চ'ী' ভ'জ'ান' জ'াই' ।
 জু'হ'ব' ভা'গা' জী'ব'কী' মাদু'ল'ল'ভা'ই' ১৫ ৫৪
 মাদু' সা'হি'ব' হে'রে' ক'প'ডে' সা'হি'ব'ম'রা'ব'ান' ।
 সা'হি'ব' নি'র'তা' ভা'জ' ই'হ' সা'হি'ব' পি'ও' প'র্শ'নি' ১৫ ৬৪
 মাদু' ই'ব'র' জী'ব'কী' নি'জি' ক'ট'ই' প্র'জি'প'াল' ।
 অ'জ'া'ক'্য'প'ট'ন' ল'লা' হ'জি' সু'ং' প'া'ই'ব' বা'ল' ১৫ ৭৪
 সা'ই' ল'খ'ন'হ'জ'ো'যে' ভা'ব' ভ'গ'জি' ব'ে'লা'স' ।
 নি'ম'ক' ল'ব'নী' পা'জ' জে' ম'ই'ট'ই' মাদু' ল'ল' ১৫ ৮৪

বাজলা অনুবাদ

- ১) রাম বাই ইচ্ছা করেন তাহা সহজেই হইবে, অতএব তুমি শোকেতে কেন প্রাণ ত্যাগ কর ? এ অতি দুব্য কর্ত্ত্ব ।
- ২) পরমেশ্বর বাহা করিরাহেন তাহাই হইয়াছে । তিনি বাহা করিবেন তাহাই হইবে । তিনিই বাবৎ বিঘ্যমান পরার্থের কর্ত্ত্ব । তবে লোক কেন শোক করে ?
- ৩) হাদু কহেন যে অগ্নীমুখ । তুমি বাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে । তুমি বাহা

বিবাদকো অম সম্পর্কে ।

- করিবে তাহাই হইবে। তুমি কর্তা, ভূমিই কারয়তা, আর বিত্তীয় নাই।
- ৪ তিনি সর্ব বস্ত্র পূর্ণ করেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাহাকেই চিন্তাকর।
- ৫ যিনি স্বপ্ন, মর্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষ, আদি অন্ত-শক্তি করিয়াছেন, এবং যিনি সকলের পালনকর্তা। তিনিই আমার ঈশ্বর।
- ৬ আমার এই প্রকার জ্ঞান যে কারণ স্বরূপ কর্তা পুরুষই সকল বস্ত্র সৃজন করেন। তিনিই দাদুর মিত্র।
- ৭ মনোবাচ্যকর্মে তাহাকে বিশ্বাস কর। যে জন সৃজন কর্তার সেবক সে আর কাহার আশা করিবে?
- ৮ যে ব্যক্তি অস্থঃকরণে ঈশ্বরকে অরণ করে তাহার রমণ ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং তাহার সকল বিষয় না করিলেও আপনাই হইতে হয়। দয়ার পথ বুঝিতে পারে এমন লোক অতি অল্প।
- ৯ যে নিম্পাপ হইয়া নিষ্কলিত মিস্রাহ করিতে জানে, তাহার নিকট সে দূষ্য কর্ম নহে। সে যদি ঈশ্বরের সঙ্গ করে, তবে সেই কর্মই তাহার আনন্দ-প্রাপ্তি হয়।
- ১০ পুণ্যকর্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয় হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে হরি উচ্ছলিত হইবে। রাম সর্ব বস্তুতে নিরঙ্কর স্থিতি করেন।
- ১১ অরে মৃত! ঈশ্বর তোমার মূলে নহেন, তোমার নিকটেই আছেন। তুমি উন্মত্ত, কিন্তু তিনি সকলই জানেন, এবং দ্বন্দ্ব করিতে সত্তর আছেন।
- ১২ রাম শক্তিপূর্ণ, এবং তিনিই সকলের বিশ্বাস চিন্তা করেন, ও সকলই জানেন। রামকে হৃদয়ে রক্ষা কর, আর কিছুতেই চিন্তার্পণ করও না।
- ১৩ চিন্তা বৃথা, কেবল জীবন-শোষণ করে। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, এবং যাহা বাইবার, তাহাই যায়।
- ১৪ যিনি জীবের প্রাণ দান করেন, তিনিই গভীরে তাহার মুখে দুঃ দান করেন।

অঠরাশি মধ্যে থাকিয়াও তাহার কোমল করা হয়।

- ১৫ হে জাতঃ ঈশ্বরের শক্তি তোমার নিকট হইয়া রহিয়াছে। তোমার অন্তরে বিকট ঘাট আছে, তথাপি রিশু-সকল লগ্ন-গত হয়। অতএব ঈশ্বরকে ধারণা কর, বিশ্বস্ত হইওনা।
- ১৬ মনের সহিত অগদীশ্বরের গুণ কীর্তন কর, তিনি তোমাকে হস্ত, পায়, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শিরঃ প্রদান করিয়াছেন। তিনি অগদীশ, তিনিই প্রাণনাথ।
- ১৭ যিনি একান্ত ভাবে সমস্ত বস্তুর রচনা যথা নিয়মে করিতেছেন, তাহাকে তুমি অরণ কর না? তুমি শাস্ত্র বীকার কর।
- ১৮ যে প্রিয় পরমেশ্বর দেখের সহিত জীব সংযোগ করিয়াছেন, যিনি তোমাকে গভীরে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং পালন ও পোষণ করিয়াছেন, তাহাকে অরণ কর।
- ১৯ হৃদয়ে রামকে স্থাপনা কর, ও মনেতে বিশ্বাস রাখ, যে পরমেশ্বরের শক্তিতে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।
- ২০ পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্নদান করেন, ও জীবিকা লক্ষণ করেন। তিনি আমার নিকট, তিনি আমার লগ্নসঙ্গী।
- ২১ পরমেশ্বর সকলের সেবক হইয়া সকলের স্বার্থ বিধান করেন। সূচমতি ব্যক্তিদিগেরও এজ্ঞান আছে, তথাপি তাহার তাহার নাম করেন।
- ২২ য'বও সকলে ঈশ্বরের নিকট হস্ত প্রদারণ করে, এবং যদিও তাহার এমত মহতী শক্তি, তথাপি তিনি কালে কালে সকলের সেবক করেন।
- ২৩ তুমি যদিগণের অতীত, তোমার অরূপ স্বাভাবিক সূচমতি সূচমতি সূচমতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অধঃস্থ হইয়াছ।
- ২৪ যাহা কছেন যিনি সকলের প্রতিপালক, এবং যিনি কীট অর্থাৎ কীট পর্য্যন্ত সমস্ত অস্ত্রকে মিলেবে পালন করিতে পারেন, আমি সেইবেদের কলিহারা হই।
- ২৫ পরমেশ্বর লক্ষ্যে বসে অরূপ প্রদান ক-

- ২৬ স্নেহ, তাহাই গ্রহণ কর। তোমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।
- ২৭ বাহারদিগের চিন্তনস্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বরদত্ত যে কিছু ধান্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। হে শিষ্য! তুমি অপর অন্ন কেন প্রার্থনা কর? তাহা শব্দভূম্য।
- ২৮ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের স্তুতির কণামাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত পাপ ও দ্বন্দ্ব কর্তন নষ্ট হয়।
- ২৯ কে পাক করিবে? কেই বা পেষণ করিবে? যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে সেই স্থানেই আহ্বারের জব্য।
- ৩০ মুক্তাও ত্যজ যে তোমার দেহ তাহার প্রকৃতি বিচার কর। তন্মধ্যে যে কোন পদার্থ ঈশ্বর হইতে অন্তর, তাহার নিরাস কর।
- ৩১ আমি রানের প্রসাদী জল দল গ্রহণ করি। আমি সংসারের কিছু বুঝি না, ঈশ্বরের অর্গাধ তাব। দাদু ইহা কহিয়াছেন।
- ৩২ ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। অতএব উৎকর্ষায় প্রাণ ত্যাগ করিওনা, জবণ কর।
- ৩৩ ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সকল সুখওল জ্ঞাপন করিলেও কুত্রাপি কোন আশা পাপওরা যায় না। হে মূঢ়! সাধুগণ বিচার করিয়া কহেন যে ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল।
- ৩৪ রামকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিলেও কোন লাভ হইবে না। অতএব হে মূঢ়! ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল। এবং সাধুদিগের বাক্য জবণ কর।
- ৩৫ বৈয়াক্ষিত হইয়া সত্য উপহাস গ্রহণ কর, ঈশ্বরেতে মন সমর্পণ কর, এবং শব্দবৎ মনু হইয়া রহ।

- ৩৬ সেই নিগূঢ় জ্ঞানে যাহার মন লগ্ন হইয়াছে, তিনি স্বকীয় ক্রিয়ণে অন্ন ভোজন করিয়াই তৃপ্ত করেন। শুদ্ধচিত্ত সাধুগণ সেই নিরঞ্জান নাম গ্রহণ করেন।
- ৩৭ কামনাশূন্য হইয়া যাত্রা উপস্থিত হয় তাহাই গ্রহণ কর, কারণ জনদীক্ষার নাচা বিধান করেন তাহা কখনই দূর্য্য নহে।
- ৩৮ নিরাকাক্ষী হও, এবং দৈবাৎ যাত্রা উপস্থিত হয়, অজ্ঞানিত হইয়া ও বিচার করিয়া তাহাই ভোজন কর। পর্যটন করিও না, এবং অদৃশ্য তরু হইতে কল ক্ষেদনও করিও না।
- ৩৯ নিরাকাক্ষী হও, এবং দৈবাৎ যে অন্ন উপস্থিত হয় তাহা যদি এক প্রাস আকাশ মাত্র ও চর, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।
- ৪০ পরমেশ্বরেতে যাহারদিগের স্তুতি আছে, তাহারদিগের নিকট সকল বস্তুই লাভিশয় হইল। যদি তাহা বিষ পূর্ণ হয়, তথাপি তাহার কটু বলিবেন না, বরঞ্চ তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।
- ৪১ হরিনাম গ্রহণের জন্য যদি বিপত্তি ঘটবেও মঙ্গল। হৃৎখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আর রাম বিনা যে স্বর্ষ সম্পত্তি তাহাই বাকি কর্ণের।
- ৪২ এক মাত্র পরমেশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মনস্থির নহে। সে বহুধনাবিশিষ্ট হইলেও দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চিন্তামণি অমূল্য ধন।
- ৪৩ যে মনের বিশ্বাস নাই তাহা চঞ্চল ও অব্যবসারী, কারণ নিশ্চর জ্ঞান বিহীন হইয়া এক বিষয় হইতে বিবুরান্তরে ধাবমান হয়।
- ৪৪ বাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্ষ অথবা দুঃখ কিছুই বাঞ্ছা করিও না। হৃৎখের প্রার্থনা করিলে দুঃখেরও ঘটনা হইবে, পরমেশ্বরকে বিশ্বস্ত হইও না।
- ৪৫ বাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্ষ

কামনা করিও না, এবং নরক ভরেও
ভীত হইও না। যাহা নিরুৎসাহ হইয়া-
ছিল তাহাই হইয়াছে।

৪৫ যাহা হইবার তাহা হইবে। ঈশ্বর যাহা
করিয়াছেন তাহার ক্রম কি বৃদ্ধি হইবার
সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমার হৃদয়
হউক।

৪৬ যাহা হইবার তাহা হইবে, তদতিরিক্ত
আর কিছুই হইবে না। যাহা তোমার
প্রার্থ, তাহাই গ্রহণ কর, তন্ত্ৰিণ আর
কিছুই গ্রহণ করিও না।

৪৭ ঈশ্বর যেরূপ বিধান করিয়াছেন তাহাই
ঘটিবে, অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিঃ-
সন্তোষে ভার গ্রহণ কর? পরমেশ্বরের
সর্বোপরি করিয়া জান, এবং সংসারের
কৌতুক দেখ।

৪৮ হে জগদীশ্বর! তুমি যাহা উপযুক্ত জান,
ওরূপ অবতায় আমাকে স্থাপন কর,
আমি তোমারই অধীন। হে শিষ্যগণ!
তোমরা অন্য দেবতাকে স্মরণ করিও না,
অন্য স্থানে ভ্রমণ করিও না, কেবল তাঁ-
হারই নিকট গমন কর।

৪৯ আমার এই কথা যে যে পরিমাণে পর-
মেশ্বরের ভাবে তাহী হইবে সেই পরি-
মাণে তোমার স্বর্থ লাভ হইবে। দাদুর
অভ্যুৎকরণ দিবা নিশি ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন
আছে।

৫০ কর্তা পরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা দুঃখ
বলা যায় না। যাহারা তাহাতেই তুষ্ট
আছে, তাহারাই তাহার সাধু শেবক।

৫১ আমরা কদাপি কর্তা নহি, কর্তা এক
ভিন্ন পরুষ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন
তাহাই করিতে পারেন, আমরাইগের
কোন গণনা নাই।

৫২ কবীর রামায়ণে মগ্নে গিয়াছিলেন।
রাম অস্বপনে তাহাকে দর্শন মিলেন,
এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ হইল।

৫৩ রাম আমার উপার্জিত ধন, রামই আ-
মার পুত্র, রামই আমার পাতা। তাহা-

রই প্রেনায়ে সকল পরিবার প্রতিপালিত
হইয়াছে।

৫৪ আমার কায়াগত পঞ্চভূত এক অম্নে ল-
লুট, কিন্তু আমার অস্ত্রকরণ অতি প্রেমময়।
যিনি এক কাত্ত ঈশ্বর তিন আর কাহা-
রও আরাধনা করেন না, কৃৎপিপাসা
তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

৫৫ একসের পরিমিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া
ভোজন করিলেও তাহা কি তস্থ হইবেনা?
যত আহার করুক, তথাপি জীবের ক্ষুধা
নিবৃত্তি হয় না।

৫৬ ঈশ্বর আমার বশন ও ভবন, তিনি আমার
শিরোনুকুট, তিনিই আমার প্রাণ ও ল-
রীর।

৫৭ মাতা যেমন সন্তানকে পালন করেন ও তা-
হার দুঃখমূল নিবারণ করেন, সেই রূপ
ঈশ্বর জীবের নিত্য প্রতিপালন করেন।

৫৮ হে ঈশ্বর! তুমিই সত্য। আমাকে
প্রীতি সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বাস ও সত্য ঐ-
ধ্য দান কর। দাদু দাস এই পঞ্চ প্রার্থনা
করে।

কবীর পছিদিগের সহিত দাদু পছিদিগে-
র সন্তাষ আছে, এবং তাঁহারদিগের কবীর
চৌরেও গমনাগমন হইয়া থাকে।

মহাতারতীয়শ্লোকঃ

কচানাদিত্ত্বাসান্নাং যজুৰ্বামাদিরুচ্যতে।
অন্ত্ৰুচাদিমিত্যাং দুর্কৌনদ্বাদিত্ত্বং স্বপ্নম্ ॥
গুণান্ যদিহপশ্যন্তি তদিক্ত্যাপরে জনাঃ।
পরং নৈবাভিকান্ধন্তি মিত্ত্বংদ্বাদিগুণার্থিনঃ ॥
গুণার্থস্ববরৈরুক্তং কথংবিদ্যাৎ পরান্ গুণান্
অনুমানাচ্ছ গন্তব্যং গুণৈশ্ববরবৈঃ পরং ॥
জ্ঞানেন নিশ্চলীকৃত্য বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা মনস্তথা।
মনসা চেচ্ছ্রিয়প্রামমক্ষরং প্রতিপদ্যতে ॥
শরীরবান্ধুপাক্তেহোহাং সর্করান্ পরিপ্রহান্
ক্রোধলোভাদিত্ত্বাভ্যেবু কৌরাঙ্কসভামৈঃ
নাশুক্ৰমাচরেত্ত্বান্দতীকান্ কেবলাপমং ॥

কর্মণা বিবরণং কুর্বন ন লোকানাং বাঙ্কুভান্।
 লোকহুঙ্কং যথা হেম বিপকুং ন বিরাজতে ।
 তথা পকুকাবাধ্যং বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে ॥
 যশ্চাৰ্থকরেঞ্জোক্তাৎ কামকোথাবনুপুবন ।
 ধর্মং পস্থানমাক্রম্য সানুবঙ্কোবিনশ্যতি ॥
 যথৎকাস্তারমাত্তিভৌৎসুক্যং সমনুবজেৎ ।
 গ্রাম্যমাহারমাদদ্যাদবাধিপতি যাপনং ॥
 তত্ত্বৎসংসার কাস্তারমতত্তন জ্ঞমতৎ পরঃ ।
 যাজ্ঞার্থমদ্যাদাহারং ব্যাধিতোভেবজং যথা ॥
 সত্যশৌচাৰ্জবত্যাগৈর্ধর্মস্মি বিক্রমেশ চ ।
 কাস্ত্যাধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ মনসা তপসৈব চ ॥
 ভাবান সর্কানুপারিত্তান সমীক্ষ্য বিষয়াক্কান্
 শান্তিমিচ্ছমদীনাস্ম। সংযজ্ঞেদিচ্ছিয়াপি চ ।
 নত্বেন রজসা টেব ভমসা টেব মোহিতাঃ ।
 চক্রৎ পরিবর্ত্তে হুজ্ঞানাজ্জ্ববোভ্শং ॥
 তন্মাত্ সন্যক্ত পরীক্বেস্তু দোধানজ্ঞানসত্ত্ববান্।
 অজ্ঞানপ্রভবং হুঃমহঙ্কারং পরিত্যজেৎ ॥
 দমমেব প্রশংসতি বুদ্ধাঃ ক্রান্তিসমাদিযঃ ।
 ক্রিয়া তপশ্চ সত্যঞ্চ দমে সর্কং প্রতীতিতং ॥
 দমশ্বেকোবক্ৰযতি পবিত্রং দমউচ্যতে ।
 বিপাপান্ নির্ভবোধান্তঃ পুরুষোবিন্দতে মহৎ ।
 তেজোদমনে বিযতে তন্নতীকোহিবিগঙ্কতি ।
 অনিভ্রাশ্চ বহুদ্রিত্যং পৃথগাশ্মনি পশ্যতি ॥
 ক্রবঃস্ত্যইব ভুতানামদ্যাত্তেভ্যঃ সদা ভয়ং ।
 তেবাৎ বিপ্রতিবেধার্থং রাজা সূক্ঃ স্বযত্ত্বনা ।
 আশ্রমেব চ সর্কেষু দমএব বিশিষ্যতে ॥
 যচ্ তেবু কলং ধর্মে ভুবোধান্তে তচ্ছচ্যতে ॥
 তেবাৎ লিকানি বক্ষ্যামি যেবাৎ সমুদযোধনঃ
 অকাপ্যামনংরন্তঃ সন্তোষাঃ শ্রদ্ধধানতা ॥
 অকোদখার্জবং নিত্যম্মাতিবানোহিভমানিতা
 গুরুপুত্ৰাঃনুসুযা চ নবা কুতেষপৈপত্তনং ॥
 জনবান্ মূবাবান্ স্তুতিনিদ্যারিবর্জনং ।
 সাধুকামশ্চ স্পৃহেদ্বোদ্যতিং প্রেত্যেষু চ ॥
 অবৈরকুৎসুপচারঃ সমোনিদ্যাঃপ্রশংসযোঃ ।
 সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নোদ্যবান্ প্রভঃ ॥
 প্রাপ্যলোকৈ চ সৎকারংস্বর্গংইব প্রেত্যমঙ্কতি ।
 ছুগমং সর্কভুতানং প্রাপ্যযজ্ঞোদতে সুবী ॥
 সর্কভুতহিতে যুক্তো ন শ্ব বোদ্বিততে জনং ।
 মহাজ্ঞদইবাকোভ্যঃ প্রজাতুতঃ প্রনীতি ॥
 অভবৎ যস্য কুতেভ্যঃ সর্কেষামভবৎ যন্তঃ ।
 নমস্যঃ সর্কভুতান্যং দ্বাণ্ডোভবতি বুদ্ধিমান্ ॥

কর্মণিঃ ক্রতসম্পন্নঃ সন্ধিরাচরিতঃ শুচিঃ ।
 সদৈব দমসংযুক্তস্তস্য ভুক্তে মহাকলং ॥
 অনসূযা কমা শান্তিঃ সন্তোষাঃ প্রিযবাদিতাঃ ।
 সত্যং দানমনাযাসো নৈবধনার্গৈঃ ছুরাগনাং ॥
 আর্জবেনাপ্রমাদেনে প্রসাদেনোদ্বনভয়া ।
 বুদ্ধশুশ্রবযা শক্ পুরুষোবলভাতে মহৎ ॥
 ন হি ছুঃখেবু শোচন্তে ন প্রকৃযন্তি চাঁক্ষিযু ।
 কৃতপ্রজ্ঞানতুণ্ডাঃ কাস্তাঃ সন্তোমনাযিণাঃ ।
 জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাত্যেব সহ জাযতে ।
 উভে সহ বিবর্কেতে উভে সহ বিনশ্যতঃ ॥
 ভুতানংনিধনং নিষ্ঠা শ্রোতসামিবি সাগরঃ ।
 নৈতৎ সন্যাস্তি জ্ঞানন্তোনাঃমুহুস্তি বজ্জধুৎ ॥
 যে শ্বেব নাভিজ্ঞানস্তিরজ্ঞোমোহ পরায়ণাঃ ।
 তে কুছুঃপ্রাপ্য শীতন্তি বুদ্ধিযেযাং প্রপশ্যতি ॥
 বুদ্ধিলাভাত্ত পুরুসঃ সর্কং বুদ্ধিতিকিষিৎ ।
 বিপাপান্। লভতে সত্ত্বং সত্ত্বন্তুঃ সংপ্রসীদতি ॥
 মহাধিদ্যোহিম্পবিদ্যশ্চ বলবান্ ছর্কলশ্চ যৎ ।
 দর্শনীযোবিষ্কপশ্চ সুভগে। ছুর্ভগশ্চ যৎ ॥
 সর্কং কালং সমাদন্তে গভীরঃ শ্বেন তেজসা ।
 তস্মিন কালবশঃপ্রাপ্তে কাবাধ্যা নে বিজ্ঞানতঃ
 সস্তাপান্তু শ্যতে স্পঃ সস্তাপান্তু শ্যতে শ্রিযাঃ ।
 সস্তাপান্তু শ্যতে চাবুর্কর্মইশ্চ ব সুরেশ্বর ॥
 বিনীষ থলু তদুঃখমাগতং ইব মনস্যজং ।
 ধ্যাতব্যং মনসা কল্যাঃ বল্যাণং সংবিজ্ঞানতা ।
 যদা যদা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতেমনঃ ।
 তদা তস্য প্রশিযন্তি সর্কার্থানাক সংশযঃ ॥

সংস্থাপকঃ ॥

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষনিধের অনুমতানুসারে বিজ্ঞাপন
 করিতেছি যে ৩৪ সংখ্যক নিয়ম পরিবর্ত্ত
 করিবার জন্য আগামী ১৫এপ্রিষ বৃহস্পতিবার
 অপরাহ্ন ৫ ঘটটার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের
 দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভা
 মহাশয়েরা তৎকালে সভায় হইবেন ।

শ্রীমদেপেক্ষনাথ ঠাকুর ।
 সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ ।
 আগামী ১১ মাষ মঙ্গলবার অপরাহ্ন

৩ ঘটনার সময়ে সাহসসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ঐশ্বানন্দচন্দ্র বোদান্তবাগীশ।
উপাচার্য।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছি যে আপনাদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে এবৎসর ব্রাহ্মসমাজে যে দার্ষিক দান দিবেন, তাহা আগামী ১১ মাঘমধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

ঐশ্বানন্দচন্দ্র বোদান্তবাগীশ।
উপাচার্য।

বিজ্ঞাপন

রক্তজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার মহাশয় পাঁচ খণ্ড ইংরাজী পুস্তক, এবং শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত ছয় খণ্ড পুস্তক এই সভাতে দান করিয়াছেন।

ঈনুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

ঈনুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাধিকারি যিনি বা-
কল্য আফরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভি-
লাষ করেন, তিনি পত্রদ্বারা আপন করিলে
উপরক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

ঈনুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংল-
ণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত
আছে, তাহার মূল্য প্রতি সিম ছয় টাকা।

যদি কেহ জয় করিবার মানস করেন, তবে
তিনি উক্ত কার্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে পা-
ইতে পারিবেন।

ঈনুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

**তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ
বিক্রয় পুস্তকের মূল্য**

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.....২০	
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ.....৫	
বৃষ্টি সহিত কঠোর সংশোধনবিধং.....১	
বস্তু বিচার.....১০	
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন.....১০	
তত্ত্ববোধিনী সভার বস্তুতা.....১০	
বাকলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ.....১০	
সংস্কৃত পাঠোপকারক.....১০	
ভূগোল.....১০	
পদার্থ বিদ্যা.....১০	
বর্ণমালা.....১০	
ইংরাজি ভাষায় ক্রতি প্রভৃতি.....১০	
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতি- পর অখ্যার ও অন্যঅন্য বিষয়.....১০	
বেদান্তিক ভার্জি নুবিশিষ্টকটেড.....১০	
ব্রাহ্মসমাজ পুস্তক.....১০	
পৌত্তলিক প্রবোধ.....১০	
কঠোপনিষৎ.....১০	

ঈনুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

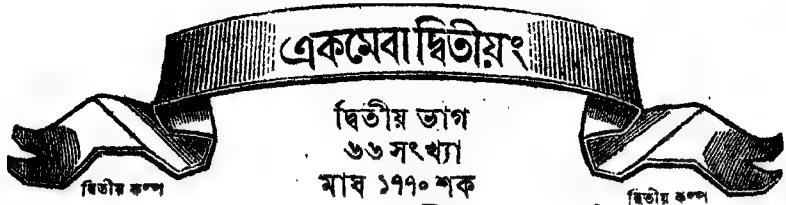
বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ২ মাঘ রবিবার প্রাতে ৭ ঘ-
ণ্টার সময়ে মানিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

ঐশ্বানন্দচন্দ্র বোদান্তবাগীশ।
উপাচার্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে
বোদানীকোষিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে হই-
তে প্রতি বাদে প্রকাশিত হইবে।—ইহার মূল্য একটাকা।
১৪ পৌষ ১৩০৫। অক্ষয়কাল্য ১৩০৫।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপর্যায়বোধেরঃ নামনেনোর্থর্থেঃ পিকা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং হ্রদোক্তোতিহাসিতি ।
অথ পরাযথা ত্ত্বকরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে
তৃতীয়ং সূক্তং

হিরণ্যকুব্ধপাণিঃ ত্রিকুপ্ধনঃ
ইন্দ্রো দেবতা

৩৮৪

১ এতাবামোপগব্যান্ত্ৰইন্দ্রম্-
স্মাকং সুপ্রমতিং বাবৃধাতি । অ-
নামৃণঃ কুবিনাদস্য রাষোগবাং
কেতং পরমাবর্জতে নঃ ।

১ হে দেবায়ঃ 'গব্যান্ত্ৰঃ' পদিনাম্যজেন অসুরের অপর-
হতাঃ গাঃ প্রাপ্ত্বিচ্ছহ্যঃ 'সুপ্' 'এত' আগচ্ছত ।
সুস্মাতিঃ লবিতাযিকং 'ইন্দ্রঃ' গবানবদককমং 'উপ-
অবাহ' উপাহাম প্রাপ্ত্বাহাম । লত ইন্দ্রঃ 'অনামৃণঃ' হিং-
সারুহিতং সন্ দেবানং 'অজাকং' 'প্রমতিং' মোলা-
তেন হর্ষগিজা প্রকৃতাং বৃষ্টিং 'সু-বাবৃধাতি' সূ-
বর্ধবতিঃ 'আঃ' অনন্তরং সঃ ইন্দ্রঃ 'অস্য' 'রাষঃ' ধন-
স্য 'গবান্' ত মোলবৃষ্টি 'পরং' উৎকৃতাং 'কেতং' জ্ঞানং
'নঃ' অজাকং 'কুবিনা' অধিকং 'আ-বর্জতে' আ-
বর্জতে প্রাপবতি ।

১ হে দেবতাঃককল! তোমরা পদিনা-
মক অন্তর কর্তৃক অপরহৃত গোপ্রাপ্ত হইতে
ইচ্ছা করিতেছ, অতএব তোমরা আপমন
কর, আমরা তোমারদিনের সহিত গো আ-

নয়নে কনতাপন্ন যে ইন্দ্র তাঁহার মিকটে
ষাই, সেই ইন্দ্র হিংসা রহিত হইয়া দেবতা
দিগকে গো লাভ করাইয়া বৃষ্টি বৃষ্টি করি-
তেছেন, অনন্তর সেই ইন্দ্র আমাদেরদিগকে
গো ধন সরস্বতী উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন ।

৩৮৫

২ উপেদহং ধনদামপ্রতীতং
জুষ্ঠাং নশ্যো নোবসতিং পতামি ।
ইন্দ্রং নমস্যাম্ণপমেতিরুর্কৈর্ষস্তো-
ত্ভোহব্যো অস্তি যামন ।

২ হে ইন্দ্রঃ 'ভোক্তব্যং' ভোক্তব্যং অনুষ্ঠাকৃণাং অনু-
গ্রহার্থং 'যামন' ভনীদশকতিঃ লব যুগে প্রবৃষে 'দহাঃ'
ইত রাহাতব্যঃ 'অস্তি' ভবতি তং 'ইন্দ্রং' 'অহং' অনু-
ষ্ঠাতা 'উপ-পতামি' প্রার্থোমি 'ইং' এষ । তিৎ কুবীন
'উপমেতি' উপহানদানোইবঃ 'অজেকা' ছোত্রৈঃ
সহ 'মমসাম্' পূজহন্ । ভীদৃশং ইন্দ্রং 'ধনদাম' ধন-
প্রদং 'অপ্রতীতং' অতিরুক্তং 'জুষ্ঠাং' পৃষ্ঠৈঃ সে-
বিতাং 'বসতিং' নিবাসস্থিৎ 'শোমং' শোমনাশকো
বেগবান্ পক্ষী 'ন' ইব যথা স্বতীযদানং আমরেন
ধাবতি তহং ।

২ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হই-
লে তব কারীয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া
যে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, উপমাযোগ্য
তব দ্বারা পূজা করিয়া আমি সেই ধন-
দাতা অতিরিক্ত ইন্দ্রের পরগণিত হই,

যেমন শ্যেনপক্ষী যজ্ঞবান হইয়া পূর্বসেবিত
বাসস্থানাভিমুখে গমন করে।

৩৮৩

৩ নি সর্বসেনে ইষুধী রসস্ক্র স-
মর্ষোগাঅজতি বস্যা বক্তি। চো-
স্কু যমাণইন্দু তুরি বামঃ না পনি-
তু রুশ্মদধি প্রবৃদ্ধ।

৩ 'সর্বসেনঃ' কৃৎসনেনাম্যুক্তঃ 'ইন্দুঃ' 'ইন্দুর্ধী'
ইন্দুধীন জ্ঞানং 'নিঃসেনঃ' নিঃসঙ্গঃ মলক মিতরাং
পৃষ্ঠভাগে সংযোগিতরাং। 'অযাঃ' হামিতপঃ ইন্দুঃ
'যমা' দেবস্যা অসুঃ অপসত্যঃ গাঃ প্রমাতুং বক্তি
কারকঃ তস্য দেবস্যা গৃহে তাঃ গাঃ' সঃ অজতি' সম-
জতি সয়াক প্রাপ্যতি। হে 'প্রবৃদ্ধ' প্রকৃষ্টবৃদ্ধিয়ুক্ত
'ইন্দু' 'তুরি' প্রকৃষ্টং 'বামং' গোরপং ধনং 'চো-
স্কু' 'যমাঃ' অজত্যঃ প্রচক্ষৎ 'অযাঃ' অযাসু 'অধি'
অধিকং 'পনিঃ' পনিঃ গহাং মূল্যং 'হা-স্কুঃ' হা
চাচক।

৩ সর্বসেনাম্যুক্ত ইন্দু তুণ সকল পৃষ্ঠদে-
শে স্থাপন করিয়াছেন। স্বামিকূপ ইন্দু যে
সকল দেবতারিগের অসুর কর্তৃক অপহৃত
গো প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার-
দিগের গৃহে অপহৃত গো প্রত্যানয়ন পূর্বক
স্থাপন করেন। হে প্রকৃষ্ট বৃদ্ধিয়ুক্ত ইন্দু!
আমারদিগকে যে গোধন দান করিয়াছ
তাঁহার অধিক মূল্য আমারদিগের নিকট
প্রার্থনা করিও না।

৩৮৭

৪ বধীর্হি দস্যুং ধনিং ঘূনেনা
একশচরম্পশাকেতিরিন্দু। ধনো-
রাধি বিমুগঙ্কে বায়ম্বজ্ঞানঃ স-
নকাঃ প্রেতিবীযুঃ।

৪ হে 'ইন্দু' 'ধনিং' বহুধনোপেতং 'দস্যুং' চৌরং
বৃত্তং 'ঘূনেনা' ঘনেন কঠিনেন যজ্ঞেণ 'অঃ' 'বধীঃ' তত-
হামং 'চ' 'এসু' উপশ্যক্তেতি। 'সমীপস্থিতিঃ' পত্রি-
পুটকাকারঃ। 'সচিভোজ্ঞানং' বৃত্তং প্রচক্ষং 'এতঃ'
এব 'চরম' গচ্ছন। 'মস্পা' মসুতঃ সামীপে বর্ততে তথাপি
তে প্রোৎসাহ্যবধিঃ 'ইন্দু' সমৃদ্ধিতঃ 'ধনো' ধনুতঃ 'অধি'
উপরি 'বিমুগ' সন্নতঃ 'বায়ন্' বিবিধমাপচ্ছন
'অযজ্ঞানং' যজ্ঞবিবোধিনঃ সঃ 'চ' 'সনকাঃ' কৃ-
ত্বানুচর্যঃ 'প্রেতিঃ' মরণং 'ইসুঃ' প্রাণাঃ।

৪ হে ইন্দু! নিকটবর্তী সন্নতপথের
সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া তুমি একাকী গমন
করত বহুধনোপেত চৌর বৃত্তাচরকে কঠিন
বজ্র দ্বারা হনন করিয়াছ, তোমার ধনুকের
উপরিভাগে যজ্ঞ বিরোধী বৃত্তানুচর সকল
আগমন করিয়া মরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩৮৮

৫ পরাচিচ্ছীর্ষাববৃজুস্তইন্দু-
যজ্ঞানোষজ্জতিঃ স্পর্জমানাঃ।
প্র বন্ধিবোহরিবঃ স্বাতরুগ্র নির-
ত্রতা অধমোরোদস্যোঃ। ১। ৩। ১।

৫ হে 'ইন্দু' 'চ' বৃত্তানুচরঃ। 'শীর্ষা' 'বলী' বাসি
শিরাংশি 'পর্যচিচ্ছ' পরাংমুখামি কৃচ্ছা 'ববৃজুঃ'
গতবহুঃ। 'কৌশল্যঃ' 'অনজ্ঞানঃ' 'বহৎ' বাগরহিত্যঃ 'ব-
জ্জতিঃ' বাধানুষ্ঠাভুক্তিঃ সঃ 'স্পর্জমানাঃ' হে 'হরিবঃ'
হরিমাম্যকাম্যুক্তঃ 'স্বাতঃ' মুক্তে স্থিতিশীল 'উগ্র' শৌ-
র্যযুক্ত ইন্দু 'সঃ' 'মস' 'দিবঃ' অহরিকায়ং 'রোদ-
স্যোঃ' 'হ্যাবাপুথিয়োগ্যঃ' সন্ধ্যাং 'অরতা' 'অরতঃ'
ত্রতরহিতান বৃত্তানুচরান্ 'সিঃ' সিংহশব্দেণ 'প্র-অধমঃ'
প্রাথমঃ ধমনং কৃতবানসি তসানীং অসীমদুঃখযানুনা
মুগাঃ সর্গোববৃজুঃ ইতিপুনরাধবা। ১। ৩। ১।

৫ হে ইন্দু! হরিনামক অশ্বযুক্ত যুদ্ধে স্থিতি-
শীল শৌর্যযুক্ত তুমি যখন অন্তরিক হইতে
এবং স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে ত্রত রহিত বৃত্তা-
নুচর সকলকে দহন করিয়াছিলে তখন বাপা-
নুষ্ঠাতাদিগের সহিত স্পর্জাম্যুক্ত ও ষাণ রহি-
ত বৃত্তানুচর সকল পরাংমুখ হইয়া গমন
করিয়াছিল। ১। ৩। ১।

৩৮৯

৬ অব্ধুৎ সন্নমবদ্যস্য সেনায-
যাতবস্ত ক্ষিতযোনবগাঃ। বৃষা-
যুধোন বধুযোনিরক্কাঃ প্রবক্তি-
রিন্দুচ্চিতবস্ত আশন।

৬ 'অনবদ্যস্য' সোমরহিতস্য ইন্দুস্য 'সেনাং' দস্যু কৃ-
তানুচর্যঃ 'অব্ধুৎ' সন্নং 'বোজু' ইন্দুঃ তসানীং 'নবদ্যা'
তোতভ্যচরিতা। 'ক্ষিতযা' বসুদ্যাঃ 'অধিরাসিবঃ' 'অবা-
তযা' বৃত্তার্থং 'ইন্দু' 'সেনা' বিবোধিনঃ 'প্রোৎসাহিতবস্তঃ'
ইন্দু বোজুং গতে সক্তি 'মিরতা'। 'কেন' ইন্দুেণ নিরাকৃ-
তাঃ বৃত্তানুচর্যঃ 'চিতমদা' 'বলী' বাস্য অশ্বাশি জ্ঞাপযাঃ

'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্রস্য সজ্ঞানঃ 'প্রবন্ধঃ' প্রবন্ধে পলায়িত্ব
কুং কুশলিকার্যৈঃ 'আবদ' দূরে গতবক্তা 'বৃষাযুধঃ'
সুবেগ সেচনসমর্থেন পুং-কুবুজেন শূরণে সহ যুদ্ধং কু-
র্জয়ঃ 'বধুঃ' নপুং-সজ্ঞা। 'ন' ইব যথা প্রবেশেন দূরে
নিরাশ্রয়তাং ভবৎ।

৩ দৌষপ্রতিভ ইন্দ্রের সেনার সহিত
যখন বৃত্তানুচর সকল যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল
তখন স্তম্ভিত যোগ্য মনুষ্যেরা যুদ্ধ নিষিদ্ধ
ইন্দ্রকে বচবিধ মন্ত্র দ্বারা উৎসাহ প্রদান
করিয়াছিল। ইন্দ্র কর্তৃক নিরাকৃত বৃত্তানুচর
সকল স্বকীয় নিশ্শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল
এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া-
ছিল, যেমন নপুংসকেরা বলবান পুরুষের
সহিত যুদ্ধে অরুত্ত হইয়া দূরে পলায়ন
করে।

৩১০

৭ স্বমৈতানুদতোজকতশ্চা-
বোধেযোরজসইন্দ্র পাঠে । অ-
বাদহোদিবআ দস্যুযুচ্চা প্রসুস্বতঃ
স্তবতঃ শংসমাবঃ ।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'জ' 'রসভঃ' রোমন কুর্জয়ঃ 'জ-
কতঃ' ভকৎ কুর্জয়ঃ 'চ' 'এতান্' বিধিযাম বৃত্তানুচরান্
অপি 'রসভঃ' অধরিকম্য 'পাঠে' পরজাগে 'অ-
বোধেঃ' বুদ্ধবক্তরাঃ 'হতবান্' 'নস্যুঃ' উপক-
ষিতারং বৃত্তাং 'দিবঃ' দ্যুলোক্যং 'আ' আনীষ 'উচ্চা'
উৎকর্ষেণ 'অপায়ঃ' সজ্ঞান্ । 'স্বভতঃ' দৌষপ্রতিভং
কুর্জয়ঃ 'স্বভতঃ' স্তোত্রং কুর্জয়ঃ বজ্রমামল্য 'শংসং'
স্তম্ভিতং 'প্র-আবঃ' প্রাভঃ প্রকর্ষেণ রক্তিতবান্ ।

৭ হে ইন্দ্র। রোমনকারী এবং ভকক এই
উভয় প্রকার বৃত্তানুচর সকলকে তুমি অ-
করিত্বের উপরিভাগে যুদ্ধ করিয়া হনন
করিয়াছ। দস্যু বৃত্তানুচরকে স্বর্গ হইতে আ-
নয়ন করিয়া বিলক্ষণ রূপে দণ্ড করিয়াছ।
তদনন্তর সোমভিববকারী স্তোত্রা যজমা-
নের স্তম্ভিত রক্ষা করিয়াছ।

৩১১

৮ চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথি-
ব্যাহিরণেন মণিনা শুভমানাঃ ।
ন হিধানাসস্তিতিকৃত্তইন্দ্রঃ পরি-
শ্পশো অদবাৎসুর্বেণ ।

৮ যে বৃত্তানুচরঃ 'পৃথিবাঃ' 'পরীণহং' আচ্ছাদনং
সর্ভতঃ ব্যাপ্তিং 'চক্রাণাসঃ' চক্রাণাঃ কুর্জয়ঃ 'হির-
ণ্যেন' তিরণ্যযুক্তেন 'মণিনা' কর্তৃহারাভ্রাভিগতেন ম-
ণ্যামাত্তরপেন 'শুভমানাঃ' শোভমানাঃ 'হিখামাঃ'
ভিখামাঃ বর্জমানাঃ সয্যং বর্জয়েৎ । 'হে' বৃত্তানুচরঃ মন্য
'ইন্দ্রঃ' যুদ্ধায় উদাত্তং 'ন' 'ভিত্তিকঃ' জেতুং সম-
র্থঃ তদানীং সঃ ইন্দ্রঃ 'শ্পশঃ' বাথকান বৃত্তানুচরান
'সুর্বেণ' 'অ-বিভোম' পরি-অদবাৎ 'সুর্বেণ' হাং-
হিতং অন্তরোৎ ।

৮ পৃথিবীর আবরক ও তিরণ্যযুক্ত
আভরণেতে শোভমান এবং রক্তিমুক্ত বৃত্তা-
নুচর সকল যখন রণোদ্যত ইন্দ্রকে জয় ক-
রিতে সমর্থ হয় নাই তখন সেই ইন্দ্র যজ্ঞের
বাধাকারক বৃত্তানুচর সকলকে সূর্য্য দ্বারা
ব্যবধান করিয়াছিলেন।

৩১২

৯ পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অ-
বৃত্তোজীশ্মহিনা বিশ্বতঃসীং অ-
মন্যমানা অভিমন্যমানৈর্নিব্রজ-
ভিরধমোদস্যুমিন্দ্র ।

৯ হে 'ইন্দ্র' 'সং' 'যদাজ' 'রোদসী' কুলোক-
জুলোকৌ 'উভে' উভৌ 'মহিনা' যেন মহিরা 'বিশ্বতঃ-
সীং' সর্ভতঃ পরিগৃহ 'পরি' অনুভোক্তাঃ 'পর্য্যনুভোক্তাঃ'
পরিভঃ ভোক্তিতবান্ । 'তদানীং' হে 'ইন্দ্র' জং 'অমন্য-
মানা' 'অমন্যমানান্' যত্রাৎ 'অনুভ্যাতু' অশকান তেব-
লপাঠকান্ বজ্রমামান্ 'অভিমন্যমানৈর্' অক্ষনীযাঃ একে
যজমানাঃ রক্তনীযাঃ ইত্যভিমানং কুর্জয়ঃ 'ব্রজভিঃ'
মইত্রঃ 'দস্যুঃ' চৌরং বৃত্তানিরপং অনুরং 'বি-অদবাৎ'
নিরধমঃ নিসারিতবান্ ।

৯ হে ইন্দ্র। যখন তুমি স্বর্গলোক ও
ভুলোক উভয়েক স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ভ-
তোভাবে পালন করিয়াছ, তখন যত্রার্থ ধ্যান
করিতে অশক্ত যে যজমান সকল তাহারা
আমারদিগের আঞ্জিত অন্তএব রক্তনীয় এই
প্রকার অভিমান করিতেছে যে মন্ত্র সকল
তদ্বারা তুমি চৌর বৃত্তানুর ঐজ্জিত অসুরদি-
গকে দূরে একেপ করিয়াছ।

৩১৩

১০ ন যে দিবঃ পৃথিব্যাঅস্ত-
মাপূর্নমাবাভিক্তননাং পর্য্যাত্ত-

বন। যুক্তং বক্তং বৃষতশ্চক্রই-
ন্দ্রোনির্জ্যোতিষা তমসোগাঅদু-
ক্ষং ১১।৩২।

১০ 'যে' জলশিশয়াঃ 'সিহঃ' কৃসোকাৎ 'পৃথি-
য়াঃ' ক্রমেঃ 'অত্রং' বাসং 'ন-আপুঃ' প্রাপ্যঃ মেঘ
রূপমাগমের যুগ্মে নিষ্কল্যায়ঃ। অত্রঃ৫৫ জুমিপ্রাপ্যঃ
ভাবাৎ 'ধনস্যাৎ' ধনপ্রমাৎ জুমিং 'মাছাভিঃ' 'সন্যো-
পভারান্নিভিঃ' পরি' পরিতঃ' ম'' 'অদুগম্' ব্যাখ্যাঃ।
তমানীং 'বৃষভঃ' কামান্যং বর্ষিতা ৫৫ 'ইন্দ্রঃ'
মেঘভেদনমায় 'বক্তং' 'বক্তং' 'সংসুকং' 'চক্রঃ'।
ভক্তঃ 'জ্যোতিষা' বোভয়ানেন বক্তেঃ 'ভয়সঃ' অত্র
কারণকাৎ মেঘাৎ 'গাঃ' গমনশীলানি উদকানি 'নি-
অদুগাৎ' নিবন্ধুৎ নিঃশেষেণ বৃষভান মেঘং ভিজে।
১১৩২ বৃষ্টান্ ২ ১।৩।১০-৩১।

১০ বৃষ্টিসুরের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত
যে জল সকল আকাশ হইতে ভুতলে
ব্যাণ্ড হয় নাই সুতরাং ধনপ্রদা জুমি
মকল শস্যাদি দ্বারা ব্যাণ্ড হয় নাই, তখন
মেঘভেদ করিবার নিমিত্তে ইন্দ্র বজ্র ধারণ
করিলেন এবং লীড়মান বজ্রধারা অন্ধকার
রূপ মেঘ ভট্টতে গমনশীল সেই জল সন্-
লকে নিঃসারিত করিলেন। ১।৩২।

৩৯৪

১১ অনু স্বধামকরুমাণো অ-
স্যাবর্জিত মধ্যম্য নাব্যানাং। স-
ব্বীচীনেন মনসা তমিস্ত্রুওজিষ্ঠেন
কন্যনামহস্তিদ্য়ন।

১১ 'অপাঃ' জলানি 'অন্য' 'ইন্দ্রস্য' 'বর্ষাৎ' 'বক্তং'
ক্রীড়ানিলপং 'অনু' অনুভবায় 'অকরুদ্' মেঘাৎ বৃষ্টাঃ
অতএব কলানীং অদং বৃষ্টিঃ 'তাপান্যং' 'নাবা' তরুণবো-
ধ্যান্যং 'বর্চীনং' 'অপাঃ' 'সে' 'আ' লম্বাৎ 'অবর্জিত'
নৃদ্ধিং প্রাপ্যঃ। তলানীং 'ইন্দ্রঃ' 'সব্বীচীনেন' লগনক্ৰতা
'মনসা' সূক্ষং '৫৫' 'বৃষ্টিং' 'ওজিষ্ঠেন' মলসুভেদন 'কন-
ন্য' 'হননসাধনেন বক্তেণ' 'অভিস্যুন্' 'কতিচিত্' দিবসান্
অভিলক্ষ্য 'অগম্' 'হতবান্'।

১১ ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ধান্যাদি লক্ষ্য ক-
রিয়া মেঘ হইতে জলবর্ষণ হইয়াছিল, ত-
খন বৃষ্টিসুর নৌকাব্যতিরেকে গমনাযোগ্য
জলেতে সর্ষভতোভাবে রুদ্ধপ্রাণ্ড হইয়াছি-
ল। তখন প্রসন্নমনযুক্ত বৃষ্টিসুরকে বল-

বান্ ও হনন সাধন বজ্রধারা ইন্দ্র কতিপয়
দিবস লক্ষ্য করিয়া হনন করিয়াছিলেন।

৩৯৫

১২ নাবিধ্যদিলাবিশস্য দূঢ়া
বিশুক্ৰিণমভিনচ্ছুকমিস্ত্রুঃ। যাব-
ত্তরোমধবন্যাবদোজ্জৈবজ্জৈণ শ-
ত্রু মবধীঃ প্তন্যুৎ।

১২ 'ইলাবিশস্য' 'ইলাবাঃ' ক্রমেক্রমে পরামা
বৃষ্টিয়া লক্ষ্যানি 'দূঢ়া' দূঢ়ানি প্রবলানি সৈন্যানি 'ইন্দ্র'
'নি' নিষ্করাং 'অবিধ্যৎ' বিদ্ধবান্। ততঃ 'শুক্ৰিণ'
গোমহিমাভিসুক্ৰমমানেঃ 'আনু'দৈকপেতং 'জ্ঞানং'
জগৎশোভকং বৃত্তং 'বি-অসিনং' ব্যতিক্রমং বিবিধ্যং
ভাণ্ডিতবান্। হে 'মঘবন্' 'ইন্দ্র' তব 'গাবৎ' 'তরা'
ভেজঃ' অস্তি 'গাবৎ' '৫৫ঃ' 'বলং' চ অস্তি তেন মর্ষণেণ
সূক্ষং অং 'পুতন্যুৎ' 'পুতন্যুৎ' বুদ্ধং 'ইন্দ্রস্য' 'শক্ত্যং'
বৃত্তং 'বক্তেণ' 'অবধীঃ' 'হতবান্'।

১২ হে ইন্দ্র! গর্ভশায়ী বৃষ্টিসুরের প্রবল
সৈন্য সকল তুমি বিদ্ধ করিরাহ, তাহার পর
মহিষাদির শক্ততুল্য অন্ত্রযুক্ত ও জগৎভের
শৌযিক বৃষ্টিসুরকে অশেষ একারে তাড়না
করিরাহ। হে ইন্দ্র! তোমার যত ভেজ ও বল
আছে তাবিশিষ্ট হইয়া তুমি যুদ্ধাৎ-
সুক বৃষ্টিসুরকে বধ করিরাহ।

৩৯৬

১৩ অতি সিধো অজিগাদস্য
শত্রু স্মি ত্রিগেন্ন বমভেণা পুরো-
ভেৎ। সংবজ্জৈণাসজ্জহু ত্রমিস্ত্রুঃ
প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ।

১৩ 'অস্য' 'ইন্দ্রস্য' 'সিহঃ' সাধকোবক্তঃ 'শত্রু' ন'
ইন্দ্রবিরিণং 'অতি' লক্ষ্য 'অজিগাদ' গতবান্। সঃ 'ইন্দ্র'
'ত্রিগেন্ন' 'ত্রিভুগুণ' 'বৃষভেণা' বৃষভেণ মেঘেভ মভেণ
'অস্য' বৃত্তস্য 'পুরঃ' 'পুরাদি' 'বি-অভেৎ' 'বভেৎ'
বিবিধ্যং ভিন্নবান্। ততঃ সঃ 'ইন্দ্রঃ' 'বক্তেণ' 'বৃষ্টিং'
'সং-অনুভবং' লমসূত্রং সংযোজিতবান্। 'শাসনানঃ'
বৃত্তং হিংসন্' 'স্বাং' 'স্বকীয়াৎ' 'মতিং' 'বৃষ্টিং' 'প্র-
অ-তিরং' প্রাতিরং প্রকর্ষণে বর্জিতবান্।

১৩ যে ইন্দ্রের কার্য সাধক বজ্র শত্রুকে
লক্ষ করিয়া গমন করিয়াছিল, সেই ইন্দ্র
তীক্ষ্ণ বজ্র ধারা বৃষ্টিসুরের পুরাতন করিরা-

হেন, তৎপরে ইচ্ছা বুঝানুরূপে বস্ত্রে সংযুক্ত
করত হিংসা করিয়া স্বকীয় বুদ্ধি বৃদ্ধি করি-
রাহেন।

৩১৭

১৪ আবঃ কুৎসমিস্ত্ৰ বস্মিন্
চাকন্ প্রাবোষু ক্ষত্তং বৃষতং দশ-
দ্যুং । শকচ্যাতোরেনুন্ধত দ্যা
মুচ্ছিত্ত্রেবোনূষাহ্যৈ তস্তৌ ।

১৪কে 'ইন্দ্ৰ' অং 'কুৎস' গোত্রপ্রবর্তকং 'বস্মিন্' 'আবঃ'
রক্তিতান। 'স' 'বস্মিন্' কুৎসে 'চাকন্' 'স্ত্রি' কামহমান।
অং বর্ষসে তং ইতিপুত্রোণামং । তথা 'দশদ্যুং' দশবিষ্ণু
দীপ্যমানং 'ভর্যামতং' 'বস্মিন্' 'প্রাবঃ' প্রাকর্ষণে রক্তিত-
বান্ কীদৃশং 'বৃষতং' স্বকীয়ৈঃ শকতিঃ সচ সূক্ষ্ম কুর্ষকং
'বৃষতং' 'ঐবঃ' 'শকচ্যাতঃ' 'অন্নীয়না' অন্নল্য
গচ্চঃ পত্তিতঃ 'রেশু' 'ধূলিঃ' 'ম্যাম্' 'মূলোক্তং' 'মজত'
প্রাখোক্তি। 'ইবজেষঃ' 'সিতাখ্যাসঃ' সোমিতঃ পুঞ্জঃ পুরা
শকতম্যং 'জলে ময়ঃ' সন্ 'অবনুগ্হাহঃ' 'নূষাহ্যৈ' 'নূ-
তাম্' 'নৃশিঃ' সোমহ্যায় 'উৎ-ওদৌ' 'উত্থে' 'জলামুখি-
তবান।

১৪ হে ইচ্ছা! যে গোত্র প্রবর্তক কুৎস
ঋষির নিকটে তুমি স্তুতি প্রার্থনা করিতেছ
সেই ঋষিকে তুমি রক্ষা করিয়াছ। সেই
রূপ গুণশ্রেষ্ঠ, শত্রু বর্গের সহিত যুদ্ধকারী,
সর্কাদিকে দীপ্তিমান, দশদ্যু নামক ঋষিকে
রক্ষা করিয়াছ। তোমার অশ্বের খুরচূত
রেশু আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। শিখা
নাম্নীজীর পুত্র পূর্বে শত্রু ভয়ে জলমগ্ন
হইয়াছিল এইকণে তোমার অনুগ্রহে
মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত জল হইতে উ-
ঠিয়াছে।

৩১৮

১৫ আবঃ শমং বৃষতং তুগ্যাসু
ক্ষেত্রক্ষেবে মঘবন্ শ্বিত্র্যং গাং ।
জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অত্র
শত্রুবস্তামধরাবেদনা কঃ ॥১৩৩৩

১৫ কে 'মঘবন্' ইন্দ্ৰ 'শিখা' বিক্রম্য পুত্র
পুত্রোক্তং পুত্রম্ 'অত্রক্ষেবে' শকতিঃ সচ যুদ্ধবেলা
দ্যং কৈত্রপ্রার্থনং 'আবঃ' রক্তিতানি। কীদৃশং

'শমং' অন্নীয়নপালনেন চিত্তব্যাকুলতায় পরিভাষ্য
শাঙ্কং 'বৃষতং' 'ঐবঃ' 'শকচ্যাতঃ' 'তুগ্যাসু' 'জলেণু' 'গাং'
গংগতং ময়ং। 'অত্র' অস্মাতিঃ সচ বুদ্ধে 'জ্যোক্' চির
কালং 'চিৎ' 'অপি' 'তস্থিবাংসঃ' 'অনন্তিতাঃ' সন্তঃ
'অত্রম্' 'যে' 'সৈরিণঃ' শকতম্ 'অবর্ষতঃ' 'শত্রু' 'মতায়'
শত্রু নামসং ইচ্ছতায় চেমায় 'অধবাসেননা' 'অতিক্ষে-
পকানি' 'নৃশখানি' অং 'অতঃ' 'কুৎ' ১:১৩৩৩

১৫ হে ইচ্ছা! শমতাগুণ বিশিষ্ট, গুণ-
শ্রেষ্ঠ, জলমগ্ন শিখাপুত্রকে শক্রগণের সহি-
ত যুদ্ধকালে ক্ষেত্র প্রাপ্তির নিমিত্তে তুমি
রক্ষা করিয়াছ। যে সকল শত্রুরা আমাদের
গণের সহিত যুদ্ধে চিরকাল প্রবৃত্ত থাকিয়া
শক্রতা ইচ্ছা করে তুমি তাহারদিগকে অতি
রেশু কর তুমি প্রদান কর ॥১৩৩৩

বেকব সম্প্রদায়
রাইদাসী

রামানন্দ স্বামীর রাইদাস নামক শিষ্য
এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। একবার
লোক প্রবান আছে যে কেবল তাঁহার স্ব-
জাতীয় চর্চকারণেরাই তাঁহার মতানুবর্তী
হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত এক্ষণে সে সম্প্রদায়
বর্তমান আছে কি না তাহার নিশ্চয় করা
দুষ্কর। শিখেরা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ
আপনারদিগের আদি গ্রন্থের মধ্যে গণনা
করিয়া থাকেন, তাঁহাতে তাঁহার নাম রাই-
দাস বলিয়া উক্ত আছে। কাশীধামস্থ
শিখেরা যে সকল সর্কীত গান করে ও যে
সমস্ত তত্ত্ব পাঠ করে, তাহারও কতক অংশ
রাইদাসের রচিত, অতএব বোধ হয় তিনি
এককালে অতিশয় খ্যাতিাপন্ন হইয়াছিলে-
ন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ
প্রামাণিক ইতিহাস গ্রাণ্ড হওয়া যায় না,
অতএব ভক্তমালা হইতে তাঁহার উপাখ্যান
অনুবাদ করা যাইতেছে।
রামানন্দ স্বামীর এক জন ব্রহ্মচারী
শিষ্য জগবানের ভোগের সামগ্রী আন-
রণার্থে প্রত্যহ ভিক্ষা পর্যটন করিতেন।

• কোন কোন স্থানে ইহার নাম ইন্দ্রদাস লিখিত
হইত আছে।

এক দিবস টকলে গিয়া এক বণিকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বণিক নৌকাদিগকে খাশ্য সায়ত্রী বিক্রয় করিত, সুতরাং তাহার দ্রব্য স্পৃহা নহে। রামানন্দ স্বামী যখন ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন, তখন ধ্যানেতে ভগবানের দর্শন না পাইয়া মনে মনে গিবেচনা করিলেন যে ভোগের সামগ্রীতে কোন ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকিবেক। এইরূপ সন্দেহ চিত্ত হইয়া ব্রাহ্মচারীকে ত্রিছা সিলেন = অল্যকার ভোগের সামগ্রী কোথা হইতে আচরণ করিয়াছে? অনন্তর তাহার নিকট তাবৎ ভণ্ড জানিয়া 'হা চামার' এই শব্দ বলিয়া উঠিলেন। গুরু বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অতএব ব্রাহ্মচারী অবিলম্বে দেহ পরিত্যাগ পূর্বক একজন চর্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাইদাস নামে খ্যাত হইলেন। শিশু রাষ্ট্রদাস পূর্ব জন্মের সঙ্গুরু আশ্রয় ও সংস্কারে ভীত হইতে না হইয়া জাতিস্মরণ হইল, এবং গুরু দেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদ ভাবিয়া অন্যাকারী থাকিল, ও কান্দিয়া আকুল হইল। শিশু সন্তানকে একপ তাবাপন্ন দেখিয়া জনক জননী নিত্যক নিরুপায় ভাবিয়া পরিশেষে রামানন্দ স্বামীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্বাঙ্গের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। স্বামী শুনিবামাত্র আগমন করিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। মন্ত্রের আশ্রয় কলৌষদ্র হইল। শিশু সন্তান তৎক্ষণাৎ স্তন পান করিল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া বিষ্ণু পরায়ণ হইতে লাগিল। রাইদাস কিয়ৎকাল নিজ বৃত্তি দ্বারা আপনার ভরণ পোষণ নির্বাহ করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ ঘাচা উত্তম হইত তাহারৈকব সেবার অর্পণ করিতেন। একদা জীব্যের মহাবীভা হওয়াতে ভগবান্ তাঁহার রেশ দেখিয়া বৈকব রূপ ধারণ পূর্বক এক বণ্ড স্পর্শমণি লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। রাইদাস ভবিষ্যের বেশ শাস্ত্র সমাদর না করিয়া কছিল

সে কি বস্তু জন্ম করে পরম রতন।
 নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সনাতন মন।
 কৃন্দানকৃত তলমানে।

ভক্তমালায় রাইদাসের বৈকব উক্তি লিখিত আছে, সুবদাস তাহা লইয়া এক পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার এইরূপ অর্থ।

হরিনাম বৈকবের পরম ধন। দিব দিন তাহার
 বৃদ্ধি হয়, এবং ব্যয়েতে কল্যাপি হ্রাস হয় না। গৃহ
 মধ্যে তাহা নির্ভয়ে রক্ষা করা যায়, মিথ্য কি রাতি
 কোন ভালেই ঘোরের তাহা হরণ করিতে পারে না।
 উৎসর্গে সুবদাসের এই কথা, পামানে প্রয়োজন কি?

অনন্তর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিষ্ণু আপন ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন তাহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি তত্ত্ববৎসল ভগবান্ একপ্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বিকীর করিয়া রাখিলেন যে তাহা অবশ্যই কোন রূপে রাইদাসের দৃষ্টিগোচর হইবেক। চর্মকার ভক্ত তাহা পাইয়া বড় বিরক্ত হইল, পরে বিষ্ণু তাহার ক্রোধ সরণার্থ স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া কহিলেন তুমি স্বকীর কার্যে যা সেবেসেবায় এই ধন ব্যয় কর। রাইদাস ইহঁদের কর্তৃক এতস্পৃকার অনুভূত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম শিলা স্থাপনা করিলেন, এবং স্বয়ং তাহার স্বামী হইয়া বিত্তর খ্যাতি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ চরণে তাহার সুখ্যাতি আরও বিস্তীর্ণ হইল। বিপকের বিপকতাচরণ ধার্মিকের গুণ পৌরব একাশের প্রধান উপায়, এনিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে ছেদানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। তাহার নুপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিল, মহারাজ। যে স্থানে অপভিত্তের সমাধির ও পবিত্র পদার্থের অপ্রমিত ব্যবহার হয়, তথায় ভয়, ভূত ও দৃষ্টিভীর অবশ্য ঘটনা হয়। সম্প্রতি রাজধানীর এক জন চর্মকার শালগ্রাম অর্জন করে, তাঁহার প্রেসি বিত্তরূপ করিয়া অঙ্গর বিঘন করিতেছে, তাহাতে সমস্ত ব্রী পুরুষ জাতিই হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব

আপন প্রকার ধর্ম রক্ষণার্থে তাহাকে
বেশান্তর করিয়া দেন।

রাজা শুনিয়া পাণী চর্মকারকে আনি-
বার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন, এবং সে
রাজ আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইলে কহি-
লেন তুমি শালগ্রামশিলা পরিত্যাগ কর।
রাইদাস নরপতির অনুবর্তি প্রতিপালনে
আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল মহারাজ!
আমার একান্ত বাসনা যে মহারাজের সম-
ক্ষেত্রাক্ষণদিককে শিলা সমর্পণ করি। এ
প্রস্তাবে ভূপতির সম্মতি হইলে রাইদাস
শালগ্রাম শিলা উপস্থিত করিয়া রাজ সভা-
তে এক শয্যোপরি সংস্থাপন পূর্বক ব্রাহ্ম-
ণদিককে গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহার
সর্বাগ্রযত্নে ঐ শিলা স্থানান্তর করিতে
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ
হইলেন না। তাঁহারাত্তব করিলেন, মন্ত্ৰো-
চ্চারণ করিলেন ও বেদ পাঠ করিলেন, ত-
থাপি পাষাণকণী ভগবান চলিলেন না।
পরিশেষে পরমভক্ত রাইদাস নারায়ণের
স্তব করিতে লাগিলেন। “হে দেব দেব
ভগবান! তুমি আমার আশ্রয়, তুমি প-
রম আশ্রয়ের মূল, তোমার আশ্রয় দ্বিতীয়
নাই। এক্ষণে এ পদামত ভক্তের প্রতি ক-
টাক্ষপাত কর। আমি নানা যোনি ভ্রমণ
করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ
হই নাই। আমি ইন্দ্রিয় ও মায়ার বোহে
মুগ্ধ হইয়াছি। এইক্ষণে যেন তোমার
নামে বিশ্বাস রাখিয়া তুমি ভয় হইতে মুক্ত
হই, আর লোকে যাহা ধর্ম বলে তাহার
উপর যেন নির্ভর করিতে না হয়। হে ভ-
গবান! তোমার সেবক রাইদাসের প্রীতি-
রূপ উপহার গ্রহণ কর, ও তদুদারাতোনার
পতিতপাবন নামের মহিমা রক্ষা কর”।
সাহু রাইদাসের ভক্তি সমাপ্তি আর শিলা-
কণী ভগবান নন্দর তাঁহার কোড়ম্ব হই-
লেন। তখন রাজা তাঁহার পরমার্থ সাধনা
বিষয়ে বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণদিককে ক্ষান্ত হ-
ইতে অনুমতি করিলেন।

চিড়োরের রাজার কালি নামে এক ব-
হিণী ছিলেন, তিনি রাইদাসের নিকট বী-

ক্ষিত হওয়াতে তাঁহার রাজ্যবানী ব্রাহ্ম-
ণেরা মহা কোপাশ্রিত হইয়া তাঁহার দ্রো-
হাচরণ করিবার উপক্রম করিলেন। রাজ-
পত্নী সাতিন্দর শঙ্কাতুরা হইলেন, এবং স্বীয়
গুরুর শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা
জিজ্ঞাসা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলে-
ন। রাইদাস অবিলম্বে তাঁহার নিকট
গমন করিয়া ব্রাহ্মণদিককে এক দিবস আ-
হারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে কহিলেন। তাঁহার
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট কালে আগ-
মন পূর্বক ভোজন পংক্তিতে উপবেশন ক-
রিয়া দেখেন ছুই ছুই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক
এক রাইদাস অবস্থান করিতেছেন। রাস-
রসবিলাসিতক্রকলীলানুরূপ এই অলৌ-
কিক ব্যাপার দ্বারা রাইদাসের মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হইল। বিপক ব্রাহ্মণেরা পূর্বকার মিন্দা
দেব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বী-
কার করিলেন।

ভক্তমালায় রাইদাসের এই প্রকার
উপাখ্যান আছে। তদনুসারে এক জন
জননী ইতর জাতীয় ব্যক্তি যে সম্প্রদায় গুরু
ও নাথ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, তাহা কৌতু-
হল ও উপদেশজনকও বটে।

সেন পক্ষী

ব্রাহ্মানন্দ স্বামীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে
সেন নামে এক শিষ্য এই সম্প্রদায় স্থাপন
করেন। এক্ষণে কেবল ঐ সম্প্রদায়ের
ও তৎপ্রবর্তকের নাম মাত্র বিদিত আছে,
অপরায়ণ বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায়
না। সেন ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তা-
নেরা গুলোরানার অন্তঃপাতী বঙ্গদেশের
হাল বংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় ধ্যান
ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমা-
লাতে এই সংঘটনার বেতু সূচক এক অতি
পরিহাসকর উপাখ্যান আছে। যথা

সেন পূর্বক বঙ্গদেশের রাজাসিপের কু-
লন্যাপিত ছিলেন, ও পরম বিকৃতভিত্তিকের
হইয়া সর্বদা বৈকর লভমান করিতেন।
একদা তিনি সাধুসঙ্গে প্রেমাভিত্তিক থাকিয়া

কাল বাপন করিতেছিলেন, ক্ষৌর কর্ণের কাল অতীত হইয়াছে ইহা তাঁহার অনুধাবিত হয় নাই। উক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্তের একপ অকপট প্রীতি দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং কি জানি রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এই বিবেচনা করিয়া সেনের অবিকল প্রতিকূপ হইয়া রাজ সম্মুখে গমন করিলেন, ও সুচারু রূপে ষ্ঠের কৰ্ম সম্পাদন দ্বারা রাজার সমধিক প্রীতি জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যদিও নাপিতকণী দেবের গাত্র হইতে এক প্রকার অসামান্য দৈব সৌরভের ছাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণু মায়ী মুখেতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন ইহা আপনার গাত্রমর্দিত সুগন্ধ তৈলেরই গন্ধ হইবে। কপট বেশী নাপিত প্রস্থান না করিতেই প্রকৃত নাপিত উপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের কারণ দর্শাইতে লাগিল। পরক্ৰ তাহার ও রাজার উভয়েরই সীতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সূক্ষ্মমণী রাজা অবিলম্বে সমস্ত বাপার অনুভব করিয়া স্বীয় নাপিতের পক্ষে শিরঃসমর্পণ করিলেন, ও তাহাকে ভগবানের পরম প্রিয় গাত্র জাণিয়া গুরুরূপে বরণ করিলেন।



কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৩ আষাঢ় ১৭৭০ শক

জালা শিবং শাস্ত্রিত্যক্তমতি।
 দেবকৃৎ ওরক্ষতিঃ।
 মহোদতে মোহনীং, চি জগা।
 কংক্ষতিঃ।

সৌভাগ্য বসন্ত চিরকাল বিরাজ করিবে, প্রাণসার সুগন্ধ সমীরণ সর্বক্ষণ প্রবাহিত হইবে, বটনা নৃত্য প্রতিবার মনোরম পূর্ণ করিবেক, এই সুখবোধে অল্পকার সুখ অসম্ভব। যজ্ঞ ইহা নিশ্চয় যে জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে, তজ্ঞ ইহাও নিশ্চয় যে জন্ম হইলে ছাঃও ভোগ করিতে হইবেক। বহুক্ষণরূপ পরমেশ্বর এই নিমিত্ত আমার-

দিগকে ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ীভূত ধৈর্য প্রদান করিয়াছেন যে ধৈর্যরূপ বর্ষ দ্বারা আবৃত থাকিলে সাংসারিক ক্রেশের প্রথর অস্ত্র তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে অধিক শক্ত হয় না, যে বর্ষ দ্বারা ছুঃখের তীক্ষ্ণধার সান্দ্য করিতে সমর্থ হই। পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে নির্মল বিশ্বাস জনিত যে ধৈর্য্য সে ধৈর্য্যকে ক্ষীণ করিতে কোন বস্তুই সমর্থ হয় না। যজ্ঞ সমুদ্র মধ্যস্থিত কুত্র পর্যন্ত প্রবল পবনোজ্জ্বলমান তরঙ্গ সমুদ্রের শক্তি সঙ্ঘ করত আপনার মস্তক সমান রূপে উন্নত রাখে, তজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার সমুদ্রের বিষম হিল্লোল সকল সঙ্ঘ করিয়া হেলায়মান করেন না। তিনি ছুঃখ বটিকা সময়ে বুদ্ধি পরিশান্ত রাখিয়া তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ করেন, আপনার যত্নের ফলাফল সকল পরম মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়তম অর্পণ পূর্বক কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া নিশ্চিত থাকেন। তিনি ছুঃখাবস্থাতে পরমেশ্বরের মতিমা অনুভব পূর্বক আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেন, কারণ তিনি দেখেন যে পরমেশ্বর ছুঃখ হইতে মুখ উৎপন্ন করেন যে যতই ছুঃখ সহিষ্ণুতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই নিজ স্বভাবের মহত্ত্ব বুদ্ধি জ্ঞানের অন্তরে এক মহৎ ও উৎকৃষ্ট আনন্দের উদ্ভব হয়, যে আনন্দ কেবল তিতকু ধার্মিক ব্যক্তির উপভোগ করিতে পারেন। বধার্থত যখন কোন ধার্মিক ব্যক্তি সমুহ ছুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সংঘর্ষিত চলন কাঠের ন্যায় উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের বিশেষ মনোরম প্রীতিকূপ সুগন্ধই প্রদান করেন, তখন কি মনোহর দৃশ্য দৃষ্ট হয়, দেবতারাত্ত সে দৃশ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়েন। যে পক্ষী মৃত্যু যাতনা সময়েও সুমধুর সঙ্গীত স্বর নিঃসারণ করে তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত ছুঃখ সময়েও অস্তম্ভকৃৎ ঐশ্বর গুণ কীর্তন ব্যক্ত করেন। তিনি বিবেচনা করেন কোন পক্ষী কণীক ব্যতীত নাই, ছাঃ সকল এই মঙ্গল পূর্ণ জগৎরূপ অরবিলের কণীক স্বরূপ হইয়াছে। ঐশ্বর পরায়ণ ধর্ম্মী ব্যক্তি জাত

আহেমে যে কেবল নৌভাগ্য মনরে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সে যথার্থ প্রীতি নহে প্রিয় রাজা! তাঁহাব রাক্ষসের মঙ্গল জনক কোন কৌশল সম্পন্ন করিবার জন্য যদ্যপি আমারদিগকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করেন তখন যে প্রীতি করা যায় সেই যথার্থ প্রীতি। নৌভাগ্য সময়ে অনেক জ্ঞানানুশীলনকারি ব্যক্তির তিত্তিকা ও ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ স্মরণ রূপে করিতে পারেন; ছুর্ভাগ্য সময়ে অর্থাৎ সে সকল ধর্মের অনুষ্ঠানের সময়ে তাহারদিগকে অনুষ্ঠান করা তাহারদিগের পক্ষে দুঃকর হয়। নৌভাগ্যে অনুষ্ঠের ধর্ম ভোগ বিধয়ে মিতাচরণ হইয়াছে—ছুর্ভাগ্যে অনুষ্ঠের ধর্ম তিত্তিকা হইয়াছে যে ধর্ম মিতাচরণ অপেক্ষা অধিকতর শুরঙ্গ প্রকাশক ধর্ম হইয়াছে অতএব তাহা যথার্থ মনুষ্য উপাধি আকাংক্ষীদিগের কি পর্যন্ত অনুষ্ঠের ধর্ম হইয়াছে। মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়তমের মঙ্গল বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত গৃহে অসুখ লোকের অবজ্ঞা দারুণ দরিদ্রতা আপনার অলঙ্কার রূপে জ্ঞান করা উচিত। দেখ কোন পৃথিবীস্থ বাজার আচ্ছায় যোদ্ধা সকল কি আনন্দের সহিত সংগ্রাম নিমিত্ত ধাবমান হয়! কি উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রের ক্রেশ ও যাতন; সকল সহ করে! হা! আমরা কি তবে সাময়িক ক্রেশের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কচিত হইব যখন তিনি আজ্ঞা করিতেছেন যিনি “সর্বকথাং জ্ঞাতানাং রাজা” যিনিই কেবল তাঁহার প্রেমানন্দ জগতের যথার্থ মঙ্গল বেষ্টা এবং বাঁহার প্রতি কেবল প্রীতি স্থাপন করিয়া প্রীতির স্বার্থকতা প্রাপ্ত হই। অক্লিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখেন যে পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ পরম মঙ্গল জগৎপাতা তাঁহার বরণীয় বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করিলেন তখন সন্তোষের সহিত শান্ত চিত্তের সহিত সে দুঃখ সহ করা তিনি আপনার মহাকর্ষব্য কর্ম জ্ঞান করেন। এই সংসারার্ণবে যদ্যপি রাজি ঘের জিনিয়াছন্ন হয় ও তাহা মহোদমন উদ্ভীর্ণনুই বাঁরা মৃত্যমান ও চক্-

র্দিগস্থ জলের গঞ্জের দ্বারা গঞ্জমান হয় তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর রূপ নির্যাপন তরণীর আশ্রয় দ্বারা সুনির্ঘল শান্তির মহাবাসে উদ্যাবহ প্রোত ও আবর্ত সকল অন্যায়সে উত্তীর্ণ করেন “ব্রহ্মোত্তপেন প্রচেতে বিদ্বান প্রোতাপি সর্বাণি উদ্যাবহানি”। যথার্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাক্তরীভূত তিত্তিকার এমত আশ্রয়ে গুণ এমত ঈশ্বরিক শক্তি দ্বারা মনকে বীর্ঘবান করে যে কোন দুঃখ তাহাকে পরাভব করিতে শক্ত হয় না। যাহার ঈশ্বর প্রতি প্রীতি আছে যিনি আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করেন তাঁহাকে কি অবিবেচনা জ্ঞানিত মহান লোকোপবাহ কি দুর্ভিক্ষ রাজার কোপামলে জলস্থ আমন কি প্রলয়াকাংক্ষি প্রবলতম ব্যক্তিক উপিত্ত পরিত সম জীবন সমুদ্র তরঙ্গ কিছুতেই তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না। এই সূর্য চন্দ্র এক লক্ষ্যাদি পাছে ভয় হইয়া য়ে এই নিমিত্ত তাহারদিগকে যিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি যদ্যপি তাহারদিগকে পরিত্যাগ করেন তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এমত উদ্যবীল জগতের মধ্যে ও স্থিত হইয়া ধর্মের প্রতি পূর্ণ নির্ভর পূর্বক দৃঢ় “ঈশ্বর চিন্তা থাকেন “আনন্দং ব্রহ্মগোবিন্দ্বান ন বিভেতি কুতশচেন” “আনন্দং ব্রহ্মগোবিন্দ্বান ন বিভেতি কদাচন”। দুঃখ সময়ে পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিলে ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চিন্তে প্রতি অপূর্ণ সন্তোষের উদ্ভব হয়। যখন দুঃখ প্রজুলিত অন্তরের দাব দাহ হইতে জগদ্বাদাতাময় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানিত সন্তোষ রূপ যার সিক্ত হইলে জগৎ শান্তন বোধ হয়। যে দুঃখের উপায় নাই তাহা অধৈর্যে বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্যে হ্রাস হয় এই বিবেচনা দ্বারা ধৈর্য অবলম্বন করিলে ঈশ্বর বাদী কি অনীশ্বর বাদী উভয়েই উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু ধৈর্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যতই সাময়িক দুঃখের প্রতি দুরী হইব ততই আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বর আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবেন এই প্রতীতি জন্য উপকার কেবল ঈশ্বর বাদিয়া প্রাপ্ত

হইতে পারেন এই প্রতিষ্ঠা তাঁহারদিগের
 যোরাঙ্ক রক্ষণীকে অতি উজ্জ্বল দিবসের
 ন্যায় করে। ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি
 ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় দ্বারা এই লোকের দুঃখ
 সকলের অতীত হইয়া নির্মল পরমানন্দ
 সুসত্তোগ করেন। যজ্ঞপ পথিক কোন
 পক্ষতের উপরিভাগ হইতে দেখেন যেমিহ্নে
 মেঘ ব্যাপ্ত হইতেছে ঝটিকা গর্জন করি-
 তেছে বিচ্ছাৎবিকোতন হইতেছে কিন্তু আ-
 পনি যে স্থলে স্থিত আছেন তাহা অতি প-
 রিষ্কার ধীর বায়ু ও শোভন সুরম্য ঈশ্ব
 কিরণ দ্বারা আকৃত রহিয়াছে তজ্জপ ব্রহ্মজ
 ব্যক্তি জ্ঞান পরীত আরােহণ পূর্কক সং-
 সারিক দুঃখ রূপ মেঘ ঝটিকা বজ্রপতন নি-
 মুক্ত লোকদিগকে কাতর করিতে দেখেন
 কিন্তু আপনি প্রেমপূর্ণ চক্ষুর নির্মল সূশান্ত
 রসর্গায় জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অপরি-
 মেয় অনির্কটনীয় মহদানন্দ সত্তোগ করেন
 যে আনন্দ বর্ণনা করা যায় না যে আনন্দ
 অন্য লোকে অনুধাবন করিতেও সমর্থ হয়
 না। কেবল সর্বব্যাপি পরম বরণীয় বিশ্ব পা-
 ত্যর প্রতি প্রতি অপেক্ষা করে, প্রতির পূ-
 র্ণাবস্থা হইলে কোন সমুখস্থ বজুর ন্যায় আ-
 মারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সর্বদা
 থাকিলে হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিতে পারে না,
 দুঃখকে দুঃখ রূপ জ্ঞান হয় না, নির্মল পরি-
 শান্ত অন্তরাকাশ সদা শুভ পরিশুদ্ধ আনন্দ
 দ্বারা জ্যোতিমান থাকে। যিনি দেখেন যে
 তাঁহার পরমাশ্রয় চিরকালেষু বিহিত তাঁহার
 সর্বকণ সন্নিকট মোহে তাঁহার জ্ঞান কত-
 ক্ষণ আক্রম থাকিতে পারে শোচনা তাঁহার
 চিন্ত কতক্ষণ নষ্ট রাখিতে পারে। হে সং-
 সার যজ্ঞায় তাপিত ব্যক্তির, মনের ক্ষী-
 নতা ত্যাগ কর, তিতিকাকে আশ্রয় কর,
 সেই পরম প্রেমাস্পদের প্রতি মন চকু স্থির
 কর, তোমারদিগের শান্তি নিমিত্ত অন্য
 পন্থা দুই হইতেছে না “তমেব বিদিত্বাহ-
 তিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।”
 আমি দেখিয়াছি যে অত্যন্ত দুঃখ দিব-
 সেনবীন ছুটাগ্য দিবসে সাধু ব্যক্তিদিগের
 মন পরম মঙ্গল স্বরূপের প্রতিতে পূর্ণ হই-
 য়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ বিশ্বরণ পূর্কক ব্রহ্মা-

নন্দের সহিত একীভূত হইয়াছে—ইহলোক
 হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর লোকে উ-
 প্তিত হইয়াছে। যাহাকে প্রতি করা যায়
 তাঁহার সহবাসে অবশ্যই সুখী হওয়া যায়
 অতএব ব্রহ্মজ ব্যক্তি সেই পরম মঙ্গল স্বরূপ
 প্রিয়তমের সহবাসে কি পর্য্যন্ত না সুখী
 থাকেন যাহাকে কেবল তিনি আপনার শেষ
 গতি রূপে জানেন যাহাকে তিনি পুত্র হ-
 ইতে প্রিয়তর বিত্ত হইতে প্রিয়তর সকল
 হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করেন “প্রায়ঃ পুত্রাৎ
 প্রয়োদিভ্যাৎ প্রয়োহন্যাত্মাৎ সর্বমাত্ম
 অন্তরতরং বদয়ৎ আত্মা”। ব্রহ্মজ ব্যক্তি দুঃখ
 সময়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত
 হইয়েন যাকার সমান ছুটাগ্য সময়ের পরম
 বজ্র আর নাই যাহার ন্যায় দীনের প্রতি
 দয়ালু ত্রিতীয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি
 দেখেন যে দরিদ্রতা ও দুঃখ সময়ে ঈশ্বর
 চিন্তা অত্যন্ত উপকার প্রদান করে, যে ব্র-
 কানন্দ রূপ স্পর্শমণি দরিদ্রকে সম্রাট অপে-
 ক্ষা ঈশ্বর্যবাদ করে। তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত
 আছেন যে তিনি অমর্তের অধিকারী স্বাধত
 আনন্দের অধিকারী, পরমেশ্বর আপনার
 পরম মঙ্গল বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন করিবার
 নিমিত্তে যে দুঃখ তাহাকে দিতেছেন তাহা
 তিনি অণু কালের নিমিত্তে দিবেন। উ-
 ত্তগু বিত্তীর্ণ বাসুক্য ক্ষেত্র পরিভ্রমণ সময়ে
 শ্রান্ত পথিক যদ্যপি জাত থাকেন যে কিয়-
 দুর পরেই হেমবর্ণ সুমিষ্ট কলালধন তরু-
 দান নির্মল শীতল জল প্রস্রবনশালী এক
 রমণীয় উদ্যান আছে তখন তিনি যজ্ঞপ
 বর্তমান রূপকে রূপে জ্ঞান করেন না তজ্জ-
 প ব্রহ্মজ ব্যক্তি এই কথিক সংসার পরে
 অর্থও আনন্দমুক্ত এক নিত্যধাম আপনার
 নিমিত্তে প্রস্তুত জানিয়া সাংসারিক দুঃখকে
 দুঃখ জ্ঞান করেন না। যিনি নিশ্চিত জ্ঞাত
 আছেন যে এই কথিক জীবনের পরে তাঁ-
 হার আত্মা স্থানন্দ লোকে থাকিত হইবেক,
 যতই তিনি শ্রেষ্ঠ লোক হইতে শ্রেষ্ঠতর
 লোকে উপ্তিত হইরেন ততই বিশ্বের মঙ্গল
 কৌশল তাঁহার জ্ঞান চকু সমুখে জগদ বর্জ-
 মান অব্যক্ত শোভার সর্বত্র একাক পাইবে
 যে পর্য্যন্ত না সেই পরম মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়ত-

মের জ্যোতিতে প্রবেশ করেন যাহাতে নি-
মম হইলে আর সাংসারিক দুঃখ তাহার
প্রতি ধাবমান হইতে পারিবেক না এতদ্রূপ
সাঁহার নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আনন্দের কি
সীমা আছে! হা! যদিপি আমার মনে
পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ না
করিতেন তবে কি ছুঃখাণ্বে পতিত হইতাম
বিশ্ব ও কাল অনন্ত যন্ত্রণার আবার বোধ
হইত, পৃথিবীকে অত্র প্রোতে স্নাবিত ক-
রিতাম। এইক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কি মনো-
রম কি শোভনতম দৃশ্যের দ্বার উদঘাটন
হইয়াছে এইক্ষণে সেই পরম পদের আ-
ভাস প্রাপ্ত হইতেছি যাহাতে উশ্চিত হই-
লে অখণ্ড আশ্রিত সুখ যে সখের অন্ত নাই
যে সুখ কখনই ক্ষীণ হয় না। সেই আ-
মারদিগের নিত্যধাম, এই সকল লোক কে-
বল জগৎপথে এক এক পাহুল্যমাত্র।
পূর্ণ নিত্য সুখ যাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে
আমরা সর্বদা ব্যস্ত তাহা আমরা এখানে
প্রাপ্ত হই না, সেখানে প্রাপ্ত হইব। সেই
অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে আমারদিগের
সর্বক্ষেণেই সচেষ্ট থাকা উচিত যাহাতে
জ্ঞানের জ্ঞান সৌন্দর্যের সৌন্দর্য সপ্রত্যক
হইবেন যাহাতে বিমুক্ত আত্মারা নির্মল
পরিশান্ত প্রগাঢ় প্রেমামল দ্বারা অবিস্রান্ত
স্নাবিত রহিয়াছেন।



বাহুবন্ধুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*

এই দুঃখময় জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া
বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে
যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয়
জড় বস্তুরই এক এক প্রকার নির্দিষ্ট প্রকৃতি
আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার
বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে।
তদ্বজ্জিহ্বাস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর
সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য
অদ্বিতীয় অদ্বাদি পরমকারণ পরমেশ্বরের

* ব্রহ্ম কুব্ধমোহের একবিষয়ক ব্রহ্মানুসারে প্রকৃত
নিশ্চিত প্রবৃত্ত হওয়া থাকিতে।

সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি
দেখেন বিশ্ব কর্তার জ্ঞান, শক্তি, ও মহত্যা-
ভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব অংশে দেশীপ্যমান
প্রকাশ পাইতেছে। জগদীশ্বর নানা ব-
স্তুর যে সকল পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া
দিয়াছেন অর্থাৎ জগৎ-প্রতিপালনার্থে
যাবৎ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তৎ সন্-
দায়ই সংসারের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত
হইয়াছে। সেই সমস্ত সুকৌশলসম্পন্ন
নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর সর্ব নিয়-
ন্তার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, এবং
তদনুযায়ী কার্য করিতে যত সমর্থ হওয়া
যায় ততই সুখ সঙ্কলের আভিভাষ্য হয়।

আমারদিগের ছুঃখ নিরুক্তি ও সুখোৎ-
পত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে আ-
মারদিগের কি রূপ প্রকৃতি, ও অমান্য বাহু-
বন্ধুর সহিতই বা তাহার কি রূপ সম্বন্ধ
আছে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যিক। ম-
নুষ্য এই ভুলোকের সর্ব জীবের শ্রেষ্ঠ।
যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা
হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলের আর কোন
জন্ততেই নাই, এবং কোন জন্ততেই তাদৃশ
পরস্পরবিরুদ্ধ গুণও দৃষ্টি করা যায় না।
এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুল্য বোধ হয়,
আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুল্য বলিলেও
বলা যায়। যখন তাঁহার রণস্থলবর্জিত সং-
হার মূর্ত্তি ও বিবিধ প্রকার পাপাচরণ মনে
করা যায়, তখন তাঁহাকে দৈত্য অবতার
বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। আর তাঁহার
অদ্বিত বিদ্যা, দয়াজ্জিত, স্বদেশের হি-
তোৎসাহ, ব্রহ্ম স্বরূপ অনুধাবন এ সমস্ত
গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয় তিনি
কোন পরম সুখান্ধ স্বর্গলোক হইতে অ-
বতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছেন। নীচ জন্ততে এপ্রকার সম্ব-
ন্ধ বিপর্যায় উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেকের যাদৃশ চর্য্য অকৃত
এবং নিরূপজব রিক্ত স্বভাব, ঈশ্বর তাহার-
দিগের বাহু বিষয়ের সহিত তদ্রূপযোগী
সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার মনুষ্যের
আজ্ঞায় থাকিয়া কলপত্রাদি আহার ক-
রিয়া পরিভৃগু হয়, এবং মনুষ্য দ্বারা যত্র পু-

ধর্মক প্রতিপালিত হইয়া নির্দিষ্টকাল যাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দান্ত হিংস্র জন্তু, তদনুসারে বহু পশু সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাস স্থান, এবং তথায় তাহার হিংসক স্বভাব প্রকাশের স্থল ও সীমা সুচারু রূপে নিরূপিত হইয়াছে। জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনায় নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুপদ্রব ছাগ মেঘের সক্তি অবিশেষ তৃপ্তি সুখান্বলন করে। অপরাপর সমস্ত জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার। অর্থাৎ তাহারদিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য বিষয়ক সমস্ত সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়া তাহারদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশলসম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এবম্পুকার তাহারদিগের সমন্বয় স্বভাবের ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ের সচ্ছিত তাহার উপযোগিতাই সুবোধে পঞ্জির কারণ হইয়াছে। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম কোন ব্যাঘ্র সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম সেই ব্যাঘ্র পূর্জ দিবসের ঐ সকল নিস্তর ব্যবহার আলোচনা করিয়া পচ্ছান্ত্তাৰ্পে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারণ্যরসাত্ত্বিক হইয়া সেই পূর্ক বিদারিত পশুদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে ঔষধ প্রলেপন করিতেছে; অথবা একরূপ দৃষ্টি করিতাম যে কেবল জনাকুল নগরে বা পশুসম্প্রকণ্ঠন্য প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কি রূপ স্বভাববিরুদ্ধ বোধ হইত! এবং অন্নার্যসেই এইপ্রকার অনুভব হইত যে তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেকণ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাঙ্গী হইতে পারে না। অতএব এই পুরোক্ত কথা সপ্রমাণ হইল যে সমস্ত মানসিক বৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা, উভয়ই জীবের জীবন ধাতার ও সুবোধে পঞ্জির মূলীভূত কারণ।

২. কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার অন্তঃকরণ পরস্পর বিপ-

রীত গুণেই আত্মর বোধ হয়। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে তিনি মোহাভিনয় বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত করেন। আর বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম বৃত্তি সকল বিস্তৃত রূপে সম্যক স্কুরিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার নির্মাণ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্তা, সারল্য, দয়া ও প্রীতি দ্বারা শান্তিরসাত্ত্বিক হইয়া পরম রমণীয় হয়। তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্ত্ব কি নেবত্ত্ব প্রকাশ পায়! মনুষ্যের এবম্পুকার পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে! এবং তৎ সম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কী-দৃশ হইলে তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে! এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা এক মাত্র সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই সত্তাবিত হয়। কিছুই তাঁহার অসাধ্য মাই। তাঁহার যে সঙ্কল্প সেই কার্য। তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্য লোকের অধিপতি করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের উদ্ভ্রোস্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে যে এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও অপরাপর বাহ্য বস্তুর সচ্ছিত তাহার সম্বন্ধ যে পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহা কালেও বিপুল সুখভোগ্য কারণের নিমিত্ত জগতে তদুপযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সূচারু নিয়ম সম্যক প্রতিপালিত হইলে ঐহিক দুঃখের সম্যক নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক, দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য কারণের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, অর্থাৎ আশারদিগের কি প্রকার স্বভাব, অর্থাৎ অম্য বস্তুর সচ্ছিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্তব্য এসমস্ত জ্ঞাতমা হইলে সে মনোবাঞ্ছা কদাপি পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের হৃত্যায় ও অন্তঃস্থির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পূর্কোপস্থিত, কেহ বা

কালধর্ম, কেহ বা ব্রহ্মশাপ তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারদিগের আলাস স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে তিনি এই বর্ধা উপদেশ দিবেন যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্তব্য। ঐদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসিলে তিনি এই শাস্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে कहিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ক দ্রুতকৃত করের নিমিত্ত স্বস্ত্যয় বিশেষের বিধি দিবেন। আর সর্ক শ্রীমানসক বিজ্ঞ অধ্যাপকের। পুরোক্ত সমস্ত জিয়ানুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করিবেন। ইহার মধ্যে কোন কার্যের কি কারণ ও কোন উপায়ের কি ফল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই অভিজ্ঞতা হইতে পারে। এম্প্রকার সমুদ্র সাংসারিক চুৎ হইতে পরিভ্রাণ পাইবার বর্ধা পথ কি তাহা জানিতে সকলেরই পন্নয় কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এবিষয় পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিতে হইতেছে যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহু বস্তুর সহিত তাহার ময়ঙ্কর জ্ঞানইএ প্রয়োজন সাধনের এক মাত্র উপায়; সুতরাং তথিষয়ে যত্ন করিয়া আবারদিগের কর্তব্যাকর্তব্য কর্তের জানোপার্জন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

বোধ হইতেছে অবনী মণ্ডল যে একেবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবেক, পরমেশ্বর তাহার একপ স্বভাব করেন নাই। বাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিধরের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার সমুদায় নিরমেই তন্নয় কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। সুমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্ষের বাসোপযোগী হইয়াছে। সুতন্তুকোত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী মণ্ডল অত্যুচ্চ ত্রবীভূত পর্ধাধার ছিল, পরে পরে সিন্ধ হইয়া ও স্থল হইয়া ধীপোপাধীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিবিধ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি

জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, এবং তদনুক্রমে পূর্ক পূর্ক প্রাণি জাতি ধুংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া এককালের জুনি স্তরে যে সমস্ত প্রাণি জাতির মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয় কালের জুনি স্তরে তৎ প্রাণীভূত বহু জাতির কোন চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং তদপেক্ষা আধুনিক জুনি স্তরে দ্বিতীয় কালের বহু প্রকার জন্তুর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় নাই, কিন্তু প্রতিকালের জুনি স্তরে স্তূতন স্তূতন প্রাণি জাতির চিত্র আছে, এবং ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে*। কিন্তু এ তিন কালেও মেদির্নী মহত্তম মনুষ্যের বাস যোগ্য হয় নাই, তাঁহার মুখসন্তোগের সজ্জা তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি সর্কশেবে এখানকার অধিবাসী হইয়াছেন। পুরোক্ত বিবরণ হারা নিশ্চয় হইতেছে যে পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ক অপরাপর বিবিধপ্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং নুস্পট বহুতর প্রামাণিক নিদর্শন দ্বারা ইতাও নির্কারণিত হইয়াছে যে এককালের ন্যায় তখনও তাহারদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল। তখনও এই জুলোক মর্ত্যালোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণধর্মশাল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনী মণ্ডল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরঞ্চ এককাল সজ্জিত হইতেছে তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর ইতর জন্তুর ন্যায় তাঁহাকেও আহারার্থ পশু বধের নিমিত্ত হিংসা প্রকৃতি দিলেন, আততায়িষ্ক ক্রমে নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন, এবং বিপদ পতনের নিবারণার্থ তন্নয় প্রদান করিলেন। অতএব মনুষ্য এপৃথিবীর পূর্কত-

* উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিধে প্রসিদ্ধ লুকসকবেরা লায়ল সাহেব তিচ্ছিন্ন লিপ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে কেহ কেহ পূর্ককাল মতের পোষকতা করিয়াছেন।

নাথিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহারদিগের অধিপতি হইয়া অধিকার করিলেন। তাহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভুলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কামনা, প্রবৃত্তি, শক্তি এবং শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাহার সাম্য আছে। তিনি তাহারদিগের ন্যায় অন্ন পানে পরিতুষ্ট হইরেন, নিদ্রাতে সুখানুভব করেন, ও অল্প সপণালনে ক্ষুধিত্তি বোধ করেন; কিন্তু এসমুদায় তাহার উৎকৃষ্ট স্বভাব নহে। মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁ হাকে বুদ্ধিশীল ও ধর্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলেই তাহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্মল আনন্দের কারণ। এসমুদয় মহৎ বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম নিষ্ঠ হইয়া প্রীতিযুক্ত মনে চিত্তানুষ্ঠানে মহা আনন্দান্বিত থাকেন, এবং বিশ্বকর্তার বিশ্বকার্যের অত্যুৎকর্ষ্য অনির্ধরনীয় কোশল আলোচনা করিয়া প্রেমাত্মিক চিত্তে অভ্যাসানন্দ সাগরে অবগাহন করেন। এই সমুদায় বৃত্তিতেই তাহার মনুষ্যোপাধি হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির অনুশীলনেই তাহার জন্ম সার্থক হয়। দয়ার সাগর পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আনারদিগের এ সকল শুভ বৃত্তি অনুশীলনের উপযোগী করিয়াছেন। বিশ্ব মধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্তমান আছে, মনুষ্যের হৃদয় হস্ত কখনই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করণাকর বিশ্ব-

। সে সমস্ত যথোপযুক্ত রূপে তাহার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আনারদিগের পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদক শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন, বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা তাহার গুণ জানিয়া কর্তব্য করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্বত গুহা হইতে নদী সমুদায় নিসারণ করিয়াছেন, তরপি সহকারে তাহারাজপথ স্বরূপ করিয়া পদব্রজের আশ্রিত হইতে নি-

তার পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা যায়। যে ছর্গন মহানিষ্ঠ গর্ভে অবনীর অর্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সঞ্চারিত করিয়া সুগম পথ প্রাপ্ত করা যাইতেছে। আন অগদীশ্বর আনারদিগেরই হিতের নিমিত্তে আনারদিগকে যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য করিবার উপায় জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও ঐবল ঋতিকাদি নিবারণ করিয়া মনঃকম্পিত চির বসন্ত সুখ সন্তোগ জন্য সূর্যের গতি রোধ করিবার শক্তি নাই, তথাপি তিনি সলিলসেবিত গৃহস্থায়ীতে অবস্থিত করিয়া ও ঋতিকাতির পূর্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধি পূর্বক সাবধান হইয়া নিরুৎকণ্ট হইতে পারেন। যৎ কালে বাহিরেতে বিদ্যায়, বঞ্জা ও শিলা বৃষ্টি দ্বারা অবনীর উপগ্রহ সত্তাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিষ্ঠুর আলয়ে প্রিয়তম মিত্র মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরমসুখে কাল বাপন করিতে সমর্থ হইরেন।

আমরা যাবৎ বিবিধ গুণাধিত মনুষ্য ও ইতর জন্তুর দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহারদিগের উপর আনারদিগের সুখ হুৎ সম্যক নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বর তাহারদিগের সহিত আনারদিগের ঘাতন সর্বজ বন্ধন করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তর্কবন্ধ কর্তব্য করিলেই হুৎখোৎপত্তি হয়। অতএব তাহারদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আনারদিগের সহিত তাহারদিগের কি প্রকার সর্বজ তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের অত্যাস করা নিতান্ত আবশ্যিক। শুদ্ধা আনারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকল ক্রমশঃ বহু পরিষ্কৃতিত হইবে, আমরা ততই কৃতকার্য হইব—আনারদিগের সুখরাজ্য ততই বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

ব্রহ্মসমীতি

রাগ বিদ্যাল
তাল আড়াঠেকা

জ্ঞান্ পরমব্রহ্মের মহিমা সমাহিত
শাস্ত্র শাস্ত্র হয়ে।

হও ব্রহ্ম রসে মগ্ন, হবে চুঃখ ক্লেশ ভয়,
বিগত পাপ হয়ে।।



বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ ন্যায় মঙ্গলবার অপরাহ্ন
৬ ঘটটার সময়ে সাধারণিক ব্রাহ্মসমাজ
হইবেক।

ঐশ্বানন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য।

বিজ্ঞাপন

যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা আপ-
নারদিগের প্রতিজ্ঞাত সাধারণিক দান
লোক সমাজে পোচর করিতে ইচ্ছুক মহেন
তাঁহারা আপনার আপন দান সাধারণিক
ব্রাহ্মসমাজের দিবস নকে করিয়া আনি-
বেন এবং তদিনিমিত্তে যে দানাদার প্রস্তুত
আছে তাহাতে বিবেচনা করিবেন তাহা হ-
ইলে তাঁহারা দিবসের দান কাহারও নিকটে
পোচর হইবেক না।

তাঁহারা সেই সাধারণিক সমাজের
পূর্বে আপনার সাধারণিক দান দিতে অ-
ভিলাষ করেন তাঁহারা তাহা আমার নিক-
টে পাঠাইবেন এবং তিনি আমার নিকট
হইতে তাহার নকীকার পাইবেন।

ঐশ্বানন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে বিজ্ঞাপন
করিতেছি যে ৩৪ সংখ্যক নিয়ম পরিমর্ভক-
রিবার জন্য আগামী ১৪ মাস শুক্রবার অ-
পরাহ্ন ৬ ঘটটার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়
তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভা মহাশ-
য়েরা শুধুকাটে সভাস্থ হইবেন।

ঐনুপেক্ষনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে
ঐশ্বক মহনমোহন ভট্টাচার্য্যর মহাশয়
বেদান্তপরিভাষা এক খণ্ড, তত্ত্বকৌমুদী এক
খণ্ড, সাক্ষ্যভিত্তিকশাসিকা এক খণ্ড, খণ্ডন-
খণ্ডখান্য এক খণ্ড, অনুমানচিত্তামণি এক
খণ্ড, এবং অনুমাননীতি এক খণ্ড এই
হয় খণ্ড পুস্তক এই সভার প্রদান করিয়া-
ছেন।

ঐনুপেক্ষনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্য-
রা যদি এই প্রদান করেন, তবে তাহা উ-
ত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্বারা স-
ভার বহু উপকার হুত হইবেক।

ঐনুপেক্ষনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বৃত্তি সহিত ও বাহুল্য ভাষার অনুবাদ
স্বলিত লেখক সংহিতার প্রথমাবধি দ্বিতীয়-
খণ্ড পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার
কার্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য এক
টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার অভিলাষ ক-

য়েন তবে তিনি উক্ত ছায়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীমদ্বৈকানথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে ইংলণ্ডের উক্ত কাকজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম হয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্যালয়ে অবেশ্য করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রী মদ্বৈকানথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়স্থ
বিক্রয় পুস্তকের মূল্য

- প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.....২০
- দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ এই ৫
- বৃত্তি সহিত কঠোর নশোপনিষৎ ১
- বস্তুবিচার..... ১০
- পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন ১০
- তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০
- বাক্যলাভাবতে সংস্কৃতব্যাকরণ ১১০
- সংস্কৃত পাঠোপকারক ১০০
- জুগোল ১১০
- পদার্থ বিদ্যা ১১০
- বর্ণমালা ১০
- ইংরাজি ভাষায় ক্রমিক প্রতীতি ১১০
- ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসংবিত্তির কতিপয় অধ্যায় ও অমর অমর বিষয় ১১০
- বেদান্তিক ডাক্তারী নন্দবিণ্ডুকেটেৎ..... ১০০
- প্রাকসঙ্গীত পুস্তক ১০

পৌত্তলিক প্রবোধ ১০০
কঠোপনিষৎ ১০০

শ্রীমদ্বৈকানথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মজায়ত্রে যিনি বা-
কলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভি-
লাষ করেন, তিনি পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করি-
লে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যা-
ইবেক।

শ্রীমদ্বৈকানথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হই-
বার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানা-
ইবেন।

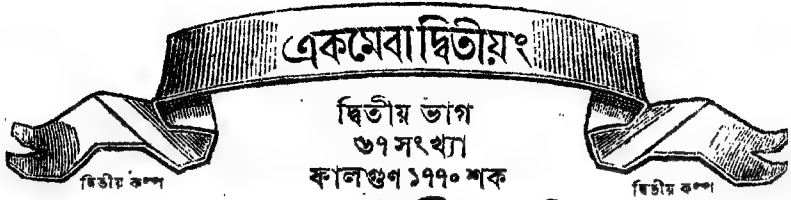
শ্রীমদ্বৈকানথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

আগামী ১ কাশ্বণ্য রবিবার প্রায় ৭
ঘণ্টার সময়ে দ্বাদশিক ব্রাহ্ম সমাজ হই-
বেক।

শ্রীমানন্দচন্দ্র বেদান্তবাসী ।
উপাচার্য ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা, মহানগরে
গোড়গাঁওস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয় হই-
তে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা।
১ মাস মূল্য ১২/৫। কলিকাতায় ১৯১১।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপর্যায়শ্রেণীভেদে: সামবেদোৎসর্গবেদে: শিক্ষা, লক্ষ্যপাঠ্যাকরণং নিরুक्तং তৎকোষোক্তিমিত্তি
 অথ পরা যথা উৎসর্গমধিগম্যতে ॥

মহাভারত
আদিপর্ক
প্রথম অধ্যায়
নারায়ণ, ও সর্কনরোত্তম নর*, এবং সর-

* বিষ্ণুর অবতার স্থাবিশেষ: বিষ্ণু তৎস্বরূপে
 ও নরক লন্য। সুষ্টির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই দুটি যমে
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভারা উভয়েই অর্থাৎ
 দোরভর উপন্য: করিয়াছিলেন: যথা

ধর্মস্য দক্ষসুহিতোজনিমু মুর্ধ্যং নারায়ণো-
 নরুটীতি বতপাঃপ্রভাবইতি ।
 জাগসত ১, ১১ ৭ অধ্যায় ৭ শ্লোক ।
 হুর্বো ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণরূচী ।
 জুআয়োপশমোপেতমলরোদ্ধরুৎতপাঃ ॥
 ইতি জাং ১ ১১ ৩ ১১ ৭ শ্লোক ।

পুরাণধরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারাধরে নি-
 দ্ধিকি আছে, মহাদেব সরক রূপ পরিগ্রহ করিয়া কলা-
 গুণভাগ প্রহার যারা বিষ্ণুর নরসিংহ মুক্তি দুই খণ্ড
 করেন তাহার নর কাণ হারা নর ও সিংহ ভাগ হারা
 নারায়ণ এই দুই নিত্যরূপী স্থিতি উৎপন্ন হইলেন। যথা

ততোদেহপরিচ্যাগং করুং সমস্তবদান্য।
 জরাং মংকুংগুভাগেন নরসিংহং মহাবলং ॥
 সরস্কোক্তগবানু ভগোহিথা যথো চক্রার হ ।
 নরসিংহে হিথা জুতে নরভাগেন তস্য হু ॥
 নরএব লমুংপদোমিস্যরূপী মহানুবিঃ ।
 তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণুটীতি স্কন্তঃ ॥
 অস্তবং সমহাতেতা মুনিরূপী ধর্মার্গিনঃ ।
 নরোনারয়ণশ্চেত্যো সুষ্টিষেৎ মহামতী ।
 যথোঃ প্রভাবোদুর্ভবঃ শাস্ত্রে বেদে উপলব্ধ চঃ
 কালিকাপুরাণ ।

বর্তী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয়* উচ্চারণ
 করিবেক ।

কোন কালে কুলপতি † শৌনক নৈ-
 মিবারণ্যে: ষাদশ বারিক বজ্রানুষ্ঠান ক-
 রিয়াছিলেন । ঐ সময়ে এক দিবস ত্রুত
 পরায়ণ মর্ত্যবর্গণ নৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে
 একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কাল
 যাপন করিতেছেন এই অবসরে হৃত গু

* বাচ্যেণ মহাভারত* ক উৎসাহেণ এ অষ্টাদশ পু-
 রান ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে লংসান জয় হয়
 অর্থাৎ উৎসাহে জয়া সত্য। পরম্পররূপে সংসার মুক্ত্যলা
 চাইতে মুক্ত হইবে। যখন তখন শাস্ত্রের নাম জয়া যথা
 অষ্টাদশ পুরাণনি রাহস্য চরিতং তথা ।
 নারায়ণেন পঞ্চমং মহাভারতং হিনুঃ ।
 তদৈশ শিবধর্মীশ্চ বিষ্ণু হর্মীশ্চ পাশ্বতাঃ ।
 কশোঃ নাম ভেদাৎ প্রলম্বি যমীনিগুটীতি ।
 তথা সংসারভয়ংগুহুং জরামায়মীরথেমিত্তি ॥
 ভবিষ্যপুরাণ ।

† আশ্রমের মধ্যে সর্ক প্রথম মুনি ।
 ‡ ভগবান যৌরমুগ্ধমিকে কহিয়াছিলেন যে আমি
 এই অরণ্যে এক নিমিষে সর্কয় মানব হইল অংল করি-
 লাম এই নিমিষ ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। যথা
 এংকুজা ততোমেবো মুনিংকৌরমুগ্ধং তস্মা ।
 উবাচ নিমিষেনেং নিমিত্তং মানবং হকং ।
 অরণ্যেহিৎসুতসুতনৈমিষায়ামংলজিতমিত্তি ॥
 গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মিলে ঐরূপে উৎপন্ন প্রতিভো:
 যক: সর্কী জাতি । যথা
 ব্রাহ্মণ্যং জন্মিষ্ঠীং সূতং ইতি ।
 বাজবল্ক্য উক্তমধ্যায় ।

লোমহর্ষণ* পুত্র পৌরাণিক উপশ্রবাবিনী-
ত ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হই-
লেন। নৈমিষারণ্যবাসি তপস্বি গণ দর্শন
নাম অদ্ভুত কথা শ্রবণ বাসনা পূরণ করিয়া
হইয়া তাঁহাকে বেষ্ঠন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডা-
য়মান হইলেন। উপশ্রবাবাঃ বিনয়ানন্দ ও
কুতাজ্জলি হইয়া অভিবাদন পূর্বক সেই স-
মস্ত মূনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথি

সংকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করি-
লেন। পরে সমুদায় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে
উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দীক্ট আসনে
নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রান্তি
দূর হইলে কোন ঋষি কথা প্রসঙ্গ করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন হে পদ্মপুলাশলোচন
তু তনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসি-
তেছ এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ
করিলে বল।

এক্রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বায়ী উপশ্র-
বাবা সেই সভায় প্রশান্তচিত্ত মূনি গণকে
সভাভাগ করিয়া যথা নিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে
এই উত্তর দিলেন হে মহর্ষিগণ! প্রথমতঃ গ-
হানুভাব রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র*
দর্শনে গমন করিয়াছিলাম তথায় বৈশম্পা-
য়ন মুখে কুম্ভৈষ্যপায়ন† প্রোক্ত মহাভারতীয়
পরম পবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করি-
লাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া
নামাচার্যে পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন
পূর্বক বহু ব্রাহ্মণ সমাকীর্ণ সমস্তপঞ্চক
তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমস্ত পঞ্চকে
পূর্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উত্তর পক্ষীয়
নরপতি গণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হ-
ইতে মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া
এই পরম পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়া-
ছি যেহেতু আপনারা আমারদিগের ব্রহ্ম-
স্বকণ্ঠ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ!
আপনারা জান আত্মিক অমিত্যোত্রাদি দ্বারা
পূত হইয়া সুস্থ মনে আসনে উপবিষ্ট
হইয়াছেন আজ্ঞা করুন ধর্মার্থ সয়চ্ছ
পরম পবিত্র পৌরাণিকী কথা অথবা মহা-
নৃসীংহ নরপতি গণ ও ঋষিগণের ইতিহাস
কি বর্ণনা করিব?

* সূত্রসংগ্রহঃ লোমহর্ষণ পুত্রসম্বন্ধে বিস্তৃত
বিবরণে। তাণ্ডি প্রথম সর্গেই তাঁহাকে উপনীত
করত পুত্রসম্বন্ধে। সর্গপর্ব পরিচয়কালে। এই
নিতিক স্থানে পুরাণলেখক। যোগেশ্বর লক্ষ্মণ মুক্ত নাম
প্রসিদ্ধ তখন ইহা তাঁহার কুলাচাৰ্য্য নাম প্রকৃত নাম
মতে যোগেশ্বর কাল্পপুত্রসে মুক্তপুত্র বলিয়া লোমহর্ষ
ণের বিশেষণ আছে। এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহান
আঁর নাম মতে তাঁহার নিজের পৌত্রানিক কথা শ্রবণ
করিয়া যোগেশ্বরের লোমহর্ষণ নামে লোমহর্ষ হইত এই
নিতিক তাঁহার লোমহর্ষণ নাম হইয়া যথ।

প্রণ্যাতোহাস্যশিষ্যোঃ শ্রেষ্ঠঃ সূতাতৈব লোমহর্ষণঃ।
পুত্রানন্দঃ বিভাষ্যেইযং দমৌ দাস্যসোহ্যামুনিঃ।
বিকপুত্রাণ ও অংশ ১ অধ্যায় ১১ শ্লোক।
তথাঃ ক্ষেত্রে পুত্রপুত্রোনিহোতোলম্বনঃ।
বলরামাভ্যন্তর্যন্যত্র। ঐমমিত্রেও মুখং বরাপুত্রাঃ।
বিকপুত্রাণ ২৭ অধ্যায়।
দোগানি চর্গাক্ষণক জ্যোত্বান্যঃ যাঃ স্বভাষিতৈঃ।
তস্মাদঃ প্রাথিতেন্দ্রেন সোমহর্ষণস্যঃ কনোতিঃ।
হর্ম্যপুত্রাণ।

† উপশ্রবাব পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাসনে আদীন
হইয়া ঐমিষারণ্যে বাসি ঋষিদিগকে পুরাণ জ্ঞান করা
ইচ্ছা করেন এবং সন্মুখে বসিতে তাঁহাকে প্রসঙ্গে তথায়
উপস্থিত হইলে ঋষিগণ গাভোঁখান পূর্বক তাঁহার
সম্মুখে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু লোমহর্ষণগাভোঁখা-
ন্য করিলেন না। পরেই তদদর্শনে তাঁহাকে গর্ভিত
বোধ করিয়া কোনো আদীর হইয়া পরে কুশাগ্র প্রাধর
দ্বারা তাঁহার প্রাণ বহু করিলেন। পরে ঋষিদিগের
অনুরোধপরম্ব চইয়া সতিলেন ইহার আর পুনর্জী-
বন হইবেক না ইহার পুত্র (উগ্রস্রবাব) আপনাদিগকে
পুরাণ জ্ঞান করাইবেক। তদনন্তি উগ্রস্রবাব পুত্রানন্দকা
হইলেন। যথা।

তস্মাদভ্যমিত্রৈস্ত্য মুনয়োঽধীশ্রিতঃ।
অভিনন্দ্য যথানিয়মঃ প্রথমেঃ সানঃ চাভ্যন ৪১০
অনন্তাপাধিনঃ সূত্রমুতঃপ্রদানঃ শ্রুতিনঃ।
অধ্যাঃশীকঃ তানুঃ সিপ্রান চুকাঃপৌত্রীক্য মাঃহঃ১৪
এচাঃবুদ্ধাঃ ভগবানু নিম্বঃহোঃসঃহাঃপাঃপি।
ভাঃজ্যোঃকুশাগ্রঃ করতেশ্বাঃচরনঃ প্রান্তঃ ১১২
আজ্ঞাঃ ইঃ পুত্রঃউঃপায়নঃউঃ সোহানুঃশাসনঃ।
তস্মাদস্য ভবেৎকঃ আধুরিঃশ্রিঃমঃকরবানুঃ ৪২৭
ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৭৮ অধ্যায়।

* সর্পসত্রঃ সর্পকুল জ্ঞানের নিমিত্ত ঐযুক্ত অনুষ্ঠিত
হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রিৎ পরে যুলেই
প্রাপ্ত হইবেক।

† বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কুম্ভৈষ্যপায়ন, পরে বেদ
বিভাগ করিয়া ব্যাস, বেদব্যাস ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হ-
য়েন [বিপুল জন্মভায়ুের অর্থ বিভাগ করণ] কুম্ভৈষ
য়ন হিলেন এই নিমিত্ত কুম্ভ, আর যদুনার দীপে ভক্তিহা-
সিলেন এই নিমিত্ত ইষ্যপায়ন। এই দুই লক্ষ্য সম্বন্ধিত
যাঙ্কি ভাবে ব্যাস বোধক হয়।

ঋষিগণ কহিলেন হে স্বতনমসন! অস্তুত কর্মা! ভগবান্ ব্যাসদেব যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, মুগধণ ও ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন এবং দ্বৈপায়ন শিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সৰ্প সত্র কালে রাজা জনমেজয়কে হাঙ্গা শ্রবণ করাইয়াছিলেন আমরা সেই ভারতীয়া পরম পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। যেহেতু তাহা বেদ চতুর্ভুজের সারসংগ্রহ পূর্বক সুচারুৰূপে রচিত হইয়াছে, এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ, আর তাহাতে অনির্কীচনীয় অচর্কণীয় আয়তনাদি বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ মীমাংসা; আছে এবং তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপ ভয় নিবারণ হয়।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উৎশ্রবাস কহিলেন যিনি নিগিল জগতের আদিভূত, অখণ্ড ব্রহ্মা ও মণ্ডলের অধিতীয় অধীশ্বর, এবং স্বীয় অনন্ত শক্তি প্রভাবে স্থল, স্থল, স্বাবর, জলম নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্যক্তিক পুরুষের যে অনাদি পুরুষের শ্রীতি উদ্দেশে ছতাশমনমুখে আছতি প্রদান করেন, শত শত সামগ্য ব্রাহ্মণেরা বীচার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়াপ্রপঞ্চ রূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব বীহার বিরাহী মূর্ত্তি, এবং লোককে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মূর্ত্তি পদার্থ প্রার্থনায় বীহার উপাসনা করিয়া থাকে সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, কালহরে অবিরুদ্ধ, সকল মঙ্গল নিদানভূত, মঙ্গলমূর্ত্তি, ত্রিলোকপাতা, যজ্ঞকল দাতা, চরাচর সত্ত্ব, হরির চরণাবিন্দ বন্দনা করিয়া সৰ্বলোক পূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।

অনেকানেক অতীতদর্শি মহাশয়ের নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অনেকে করিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। বিজ্ঞাতিরা দুঃখিত হইয়া সংক্ষেপেও বিস্তারিত রূপে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; সমস্ত জ্ঞানের সুধিতীয় আয়ুর সেই বেদ

শাস্ত্র একে পরম পবিত্র ইতিহাস রূপে আবির্ভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষ বিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সমগ্র, বহুতর সুচারু শব্দ ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত এই নিমিত্ত পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিশেষ মনোনির্গণীয় হইয়াছে।

প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া অলঙ্কিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টি প্রারম্ভে সকল ব্রহ্মাণ্ড বীজভূত এক অলৌকিক অণু প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্ধিকার, অনির্কীচনীয়, অচিন্তনীয়, সর্বত্র সম, সনাতন, জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্ম সেই অণু প্রবিষ্ট হইলেন। সৰ্বলোক পিতামহ হইয়া দেবগুরু ব্রহ্মা সেই অণু জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তঋষিগণ, ও চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হইলেন। যাহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগে দৃষ্টিতে দর্শন করেন সেই অপ্রমেয় স্বরূপ পুরুষ এবং বিশ্বদেবগণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বসুব্রহ্মজ অশ্বিনীকুমার যুগল, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকর্গণ, ও পিতৃগণ, জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্ম পরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সৰ্বগুণসম্পন্ন অনেকে কানেকরাজঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, পৃথিবী, বায়ু, অকাশ, চন্দ্র, সূর্য, সর্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ইত্যাদি এবং বিশ্বাস্তগত অন্যান্য সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইল।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্বাবর অজনায়েক জগৎ প্রসঙ্গকালে পুনর্বার স্বাধিতানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। আর যেমন পর্যায়কাল উপস্থিত হইলে স্বভগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয় সেই রূপ যুগপ্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম রূপ ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনা-

* মীলকর্ত্তমতে সময় শব্দের অর্থ নথেষ্ট। কিন্তু অর্জুনমিহ্ম হতে ঐ শব্দের অর্থ আচার।

† বায়ব্বে বসু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব রূপে প্রসূতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তিনি সৰ্বলোকের পিতৃধরুণে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদিপিতা মনুর পিতা এই নিমিত্ত তিনি সৰ্বলোক পিতামহ।

দি অমল সর্বভুক্ত সংহারকারি সংসার চক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ত্রয়স্রিংশৎ সতস্র, ত্রয়স্রিংশৎ শত, ত্রয়স্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সূক্ত হইলেন,* এবং রুহঙ্কানু, চক্ষুঃ, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অক, ভানু, আশাবহ, রবি ও মহাদিবে- রণ এই জ্যোতিষ পুস্ত্র জন্মিলেন। সর্বকনিষ্ঠ মতের পুস্ত্র লেবত্রাট, তৎপুস্ত্র সুত্রাট। তাঁহার দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ, সহস্রজ্যোতিঃ নামে তিন পুস্ত্র হইলেন। তদ্বাধ্যে দশজ্যো- তিত্র দশ সতস্র পুস্ত্র, শতজ্যোতির লক্ষ, ও সহস্রজ্যোতির দশ লক্ষ পুস্ত্র হইল। ত- হারদিগের হইতেই কুরু বংশ, যদুবংশ, ভর- তবংশ, যযাতিবংশ, ইক্বাকুবংশ, ও অন্যা- ন্য রাজর্ষি বংশের উদ্ভব হইল।

ঐতিহাসিকের অবস্থিত স্থানঃ, ত্রিবিধ রুহস্যাণ, বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম, অর্থ, কাম ও তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রা বিধানঃ, মর্ষি বেদব্যাস যো- গবলে এই সকল অবগত ছিলেন। এই

* ত্রয়স্রিংশৎ সতস্রুণি ত্রয়স্রিংশৎসহস্রানি চ।
১০১শত দেবতাসু সূক্তী সংক্ষেপলক্ষাঃ।

এই দুইয়ের মধ্যস্থিত অর্থ লিখিত হইল।
শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার সীমাকার মীল- লভ্য সম্বন্ধ করিয়াছেন যে অষ্টমহা, একাদশ স্রুসু হা- দশ আদিভা, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্রিংশৎ অথবা ত্রয়স্রিংশৎ সতস্রু সংখ্যা তাঁহা- রদিগের পরিবারাদি সহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়া- য়ছে। এই হাজল সংখ্যাও সংক্ষেপসূক্তি অভি- প্রায়ে লিখিত। পিতৃত্বিক সূক্তি অভিপ্রায়ে পুরাণাদ্যের ত্রয়স্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু অ- স্কন্ধ মধ্য প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিপনের যথাসিদ্ধ প্রমাণ লাম-দশা সংখ্যান ব্যাপ্ত হইয়া ত্রয়স্রি- শৎ সতস্রু ত্রয়স্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্রিংশৎ এই তিনের সূক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ ৩০০০০ দেবতারিগের সং- ক্ষেপ সূক্তি।

১) অষ্টদশমিত্র যতে সিদ্ধ শতের অর্থ স্বর্গাধিপাত্ত দেবতা অথবা অমিত্রি।

২) গ্রাম, নগর, দুর্গ, ভীর্ণ আশ্রম প্রভৃতি।

৩) ধর্মরক্ষণ, অর্থরক্ষণ, কামরক্ষণ। রুহস্যা শ- বের অর্থ গুণতত্ত্বী অর্থাৎ বাহ্যিক-কর্ম সূক্তিতে পারা যায় না।

৪) শাসনার দ্বারা নির্জাতির দিগ্নি বর্ষক নীতিপাল- য়নের।

ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমুদায় ইতিহাস এবং অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপ কেহ বা বিস্তারিতরূপে জানিতে বাসনা করে এই নিমিত্ত মর্ষি এই জ্ঞান শাস্ত্রকে সংক্ষেপেও বিস্তারিত রূপে কহিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র* অবধি কেহ কেহ আত্মীকপর্ক অবধি কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি এই ভার- রতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন ক- রেন, পণ্ডিত ব্যক্তির অশেষ প্রকারে সংহি- তার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু কেহ বা গ্রন্থার্থধা- রণা বিষয়ে নিপুণ।

ভগবান সত্যবতীনন্দন তপস্যা ও ব্র- হ্মচর্য্য প্রভাবে সনাতন বেদ শাস্ত্র বিভাগ করিয়া তর্ষীর সার সঙ্কলন পুস্ত্রক এই পর- মাস্কৃত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রচনামন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লা- গিলেন কি রূপে এই গ্রন্থ শিষ্যগণকে অধ্য- য়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান হিরণ্যগর্ভ পরাশরাস্বজের উৎকর্ষার বিদ্যর অবগত হ- ইয়া তাঁহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ করি- বার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসহীপে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব দর্শনমাত্র গাজো- থান করিয়া কৃতার্থ ও বিশ্বব্যাবিষ্ট চিত্তে সাত্ত্বিক ঐনিপাত করিলেন এবং স্বহস্ত দত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া অঞ্জলি বজ্র পুস্ত্রক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহি- লেন।

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসন-পরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলেন ঐতিহ্যকল্প মনে তর্ষীর আসন সম্মুখানে উপবিষ্ট হইয়া বি- নয় বচনে নিবেদন করিলেন ভগবনঃ। আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করি- য়াই চাহিতে বের, বেদব্যাস ও উপনিষদ স- মুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সম্বন্ধে, সূক্ত, ত্রিবিধ ও বর্তমান কালজয়ের নির্ণয় করিয়া সূক্ত, ত্রয়স্রিংশৎ শত, ত্রয়স্রি- শৎ দেবতা

* মন্ত্রঃ সত্যবতীন্দ্রো ব্রহ্মাণ্যে ব্রহ্মসংহিতায়।
দেবী, পরমহংসে কল্যাণকরিত্বং। ইতি

জীব, মানাধি বর্ণন ও আশ্রমের লক্ষণ-
 িকশ, চাতুর্ভূষা মীমাংসা, পৃথিবী চক্র
 িখ্য গ্রন্থ লক্ষণ তারা ও চতুর্ভূগের বিবরণ,
 নগরায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানুষ
 িয়ানিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার
 ির্ভূম, অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদ,
 িলা, বন, পর্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, চূর্ণ,
 িনা, ব্যুৎপত্তি, যুদ্ধকৌশল, বস্তু বিশেষে
 িগত বৈচিত্র, লোকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত
 ি অন্যান্য সমুদায় বিষয়ের বিশেষ নিকপণ
 িয়াছি কিন্তু ভূমণ্ডলে উপযুক্ত লেখক
 িতেছি না।

ত্রদ্বা কতিলেন বৎস! এই ভূমণ্ডলে অ-
 নেকানেক মহাপ্রভাব মূনি আছেন কিন্তু
 িয়া জ্ঞান শাসিতা প্রযুক্ত তুমি সর্বোৎক-
 িষ্ট। জন্মাবধি তুমি কখন মিথ্যা বাকা
 িকার্য কর নাই এক্ষণে তুমি স্মরণচিত প্রহ-
 িকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিলে অচম্ব
 িতোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত হই-
 িবেক। যেমন গৃহস্থাস্ত্রম অন্য অন্য আ-
 িশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই রূপ তোমার
 এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট, এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর
 িনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।

ইহা বলিয়া ত্রদ্বা স্বস্থানে প্রস্থান করি-
 লে সত্যবতীতনয় গণনারককে স্মরণ করি-
 লেন। ভক্তবৎসল ভগবান গদাধিপতি ক্-
 িতমাত্র ব্যাসদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন-
 ি। অনন্তর বথোপযুক্ত পূজাপ্রার্থি পূর্বক
 িমান পরিত্রাণ করিলে বেদবাস নিবে-
 িদন করিলেন হে গণেশ্বর! আমি মনু
 িন ভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করি-
 িছি আমি বলিয়া যাই আপনি তাহার
 িলেখক হউন। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুরাজ কহি-
 িলেন কে তপোধন! লিখিতে আরম্ভ করিলে
 ি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না
 িবে বধে আমি লেখক হইতে পারি, ব্যাস ও
 িহিলেন কিন্তু আপনিও অর্থ বোধ না করিয়া
 িখিতে পারিবেন না। গণেশ্বর তথাস্ত
 িয়া লেখককে অধীকার করিলেন। মহ-
 ির্ষি বৈশ্যায়ন এই নিমিত্তই কৌকুম্বী বর্ষায়

মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি রচনা করিয়াছিলেন
 এবং এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন
 এই গ্রন্থে একপ আট সহস্র আট শত
 শ্লোক আছে যে কেবল শুক ও আমি তা-
 িহার অর্থ বুঝিতে পারি। অন্যের কথা দূরে
 িখুক) সঙ্গায় বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ।
 িনভিব্যক্তার্থজ্ঞ প্রযুক্ত সেই সকল ব্যাস ক্-
 িটের অধ্যাপি কেচ ব্যাখ্যা করিতে পারেন
 ি না। গণেশ সর্বজ্ঞ হইয়াও সেই সকল
 িলে অর্থ বোধানুরোধে মন্ত্র হস্তে
 ি ব্যাসদেবও সেই অবকাশে বহুতর শ্লোক
 িরচনা করিতেন।

জীবলোক অজ্ঞান তিনিই অন্ধ হইয়া
 ইতস্ততঃ অনর্থ ভ্রমণ করিতেছিল এই মহা-
 িভারত জ্ঞানাগ্রনন্দনাকা দ্বারা মোহাবরণ
 িরাকরণ করিয়া তাহাদের মতোম্মীলন
 করিলেন। এই ভারতরূপ দিবীকরণ সংক্-
 িপে ও বিস্তারিত রূপে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
 িকপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানব গণের
 িমোক্ষকার নিরাকরণ করিয়াছেন। পুরাণ
 িকপ পুণ্ড্রশ্রেয় উদয় দ্বারা বেদার্থ রূপ
 িভ্যাৎমা প্রকাশিত হইয়াছে এবং মনুযা-
 িদিগের যুদ্ধরূপা কুম্ভভী বিকাশ পাইয়া-
 িছে। এই ইতিহাস রূপ মহোজ্জ্বল প্রদীপ
 িমোক্ষকার নিরাকরণ পূর্বক সংসার রূপ
 িমহাধূম আলোকময় করিয়াছে। যেমন
 িমেঘ সকল জীবের উপজীব্য, সেই রূপ এই
 িজ্ঞান ভারতরূপ ভাবি কবিদিগের উপজী-
 িব্য হইবেক। সংগ্রহাধার এই মহাপ্রমের
 িজ, পোলোম ও আন্তীকপর্ক মূল, সত্ত্ব
 িপর্ক রজ্জ, সত্তা ও বন পর্ক বিটরুর্ক, অ-
 িরনীপর্ক পর্ক; বিরাট ও উদ্যোগ পর্ক
 িসার, ভীষ্মপর্ক মহাশাখা, ব্রোণপর্ক পত্র,
 ির্কপর্ক পুষ্প, শল্যপর্ক, সুপঙ্ক, ত্রীপর্ক ও
 ির্কপর্ক ছায়া, শান্তিপর্ক মহাকল, অধ-
 িমেধপর্ক অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ক আ-
 িধার স্থান এবং মৌলপর্ক অত্যুক্ত শাখা-

* মূল অবগি শাখা নির্ঘন স্থান পর্বত নৃক-ভাগ,
 ির্ক।
 † পত্রিক উপবেশন বোধ্য স্থান।
 ‡ দ্রাবি, নীতি।

স্বভাষ। সেই নিকর ভারতজন্মের পরমপ-
বিত্ত নৃসকল পুস্তক বর্ণনা করিব।

পূর্বকালে ভগবান্ কুরুঐশ্যায়ন স্বীয়
জননী সত্যবতী ও পরম ধার্মিক বীরবুদ্ধি
ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীৰ্য্যের
ক্ষেত্রে অধিত্রয়ের* ন্যায় ভেজস্বী পুত্র
ত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি এই
রূপে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিত্তরকে জন্ম দিয়া
তপস্যানুরোধে পুনর্বার আশ্রম প্রবেশ
করিলেন। অনন্তর তাঁহার্য্য রুদ্ধ হইয়া
পরম গতিপ্রাপ্ত হইলে পর নরলোকে ভার-
ত প্রচার করিলেন। পরে রাজা জনমে-
জয়ের সর্পসং কালে স্বয়ং রাজা এবং সহ-
স্র সহস্র ব্রাহ্মণেবা ভারত প্রবণার্থে ঐশ-
বুকা ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাত্তে স্ব
শিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারতকীর্তনের আদেশ
প্রদান করিলেন। তিনি সদস্য মণ্ডল
মধ্যবর্তী হইয়া বৈশম্পায়ন কৰ্ম্মাৰ্থসানে ভার-
ত প্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ঐ গ্রন্থে কুরুবংশের
বৃত্তান্ত, পান্ডারীর ধৰ্ম্মশীলতা, বিত্তরের প্রজা,
কুর্ভীর বৈৰ্য্য, বাসুদেবের মাধাভ্যা, পাণ্ডবদি-
গের সাধুতা, ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগের ক্লান্ততা, এই
সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ
তিনি ভারতসংহিতাকে চতুঃখণ্ডি সছস্র
শ্লোক মন্তী রচনা করিয়াছিলেন। উপা-
খ্যান ভাষ্য পরিভাষ্য করিলে ভারতের
সংখ্যা এক্রপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে স-
কর্ষার্থ সঙ্কলন পূর্বক সার্কশত শ্লোক দ্বার
অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ভারত রচনা করিয়া সর্বাপ্র
আপন পুত্র শুকদেবকে, তৎপরে শুক্রবা
পরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবি শিষ্যদিগকে অ-
ধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর বহুল্লক্ষ শ্লোক
মন্তী অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করেন।

* মন্ত্রিগণি, গার্হপত্য, আহবনীয। কোন মন্তী
অগ্নি অথবা গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধর করিয়া বাহা
মকিন ভাগে স্থাপিত করা যায় তাহার নাম মন্ত্রিগণি।
গৃহ ব্যক্তি তিরকাল অধিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে
তাহার নাম গার্হপত্য। গার্হপত্য হইতে উদ্ধর করি-
য়া যোমার্থ যে অগ্নি সংকার করা যাক তাহার নাম
আহবনীয।

তদ্বধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলো-
কে পঞ্চদশ, নন্দর্জলোকে চতুর্দশ, আর
নরলোকে এক লক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। না-
রদ দেবতাদিগকে, অসিতমবেল পিতৃগণকে,
শুকদেব গন্ধর্গ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ
করান। আর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন নর-
লোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎ-
পুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করা-
ইয়া ছিলেন। (ই হারা সকলেই পৃথক
পৃথক সংহিতা কীর্তন করিয়াছিলেন) আমি
একপে নরলোক প্রতিষ্ঠিত শতসহস্র সংহি-
তা কীর্তন আরম্ভ করিতেছি আপনারা শ্রবণ
করুন।



ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে

চতুর্থং সূক্তং

বিরণ্যক পঞ্চবিঃ ত্রিষ্ণু পুঙ্কঃ
অশ্বিনৌ দেবতা

৩৯৯

১ ত্রিষ্টিম্নো অদ্যা ভবতমবে-
দসা বিভূর্বাং যামিউত রাতিরশ্বি-
না। বুবোহি বস্বত্র হিম্যেব বা-
সসোভ্যাষং সেন্যা ভবতং মনী-
ষিতিঃ।

১ হে 'মহেশনা' মবেদসৌ মেধাধিনৌ 'অশ্বিনা'
অধিদেবৌ বুবোঃ 'ত্রিঃ' ত্রিভাং 'ত্রিঃ' অপি 'অদ্যা'
অদ্য অশ্বিনে তত্রিবি 'মঃ' অমকর্ষণং আগতো 'ভবতং'।
'বাস' বুবোহোঃ 'হাসঃ' গম্যনামধনুভ্যোঃ 'বিস্তঃ'
ব্যাপঃ 'উত' 'অপি' 'রতিঃ' মানং বিষ্ণুঃ। 'বুবোঃ'
বুবোহোঃ উক্তমোঃ 'বস্বত্র' 'হি' পরলারনিবহনপ-
সমুচ্চবিশেষঃ অশ্ব 'হাসনঃ' সুখ্যরন্যাশ্বানবুকল্যা
বাসনসা 'হিম্যা' 'হি'ববুকবা রাজ্যা 'হি' ববা রাজ্যা
সহ 'হিববলা লব্ধঃ' কৰ্ম্মদিগ্ধিনীম আশেতি ভবৎ।
বুবোঃ উক্তো 'মনীষিতিঃ' মেধাধিতিঃ ত্রিষ্টিম্নোঃ
'অভ্যাষং' 'অভিভাঃ' 'সেন্যা' সেন্যেই বিষ্টিম্নো অন্-
বুঃপ্রশোঃ ভবতীনৌ 'ভবতং'।

১ হে মেঘাবী অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আ-
মারদিগের প্রীতি অনুগ্রহ করিয়া তোমরা
উভয়ে তিনবার এই যজ্ঞে আগমন কর।
তোমারদিগের রথ এবং দান জনকে বিখ্যাত
আছে, আর তোমারদিগের উভয়ের পর-
স্পন্ন নিয়ামক সৰ্ব্ব আছে যেমন রাজির
সহিত দিবসের। তোমরা মেঘাবী ঋত্বিক-
দিগের অধীন হও।

৪০০

২ জ্যেঃ পূর্বষোমধুবাহনে রুখে
সোমস্য বেনামনু বিশ্বইদ্বিদুঃ।
জ্যেঃ কৃতাসঃ কৃত্তিতাসত্রিতে
ত্রিনক্তং যাপ্তিব্বিশ্বিনা দিবা।

২ 'মধুবাহনে' মধুবাহণ্যং মানাধিপাশাস্ত্রায়া-
নীত্যং বাহকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়োঃ 'রুখে' 'পূর্বঃ' বজ্র-
সমামাং বুঢ়াঃ চক্রবিদ্যেয়াঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিনংখ্যাতাঃ সক্তি।
'দিবে' সর্বে মেঘাঃ 'সোমস্য' চন্দ্রস্য 'বেনাং' কাম-
নীত্যাং কার্য্যাং 'অনু' অনুসৃত্য 'ইৎ' এব চক্রমবনদ্ধাব
প্রকারং 'বিশ্বুঃ' জ্ঞানতি। বলা সোমস্য বেদস্য নহ
বিবাহঃ কৃত্বানীঃ নানাধিপাশাস্ত্রায়াস্তুকৃত্তিত্রয়োপেত্রং
রথং আকর্য অশ্বিনীকুমারৌ যাজ্ঞঃ ইতি সর্বে মেঘাঃ
জ্ঞানতি। কস্য রথস্য উপরি 'কৃতাসঃ' কৃত্যঃ কৃত্তি-
দেয়াঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিনংখ্যাতাঃ 'কৃত্তিতাসঃ' কৃত্তিতাঃ
হাপিতাঃ 'জিমর্থং' আরতে 'আরতং' অহলমিকু-
বহাঃ রথঃ অরথা বাতি কৃত্বানীঃ পত্নমন্তীতিনিবৃত্তার্থং
হস্তালয়ন্য ইত্যর্থঃ। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ বুঢ়াং তা-
দুপেনে রথেন 'নক্তং' রাত্নৌ 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'যাপ্তাঃ'
পাশ্ব্যঃ 'ঐ' তথা 'দিবা' দিবসেপি 'জিঃ' বাহ্যঃ।

২ নানাধিপ স্তমধুর খাদ্যত্রয়া বৃত্ত
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথতে বজ্র সস্ত্রুপ বে
কঠিন তিন চক্র আছে তাহা বেনার সহিত
চক্রের বিবাহ সময়ে দেবতারঃ দেখিয়া-
ছেন। সেই রথে অবলম্বনের নিমিত্ত তিন
জন্ত আছে। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা
সেই রথে রাজিতে তিনবার এবং দিবসেতে
তিনবার গমন করিতেছ।

৪০১

৩ সমানে অহত্রিরব্যপো-
হনা ত্রিন্য বজ্রং মধুনা দ্বিক্ক-

তং। ত্রির্ভাজবতীরিষৌ অশ্বিন
যুবং দৌষা অশ্মভ্যম্বসশচ পি
বৃতং।

৩ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' বুঢ়াং উভৌ 'সশা'
নে একশিন্ 'অবস্' অহনি অনুষ্ঠানদিনে 'ত্রিঃ' ত্রিবারং
'অবসাগোহনা' অনুষ্ঠানগত্যাং সোমস্যং সত্বরংকঃ
রিষৌ ভবত্যং 'অনা' অশ্বিনু দিনে 'যজ্ঞং' যজ্ঞগতং 'হিঃ'
'মধুনা' মধুরসেনে 'ত্রিঃ' 'ত্রি' 'সিক্তং' 'সিক্তং'
ত্রিক 'দৌষা' দৌষানু রাজিবু 'উমসাঃ' উমাসু দিবসে
'চ' অপি 'ত্রিঃ' ইন্দ্রকর্ত্তে 'বাহবরীঃ' বাহবরীঃ
বলকারীনি 'রিষাঃ' অরাদি 'অশ্মভ্যং' 'পিষতং' সিক্ত-
তং প্রাশ্বতং।

৩ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা
উভয়ে এক যজ্ঞ দিবসেতেই তিনবার অনু-
ষ্ঠানের দৌষ নিবারণ কর। অন্য যজ্ঞীয়
হবি মধুর রস যুক্ত করিয়া তিনবার সেচন
কর। দিবসে এবং রাজিতে তিনবার করিয়া
আমারদিগকে বলকারি অন্ন প্রদান কর।

৪০২

৪ ত্রির্ভর্তিযাতং ত্রিনব্রতে জ-
নে ত্রিঃ সুপ্রাভ্যে ত্রেধেব শিক্তং।
ত্রিনাস্ত্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ-
পৃকো অশ্মে অকরেব পিবৃতং।

৪ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' বুঢ়াং উভৌ 'ত্রিঃ'
ত্রিবারং 'বর্তিঃ' অশ্বিনীকুমারদ্বয়সমুভ্যং 'যাতং'
যুবং প্রাপ্তং তথা 'অনুব্রতে' অক্ষয়কুমারদ্বয়সাম-
যুক্তং 'জনে' 'ত্রিঃ' ত্রিবারং তদনুগ্রহং গম্বতং। 'ত্রিঃ'
'সুপ্রাভ্যে' সুপূর্বকর্ত্তে ভবত্যং। স্কন্ধীথে যজ্ঞে প্রবর্ত-
মানস্য অবাস্ 'দৌষা' ত্রিত্তিঃ প্রকটায় 'ইৎ' এব পুনঃ
পুনঃ অনুষ্ঠানং 'সিক্তং' উপদেশস্বরূপং ভজ্যং 'প্রা-
ক্যঃ' বলনীত্যাং সোমস্যংকর্যং কস্যং 'ত্রিঃ' 'বহতং' প্রা-
পবত্যং। 'অশ্মে' অশ্মানু 'পৃকো' অরং 'ত্রিঃ' 'পিষতং'
প্রাশ্বতং 'অকরা' অকরাদি উৎকারি 'ইৎ' বহা
পর্যায়ং প্রাশ্বতং তৎ।

৪ হে অশ্বিনী কুমার দ্বয়! তোমরা
উভয়ে আমারদিগের পুখে তিনবার আগ-
মন কর এবং আমারদিগের অনুকূল মনু-
ষ্যকে তিনবার অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গ-
মন কর। তোমারদিগের কর্তৃক তিনবার প্র-
কৃত্ত রূপে রক্ষণীয় এই যে যজ্ঞ তাহাতে
নিহৃত্ত যে আমরা। আমারদিগকে তিনবার

যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপদেশ কর, আর আমার দিগকে ভক্তিপ্রদ ফল তিনবার প্রদান কর। যেমন যেথ জল প্রদান করে সেইরূপ তিন বার আমারদিগকে অন্ন প্রদান কর।

৪০৩

৫ ত্রিমৌর্যিৎ বহুতমশ্বিনা
যুবং ত্রির্দেবতাং ত্রিক্রুতাবতং
ধিষঃ। ত্রিঃ সৌভগং ত্রিরুত শ্রে-
বাংসি নস্ত্রিষ্টং বাং সূরে দুহিতা-
কুরুধুথং।

৫ হে 'অগ্নি' অগ্নিনো 'যুব' যুবং উভৌ 'নঃ' অম্বার 'র্যিৎ' যনং 'ত্রিঃ' বহুতং প্রাপয়তং। 'দে-
বতাং' দেবতাতো দেইতবু' কেলক্ষি 'ত্রিঃ' আগচ্ছতং।
'উত' 'অগ্নিত' 'ধিষঃ' 'অম্বুত্বীঃ' 'ত্রিঃ' 'অবতং'
'রুত' ৩৭। 'সৌভগং' 'সৌভাগ্যং' 'ত্রিঃ' 'বহুতং' 'উত'
'অগ্নিত' 'প্রভাংসি' 'অম্বানি' 'নঃ' 'অম্বতাং' 'ত্রিঃ' 'রু-
তং' 'বাং' 'সূরযোঃ' 'ত্রিষ্টং' 'চক্রতসোমশি' ৩৭ 'রুথং'
'সূরে' 'সূর্যস্য' 'সুপিতা' 'পৃষ্ঠী' 'আরুহং' 'আরু-
ত্বী'।

৫ হে অশ্বিনী কুমার হর! তিনবার আমারদিগকে তোমরা ধন দেও। দেবতাবি-
স্তিত এই যজ্ঞে তিনবার আগমন কর, আর তিনবার আমারদিগের বুদ্ধি রক্ষা কর। তিন বার আমারদিগকে সৌভাগ্য দেও এবং তিনবার আমারদিগকে অন্ন দেও। সূর্যের কন্যা তোমারদিগের চক্রঅরবিধিষ্ট রথে আয়োজন করিয়াছেন।

৪০৪

৬ ত্রিমৌ অশ্বিনা দিব্যানি
ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরুদন্ত
মুদ্র্যঃ। ওমানং শংবোর্মমকায
সুনবে ত্রিধাতু শর্ম বহুতং শুভ-
স্পতী ১১।৩।৪।

৬ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'নঃ' অম্বতাং 'দিব্যানি'
দ্ব্যলোকদেব্যানি ভেষজা ভেষজানি ঔষধানি 'ত্রিঃ' ব-
হুতং তথা 'পার্থিবানি' পৃথিবীং উৎপাদানি ঔষধানি
'ত্রিঃ' বহুতং 'অম্বাং' অম্বরীমক-বাং 'উ' 'অগ্নি' 'ত্রিঃ'।

৬ হে 'অশ্বিনীকুমার হর! তোমরা
দ্ব্যলোকস্থিত ঔষধ তিনবার আমারদিগকে
দান কর এবং পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ঔষধ
তিন বার দান করিয়াছ ও অস্তুরীকে উৎপন্ন
ঔষধ তিনবার দান কর। রুহস্পতির পুত্র সয়-
ধী সুখ আমার পুত্রকে দেও। তে উত্তম
ঔষধের পালক! তোমরা বাত পিত্ত শ্লেষের
শমকারী সুখ প্রদান কর। ১১।৩।৪।

৪০৫

৭ ত্রিমৌ অশ্বিনা যজ্ঞজা দিবে
দিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায-
তং। ত্রিসোনাসত্য রথ্যা পরাব-
তজ্ঞাশ্বেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতং।

৭ হে 'নাসত্য' 'নাসত্যো' 'অশ্বিনা' অগ্নিনৌ 'দিবে
দিবে' প্রতিদিনং 'যজ্ঞজা' হইবৌ যুবং 'নঃ' অম্ব
দীযাং 'পৃথিবীং' যেদিরুপাং 'সুধিৎ' 'পরি' 'নসত্যং' 'প্রা-
'প্রিধাতু' 'কক্যারযজ্ঞে' 'আস্বীর্থে' 'বর্ষি' 'ত্রিঃ' 'অ-
'শাসিতং' 'শমনং' 'সুভতং'। হে 'রথ্যা' 'রথো' 'রথ্যামিনৌ'
'ত্রিসু' 'ত্রিনং' 'স্যাভাঃ' 'ঐত্তিকশাসক' 'সৌমিকরুপাং' 'যেধীঃ'
'পর্যবতঃ' 'সুরেশাং' 'দ্ব্যলোক্যং' 'গচ্ছতং' 'আগচ্ছতং'
'স্বরানি' 'শরীরানি' 'আত্মা' 'আত্মজুতঃ' 'বাতঃ'
'প্রাপয়ামুঃ' 'ইব' 'যথা' 'রথীযানি' 'শরীরানি' 'গচ্ছতি'
তথং।

৭ হে অশ্বিনীকুমার হর! যজ্ঞতে
পূজনীয় তোমরা প্রতিদিন আমারদিগের
বেদি প্রাপ্ত হইয়া তিনবার কক্যাভরবুল
বিস্তারিত বর্ষিতে শয়ন কর। হে রথনয়ক
অশ্বিনীকুমার হর! তোমরা দ্ব্যলোক হইতে
ঐত্তিকাদি তিন বেদিতে আগমন কর যেমন
জীবন সদৃশ শাশ্বত বাবু শরীরে গমন করি-
তেছে।

৪০৬

৮ ত্রিরশ্বিনা সিক্তিঃ সপ্তমা-
ভক্তিরস্বিনা স্বাভাভ্যেবা স্বিক্ত তং।

৮ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'নঃ' অম্বতাং 'ত্রিরশ্বিনা'
ত্রিরশ্বিনা স্বিক্তিঃ সপ্তমা-
ভক্তিরস্বিনা স্বাভাভ্যেবা স্বিক্ত তং।

তিন্দুঃ পৃথিবীকুপারি প্রবা দিবো-
নাকং রক্ষেধে দ্যুতিন্দুজ্জি-
হিতং ।

৮ হে অশ্বিনী! অরিনৌ 'গম্ভরাভূতিঃ' গম্ভসং-
খ্যাতাঃ গম্ভাব্যঃ মন্যঃ স্নাতরাঃ উৎপাদিতাঃ যোহং কল
বিশেষাণাং ইতাঃ 'সিন্ধুতিঃ' সান্ধনভূত্যাঃ ভলৈঃ 'জিঃ'
সোমাক্রিয়রাঃ কুতাঃ । 'আহাভাঃ' প্রলম্বকসোময়া আধা
রজ্জুতাঃ 'হসঃ' ত্রিসংখ্যাতাঃ সোমসলসাঃ পহনীসপুত-
কুমার্যাঃ নিলম্বাঃ উজ্জিৎসরাঃ । তেহু তিন্দু পাভেহু 'শ্বে-
থাঃ' জিহিঃ প্রকটীয়াঃ সননভ্রমগটীয়াঃ 'চরিত্ত্বঃ' সৎ' সোম-
খ্যঃ হরিঃ সান্ধাবিত্ত্বং বহতে । 'তিন্দুঃ' জিহাঃ 'পৃ-
থিবীঃ' পৃথিব্যারিন্দোভেভাঃ 'উপরিঃ' উচুং 'প্রবাঃ' প্রা-
বৌ গম্ভসৌ সুরাঃ 'বিহঃ' মূললোকসম্বন্ধিনং 'নাকং'
আরিত্ত্বং 'রক্ষেধে' রক্ষাং । ভীদশং নাকং 'দ্যুতিঃ'
অভোতিঃ 'অকৃতিঃ' সারিত্ত্বিকঃ 'হিতং' স্থাপিত্ত্বং ।
অহনি সূর্যাঃ উদন্তি রাত্রৌ অহং গম্ভতি ইত্যেবাং
অহোরাত্রাভ্যাং কুর্যোব্যহৃৎপাভেতঃ ।

৮ হে অশ্বিনীকুমারহর! গঙ্গাদি সপ্ত
নদীর জল দ্বারা তিনবার সোমাত্তিব্ব হই
য়াছে, এবং গঙ্গাদির জল বিশিষ্ট সোমর-
সের আধার স্বরূপ ত্রিসংখ্যক স্রোণ কলস
নিষ্কর হইয়াছে, সর্বনত্রের নিষ্কর সোম-
রস স্রোণ কলসে প্রস্রুত আছে । পৃথিব্যারি
নোকত্রের উপরিভাগে গমন করিতেহ
যে তোমরা স্থালোক সর্ষজি এবং দিবাত্তে ও
রাত্রিতে ব্যবস্থাপিত যে সূর্য্য ভাঁহাকে রক্ষা
করিতেহ ।

১০ কৃত্তী চক্রা ত্রিবৃত্তোরশস্য-ক
জবোবকুরোমে সনীলাঃ । কদা
যোগোবাঙ্কি-সোরসভস্য স্নেন-য-
জ্ঞং নাসত্যোপবাধঃ ।

৯ হে 'নাসত্যা' হালভৌ অরিনৌ 'ত্রিবৃত্তাঃ' ত্রি-
সংখ্যাতাঃ অত্রিভিঃ উপেকর্য কৃত্তীরণ্য 'রশস্য'
ইশাভ্যং পূর্বভাগে সৎসুভাগেভে একত্রিঃ পৃথকা-
য়ে ত্রিবৃত্তাতে কই সৌভিঃ সান্ধবীতে ইন্দ্রসঃ সখ-
লাঃ 'কী' স্ত্রীঃ 'জনা' জ্ঞানিঃ 'ক' কুঃ বিজ্ঞানিঃ ইতি
স্বাভাভ্যঃ সান্ধবীভ্যঃ । '১০' অত্রিভিঃ 'সনীলাঃ'
সীলং সুরসমুদ্রং সখ্যা উপরি ভাগে কলসঃ তেহ
নহ রক্ষাং সনীলাঃ হে অশ্বিনীপেভ্যঃ সুরাঃ 'সীলং'

সনাধারভূত্যাঃ 'জবঃ' অক্কেপ দিহিতে যে বিশে উপেকর্য
ত্রিসংখ্যাতাঃ 'ক' কৃত্তীরণ্য ইতি স্বাভাভ্যঃ ন জ্ঞান্যে ।
'হাঙ্কিঃ' হলভুতাঃ 'রাক্তবীঃ' অক্কেপদিশল্যঃ ধলভুতাঃ
'যোগঃ' যুধে সোমসং 'কদা' কভিন কালে নিলম্বাঃ
ইতি অশ্বাভির্ন আভেতঃ 'মেহ' চক্রসমনীভূত্যাঃ সুরা-
নভগোহননদিতেন 'হজ্ঞং' অশ্বলীনাং বাগ্ধন্যং
'উপবাধঃ' সুরাঃ প্রাঞ্চ্যঃ ষাডশস্য রশস্য ইতি পৃক-
ত্রাহর্যঃ ।

৯ হে অশ্বিনীকুমারহর! তোমরা যে
রথে আরোহণ করিয়া আনারদিগের স্বর্জ
ভূমিতে আগমন কর সেই কোণত্রয়বিশি-
ষ্ট রথের চক্রের কোষারি আছে আমরা
তাহা দেখিতে পাই না। এবং কোন স্থানে
কাষ্ঠের তিন উপবেশন স্থান আছে তাহাও
জানিতে পারি না। এবং কখন সেই রথে
বলবান্ গর্ভক যোজিত হইল তাহাও
জানি না।

৪০৮

১০ আ নাসত্যা গচ্ছতং হৃযতে
হবিন্দ্রধঃ পিবতং নধপেভিরাস-
তিঃ । যুবোহি পূর্ষং সযতোষ-
নোরথমুভাষ চিত্রং যুতবন্তসি-
ব্যতি ।

১০ হে 'নাসত্যা' হালভৌ অরিনৌ ইহ কৃত্তীর
'আ গচ্ছতং' আগচ্ছতং । অহ অশ্বাভিঃ 'হরিঃ'
'হৃযতে' সুরাঃ 'হমুপেভিঃ' অধুরসুখ্যামহুত্যাঃ
'আসতিঃ' আন্যোঃ যজ্ঞাঃ 'সপুরসুর্য্যাপি হবীংরি
'পিবতং' । 'নবিতা' সূর্যাঃ 'উর্গীয়া' উদাভাগাঃ
'পূর্ষং' পুরাঃ 'সুদোঃ' সুরদোঃ অরিনৌ 'রথং' 'স-
ত্যে' অক্কেপভ্যাং 'হি' 'ইতি' প্রেরতি ।
'নীলং' 'চিত্রং' পুরোক্তৈঃ চক্রস্বাভিঃ ত্রিভিঃ 'যু-
তবন্তঃ' ।

১০ হে অশ্বিনীকুমারহর! তোমরা
এই যজে আগমন কর । আমরা এই যজে
হবি আভতি দিতেহি তোমরা আসিয়া সুর
রসাস্বাদক মুখ দ্বারা দান কর । সূর্য্য
উপকালের পূর্বেই আনারদিগের স্বর্জে
আরিবার নিমিত্ত কোষারিদিগের তিন চক্র
বিশিষ্ট ও যুক্ত বিশিষ্ট বিক্রিঃ রথ যেরূপ
কর্ত্তব্যকরহে ।

৪০১

১১ আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদ-
শৈরিহ দেবেতির্থাৎ মধপেযন-
শ্বিনা। প্রায়স্তারিক্তং নীরপাৎ-
সি মূকতং মেধতং দেষোভবতং
সচা ভুবা।

১১ হে 'নাসত্যা' 'নাসতৌ' 'অশ্বিনা' অ'ধমেবে)
বুবাৎ 'ত্রিকা' 'ত্রিসংক্রান্তি' 'একাদশং' যে বেবা-
সোনিয়াসাক্ষরভেত্যাশ্রিতপ্রতিপাদিতঃ 'একাদশা-
জকবর্ণএগপটঃ' 'দেবেতি' 'দেবেঃ' 'মধপেযনং'
সোমাক্রমধুহুত্বাপানং 'অভিলক' 'ই' 'অশ্বিন'
বেবগজনেপে 'আ মাতং' 'আগতং' 'আগতং'। 'আ-
হু' 'অম্বাণং' 'আনুহাং' 'প্র তারিক্তং' 'প্রকারিক্তং'
প্র'ধরতং 'অপাংসি' 'অম্বনীবাশি' 'পাপামি' 'নী'
মূকতং' 'নির্জ' 'মেধতং' 'সি' 'শিষেভেদে' 'শোধযতং'। 'হেমা'
ষোক' 'দেধতং' 'প্রতিমেধতং'। 'ভুবা' 'অম্বাতি'
'নয়া' 'নর' 'অম্বিথৌ' 'স্বরতং'।

১১ হে অশ্বিনীকুবীরধর! তেনরা
একাদশ স্বকৃষ্ণ বর্ষজন্মে উল্লিখিত তিন
দেবতার সহিত মধুর জব্য লক্ষ করিয়া
এই দেবতারিগের বজ্র স্থানে আপনন কর,
আমারদিগের আবু হুজি কর, আমারদি-
গের পাপশোধন কর এবং যের কারক
নিবারণ কর ও আমারদিগের সহিত স্থিতি
কর।

৪১০

১২ আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃত্তা র-
থেনার্বাক্তং রথিং বহতং সুবীরং।
শৃগুস্তা বামবসে জোহবীষি বৃষেচ
নোভবতং বাজসাতৌ ১১৩৫।

১২ হে 'অশ্বিনা' 'ত্রিব'। 'অপ্রতিহতরুজি'।
ত্রি' 'লোকেশু' 'বর্ষমানেন' 'রথেন' 'নহ' 'নঃ' 'অ-
স্বা' 'অলীকং' 'অভিমুখং' 'সুবীরং' 'পোতটনঃ'
বীটের পুস্তক' 'দিত্তি' 'উপকং' 'রথিং' 'ধনং' 'আ-
ব' 'তং' 'আবহতং' 'আনী' 'প্রাপযতং'। 'শৃগুস্তা' 'অ-
দী' 'দী' 'দী' 'শৃগুস্তা' 'বাম' 'বসে' 'জো' 'হবী' 'ষি' 'বৃ' 'ষে' 'চ'
'নো' 'ভব' 'তং' 'বাজ' 'সাতৌ' '১১৩৫'।

১২ হে অশ্বিনীকুবীরধর! ত্রিলাক
পননশীল বে রথ, ত্যাক্ত হইয়া ভোয়রা

আমারদিগকে পূজা ভূতাদি সমস্ত লক্ষ-
ত্রি প্রদান কর। স্তুতি শুনিতেহ যে ভোয়রা
তোমারদিগকে, আমারদিগের রক্ষার নি-
মিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি, আমরা-
দিগকে যুদ্ধেতে হুজিযুক্ত কর ১১৩৫।



পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা

ঈশ্বর আমারদিগের কেবল সৃষ্টি করণ
নহেন; তিনি আমারদিগের পালনেরও কর্তা
হয়েন। তিনি যেমন প্রতিদিন অসংখ্য
জীব জন্ত সৃষ্টি করিতেছেন, সেইরূপ প্রতি
দিন এই অসংখ্য জীবের জীবন ধারণ উপ-
যোগি খাদ্য সামগ্রীও বিধান করিতেছেন।
এই প্রকার বিশ্ব বিধাতার অনন্ত ভাণ্ডার
হইতে আশিগণ নিরন্ত আহার আশু হইয়া
পরিভুক্তি চিন্তে বিশ্ববন্দো বিচরণ করিতেছে;
মনুষ্যের প্রতি সেই অনন্ত ভাণ্ডারের দ্বার
রুদ্ধ নহে, কিন্তু সে গলমর্ষ কলেবরে
ভূমি কর্বণ না করিলে সৃষ্টি নাত্রও অন্ন আশু
হইতে পারে না। এই কারণে প্রথর
গ্রীষ্মকালের জলত অনল স্বরূপ এচও
মার্ভণ্ডের উত্থাপ এবং বোরতর মেঘনাহ
সংগাজত বর্ষা ক্তর অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ
বীর নন্তকোপারি সহ করিয়া কুবকর্ণ ভূমি-
কর্ষণ করে, এবং এই কারণেই মনুষ্যবর্গ
আদির পশ্চৎকা হইতে উর্দীর্ণ হইয়া পৃথি-
বীতে স্ত্রেত পব আশু হইয়াছে। যদিও
মনুষ্যের আশি পুরাত্ত পাঠে একপব বিদিত
হইতেছে যে তাহারদিগের মধ্যে যে পর্য্যন্ত
ভূমিকাধ্য প্রচলিত না হইয়াছিল যে পর্য্যন্ত
জাহারা মধ্যকা মাংস-ভোজন দ্বারা পশু-
কং নিনপাত্ত করিত; তাহাপি মনুষ্যর মনু-
য্য যে চিরকাল কেবল মধ্য মাংস আহার
করিয়া স্বকল সুখক থাকিতে পারে না
ইহা তাহারদিগের বর্ষমান অবস্থা সৃ-
ষ্টেই সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে। আর যে
সকল জন্ত অন্য জীবের খাদ্য হইয়াছে,
তাহারদিগের মধ্যেও এত দূরিত হই-
বে, কখনোকারি সৃষ্টি হইবে।

বন্দুয় মনুষ্যের জন্মসময় চিরকাল উন্নত
 পৌষণ হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল
 জীব মৎস্য বা মাংস আহার করে তদ্ব্যতী
 প্রায় অধিকাংশের যেমন অন্য কোন বস্তু
 খাওয়া নহে, মানব জাতির বিষয়ে সেরূপ
 প্রত্যক্ষ হয় না, তাঁহারদিগের আহারীয়
 বস্তু মৎস্য মাংস ব্যতীতও অন্য অনেক প্র-
 কাঁর আছে। গবাদির দুগ্ধ, বৃক্কের ফল, ক্ষেত্রে
 র শস্য অপৰ্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, বরঞ্চ
 শেব্যোক্ত ত্রব্যই বিচারিত তাহারদিগের প্রা-
 ধান খাদ্য। বাস্তবিক মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকা-
 র ভোজ্য বস্তুতে রুচিদেহের গঠন, তত্তৎ তত্তৎ
 বস্তু জীর্ণ করিবার শক্তি, ইত্যাদি দ্বারা
 সপ্রমাণ হইতেছে যে নানাপ্রকার মিশ্র
 খাদ্যই তাহার দেহধারণের প্রধান উপ-
 যোগী হইয়াছে। পরন্তু যদিও ইহা স্কৃত্য
 হয় যে চিরকাল কেবল মৎস্য মাংস ভোজন
 করিয়া মনুষ্য স্বাস্থ্যে থাকিতে পারে, তথাচ
 ইহা আহারদিগের অরণ রাখা উচিত নহে
 পখাদির ন্যায় মনুষ্য কেবল উন্নত পুষ্টি
 করিয়া নিশ্চিত থাকিব এমনিমতে সে সৃষ্টি
 হয় নাই, এবং চিরদিন যে এক রূপ অবস্থা-
 তেই সে স্থিতি করবে, ইচ্ছারের একপ্রকার
 অভিন্নতাও নহে। জগদীশ্বরের তাহাকে
 সৃষ্টি করিবার শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্য আছে, অত-
 এব সেই শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্যের সিদ্ধি অন্য ক-
 রুণাপূর্ণ পরম পুরুষ তাহাকে বুঝি শক্তি
 প্রদান করিয়াছেন, যে তদুারা যে আপনকার
 জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি করিয়া
 পৃথীতনে, সর্বোৎকৃষ্ট পথ ধারণ করিবে।
 এখানে বিবেচনা করা কর্তব্য যে যে অবস্থাতে
 সকলকেই স্বাস্থ্য আহার অর্হেণ অন্যই
 চির জীবন ব্যত থাকিতে হইল, সে অবস্থার
 তাহারদিগের একত অবকাশ কোথায় যে
 কোন স্বক্ৰমবিধয়ে তাহারা আপনাদিগের
 বুদ্ধি ব্রহ্মকে চালনা করিবেন? উন্নত চিন্তা
 নহে ব্রহ্মের মধ্যে কি অন্য চিন্তা প্রবেশ করি-
 তে পারে? এমনিমতে যে কালে মৎস্য
 ধরণ ও পশু বধ তাহারদিগের সিদ্ধ উপা-
 যোগী ছিল, ও ক্ষুণ্ণ শক্তি পুষ্টিক মধ্যস্থ
 করাই জীবনের সার রাখা হইয়াছিল, তৎ
 কালে তাহারদিগের বুদ্ধি শক্তি প্রকৃষ্ট হ-

ইতে পারে নাই; সুতরাং বসতির শৃঙ্খলা,
 বিবাহের ব্যবস্থা, সামাজিকতার নিয়ম,
 শিল্পবিদ্যা, গির্জাবিদ্যা, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম
 জ্ঞান ইত্যাদি যে যে বিষয় সভ্যতার চিহ্ন
 হইয়াছে সে সকল তাহারদিগের অজ্ঞাত
 ছিল, মনুষ্য যে একপ্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা
 বিশিষ্ট তাহা তাহারদিগের স্বপ্নেও উদ্বোধ
 হইত না। কিন্তু একপ অবস্থার মনুষ্যের মন
 কতকাল স্থির থাকিতে পারে একপ অবস্থা
 ধরবতাবোধ হইয়া স্বভাবতই তাহার প্রতিকারের
 ইচ্ছা হইল; ইচ্ছা হইলে মনুষ্যকে
 কতকাল নিরুদ্যম রাখা যায়? তখন বুঝি অ-
 রুণ কিরণের ন্যায়, চতুর্দিকে বিকীরণ হইতে
 আরম্ভ হইল, এবং তৎসহকারে চেষ্টা দ্বারা
 উপায় সকল আপনাই হইতেই উপস্থিত
 হইল। এই সকল বিষয় বিবেচনা দ্বারা
 স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে মনুষ্যের পু-
 রোক্ত পশুবৎ অবস্থাতে সুখ সন্তোষ প্রা-
 প্তির অভাবই মনুষ্যের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত
 হইবার প্রধান কারণ হইয়াছিল। এমনি-
 মতে যখন সেই প্রথমকার অসত্য অবস্থা-
 পন্ন মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্বপ্রথমে যে নি-
 পুণ ব্যাভ্র স্বায় বুদ্ধিশক্তি অনুসারে কোন
 এক মূল রোপণ বা বীজ বপন করিয়া কালে
 তদুৎপন্ন প্রচুর শস্য গৃহে আনয়ন করত
 স্বায় দুরদর্শিতা ও পরিভ্রম সার্থক করিয়া
 ছিলেন, এবং তদন্য মত উপকার সৃষ্টি
 করিয়া অন্য অন্য ব্যক্তিও তাহার গুণ সৃষ্টি
 অনুকরণ করিতে লাগিল, তখন সে ব্যক্তি
 যে উক্ত ব্যাপার দ্বারা স্বজাতির ভবিষ্যৎ স্ব-
 লোমভির প্রথম সোপান বন্ধ করিয়া গেল,
 ইহা অবশ্যই অস্বীকার করিতে হইবেক।
 কারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা কেবল অন্ন চিত্তা বা
 সেই অন্নবহিত অবস্থার স্বীয় স্বার্থক প্রকৃ-
 তি অন্য অন্য দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে এ-
 ত নহে, ইহার দ্বারা জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি,
 বিদ্যা ও রাগিকের বিস্তার, শিল্প কর্মের
 প্রকাশ, সামাজিক এবং ধর্মিক নিয়মাদি
 সংস্থাপন ইত্যাদি সমস্ত ক্যা পারম্পূর্ণিয়ার
 হইয়াছে। অতএব কৃষিকার্য্য দ্বারা মনুষ্য
 কেবল পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে এ-
 ত নহে, তাহার দ্বারা তাহার অসত্য আদি

পুরুষদিগের অপেক্ষাও তরুণ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু যে পরম পুরুষ মনুষ্যক সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যদি বসুন্ধরাকে উল্ল-
 য়া না করিতেন, তাহা উপযুক্ত রোগ বৃদ্ধির বিধান
 অথবা এক মাত্র বীজ হইতে অসংখ্য গুণ
 শস্যোৎপাদনের নিয়ম না করিতেন, তাহা
 হইলে কৃষকেরা হু হু পরিভ্রমণের ফল কি
 প্রাপ্য হইত, কিংবা সেই বসুন্ধর অদ্বৈতে যদি
 সকল মনুষ্যের জন্ম আদি, তবে তাহার
 পাতার উৎপত্তি সুপ্রাচীনম কি ইচ্ছা ক-
 রিত।

একদা মনুষ্যের অল্প, ক্রমশঃ উন্নতি
 হওয়া হইতাম্বে, তরুণ তাহার ভৌতিক শস্য
 উৎপাদিত কমে। তাহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট
 হইয়া প্রাপ্য হইত। ইচ্ছা সুপ্রমাণ হই-
 য়াছে, যে এতকালের অনেক শস্য ফল
 মূল পত্রাত্মকদির মূল্য আশ্রয় হইতে
 জন্মান হইতে প্রত্যক্ষ হইতেছে। সে মনে-
 তে যে জানে মনুষ্যের বসতি নাই তথা
 উক্ত শস্য অগাধির চিত্র দৃশ্য হয় না। এক-
 ক্রমে প্রত্যেক জাতীয় শস্য কলাদির বীজ
 উৎপাদনকারী যার এক প্রকার এবং অতি
 মূল্যবান জিন্স, পশ্চাৎ মনুষ্যের পরিভ্রমণ ও
 কৌশলদ্বারা স্বারা। কতক রাজ্য মূল হইতে
 কলা মনুষ্য শস্যফল হ্রাস প্রকার উৎকৃষ্ট
 আকারে পরিভ্রমণ হইয়াছে। বাস্তবিক
 পদার্থাদি মনুষ্যের কেবল এতদ্ভিন্ন সুখের
 আদি কারণ নহে, তাহার শাস্য সুখের ও
 পত্রাত্মক হইয়াছে। এক্ষণে জগদীশ
 যের এক অংশকে কৌশল দেখে। সে সকল
 মনুষ্যের মনুষ্যের প্রাত্যহিক বা প্রধান
 মনুষ্যের মূল্য, মূল্য হইতে তাহা অল্প পরিমাণে
 হইয়া পিতার মূল্য আর এক বিশেষ এই
 যে সে সকল ফলের কারণ হইতে হইয়া তাহার
 কারণে তাহা বিলম্বিত হইতে অল্প উৎ-
 পাদন হইয়া রক্ত ফল অপেক্ষাকৃত ফল স-
 কল আর্থিক সাহায্য জন্মে। আশ্রয় অপেক্ষা
 পত্রাত্মক হইয়া হ্রাস, একারণ আশ্রয় অ-
 পেক্ষা এক রকম এক কাণ্ডে অল্প সংখ্যক
 পত্রাত্মক ফল হয়, এবং নারিকেল অপেক্ষা
 দাড়ির ফল খুঁজ, সুতরাং নারিকেল হইতে
 দাড়ির ফল এক বৃক্ষে এককালে অধিক

জন্মে। এইরূপ তরুণ গোধুমাদি শস্য
 যাহা অধিকংশ মনুষ্যের নিত্য খাদ্য হই-
 য়াছে, তাহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, অল্প এবং
 তাহা প্রতিবর্গে এপ্রকার অপর্যাপ্ত জন্মে,
 যে সমন্বয় মনুষ্য প্রতিদিন আহাৰ্য করিয়া
 সমস্ত মনুষ্যের তাহার শেষ করিতে পারেন না।
 যদি এরিগরে কেহ একদা অনুমান করেন যে
 পত্রাত্মক শস্য সকল মনুষ্যের আর্থিক প্রয়ো-
 জনীয় বস্তু। তাহার অধিক বণন হয়, সুত-
 রাং তাহা অত্যন্ত জন্মে। এ অনুমান সম্পূর্ণ
 সম্ভব নহে। কারণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ
 হইয়াছে যে এককালে এক বৃক্ষ ভূমিতে
 তরুণ বা গোধুম বণন হইয়াছে, তরুণ
 আর এক বৃক্ষ ভূমিতেও কলাদির তরুণ
 প্রকার ক্ষুদ্রতর শস্য, তাহা মনুষ্যের অধি-
 ক আবশ্যিক হয় না, তাহারও বণন হইয়া
 ছে, পশ্চাৎ উভয় ক্ষেত্র উৎপন্ন শস্যের
 অনেক তারতম্য দৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কে-
 বল তরুণ বা গোধুমই মনুষ্যের খাদ্য বস্তু
 একদা মনে, মনে পড়ার ফল, হৃদয়, শক্তি, জ্ঞান,
 মনুষ্য, মনুষ্য ইত্যাদি নামপ্রসিদ্ধ তাহার বি-
 ধের ভৌত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবর্গে
 তরুণ গোধুম অথবা ই অধিক পরিমাণে
 উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সে উৎপন্ন শস্য
 কি নিরর্থক যায়? প্রাচীন বৎসরেই যে
 তাহা সমান রূপে উৎপন্ন হয় এমত নহে;
 যে বৎসরে তাহা অল্প পরিমাণে জন্মে বা
 যে সময়ে হ্রাসিত উপস্থিত হয়, সে সময়ে
 মনুষ্যের উপায় কি? তৎকালে ঐ বার্ষিক
 উৎপন্ন শস্যই তাহারদিগের জীবন রক্ষা
 করে। পরন্তু যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন
 হয়, তৎপরিমাণে যদি কৃষকদিগের পরি-
 ভ্রমণ ও মনোযোগ আবশ্যিক হইত তবে
 তাহা সাধ্য কার্যে কি তাহার। প্রবৃত্ত
 হইতে পারিত? অথবা সে কৃষিকার্য্য মনু-
 য্যের কোন উপকারে আসিত? বস্তুত
 অল্প পরিভ্রমণ দ্বারা কৃষিকার্য্য হইতে অ-
 ধিক পরিমাণে খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়াতেই
 যে বহু পরিভ্রমণ সাধ্য পশু হনন বৃত্তিতে
 পরাজিত হইয়া কৃষি বৃত্তিতে মনুষ্যের উৎ-
 সাহ হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত বোধ হইতে
 ছে। এই প্রকার কতিপয় কৃষকের পরি-

জন দ্বারা বর্ষে বর্ষে অসংখ্য মনুষ্যের প্ৰা-
 হার উপযুক্ত শোষণোৎপন্ন হওয়ারইত অপর
 ব্যক্তি সকল আপনারা কৃষিকার্য্য না করি-
 য়াও চিরকালের জন্য অন্ন প্রাপ্তির উদ্দে-
 গ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্ব স্ব কৃষিকার্য
 মানাবির উৎসর্গ বিষয়ে চালনা করিতে
 সমর্থ হইয়াছে! কিন্তু বুদ্ধির ব্যাধোচনা
 দ্বারা জ্ঞানের বুদ্ধি মাত্র সম্পাদন করিয়াই
 মনুষ্যের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে।
 কৃষিপ্রাতিপ্রেত কার্য্য বিধানেই সাধনই
 মনুষ্য কেশপারশের মুখ্য তাৎপর্য্য। উ-
 হার প্রমাণ জন্য শ্বৈবিক কুর্য সমন করি-
 তে তইবেক না, কাশ্মীরি কুর্য দ্রষ্ট উ-
 হার প্রমাণে প্রমাণ। অতএব বুদ্ধি চালনা
 দ্বারা সঞ্চিত ভিনি কেশপারশ সমান করিয়াই
 উহার দ্বারা সমস্ত পলম করা উচিত নহে।
 যে মনুষ্যকে কেবল পরিষ্কার নিম্নপদার্থে
 সমন্য বোধের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে।
 মনুষ্যের অনাহার প্রাতি দৃষ্টি করিলে প্রতীক
 হইবেক যে পশুদিগের ন্যায় কেবল খাদ্য
 বস্তুই তাঁহাদেরদিগের একমাত্র জীবন
 মতে, অবলম্বিতিক অন্য সমস্ত প্রকার হ্রস্ব
 প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত আবণ্যক, অল্প
 সেই সকল প্রয়োজনীয় জবা মানবীয় পরি-
 শ্রম দ্বারা নিষ্কাশন। মইলে জীবনবিক্রেণের
 ব্যবহার যোগ্য হইয়া। এক্ষণে বিবে-
 চনা কর যে সেই সকল বিষয়ের প্রয়োজন
 হই প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বয়ং কবিতে হইত,
 তবে সে মনুষ্য বস্তু তাহার কি সাহায্য
 করিতে পারিত! এলিমিত্ত পরম জ্ঞান-
 যান্দ পরমেশ্বর এই নিয়ম করিয়াছেন যে
 প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির মুখ স্বকুম্ভতা সম-
 র্জনার্থে ভ্রূপযোগি বিশেষ বিশেষ কাম্য
 সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিবে। কতক
 ব্যক্তি যজ্ঞপ সমুদয় মনুষ্যের আহার উৎ-
 পন্ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে,
 সেইরূপ কতক ব্যক্তি তাঁহারদিগের পরি-
 দেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হইবে;
 কেত কেচ বা এক নির্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত
 থাকিবে : এইরূপ কতক ব্যক্তি বিজ্ঞানাদি
 বিদ্যার চর্চাতে প্রবৃত্ত রহিবে; কতিপয়
 ব্যক্তি অন্য সকলকে জ্ঞান ধর্ম্মের উপদেশ

দিতে নিয়ত চেষ্টাশ্রম পাইবে। অন্য
 সকল বিষয়ের সম্পাদনা জন্য পরম
 প্রাতি ব্যক্তিক এক এক বিষয়ের স্মরণে
 অর্পণ করিয়াছেন, এবং যাহা যাহা
 সাধারণ হইয়া এবং প্রাতি ব্যক্তিক উপকার
 কা স্বরূপে তাহার উচ্চা জন্য সাধারণ কা-
 র্য্য হইয়া থাকিলে সকল লোকের সমুদয়
 মোচনের উপায় হইয়াছে। কিন্তু যখন
 ভুক্তি তুলিতেছে, যে খাদ্য সমগ্র এম নিমিত্ত
 গত অন্নপ পরিষ্কার আবণ্যক হয়, তাকের
 ভবি আস্বাসের অনুভব হয়, প্রত্যক্ষ হই
 তেছে তে প্রাতিশ্রম লোকেরা মানবমাত অন্নপ
 পরিষ্কার দ্বারা অহার প্রায় হয়, শিমিত্ত
 শ্বৈবিক পরিষ্কার কারিতে স্বভাবতঃ প্রায় অ-
 নিষ্কৃত, এবং ইটোইশ্রম মনুষ্যমাতের অ-
 বিকৃত মনুষ্যের সকল বস্তু আবির্ভব করিতে
 হয়, এক্ষণে তাহার। প্রত্যেকের মোচনা-
 পেকনা অহস্ব্য পরিষ্কার। এবং কাম্যভাব
 মোচনাতে চর্চিয়াছে যদি, মনুষ্য মনুষ্য মিন্দ
 মইলে পরম উপায় মোচনাতে প্রত্যেকের
 পত্রিকায় প্রকাশিত। মনুষ্যের, পরিষ্কার
 সাধারণ। কাম্যভিত্তি মোচনাতে। একা-
 র্য্যমি যিনি চর্চনা। কাম্যমাত্রের প্রাতি-
 কাম্যমাত্রের নিয়ম করিয়াছেন। যে কেহ
 দ্বারা স্বাচার্য্যের মোচনা মনুষ্যের কা-
 র্য্যে কাম্যভিত্তি মোচনাতে। এবং তাহারা
 লোক কাম্যমাত্রের মোচনাতে সঞ্চিত
 হয়। তবেম প্রাতিশ্রম নিজ নিজ স্বয়-
 হার মনুষ্যদ্বারা তাহা, প্রকাশ করিতে যজ্ঞ
 শীল হয়, এবং স্ব স্ব কাম্য যজ্ঞকেও বিবিধ
 প্রকার কাম্য পথে যোজন্য করতে থাকে।
 এক্ষণে জ্ঞান। উচিত যে এই এক মান, মুখ
 হইতে মনুষ্যের যজ্ঞপ নাম। জ্ঞানীয় বুদ্ধির
 প্রভব হইয়াছে, তদ্রূপ তাহারদিগের মধ্যে
 এক্য ও প্রায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং তা-
 হারা পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াছে। এই
 সকল বিষয়ের বিবেচনা দ্বারা ইহা সত্য সি-
 দ্ধান্ত হইতেছে যে মনুষ্যের নাশপ্রকার
 অভাব, সুতরাং সেই সকল অভাব মোচনা
 র্থে স্ব স্ব কাম্যতা দ্বারা পরস্পর সকলে মুক
 লের সাহায্য করিবে। কৃষক বস্ত্র (নিশ্চ)-

তাকে ধান্য দ্বারা, বস্ত্র নির্মাতা রুপককে বস্ত্র দ্বারা, গৃহ নির্মাতা ভূমিপতিককে গৃহ নির্মাণ কার্য দ্বারা, এবং ভূমিপতি গৃহ নির্মাতাকে তাহার প্রাণনীয় বস্ত্র প্রধান দ্বারা পরস্পর ঐয়োজনীয় বিষয়ের পরিবর্ত্ত রীতি ক্রমে সংসার নির্বাহ করিবে। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবত অর্কটান অভিমতানী ও শব্দস, এনিমিত্তে কেহ কেহ ঈশ্বরের এই পরম তাৎপর্যের প্রতি চক্ষুপাত না করিয়া এবং নিজ নিজ ক্ষমতার অবশেষন দ্বারা উক্তিপরীতাচরণ পূর্বক অন্যভাবে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। যদিও প্রত্যেক বটে যে প্রত্যেকর অনেক ব্যক্তি আছে তাহারা বাস্তবিক কোন কর্মেই সক্ষম হয় না, তথাপি জগৎ বিধান কর্তা তাহারদিগের সাহায্য ছেত উচুপ অনেক জাগান্ পুণ্যাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদেরিগের দশাশীলতার প্রতি নিষ্ঠুর করিয়া সেই সকল নিরাশ্রয় ক্ষমতা বিহীন লোকেরা নিয়ত অন্ন প্রাপ্ত চইয়া তাহাদেরিগের ঘশোগান পূর্বক পরম করুণাকর বিশ্বপাতার অপার মহিমাতে জন্মরক্ষম করত পরমাণায়িত হইতেছে। এবং পক্ষ কার জগদীশ্বরের আচর্য্য ও অজ্ঞান কৌশল দ্বারা মানব জাতির উচ্চতর সংগ্রহ কবিবার বর্তমান ব্যবস্থা ক্রমে তাহাদেরিগের অবস্থা কি আশ্চর্য্য রূপে — কি সুচারু নিয়ম ক্রমে উন্নত হইয়া আসিতেছে।

পরন্তু একস্থিত্যও রুঘিকার্য্য দ্বারা আর এক মহৎ উপকার দৃষ্টি হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবী উদ্ভিদ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত না থাকিলে তাহাতে সূর্যের উত্তাপ অধিক লাগে; একারণ যৎকাল মধ্যেই তালা চইতে মনুষ্য জলীয় বাষ্প নিষ্কৃত হইয়া অতি শীঘ্রই তাহা শুষ্ক হয়, সুতরাং গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রকাশ হয়; অনন্তর বর্ষা ঋতুর আগমনে উচুপ সৃষ্টি হইয়া জলপ্রাবনের ম্যায় পৃথিবীর বন্ধ হল বিদারণ পূর্বক তাহাকে একেবারে উপলব্ধ করে। অতএব ক্ষুদ্র সকলের একপ বৈপরীত্য হইলে সর্বত্র উষ্ণকট রোগ ও হারীতর অশেষই উদ্ভিদ বস্ত্র

ইহা হইলে ভূমণ্ডল আর মনুষ্যাদি জীবের আবাস যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু ভূমি সকল তৃণ বৃক্ষাদি দ্বারা আবৃত থাকিতে রবির তীক্ষ্ণ কিরণাবলি সম্পূর্ণ তেজে তাহাতে পতিত হয় না সুতরাং উত্তম জলীয় বাষ্প সকল অঙ্গে অঙ্গে উৎখত হইয়া থাকে, যাহাতে বসুমতী অতিশয় শুষ্ক না হইয়া রুপ প্রকৃতিকে সতেজ রাখে, এবং গ্রীষ্মেরও অত্যন্ত প্রাচুর্য্য বহু না। এই রূপ বর্ষাকালে পরিমিত রূপে বারি বর্ষণ হইয়া সেই জল মনুষ্যর ক্ষেত্র মধ্যে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইতে থাকে সুতরাং অবনী উর্ধ্বা হয়। পরন্তু জানা উচিত যে কথিত ইন্ট ফল অন্য কোন জাতীয় উদ্ভিদ বস্ত্র দ্বারা তাদৃশ সিদ্ধ হয় না, বাদৃশ মনুষ্যের স্তোভা শস্যাদি দ্বারা তাহা সুসত্ত্ব হয়।

জীবের মাংস ভোজন বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলেও ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দৃশ্য হয়। উহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে পশু পক্ষি মৎস্য কীটাদি যত প্রকার প্রাণি আছে তাহার প্রায় প্রত্যেক শ্রেণিই দুই দলে বিভক্ত; এক দলস্থ জীব মাংসাদি আহার করে, অন্য দলস্থ প্রাণি গণ কেবল ভূমিদ্ধ বস্ত্র ভোজন দ্বারা জীবন রক্ষা করে। যাহারা মাংস খায়, তাহারা একপ্রকার গলিত মৃত দেহ হইতে পৃথিবীকে পরিষ্কার রাখে, কারণ যে যৎ তাহারা কোন এক জীবের মৃত্যু বার্তা প্রাপ্ত হয়, তৎক্ষণেই তাহারা চতুর্দিক হইতে সেই মৃত পরীরোপরি পতিত হইয়া তাহার মাংস অস্থি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে। যদি মৃত দেহ তাহারা ভোজন না করিত, তবে ক্রমাগত জীবদিগের মৃত শরীর গলিত হইয়া তলীর পরমাণু সকল পৃথিবীর ব্যাপ্ত হইত, সুতরাং ভূগর্ভ দ্বারা অন্য সর্বত্র জীবের মহাক্লেশ জনক হইত, বরঞ্চ তাহাদেরিগের প্রাণ বিয়োগেরও পরীক্ষা হইত। এই প্রকার পরম মঙ্গলকর বিশ্ব প্রকৃতির নিগূঢ় কৌশল দ্বারা এক বিষয় হইতে জীবদিগের যে কত প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতেছে তাহা বচনাতীত।

বাহুবল্লভ সহিত মানব প্রকৃতির
সম্বন্ধ বিচার

৩১ সংখ্যক পত্রিকা ১৮৬ পৃথের পর

যৎকালে মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাক্রম থাকেন, তখন তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইঞ্জিয় পরায়ণ, ও ধর্ম বিষয়ে বিবিধ প্রকার কু-সংস্কারবিধি করেন। যদিও তাঁহার ক্রমা, ভূষণ, কাম, ক্রোধাদি বিষয়ে স্কৃতি বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিত্যত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতকগুলি অসহজ বস্তু রাশি বলিয়া মনে করেন; বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয় না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কাৰ্য্যকারণের তত্ত্বজ্ঞান কিছুই স্কৃতি পায় না। তিনি জগতের অস্বর্ত্ত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা তাঁহার নিত্য সাধ্যা-ভীত বোধ হয়। যদিও বিশ্বকার্য্যের কোন কোন অংশের শোভা ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ ননোপগত হইয়া কণিক সুখের আশা সঞ্চার হয়, কিন্তু তৎপরকণেই সে সমুদায় ঘন তিমিরানুভবৎ অস্পষ্ট ও অসংকিত হইয়া যায়, ও তৎসমভিঘ্নাহারেই তাঁহার সকল আশাও ভয় হয়। অগাধীশ্বর যে এই জগ-তের তাবৎ পদার্থ মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, সু-তরাং পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও নির্মল মহান স্বরূপে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরে ইহা নিস্তর জানিতে পারেন যে তাঁহার চক্ষুশাস্ত্রবর্ত্তি সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সহজ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাবৃত্ত পরস-হিতজনক বস্তু স্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার বুদ্ধি, ধর্ম, ও আর আর সামান্য সভ্য বিবরক সুখ বুদ্ধির অভি-প্রায়েই সঙ্কম্পিত হইয়াছে। তিনি আপ-নাকে বিশ্বাসিগণের প্রজা জ্ঞান করিয়া, মহা আত্মদানে তাঁহার কাৰ্য্য আলোকিত করি-তে অনুরাগী হইলেন, এবং তদুপায় তাঁহার মিয়ম নিকপণ করিয়া, তদনুসৃত্তী হইয়া

কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তিনি পরমেশ্বানু-মত ইঞ্জিয়-সুখ এক কালে পরিত্যাগ না ক-রিয়া তদপেক্ষা স্বামী, বিশুদ্ধ, ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ধর্ম-বিবরক সুখেরও আত্মদানে তৎ-পর করেন, এবং যথা নিয়মে চালনা দ্বারাষ্ট মনুষ্যদিগের তাবৎ শক্তির স্কৃতি হয় ও তত্তৎ বিষয়ে সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া তা-লাতে যত্ন করা নিত্যত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

অতএব নঃপরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্র-কৃতি ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তৎপ-রিমাণে তাঁহার সুখ বুদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্য অবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতি হয়। তৎকালে হিংস্র অজ-বৎ জঙ্গলে জঙ্গলে জগৎ পুরুষক পশুহিংসা করিয়া উদয় পুষ্টি করেন, পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তদনন্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাবর্ত্ত্য হইলে শিল্প কর্ম্ম ও ব্রহ্মত্ব বাণিজ্য ব্যবসারে নিযুক্ত হ-য়েন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেবোক্ত অবস্থা হইয়াছে : এ অবস্থার লোভ রিপু অভ্যন্ত প্রবল। মনের ও শরী-রের প্রকৃত চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কালপ্রবর্ত্তী লোকদিগের বাহ্য বস্তু বিবরক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হ-ইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থার কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপ-কৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে তাঁহারদের প্রবৃত্তি ছিল, দ্বিতীয় অবস্থার বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ স্কৃতি হয়, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যায় ইতর বৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হও-রাত্তে তাঁহারা এক প্রকার অসজ্ঞাবস্থাপন্ন থাকেন, এবং তৃতীয় অবস্থার বুদ্ধি বলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাঁহারদের আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও মানাকাঙ্কারই আ-তিশয্য হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার একক কোন অ-বস্থাকেই হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহার ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগের অধিকার হয় নাই।

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তি লাভ না হইল, তবে পরমেশ্বর তাঁহার কি প্রকার প্রকৃত করিয়াছেন, ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই তাহার সমুচিত উপযোগী করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যিক। এদেশীর লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ যন্ত্রের বিখ্যাত বুদ্ধজন ও গুণবান মনুষ্যদিগেরই বা, ঐতিহাসিক মুখ সন্তোষের কত উদাহরণ হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহাদের মত পক্ষ হইতে বাহ্যিক বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কি তাঁহাদের মনের স্বার্থ এক শেষ হইয়াছে? তাহারা কি বস্তুমানুষের এই অসমস্ত ব্যাপী রূপে মনোহীনতা বিবেচনা করিয়া কেবল তাহাতেই তৃপ্তি লাভ থাকিবেন? ইচ্ছা সকলেই জানেন যে এক বস্তু মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ নহে। তবে কি প্রকার যন্ত্রে তাঁহার সুযোগ্যতা হইবে? কে আমাদের মনের ত-বিষয়ে সুপ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করবে? এসমস্ত প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এক প্রকার স্বভাব করিয়াছেন যে তাঁহার সকল বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহার পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী করিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন যে তিনি স্বীয় যন্ত্রে আপন-তার প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং তাহাতে মানসিক বৃদ্ধি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, ও বাহ্য বিষয়ের সচিত্র তাহার এক্য হয়, তাহার উপায়ে অনুসন্ধান করিবেন।

মনুষ্য যখন আপন স্বভাব অজ্ঞাত হইতেন, তাহাৎ তাঁহার তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তিনি যখন আপন-তার মনোহীনতা এবং বাহ্য বিষয়ের সচিত্র তাহার মনোহীন বিষয় আলোচনা করিতে প্র-বৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাহাৎ তাঁহার অসু-করণ বিবেচনামুদারে নিয়োজিত হয় নাই। মনুষ্য পুনোক্ত অবস্থা জন্মে বিচার করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আপন-তার সমস্ত প্রকৃতির উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্ত হইয়েন

নাই, একারণ তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে চিরকালই আপন-তার স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন, একথা বিবেচনা করা কগণি যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সচিত্র তাহার মনস্ক জ্ঞান লাভে সনর্থ করবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্বাধ্য তাহার সুখের উপায় স্থির করবার জ্ঞান তাহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি দেখেন যে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হইতেই অদ্যাপি সে অভি-প্রায় পূর্ণ করিতে অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং আপন-তার গুণ ও শক্তি সমুদায়ের যথাবৎ মনোহীনতার সাংসারিক কষ্টে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দান্ত প্রকৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন এক কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপন-তার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সচিত্র তাহার মনস্ক যথার্থ রূপে অবগত হইতে পারিবেন ও তদনুসারে কাঞ্চানুষ্ঠান করিবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখ বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন তিনি কাহা কারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া সংকল্প ও বিবেচনা করিয়া যথ-প্রা-প্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্বে আমাদের মনের দেশে যত দর্শন শাস্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপৰ্য্য ছিল না। আপন-তার মনোরাজ্যিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সচিত্র তাহার মনস্ক বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধ গম্য হয় নাই। বরঞ্চ অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমাদের মনের দেশে ও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে যে আদৌ ভুলোক নিৰ্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আশ্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও জন্মের বুদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাঁহার আধিক্য হইতে থাকিবেক। এনি-রবানুসারে চলিলে মুখ চেষ্টার আর সম্ভা-বনা থাকে না, এবং ইউরোপীয় লোকের

পূর্বাপর সূত্রান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার সহিত এনতের সঙ্গতি হয় না। অনেকানেক খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরও মতে পু-
 বিবী প্রথমে পূর্ণ সুখের স্থান ছিল, পরে তাহার নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাহার আর পরিশোধন হইবার উপায় নাই। ইহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক, ও তদ্বারা বিশ্বের নিয়ম যত অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনু-
 য়ের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ই-
 উরোপের তত্ত্ব-বৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই-
 মত ক্রমশঃ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন যে যৎপরিমাণে জগৎ-
 ত্বের নিয়ম প্রকাশ হইবে ও লোকে তদনু-
 যারী কার্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরি-
 মাণে তাহারদিগের সুখের বৃদ্ধি, এবং অ-
 বস্থা ও স্বকৃপের উন্নতি হইবেক। তাঁহারা
 বিভিন্ন খ্রীষ্টানদিগের মায় পরমেশ্বরকে বিশ্ব-
 চেতনার সাক্ষ্য কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহারও প্রতি-
 তৃষ্টি বা রুচী হইয়া সাক্ষ্যৎ ঐশী শক্তি প্র-
 কার করিয়া কোন সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা স্বীকার করেন না। প্রত্যুতঃ তাঁহারা একেবারে বিশ্বাস করেন যে জগৎপীথের নিষ্কপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বপালন করিতেছেন—কলা-
 কল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিকরণ করিতেছেন। তিনি কাহারও ক্ষেত্রে বা প্রার্থনাতে কদাপি নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জনতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আনারদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং বাহাতে আনরা সেই স-
 ক্ষম বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপ-
 নারদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহারদিগের জগৎ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন পরমেশ্বর চেত-
 নাহেতন-তাবৎ সত্ত্ব উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সকলের শাসন করিতেছেন, ও তদ্বারা আনারদিগের কর্তব্যকর্তব্য

বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লক্ষন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লক্ষন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই চুখোৎপত্তি হয়। যে কার্য তাঁহার নিয়নাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কাব্য নহে। এখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলান, তখন তাহাতে প্রীতি করা, অন্যকে তাহার উপদেশ দেওয়া, ও সংসারে বাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্বতো-
 ভাবে কর্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়মের উপ-
 দেশ করা ধর্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতু-
 স্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা মধ্যে তদ্বি-
 য়ক গ্রন্থ নিরোক্ত করা উচিত হয়।

এদেশে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই বিশেষ প্রচার নাই, অতএব চতুস্পাঠীতে ধর্মো-
 পদেশ করা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-
 শাস্ত্র-সমুজ্জ্বলিত ইউরোপগণের খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরাই বা কোন আপনারদিগের বিদ্যালয়ে এবিষয়ের উপদেশ করিয়া থাকেন? বরঞ্চ কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি বৃদ্ধ-হস্ত হইয়া কটাক্ষ করেন, ও নাড়িকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যৎকালে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগৎ-
 ত্বের নিয়ম বিশিষ্ট রূপে আলোচিত হয় নাই; ইহা লোকে কি নিয়মে সংসারের কার্য নিরূপ হইতেছে, ভোগাভোগের বি-
 ধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্তন হই-
 তেছে, এসময় যৎকালের লোকের জ্ঞান-
 গোচর হয় নাই, সুতরাং পরমেশ্বর যেকপ নিয়মে সংসার পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকা-
 রেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের এক্য রাখিতে সমর্থ হইলেন নাই। দেখ যত নূতন নূতন বিদ্যার সৃষ্টি হইতেছে, ত-
 তই বাইবেল শাস্ত্রের পূর্বপূর্ব ব্যাখ্যা পরি-
 বর্তন করিয়া নূতন নূতন সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে। অনেকানেক খ্রীষ্টান কল্পবেড়া ও ধর্মশাস্ত্রবেড়া সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ক মনিনয়ম সঙ্কল্পের অধিকারী হইতে না পারিয়া এককালে এসময়ীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে একজন্মের কোন

সুশিক্ষাই নাই, কেহ বা তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অর্ঘ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যদিও কোনকোন খুঁটান সম্প্রদায় জগৎজের মিয়ম শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার তাহার উপদেশ দেওয়া নিত্য আবশ্যিক জ্ঞান করেন না, সুতরাং অধিযয়ে আদিরও করেন না। তাহার সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহল-জনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোক সাংসারিক ব্যবহার কালে আপন স্বভাব ও বিধের আধিত্বভৌতিক নিয়ম খটিকিৎ বাস্তব হ্রাত আছে, তদনুযায়ী কার্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্যবল ও অন্তঃকর্তার উপর নিত্য নিষ্ঠুর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। রুচি না হইলে রুচিকার্যের নিয়মানুসারে শস্য ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্ন সংস্থান না থাকিলে সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপাঙ্গনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে শারীরিক নিয়মানুযায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব যখন এতাদৃশ নিয়ম পালনের কর্তব্যতা বিধয়ে উপদেষ্টা না হইয়াও লোক জদবলয়ন পূর্বক তাহার কলাকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহু বিধয়ের নিক্রম সহজ, অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করণ ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করা কি পর্য্যন্ত উত্তমজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গোপ হইতেছে, যে জগতের এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমারদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের উন্নতি, স্বার্থের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার—বলিতে কি—সম্যক্ রূপে অনুধ্যয়ন রক্ষা হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

জগদীশ্বর যে সমস্ত সুচারু সুধাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই চুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্বার তরুণ দিবিদ্ধ কার্য না

করি এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাকে চুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহার কলাকল এক কালে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ ব্যাঘ্রাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের দুটি, অংপ বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতেই স্ত্রী সংসর্গ, জগতের আধিত্বভৌতিক নিয়ম নিক্রম পূর্বক সুনিপুণরূপে শিক্ষাদি শাস্ত্র শিক্ষা না করা, স্ত্রীদিগের সুখতা ও পুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম বিষয়ে উত্তমরূপ উপদেশ গ্রহণ না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমারদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার চূঃখা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অক্ষপাত হয়। পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই চুঃখ যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা আপনাদের দোষে তাহার অভিপ্রের্ত কার্য না করিয়া চুঃখেই ভোগ করিতেছি। এখনও আমারদিগের বোধোদয় হইলে তাহার করুণাপ্রণে এই চুঃখরূপ কষ্টকি বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। তাহারদিগের ধর্ম্মেতে প্রভা আছে, ও ঈশ্বরেতে শ্রীতি আছে, তাহার বাহা সেই সর্বসেবনীর পরমেশ্বরের নিয়ম মানিলেন, তাহা প্রতিপালনে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাহার শাস্ত্রোক্ত বৈধায়ে ধর্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রদীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যায়ে ও তদনুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ননা করা কি তাহারদিগের উচিত? যদি বল এসমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করে, তাহাদের এত নিয়মানিয়ম বিচারে আবশ্যিক কি? কিন্তু বিবেচনা করিবেন তাহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য নিত্য কর্তব্য বলিয়া জানেন। পরন্তু আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর অনুসারে ধর্ম্মোপদেশের কল কর্তব্য। বিশ্বস্ত-বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎকর্তব্যের জ্ঞান লাভে যে প্রকার সমর্থ হইবে, সুখ ব্যক্তি

সে প্রকার কখনই হইবে না। বাহার প্রবল জড়িতাব আছে, সে ব্যক্তি ভক্তি বিষয়ক উপদেশ যেরূপ আস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া পরমেশ্বরের ভাবে যে প্রকার প্রণয় রূপে নয় হইতে পারে, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হইতে পারে না। বাহার অত্যন্ত দয়া স্বভাব, দয়া বিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, ও তদনুষ্ঠানে তাহার বাতুল অনুরাগ জন্মিবে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হইতে পারে না। পরন্তু আমারদিগের এই সমস্ত ধর্ম বিষয়ক স্বভাবের উন্নতি নিমিত্ত কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন আবশ্যিক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্মোপদেশের পূর্ণ ফল উপলব্ধ হওয়া কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে। যদি কেহ স্বভাবতঃ উপদেশ গ্রহণে সমর্থ না হয়, তথাপি কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের স্লেপ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্রাহ্মিকর পায়প্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকর্ষ বৃত্তি সকল নিভেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও প্রণয় প্রতি স্রষ্টাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে এই সমস্ত ধর্ম কঠক ছেদন নিমিত্ত তাহার কার্য কারণ স্বভাব মিত্বপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্মোপদেশকে কোন কালে এই মত গ্রহণ করেন নাই, ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানও করেন নাই, হতরং তাহার প্রাপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের অবহেলা প্রযুক্ত স্বাভিপ্ৰায়নুসারে লোকের ধর্মোন্নতি ও সুশাস্তি করিতে সমর্থ হইয়া নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা এবিষয় নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বিশ্বের নিয়ম আলোচনা করা ও প্রতিপালন করা সর্ব-তোভাবে কর্তব্য হইয়াছে। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দণ্ড আছে। আলোচনা

কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে একাধিক অবশ্যই বিশ্বাস হইবে, তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালন অবশ্যই স্রষ্টা ও অনুরাগ জন্মিবে।

স্বাক্ষরিত

ব্রহ্মসুত্র

হে জগদীশ্বর! মুণ্ডোত্তম দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদিও অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা একারণে নহে, যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাজুল্যতর প্রকাশমান আছ, কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগকে মহা মোহে মুগ্ধ করিয়া তোমার হইতে বিনমুখ রাখিয়াছে। অজ্ঞকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অজ্ঞকার তোমাকে জানে না। “তমসি তিভিন্তমসোহিত্যরোহে তমোম বেদম্”। তুমি যেমন অজ্ঞকারে আছ সেইরূপ তুমি ভেজতেও আছ। তুমি বাসুতে আছ, তুমি শূন্যতে আছ;—তুমি মেঘতে আছ, তুমি বৃষ্টিতে আছ;—তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ; হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্যে দীপ্যমান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও অরণ করেন না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাধা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণের পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমারদিগের অপ্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্ব নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্নানের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগের চতুর্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমারদিগের অন্তর হইতে তুকে অরণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না,

* আক্ষর্য্য যে করণীয় যেণী এক জন প্রবক্তা আমারদিগের ব্রাহ্মধর্মসুত্রী এই প্রকার ভাবে বক্তা করি যাহেব।
↑ জড়িত।

হং তাহাতে তোমার অধিকারকে অনুভব
 করি না। যে পরমাত্মন! হে জ্যোতি ও
 সৌন্দর্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ অমাবি
 অবন্ত, সকল জীবের জীবন! বাহারা আ-
 পনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান
 করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে
 তাহারদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু
 হায় কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে!
 যে সকল বস্তু তুমি আমারদিগকে প্রদান
 করিয়াছ তাহারা আমারদিগের মনকে
 একত্রণ আরম্ভ করিয়া রাখিয়াছে যে প্রা-
 ত্নর কল্পকে অরণ করিতে দেয় না। বিঘর
 ভোগে কইতে বিরত হইয়া অণ কালের নি-
 মিত্তে তোমাকে যে অরণ করে, মন এত
 অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অব-
 লম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান রাখিয়াছি
 কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন
 খণপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার
 জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ
 কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ
 সকল—অস্থায়ী সুখ—হৃসমান শ্রোতঃ—
 জ্ঞান প্রামাণ—জগদীশ বর্ষের চিত্র—দী-
 প্তিমান থাকুর রাশি আমারদিগের মনে প্র-
 স্তীতি হয়, আমারদিগের চিত্তকে আকর্ষণ
 করে, আমরা তাহারদিগকে সুবন্দারক বস্তু
 জ্ঞান করি, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে
 তাহারা আমারদিগকে যে সুখ প্রদান করে
 তাহা তুমিই তাহারদিগের দ্বারা প্রদান
 কর। যে সৌন্দর্য তুমি তোমার সৃষ্টির উ-
 পর বর্ষণ করিয়াছ সে সৌন্দর্য আমারদি-
 গের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া
 রাখিয়াছে। তুমি একত্রণ পরিসুদ্ধ ও
 মহৎ পদার্থ যে ইঞ্জিয়ের গম্য নহ, তুমি
 "সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" তুমি "অশক-
 ন্দ্বন্দ্বমবয়ং তথারসং নিত্যমপঞ্জবৎ"
 ধর্মিতান্তে বাহারা পশুৎ আচরণ করিয়া
 অ্যাপনারদিগের সভাবকে অতি জঘন্য
 করিয়াছে তাহারা তোমাকে দেখিতে পায়
 না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের
 অস্তিত্তেও সন্দেহ করে। আমরা কি ছুঁতাগ্য,
 আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর হা-

রাকে সত্য জ্ঞান করি। বাহা কিছুই নহে
 তাহা আমারদিগের সর্ব্বৎ, আর বাহা আ-
 মারদিগের সর্ব্বৎ তাহা। আমারদিগের নি-
 কটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ
 সকল, অধঃস্থায়ী এই অধম মনেরই উপ-
 বৃত্ত। হে পরমাত্মন আমি কি দেখিতেছি!
 তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখি-
 তেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কি-
 ছুই দেখে নাই, বাহারা তোমাকে আশ্রয়
 নাই সে কোন বস্তুই আশ্রয় পায় নাই;
 তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব
 বৃথা। আহা! সেই আত্মিক অনুশী তো-
 মার জ্ঞান অভাবে থাকার সুখ নাই, বা-
 হার আশ্রয় নাই, বাহারা বিশ্রাম স্থান নাই।
 কি সুখী সেই আত্মা যে তোমাকে অনুস-
 ন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে
 ব্যাকুল রাখিয়াছে। কিন্তু সেই পূর্ণসুখী,
 বাহারা প্রতি তোমার মুখজ্যোতি তুমি স-
 ম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত
 বাহারা অক্ষয় সকল মোচন করিয়াছে, তো-
 মার প্রীতিপূর্ণ রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হু-
 ইয়া যে আশ্রয়কাম হইয়াছে। হা! কত দিন,
 আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে
 অপেক্ষা করিব যে দিনে তোমার সম্মুখে
 আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল
 কামনা সকল তোমার সহিত উপভোগ ক-
 রিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ
 শ্রোতে প্রাবিত হইয়া কহিতেছে যে হে
 জগদীশ্বর! তোমার সনান আর কে আছে।
 এই সননে আমার শরীর অবসর হইতেছে,
 জগৎ লুপ্ত হইতেছে, বর্ষন তোমাকে দেখি-
 তেছি যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং
 আমার চিরকালের উপকীর্বা।

এ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন

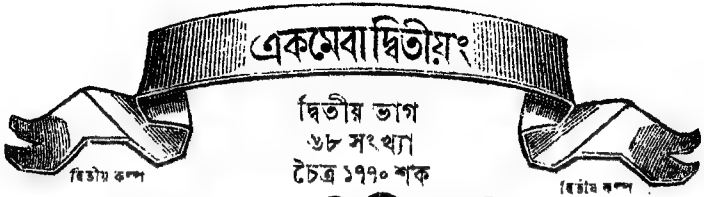
গত ১৯ মার্চ রিঘনীঘ গিষণে সভার অনুবন্ধকৃত
 বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ৩৬ ও ৩৭ নং বাক দিগমের
 পুনর্জিচার জন্য আদালী ৩০ জুলাই পর্যন্তকার অপরক-
 ও মর্কার সহরে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় কল পুঁবে সন্নিবেশ
 সভা হইবেক সভা, মহাপন্থেরা তৎকালে সন্নিবে হই-
 যেন।

বিপ্লবেশ্বরীণ ভক্তন।
 দপ্যাক।

১০ জুলাই মধু ১৯০১ তারিখতারা ৪২৩১

* কতি:

সভা প্রবেশ হান হইতে তৎকালোদিতী সভার প্রতি সভ্য এই দিগমের এক এক বিঘর জ্ঞান হইবেক।



তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অপরাধপূর্বক স্বার্থেই নামে বসন্তোৎসবের পিছনে লক্ষ্য রাখা হয়। অতীত কালেও এভাবেই চলিত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

রামচন্দ্রের*

রামচন্দ্র নামে এক জন রামাওৎ বৈষ্ণব এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ১৭৭৬ সনতে জয়পুরের অন্তঃপাতী মুরাসেন নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেব প্রীতিমায় উপাসনায় বিমুগ্ধ হওয়াতে ব্রাহ্মণ বর্গে সকলেই তাঁহার অতিপক্ষ হইয়া অশেষ জোহাচরণ করিতে লাগিলেন। এপ্রযুক্ত তিনি ১৮০৭ সনতে কলকাতায় পরিভ্রমণ করিয়া নানা দেশ পর্যটন পূর্বক উদয়পুরের অন্তঃপাতী ভীলার গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিত করিলেন। তৎকালে ভীম সিংহ সে স্থানের রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রণাক্রমে রামচন্দ্রকে উদ্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে রামচন্দ্র স্বানস্তর গমন করিলেন। তৎকালে ভীম সিংহ নামে আর এক ব্যক্তি শাহপুরের অধিপতি ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের মুগ্ধ দেখিয়া কলুণাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্বক আনয়নার্থে বিস্তর

লোক জন প্রেরণ করিলেন। বৈরাগী ভীম সিংহের সানুগ্রহ প্রভাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত যে সমস্ত হস্তাদি উপকরণ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পলকজেরই সাহপুরে গমন করিলেন। ১৮২৪ সনতে এই ঘটনা তখন, এবং যোগ্য হয় তৎপরেই দুই বৎসর তিনি তথায় স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন নাই। অতঃপর ১৮২৬ সনৎ অবধি করিয়া রামচন্দ্রেরই সম্প্রদায়ের আরম্ভ বলিতে হয়।

তৎকালে শাহরাম নামে একজন বণিক ভীলার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন; তিনি রামচন্দ্রের উপর নানাপ্রকার শক্ততা করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার প্রাণ হরণার্থ একজন সিল্কীকে* শাহপুরে প্রেরণ করেন, কিন্তু রামচন্দ্র সিল্কীর আপনমনের প্রয়োজন অবগত হইয়া অবনত-শ্রী হইয়া কহিলেন, "তুমি বদর্শে প্রেরিত হইয়াছ তাহা সমাধা কর," কিন্তু ইহা মনে করিত বে মর্কশক্তিমান পরমেশ্বর প্রাণ ধান করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে সেই প্রাণনাশ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। জিহাংসু সিল্কী

* এলিয়টিক্ সোসাইটির কার্যের চতুর্থ পৃষ্ঠে এক-পুস্তকের পবিত্রস্থ হ্রাস আছে।

* রাজ্যচারে সিল্কী নামে এক ব্যক্তি আছে, তাহার। ব্রাহ্মণীয় ও কোন কোন বণিক জাতীয় লোককে সঙ্গে করিয়া ভীম সিংহেরে লইয়া যায়। অতঃপর যোগ্য হয় বিদ্যী শব্দ লক্ষ্যের বিস্তৃত।

তঁাহার এই বাক্য দেব-প্রয়োজিত বোধ করিয়া শব্দান্তর হইল, এবং তঁাহার পদদ্বয়ে শিরঃ সমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রামচরণ ৩৬২০ শক * রচনা করেন। অবশেষ ১৮৫৫ সম্বতে ৭৯ বৎসর বয়সে তঁাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়া শাহপু-রের প্রধান মন্দিরে তঁাহার শবদাহ হইল।

রামচরণের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর রামকান নামে তঁাহার এক শিষ্য তৎ পদপ্রাপ্ত হন। তিনি শির্শন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮০৫ সম্বতে দীক্ষিত হন, এবং ২২ বৎসর ছুই মাস ৩দিন মহন্ত পদাভিষিক্ত থাকিয়া ১৮৩৬ সম্বতে শাহপু-রে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ১৮০০ শকের রচনা কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

ভূতীর মহন্তের নাম ছন্দরাম। তিনি ১৮৩৩ সম্বতে রামকানের মত অবগতন করিয়া ১৮৮১ সম্বতে পদলোক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ১০০০ শক লিখিয়াছিলেন, এবং সমতাবলী ও অন্যান্য তিহু ও মোসলমান সমতাবলী সাধুপুরুষদিগের নানাবিধ প্রতি-পাদক প্রায় ৪০০০ শাখী রচনা করিয়াছি-লেন।

চতুর্থ মহন্তের নাম হরদাস। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক কালে এতৎ-মন্দির-ভুক্ত হইয়া ১৮৮১ সম্বতে গরি প্রাপ্ত হইলেন, এবং ১৮৮৮ সম্বতে পদলোক যাত্রা করেন। একপ্রকার লোক-প্রবাদ আছে যে তিনি ১০০০ শক রচনা করিয়াছিলেন। তঁাহার উপর-কালবস্তী মহন্তের নাম দ্বারায়ণ দাস।

মহন্তের পদশূন্য হইলে পর তৎপক্ষে লোক নিয়োগার্থে শাহপু-র নগরে এতৎ-মন্দির-দ্বীপ-সম্বন্ধী ও বিধায় লোকের এক সভা হইল। সমাজস্থ ব্যক্ত গণ গুণবান ও কামবান দেখিয়া এক ব্যক্তিকে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন, এবং বৈরাগীর তত্ত্বপলকে নগর-প্রাথমিক নামক মন্দিরে নগরবাসী-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবধ একত্র নিষ্ঠায়

ভোজন করাইয়া থাকেন। পদশূন্য হই-বার ত্রয়োদশ দিবস পরে অতিথেক জিয়া সম্পন্ন হয়।

মহন্ত প্রায়ই শাহপু-রে অবস্থিত ক-রিয়া থাকেন, তবে শরীর বিঘরক তিহিক। অভ্যাসের অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে ছুই এক মাসের নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্মযাজক

লোকে এসম্পূ-দায়ের ধর্ম যাজকদিগ-কে বৈরাগী বা সাধু * বলিয়া থাকে। তাহারদিগের অনেক কঠোর নিয়ম প্রতি-পালনের বিধি আছে। একপ্রকার বিধান আছে যে তঁাহারা অববাহিত থাকিয়া পর দারাত্তিগমনে পরাভূমুখ রুতিবেন; আহার সংযম পূর্বক সতত সঙ্কট থাকিবেন, এবং অস্প নিদ্রা, বাক্য সংযম ও শারীরিক সঙ্ক-কুতা অন্ত্যাস করিবেন, এবং শাস্ত্রোন্মুখী-গনে রত হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ পূ-র্বক দয়া, আর্জব, ও কমা অনুষ্ঠান করিবেন। কাম, ক্রোধ, মোহ, কলহ, স্বার্থপরতা, হৃদয় ব্যবহার, বান্ধুবিহা, মিথ্যা, চৌধ্য, ছন্দো-লতা, দোষাশ্রিত ক্রীড়া, যানারোহণ, পাঙ্ক-কাগ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন, এবং নস্য, অলঙ্কার, ও গজদ্রব্য ব্যবহার, আর সমস্ত একপ্রকার ভোগাতিশয় পরিত্যাগ করিবার ভূয়োভূয় শাসন আছে। মুড়া প্রতিগ্রহ, তাব জিৎসা, ও নির্জন বাস এ সমুদায় তঁা-হারদিগের পক্ষে অতি নিবন্ধ; কিন্তু মুজার বিষয়ে নিয়ম করা রুধা হইয়াছে, কারণ বিধায় শিষ্যেরা গুরুরদিগের নিমিত্ত দান-প্রাপ্ত মুজা গ্রহণ করে, এবং বৈরাগীর ঋণ দান ও বাণিজ্য ব্যবসায় নির্বাহ নিমিত্ত বণিক নিযুক্ত করিয়ারাধেন। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য সান্নাধ্য আশেধিক, এবং তাম্রকুট ধূম পান, অধিকৈব সেবন, ও আর আর তাবৎ মাৎসক দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিবেধ আছে। তঁাহারদিগের ভবধ প্রস্তুত করি-বার অধিকার নাই, তবে পীড়ার সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ভবধ গ্রহণ করিলে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

* প্রতিরোকে ৩০ অক্ষর গণিয়া এই সংখ্যা হই-
রাছে।

* দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক কালে বিষ্ণু বিষ্ণু হইলেন।

এসম্পূর্ণ দায়ের সকলেই মঙ্গলেশে মালা ধারণ ও ললাটে এক স্বেত বর্ণ দীর্ঘ রেখা চিত্রিত করিয়া থাকেন। সাধেরা এক প্রকার সামান্য কার্পাস বস্ত্র গৈরিক মুক্তিকান্তে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করেন, এবং তাদৃশ আর এক খণ্ডে কতিদেশ আবরণ করেন। তাঁহারা কাষ্ঠ পাত্রে জল পান করেন, এবং পাষাণ ও মৃৎপাত্রে ভোজন করেন। তাঁহারা আশান্তেও জীবিত্বে রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়েন না, সুতরাং মনস্যে মাংস ভক্ষণ করা তাঁহাদের বিধেয় হইতেই পারে না। দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া কি জানি তাহাতে পতঙ্গাদি দগ্ধ হয় এনিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আবরণ করেন, এবং জীবিত্যর আশঙ্কায় গমন কালে ভূমির উপর বিশেষ রূপ দৃষ্টি না রাখিয়া পদার্পণ করেন না। আর আশ্রয় শেখার্ত্ত অবধি কার্ত্তিকের অধমার্গ পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক কর্ত্ত ব্যতিরেকে ঘর বহির্ভূত হইয়েন না। ইহা অনুমান সিদ্ধ বোধ হইতেছে যে তাঁহারা জৈনদিগের দু-ক্টান্তানুসারে শেখার্ত্ত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ দায় প্রবর্ত্তক রামচরণের স্বামশ জন প্রধান শিষ্য ছিল; তিনি তাহাদের মধ্যে কাহারও পদ শূন্য হইলে সাধবিশেষকে তৎপদে অভিষিক্ত করতেন। তাঁহার পরেও এই মিরম পরম্পরা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। স্বামশ শিষ্যের উপর মঠের কার্যসম্বন্ধী বিশেষ বিশেষ কর্ত্তের ভার আছে। তন্মধ্যে এক জনের উপাধি কো-তোয়াল, তিনি মঠস্থিত অন্য ও ঔষধ সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এবং মহন্তের অনুমত্যানুসারে মঠবাসীদিগকে খাদ্য সামগ্রী প্রত্যাহ বর্জন করিয়া দেন। আর এক জনের নাম কাণ্ডাদার। তৎ সম্পূর্ণ দায়ের বিষয়ী লোক ও অন্যান্য লোকে সাধদিগকে যে সমস্ত কার্পাস বস্ত্র ও কবলাদি দান করে, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচার ব্যবহার ও চরিত্ত বিধির তত্ত্বাবধারণ করেন। চতুর্থ শিষ্য সাধদিগকে পাঠের উপদেশ করেন, ও পঞ্চম শিষ্য লিপি শিক্ষা দেন।

যত শিষ্য কোন মতাবলম্বী কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট লেখন পঠনের আর্থনা করিলে তাহাকে শিক্ষাদিয়া থাকেন। আর ঐচ্ছান, জনের মধ্যে কোন প্রবাণ ও স্ববশেষীয় ব্যক্তি স্ত্রীলোককে তদ্বিধয়ে উপদেশ করার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকেন।

সাধদিগের মধ্যে কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ত্ত করিলে ঐ স্বামশ শিষ্যের মধ্যে পুঙ্খোক্ত মঠ-কর্ত্ত ত্রাস পশু শিষ্যের কোন তিনজন ও অবশিষ্ট পাঁচ শিষ্য এই আট জন, মহন্ত কর্ত্তক নিযুক্ত হইয়া এক পক্ষাইৎ করিয়া তদ্বিধের বিচার করিয়া থাকেন।

সাধমণ্ডলী ভুক্ত হইবার সময়ে আপনাত্ন নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং মণ্ডকে এক শিখা নাম রাখিয়া সমুদায় কেশ মুগ্ধন করিতে হয়। প্রযুক্ত মঠ সংক্রান্ত নীপতেরা মধ্যে মধ্যে বিস্তর দান প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়াছে। এমত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এক এক জন এককালে ৫০০ টাকা পাইয়াছে।

প্রকার সূত্থের নাম বিদেহী; তাহার উল্লেখ থাকে। আর এক প্রকারের নাম মোহনী। সাধদিগের বাগিঞ্জিয় বশীভূত হয় নাই, তাহার কিঞ্চৎ দৃশ্যেরে নিমিত্ত মোহনী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নোনব্রত ধারণ করে, এবং তদ্বিধা অস্বাকরণ অবশ্য হইলে পরে কথা কহিতে আরম্ভ করে।

গৃহস্থদিগের সাধ মাযা গণিত হইবার ও মহন্ত পদ প্রাপ্ত হইবারও অধিকার আছে, কিন্তু পুরোক্ত বিদেহী ও মোহনী হইবার বিধি নাই, কারণ ঐ উভয়েরই ধর্ম বিষয় কর্ত্ত নির্ধারিত উপযোগী নহে। স্ত্রীলোকেরাও ধর্মযাজিকা হইতে পারে। তাহারদিগের কন্যা পুত্র ও স্বামীকে পরি-ত্যাগ করিয়া বাবজ্ঞান পুরুষ সংসর্গ হইতে বিমুখ থাকিতে হয়।

দীক্ষা

হিন্দুদের মধ্যে সকল জাতীয় লোকেরই এসম্পূর্ণ দায় ভুক্ত হইবার অধিকার আছে। শাহপুত্রের মন্দিরের অধীনাধ্যক্ষ ব্যত্বরেকে অন্য কাহারও উপদেশ দিবার বিধি নাই। বৈরাগিরা নানা স্থান হইতে

শ্রীকান্তিলাবি ব্যক্তিদিগকে শাহপুরে আনয়ন করে, অনন্তর তথাকার প্রধানাধ্যক্ষ তাহারদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ও স্বীয় মতের সম্যক প্রকার উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত পুরোক্ত দ্বাদশ জন সাধের সম্মুখানে প্রেরণ করেন। তাহারদিগের নিকট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পরে সম্পূর্ণ মনো গৃহীত হয়েন, কিন্তু সাধশ্রেণী ভুক্ত হইবার মানস করিলে প্রথম ৪০ দিন শিক্ষাও অবস্থার থাকিতে হয়।

উপাসনা:

রামসেনেহীরা তাহারদিগের উপাসনা দেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন। তাহারদিগের এই প্রকার মত যে তিনি সর্বাশক্তিমান ও সূত্রন পালন লংহায়ের অধিতীর্থ কারণ। সেই শুভপ্রদ ও অশুভহারী রামের অভিসন্ধি মধ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও শক্তি নাই, অতএব তিনি যাচা করেন তাহাতেই সন্তুষ্টি থাকি কর্তব্য। মনুষ্যের কিছুই রুচি সামর্থ্য নাই, সমুদায়ই পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। জীবাত্মা সেই পরমেশ্বরের অংশ, দেহ ভঙ্গ হইলেই তাহার স্বর্গগতি হয়। বিদ্যাবান ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দুর্কর্ম করিলে কিছুতেই সে অপরাধ উদ্ধার হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করিলে পাত্ৰাত্ম্য ও তপস্যা এবং অনুতাপ দ্বারা তাহার বিবোচন হইতে পারে।

রামসেনেহীদিগের মতে প্রতিমা নির্মাণ ও প্রতিমা পূজার বিশেষরূপ নিষেধ আছে। অশুভ্রুত তাহারদিগের উপাসনা স্থানে দেব-প্রতিমা দৃষ্টি করা যায় না, ও পৌত্তলিক ধর্মের কোন নিদর্শনও শ্রীশ্রী হওয়া যায় না। তাহার কখন যেনম সাগর সংগে অবগাহন করিলে আর নদী স্থান সাবশ্যক হয় না, কারণ সকল নদীই সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সর্বাশক্তিমান পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে ইতর দেবতার আরাধনার আর প্রয়োজন থাকে না।

তাহার দিনের মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াং এই ত্রিকালে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বিষয়ী লোকে বিষয় কর্ত্তব্য ব্যতী

অশুভ্রুত সকলে এক সময়ে মন্দিরস্থ হইতে পারে না, কিন্তু একবার তথায় উপবিষ্ট হইলে উপাসনা সমাপ্তি পর্যন্ত থাকিতে হয়।

সাধগণ নিশাথে গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃকালে যামার্জ পর্যন্ত উপাসনার মধ্য থাকেন, তৎপরে ৪।৫ দণ্ড কাল বিষয়ী লোকের অবস্থান্ত হয়। পরিশেষে স্ত্রীলোকেরা স্নোজ ছয় গুন করিলে পর উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াই প্রহর অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে মধ্যাহ্ন কালিক উপাসনা আরম্ভ হয়। সায়াং কালে কেবল পুরুষেরা উপাসনা করেন; সন্ধ্যাকালে তাহার আরম্ভ হইয়া স্তোত্র ছয় গান পূর্বে এক ঘণ্টাতেই শেষ হয়। স্ত্রী পুরুষের একত্র উপবিষ্ট হইবার ও একত্র গান করিবার বিধি নাই। যখন অন্য কেহ না থাকে, তখন সাধগণ কিয়ৎকাল উপাসনা দেবতার ধ্যান মগ্ন থাকেন, কখনও বা মালা জপ করেন ও মধ্যে মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করেন। রামসেনেহীরা রজনীতে নিরঙ্ক উপবাসী থাকেন।

উৎসব

এ সম্প্রদায়িক লোকের দশহারা, দেওয়ালি, হোলি, প্রভৃতি সাধারণ হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত কোন উৎসব নাই। শাহপুরে কালক্রমে মানে তাহারদিগের কুলদোল নামে এক উৎসব হয়। যদিও ঐ মাসের শেষে ১।৬ দিনই বাস্তবিক পর্য্যাক বলা যায়, কিন্তু তারতর্ঘ্যের দ্বারা স্থান হইতে দাসাবধি লোকের সাধগম হইতে থাকে। বৈরাগিয়া যদি এক বৎসর গমন না করেন, তবে বর্ষান্তরে আর মাগিয়া থাকিতে পারেন না। গ্রামে গ্রামে ২।৩ জন বৈরাগী অবস্থিতি করে, এবং নগরে নগরে লোকের সংখ্যানুসারে ১০।১০ অথবা ১০।২২ জন ও তদধিকই রা থাকে। তত্ত্ব

নবমস্থ ও প্রথমস্থ লোকের সহিত তাঁহার-
দের হৃদয়তা ও কোর প্রকার ছুয়া সম্পর্ক না
হয় এনিমিত্ত পূর্বোক্ত ছলুচরান নামক ম-
হন্ত এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, যে কোন
বৈরাগী এক স্থানে উপর্যুপরি ছই বৎসর
থাকিতে পারিবেন না। তদনুসারে কলকো-
লের সময়ে তাঁহার অবসর করেন।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে এদেশে শ্রীক্ষেত্র
কলদোল নামে এক উৎসব হইয়া থাকে।
রামসেনেচীর সে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন
না, তথাপি এই মেলার কলদোল নাম কেন
রাখিয়াছেন তাহার নিষ্কর বালতে পারা
যায় না। এই উপলক্ষে রাজস্থানের অসং-
পাতী উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা,
বুন্দী এবং অপরাপর প্রদেশের স্পৃহিতগণ
অন্য ধর্ম্মারাম হইয়াও প্রত্যেকে রামসেনে-
চীরিগণের নিকটম ভোজনের নিবিত্ত শা-
হপুণে ১০০০। ১২০০ টাকা প্রেরণ
করেন।

এসাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তি গুরুতর
বোধ করিলে যে সমস্ত বৈরাগীরা লোকের
গুণান্তত কর্ত্তের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত নিযুক্ত
আছেন, তন্মধ্যে কেহ এই কলদোলের স-
ময় তাহাকে শাহপুণে আনয়ন করেন।
গৃহীর সে সন্দির প্রবেশ করিতে ও সমান-
ধর্ম্মী লোকের সনভিব্যাহারে ভোজন করি-
তে পার না। পরে পূর্বোক্ত আট জন
সাধের বিচারে যদি তাহার বোধ সপ্রমাণ
হয়, তবে তাহার শিখাচ্ছেদন ও মালা হরণ
পূর্বক তাহাকে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া
দেওয়া হয়। লঙ্কপোথের বিচার সর্বকালে
ও সর্ব স্থানে তত্ত্ব-স্থানের বৈরাগী ছারাই
সম্পন্ন হয়, এবং তথাকার সহস্রের ছারাই
তাহার দণ্ডবিধান হইতে পারে। রাজো-
দার ও গুজরাটে বহুতর রামসেনেচীর বস-
তি আছে, শুভ্যতিরেকে বোধাই, সুরাটি,
হারহাবাদ, পুনা ও আহমদাবাদ প্রভৃতি
পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক নগরে ও তা-
হার পাশ্চবর্ত্তী স্থানে তাহারদিগকে দেখি-
তে পাওয়া যায়, এবং কাশীতেও কতক
উল্লিখিত থাকে।

রামসেনেচীরিগণের প্রামাণিক গ্রন্থের অদ্বর্গত
ক তপস পদের অনুবাদ।

১-যে ককীর করুণাপূর্ণ পুরুষের সৌন্দর্য্য
দর্শনে প্রেমানন্দ হইয়াছেন, তিনি তাঁহার
শ্রেণে পূর্ণরূপ মস্ত হইয়। অট প্রভব অভি-
ভূত থাকেন। তাঁহার জীবাত্মা এক অগম্য
দেশ হইতে আগমন করিয়া জড়ময় দেহ
আশ্রয় করিয়াছে, এবং এসংসারের যন্ত্রণা
দেখিয়া পুনর্বার সেই দেশেই প্রতিগমন
করিবেক। তিনি যাবৎ এই পাঙ্খশালার*
বাস কণেন, তাবৎ তাহার সম্ভ্রুতকর প্রদান
করেন না, আর নিকাম হইয়া পরমেশ্বরেতে
আত্ম সমর্পণ করেন। তিনি এই পৃথিবীতে
নিরুদ্বেগে বিচরণ করেন, নিঃসঙ্গ হইয়া কে-
বল শ্রিয়তন গল্পমেচ্ছাকে অনুসন্ধান করেন,
ও দুর্ঘটি দেখিয়াদান করেন। তিনি নিঃস্বার্থ
হইয়া শ্রদ্ধা পূর্বক সংসারের কাষ সম্পা-
দনের অনুকূল করেন, এবং লোকনিগণকে
স্বর্গ পথ প্রদর্শন করিয়া স্তূভমুখ হইতে মুক্ত
করেন। রামচরণ কছেন, যে ককীর এমত
সাধু ও যাচার অস্তমরণ সংসার চিন্তার
দেখণের ও চিন্তিত না হইয়া উপস্থিত অবস্থা-
তেই জুগু থাকে, অনেককেই তাঁহার অনু-
গামী হইতে পারে।

২-যে ককীরের পরমেশ্বরেতে দৃঢ় শ্রদ্ধা
আছে, তিনি সকল আশারের শ্রেষ্ঠ, কারণ
তিনিই সত্যাপীর। তিনি এই শরীর নরক
তুল্য জানিয়া সংসারেতে কিছু য়েহ রাখেন
না, আর বাসস্থার আশার আলিফ চিন্তা
করিয়া সংসার মায়া হইতে দূরে থাকেন।
তিনি আপনায় চিন্ত শান্ত করিয়া সর্ব-শক্তি
মান পুরুষের পক্ষে সমর্পণ করিয়াছেন, এবং
প্রত্যয়ে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁ-
হাকে স্মরণ করেন। তিনি আপনাকে
ভক্তি সনিলে ধৌত করিয়া জ্ঞানমালা জপ
করেন। আকাশইঞ্জা তাঁহার গুণা; তথায়

* নরায়। এমলে এশব্দের তাৎপর্যার্থ পরায়।

† অর্থাৎ আপনায় কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করেন।

‡ অর্থাৎ তক্ষা তুবা বা অন্য ত্রুবোর মত ভিত্তি
বিচরণ করেন।

§ বোধ।

তিনি পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন ।
রামচরণ করেন, যে ব্যক্তি এমত ককীর, এবং
যিনি আপনায় সদাসেব্য অনির্ভরচরিত পুরু-
ষকে ব্বেদ্য মথ্যে আনিবার সাধনা করেন,
সেটকে তাঁহার এগুছ ভাব বুকতে পু-
রে না ।

৩-নিকাম দর্শনই সন্ম সুখী । এক স্থানে
স্থিতি কর, বা চতাক্ষিকেই জমণ কর,
কিন্তু মুক্তি সাধনার রত থাক । নিহাই
যাও, বা জাগ্রতই থাক, কিন্তু স্বাৰ্ণণর
হইও না । সতকামির ন্যায় দীর্ঘ কেশই
রূপ, আর মগ্নত মগ্নই বা কর (তাছাতে
কতি তুচ্ছ নাই) । যাহর আকাঙ্ক্ষানাই,
তাৎসব সদাই সুব । লোকের হিত চেষ্টি
কর, আপনায় অস্তকরণকে মধুক্ৰিষ্টের *
ন্যায় শুভ্র ও কোমল কর, ও আপনায় পদ
ধারনয়ন অর্পণ কর । সত্য কথা কহ, বৈব্যা-
বলয়ন কর, ও অজ্ঞান হইয়া মৃত্য কর । যথ-
ন গুরুর হস্ত একবার তোমার মস্তক হই-
য়াছে, তখন লজ্জা-হীন হইয়া বিবস্ত্র হইও
না । তিনি মন জয় করিয়াছেন, ও মাচ্য রূপ
আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । রামচরণ
করেন, ইহাই পরম তপস্যা, কারণ যে ব্যক্তি
ইহাতে সিদ্ধ হয় তাহার ইন্দ্রিয় শীতল হা
হয়, ও ত্রালোকের সংসর্গে তাহার আর
ইচ্ছা হয় না । এমত ব্যক্তি মাদক দ্রব্য
সেবন ও পুরদারাত্তিমনন পরিভাগ করেন,
এবং নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যান ধারণাতে অবিরত
চিত্ত সমর্পণ পূর্বক মারা বন্ধন হইতে মুক্ত
হয়েন ।

৪-পাষণে বাঁহার শয্যা, আকাশ বাঁহার
বস্ত্রপুচ্চ, তুলু ছয় বাঁহার দালিশু, এবং
মিহি মূপারে ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ
ককীর । তিনি চারি খণ্ডের অধিপতি; তাঁ-
হাকে কেহ সামান্য জ্ঞান করেন না । তিনি

ডিকা পর্যটন করিয়া উদয় পূর্ভি করেন, অ-
থচ রাজাকি ক্লমক সকলেই তাঁহার পদা-
নত ।

৫-মনুবা মুগন্ধ-বস্ত্রারত হইয়া পৃথিবীতে
সগর্ভ পদার্পণ করেন; যদিও তাঁহার বাহু
বেশ সুন্দর নাটে, কিন্তু অন্তর অতি মলিন ।
তিনি দর্পণেতে মুখ দর্শন করিয়া অঙ্কারে
ক্ষোভ হয়েন, কিন্তু ইহা জানেন না যে অব-
শেষ তাঁহার কলেবর ভগ্ন হইবে, এবং এক-
ণে যে সুন্দর চর্ম্মাধরণ অন্তরের মালিন্য
আরুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তখন
ধাকিবেক না ।

৬-এই শরীরই পূর্ণ-স্বরূপ রামের মন্দির,
তাঁহাকে জানিবার উৎকণ্ঠাই তাঁহার আ-
রুত, এবং তাঁহার অন্তরই তাঁহার যথার্থ
উপাসনা । সগা স্বয়ংগের পর আর পূজা
নাই, এবং আত্ম সমর্পণের পর আর মৈবেদ্য
নাই । অলঙ্কার পরিভাগ করিলেই পর-
মেশ্বর তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন । শরী-
রই মন্দির, ও পূর্ণ-স্বরূপ রামই তাহার বি-
গ্রহ, এই গুছ কথা যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়াছে,
সে সম্পূর্ণরূপ পরিতপ্ত আছে । কর্ম্মফল
পরিভাগ করিয়া দয়া, তপ্ত, নীলতা ও
শক্তি রসের সুখম আশ্বাদনে রত হও ।
সত্যকথন অভ্যাস কর, রাগ ও রসনা দমন
কর, মনে মনে রাম নাম জপ কর, ও ইন্দ্র-
জ্ঞান উপার্জন কর । নিকাম হও, তপ্ত হও,
অরণ্যে গমন কর, এবং মনোনিম্ন সমাধি
সাপ্নে মগ্ন থাক । যে ককীর পরমেশ্বরের
শ্রেয়সন পান করিয়াছে, সে তাঁহাতে অন-
বরতই চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে ।
তাঁহার আদ আশা-নিরর্থক হয় না, কারণ
সে জাগ্রৎ বা নিদ্রাগতই থাকুক, কখনই
ইন্দ্রকে বিস্তৃত হয় না । সে কামবান
হইয়া ক্রোধ বশীভূত করে, এবং মায়্যা ও
লোভ দমন করিতে থাকে । সে রাম ব্যতী-
ক আর কাহারও উপাসনা করে না, এবং
তাঁহার উপর-সমুদয় তেমনি কোটি দেব-
তার কোপ কইলেও সে তাহা গ্রাহ
করে না ।

* মায়্যা ।
। অর্থাৎ মথ্যেচিত্ত ককীর কল্প মনোর কর ।
। অর্থাৎ স্ত্রী সমসর্গ করিও না ।
। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশীভূত ।
। ককীর ।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে
পঞ্চমং সূক্তং

হিরণ্যত্ব পাঞ্চমিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
অগ্নিনিহাবরুণরাজিসবিহাখ্য। দেবতা

৪১১

১ ঋষ্যানাগ্নিঃ প্রথমং স্বস্তয়ে
ঋষ্যামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
ঋষ্যামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং
ঋষ্যামি দেবং সবিতারমুতয়ে।

১ 'ঋগ্বেদে' অথাকং অগ্নিনিহাবঃ 'প্রথমং' আদৌ
'অগ্নিঃ' 'অশাবিঃ'। 'ইহ' অগ্নিচ্ছন্দো 'অগ্নে'
অথব্রহ্মণ্যে 'মিত্রাবরুণে' 'অনামি'। 'জগতঃ'
অনন্যকো প্রাণিতাতম্য 'নিবেশনীং' উপবেশনশব্দে ভুক্ত-
তাম্ 'হাটীং' রাত্রীমেরকাম্ 'জগামি' সকল জগতম
প্রাণিনি নিবেশে অথরাপারান্ কৃজা অথগতে রাত্তৌ
উপবিশক্তি ইতি প্রসিদ্ধং। 'উতয়ে' অথব্রহ্মণ্যে
'সবিতারং' দেবং 'অনামি'।

১ এই যজ্ঞোক্তে আশ্বারদিগের অগ্নিনি-
শের নিমিত্ত প্রথমে অগ্নিকে আ-জ্ঞান করি-
তেছি, অনন্তর আমারদিগের রক্ষার নি-
মিত্ত মিত্রাবরুণকে আ-জ্ঞান করিতেছি,
প্রাণি সকলের বিজ্ঞানের কারণে রাত্রি দে-
বতা তাঁহাকে আ-জ্ঞান করিতেছি, আশ্বার-
দিগের রক্ষার নিমিত্ত হৃষ্য দেবতাকে আ-
জ্ঞান করিতেছি।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ
সবিতা দেবতা

৪১২

২ আক্ক্বেন রজসা বর্তমা-
নো নিবেশবর্ষীমুতং মর্ত্যক। হি-
রণ্যর্ষেন সবিতা রথেনা দেবোবা-
তি ভুবনানি পশ্যন।

২ 'মৃতিয়া' সূর্য্যঃ 'কুজেন' কৃষ্ণবর্ণেন 'বরুণা'
অগ্নীচ্ছন্দোক্তেন আ-জ্ঞান্যে' আশ্বারামঃ পুনঃপু-
ন্য 'অনামি' 'অরুচং' বেদং 'মতাম্' মনুষ্যং 'ত' নিবেশন-
করহ্মানে 'অবহাণম্' অথাকপথোপেতাঃ 'সবিহা'
'বেদঃ' 'ভূপামি' সমাগ্নি লোকান্ 'পশ্যন' অগ্নে-
প্রাণিঃ প্রাণিগণম্ 'ইত্যর্থঃ'। 'দেবোক্তে' সুসরনি-
শিতেন 'র-থেন' 'আ-বাতি' আবাতি অথব মণ্ডপ-
মাগ্নাচ্ছতি।

২ উভয়ের পূর্বে অক্ক্বকারময় আকাশ
পথে পুনঃ পুনঃ গমন করেন, দেবতাদিগকে
এবং মনুষ্যাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করেন,
এনত যে হৃষ্য দেবতা তিনি সকল ভুবন প্র-
কাশ পূর্ব্বক সুবর্ণ নির্মিত রথে আক্ক্ব হইয়া
আমারাদিগের নিকট আগমন করিতে-
ছেন।

৪১৩

৩ যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যু-
ক্তা যাতি শুভ্রাত্যাং বজ্রতো হরি-
ত্যাং। আ দেবো যাতি সবিতা
পরাবতো পৃথিষা দুরিতা বাধমানঃ।

৩ 'বেদঃ' দীপ্যমানঃ 'সবিতা'। 'প্রবতা' প্রদগমতঃ।
সর্ষেণ 'যাতি' তথা 'উক্তা' উৎকৃষ্টেন উৎক্রেপশুকেন
সর্ষেণ 'যাতি'। 'উক্তারমুতং' আশ্বারাম্ 'উক্টো-
মাণাঃ' তথা উপার আসাম্যং প্রদগম্যমাণাঃ তথা 'বজ্রতা'
বজ্রতায় সর্ষেণ 'পশুত্যাং' বেতাত্যাং। 'হরিত্যাং'
আবাত্যাং 'যাতি' বেদগমনশেষে গচ্ছতি। 'সবিতা'
'দেবঃ' 'বিহা' বিহামি সর্ষাণি 'দুরিতা' দুরিতানি
পাশানি 'অপ-বাধমানঃ' অপবাধমানঃ 'বিনামমুত'
'পরাবতাঃ' দূরবেদ্যাক্ষলোকায় 'আ-বাতি' আবাতি
মাগ্নেণ আগচ্ছতি।

৩ দীপ্তিনান্ হৃষ্য দেবতা প্রবণ পথে
গমন করিতেছেন এবং উক্ত পথেই গমন
করিতেছেন। পূজনীয় হৃষ্য দেবতা খেতবর্ধ
অথ বৃন্দল দ্বারা বজ্র স্থানে গমন করিতে-
ছেন এবং সকল পাশ বিনাশ করিয়া স্বর্গ-
লোক হইতে বজ্র স্থানে আগমন করিতে-
ছেন।

* দুই প্রহরের পর সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্তকে প্রবণ পথ
বলা যায়।
† প্রাতঃকাল অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্তকে উক্ত পথ
বলা যায়।

৪১৪

৪ অতীবৃত্তং ক্লেশনৈর্বিষ্মকপৎ
 হিরণ্যাম্যং যজতোবহন্তঃ । আ-
 স্বাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা-
 রজাংসি তর্বিষৌন্দধানঃ ।

৪ 'সবিতা' 'রথং' 'আস্বাদ্রথান্' 'অত্রভা-
 নানি' 'ক্লেশনৈঃ' 'বিষ্মকপৎ' 'অভিভূতং' 'অভিভূতঃ'
 'যজতো' 'বহন্তঃ' 'ক্লেশনৈঃ' 'সুৰ্য্যৈঃ' 'হিরণ্যপং' 'রানারূপং'
 'চিত্রং' 'সুৰ্য্যনামি' 'চিত্রভানুঃ' 'চিত্রং' 'অবলাংকা'
 'কৃষ্ণাংসি' 'রজাংসি' 'ইত্যেতৎ' 'সকলং' 'সুৰ্য্যকপং' 'হির-
 ণ্যপং' 'অস্বাদ্রথং' 'অভেদু' 'রথমোহনহেলাস্যাং' 'নিবৃত্তং'
 'প্রজ্ঞেয়স্যাং' 'শব্দভঃ' 'সত্যঃ' 'সঃ' 'সুৰ্য্যমস্যঃ' 'রথং' 'বর্গ-
 ষ্ঠে' 'বৃগুৎ' 'প্রৌঢ়' । 'ভানুঃ' 'সবিতা' 'ক্লেশঃ' 'যজীহ্যঃ'
 'চিত্রভানুঃ' 'সবিতা' 'কৃষ্ণাংসি' 'কৃষ্ণাংসি' 'অভিকা-
 রসূক্তভা' 'ক্লেশনান্' 'লোকান্' 'উদ্ভিষ্য' 'তদোহিতিকর-
 গাৎ' 'তর্বিষৌ' 'স্বর্গীন্' 'প্রকাশরূপং' 'বহৎ' 'স্বধানঃ' ।

৪ যজ্ঞোক্তে পূজনীয় ও বিবিধ কিরণ বি-
 শিষ্ট সূর্য্য, সকললোকব্যাপিঅঙ্ককার নিবা-
 রণের নিমিত্ত স্বীয় আলোকের রূপ ধারণ
 করিয়া সর্বত্র গমনী, সূর্য্যনির্মিতগজ-
 শ্রেণী ও অথ শ্রেণী এবং অনুব্য শ্রেণী দ্বারা
 ভূবিত, ও সুবর্ণে। শব্দ বিশিষ্ট, বৃহৎ রথে
 আরোহণ করিয়াছেন ।

৪১৫

৫ বি জনাঙ্ঘ্র্যাভাঃ শিতিপা-
 দৌ অথানুথং হিরণ্যপ্রভুগং বহ-
 স্তঃ । শশ্বদিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যো-
 পস্থে বিশ্ণা ভূর্বনানি তস্থঃ ।

৫ 'শ্যাভাঃ' 'এতন্মাকং' 'সূর্য্যস্য' 'অভাঃ' 'শিতি-
 পাদাঃ' 'বৈটঃ' 'পাতৈঃ' 'উপেক্তাঃ' 'হিরণ্যপ্রভুগং' 'রথ-
 ণ্য' 'সূর্য্য' 'ই' 'যোরন্থং' 'সুগবজ্ঞনান্' 'প্রকৃতং' 'ভক্ত' 'সুৰ্য্য'
 'সঃ' 'তদসূক্তং' 'রথং' 'বহস্তঃ' 'ভানুঃ' 'প্রাণিনঃ'
 'বি' 'অখান' 'ব্যাপান্' 'বিশেষেণ' 'প্রকাশিতবস্তাঃ' 'শশ্বৎ'
 'সদনঃ' 'শিশাঃ' 'প্রজাঃ' 'দৈবস্যা' 'ইতরৎ' 'বহস্তঃ'
 'সবিতুঃ' 'প্রেরকস্য' 'সূর্য্যস্য' 'উপস্থে' 'সমীপস্থানে'
 'তস্থঃ' 'শিতপতাঃ' 'সকলবলং' 'প্রজাঃ' 'বিষা' 'বিশে'
 'সক্কে' 'সুৰ্য্যানি' 'লোকাঃ' 'প্রকাশ্যম' 'সূর্য্যসমীপে' 'ভস্থঃ' ।

৫ সুবর্ণময়সুখবিশিষ্টরথের বাহক,

সুৰ্য্য পাদযুক্ত, শ্যাভনারিক সূর্য্যের অর্থ স-
 কল প্রাণগণকে প্রকাশ করিয়াছে, সেব্যতা-
 দিগের প্রেরক যে সূর্য্য তাঁহার নিকটে
 প্রজা সকল এবং লোক সকল প্রকাশের নি-
 মিত্ত স্থিত করিয়াছে ।

৪১৬

৬ তিস্রোসাদ্যবঃ সবিতুর্দ্বা উপ-
 স্থা একা যবস্য ভূর্বনে বিরাসাট্ ।
 আণিং ন রথ্যাম্মৃতাধিতস্মুরিহ
 ঐবীত্ ষউতৎ চিক্কেতৎ ১৩১৩৩১

৬ 'সাদ্যবঃ' 'বর্ণোপদিভাঃ' 'প্রকাশমানঃ' 'লোকাঃ'
 'তিস্রু' 'ত্রিশং' 'ব্যক্তাঃ' 'সকল' 'ভা' 'বৌ' 'লোকো' 'সবিতু'
 'সূর্য্যস্য' 'উপস্থে' 'সমীপস্থানে' 'বহুতে' 'সূ-
 র্য্যলোকসুলোকসোঃ' 'সূর্য্যোঃ' 'প্রকাশিতস্যাং' । 'একা'
 'যবাসা' 'সূর্য্যি' 'অবস্টীকলোকঃ' 'যবস্য' 'শিতপতেঃ'
 'সুবনে' 'সূর্য্যে' 'বিরাসাট্' 'বিরান্' 'গমুন্' 'সবতে'
 'প্রোভাঃ' 'পুলস্যাঃ' 'অবস্টীকলোকঃ' 'গজাঃ' 'ইত্যর্থঃ' ।
 'অস্মুভা' 'অস্মুগামি' 'চন্দ্রনকজালানি' 'জ্যোতীঃ' 'সি-
 কলাদি' 'সঃ' 'অধিভূতঃ' 'সবিতার' 'সবিতা' 'স্বিতা-
 নি' । 'বহস্যং' 'রথসময়তিনং' 'আণিং' 'অধিভূতঃ'
 'রথ্যধিঃ' 'অক্লিষ্টসুপ্রকিষ্পঃ' 'নীলবিশেষঃ' 'আদিতিকু-
 তাতে' 'ন' 'ইব' 'সখা' 'রথ্যঃ' 'চিক্কেত' 'ভস্থং' । 'সঃ' 'মানসঃ' 'ভস্থং'
 'সবিতুঃ' 'সূর্য্যঃ' 'ভিক্কেতং' 'অনামি' 'সঃ' 'মানসঃ' 'ইহ' 'অ-
 ক্লিষ্ট' 'বিসমে' 'উ' 'আপি' 'স্বীকৃ' 'অভ্যস্মি' 'বহুং' 'অ-
 স্যস্যঃ' 'সবিতুর্দ্বারি' 'ইত্যর্থঃ' । ১৩১ ৩ ।

৬ একাশমান সূর্য্যাদি তিন লোক আছে,
 তাহার মধ্যে স্বর্গ ও ভুলোক এই দুই লোক
 সূর্য্যের নিকটবর্তী, আর তৃতীয় অন্তরীক-
 লোকদিয়া প্রেত পুরুষ সকল যমের গৃহে
 গমন করে । চন্দ্রনকজাদি সমুদায় জ্যোতিঃ
 পদার্থ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে,
 যেমন অক্লিষ্ট নিবেশিত কীল বিশেষ আ-
 শ্রয় করিয়া রথ স্থিত করে । যে অনুব্য সূর্য্য-
 কে জানে সে এই বিষয় বলুক । অর্থাৎ সূর্য্যের
 সহিত কেহই বর্ননা করিতে পারে না ১৩১৩৩১

৪১৭

৭ বিসূর্ণো অন্তরীকানাঞ্চ
 গভীরবেপা অসূরঃ সূর্য্যস্যঃ

ইহানীঃ সূর্য্যঃ কশিকেকত কত-
বাং দ্যাং রশ্মিঃ স্ম্যাত্তানঃ

৭ সূর্য্যস্য' সুপর্বাঃ পো'তনপ'ঠনঃ 'বর্ষিঃ' 'অন্ব
যিত্বানি' ক'র'বিকো'প'র'সিক'মি মো'ক'ব'হ'ত'নামি
কি'অ'ল'ব' স্য'অ'ব' বি'শেষ'স'ব' প'জ'নি'স'হ'দান । স'ক'শ্মঃ
স'তী'ব'শে'প'ঃ' গ'ভী'র'ত'ম'স'র'স'প্র'ক'প'ন'ব' চ'হ'
ন'ব' তে'নামি স'খী' অ'ন'প'ল' ই'স'থ'ব' । 'অ'স'ব'ঃ'
স'ক'ল'বাং প্র'াপ'নঃ' সু'নী'থঃ' সু'ব'ব'নঃ' শো'ভ'ন'প্র'াপ'নঃ'
স'অ'প্র'ক'া'শ'স'ন'ন' অ'র্থা'ল'স'ন'স' প্র'াপ'ন'মি ই'ত্য'র্থঃ' ভ'অ'
স'হ'া'অ'য'ক'ঃ' স'ু'প'াঃ' 'ই'হ'ানীঃ' 'র'াম'ো' ক' সু'ব' ব'র'ভ'ভে
ত'ব' ব'হ'ন'্য' ক'। 'চি'স'ত' 'কো'ক'া' 'চি' ম' কৌ'লি' উ'
ত'ব'বি' । 'অ'ন্য' 'সূ'র্য্য' 'ব'র্ষিঃ' 'ক'র'মাঃ' 'দ্যাং'
স'ূ'র্য্য'ক'ন' হ'অ'ভো' 'আ'ত'চ'য়'ঃ' হ'ায়'ক'ল' এক'ধ'নি' ম'
জ'ান'াত' ।

৭ সূর্যের রশ্মি জিভ্বন প্রকাশ করি-
যাছে। অলঙ্কা পতি, সকলের আগণাক্তা ও
পথ প্রকাশন হাব অর্থাৎ সৌর্য্যপ্রাপিত।
যে রশ্মি জ্বিগিত সূর্য্য, রাত্রতে কোন্ জ্বনে
স্থিতি করিতেছেন তাহা কে জানে এবং
একধে কোন্ জ্বনোকে যাছেন সেই বহ-
ন্য'ত'ব' কে জানে ।

৪১৮

৮ অকৌ ব্যখ্যৎ ককৃতঃ পৃথি-
ব্যাঙ্গী ধ্ব যোজনান সপ্ত সিদ্ধ্বন ।
হিরণ্যাকঃ সবিতা দেবআগাৎ
দধজ্রয়া দান্তে বার্ব্যাণি ।

৮ 'ব'র্ষি'ঃ' 'ব'হ'ঃ' 'প'থি'ব'্যাঃ' 'স'প্ত'সি'দ'ধ্ব'নীঃ' 'অ'র্ধ'ো'
প্র'াপ'ণ'্য'ঃ' 'ত'ত'সুঃ' 'সি'ন'স' 'অ'র'ে'খ'্য'্য'্য'ঃ' 'ত'ত'সুঃ' 'রি'সি'ন'স'
ই'ত্য'ব'য'কৌ' 'ক'ক'ৃত'ঃ' 'দিশ' 'হ'্য'ক'ন' প্র'ক'া'শ'ন'ত'হ'ান । ক'
ক'া' প্র'ক'া'শ'ন' যো'জন'ন' প্র'াদি'নঃ' স্ব'ব'ক'া'স'ন' সৌ'ক'ব'িশ'ন' ।
'ধ্ব' 'ধ্ব'ন' অ'ধ'সি'ক'ো'প'ন'মি হ'ান । 'সী' 'নী'ম' ব'ি' ।
'ব্য'ক'ন' পৃ'থি'ব'্যা'বিশ'লোক'ন' 'স'প্ত' 'সি'দ'ধ্ব'ন' 'প'থ'ব'ি'ব'্যা'ঙ্গীঃ'
'ব্য'ক'ন' । 'হি'র'ণ'্য'ক'ঃ' 'হি'র'ণ'্য'ক'া'ক'ঃ' 'স'বি'ত'া' 'ব'হ'ঃ'
'আ'র্গ'া' 'ক'র' আ'ধ'ক'স'ত' । 'কি'ন' 'ক'ুর'ন' 'স'অ'ন'ব' 'স'রি'ক'ক'
ক'ক' ব'হ'ন'্য'ন'ব' 'স'র্ভ'া'গি' ব'ব'ন'বা'নি' 'র'জ'স'। 'র'জ'স'
'হি' 'ধ্ব'ন' প্র'ব'ধ'ন' ।

৮ সূর্য্য দেবতা পৃথিবীর আট দিক প্র-
কাশ করিয়াছেন, এবং প্রাণি সকলকে স্ব স্ব
তোলে নিযুক্ত করে যে পৃথিব্যাবিলোক

ইঙ্গ তাহাকে এবং রজসি সপ্ত নদীকে প্র-
কাশ করিয়াছেন, এখনম চতু বিংশিট সূর্য্য-
দেবতা হবিষ্যাতা বজমানকে উত্তম রসু ১১
করত এই ভজ্ঞেতে আশমন করন ।

জমতীত্বনা

৪১৯

৯ হিরণ্যপ্যাণিঃ সবিতা বিচর্ষ-
দিক্রতে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীধ্ব-
তে । অপানোবাং বাধতে বেতি
সূর্য্যমতি ক্ষকেন রজসা দ্যাম্-
থোতি ।

৯ 'হি'র'ণ'্য'প্যা'ণি'ঃ' স'বি'ত'া' 'বি'চ'র্ষ'ণী'
'প্রি'থি'ব'ন'র্শ'ন'ব'ু'ক'ন' 'স'বি'ত'া' 'স'ব'ঃ' 'উ'ভে' 'দ্যা'বা'
'পৃ'থি'বী' উ'ন'শে'ঃ' স'ূ'লে' ন'ব'দ'লোক'ব'ো' । 'অ'ন'্য' 'ম'থো'
'ক'ে'তে' 'স'ব'জ'তি' । 'অ'প'ান'বাং' 'যো'গা'বি'ব'ন'্য'ং' 'অ'ন'-
'ল'ভ'তে' 'অ'প'ন'বা'ধ'তে' 'ন'র'য'ক'ি' 'হি'র'া'ক'ব'ো'তি' 'স'ম্ব'া' 'সু'
'প'স' 'স'ো'তি' 'স'অ'দ্য' । 'ন'থ'পি' 'ন'বি'ত'ু'সূ'র্য্য'সৌ'ক'স'
'সে'ব'হ'অ'ন' 'স'ভ'া'গি' সূ'র'ি'ক'স'ন' 'স'ক'ল'জ'ত'ব'া'ব'ঃ' । 'ক'-
'জেন' 'ও'ন'স' 'স'র'স'ে'প' 'সি'ব'স'ক'েন' 'র'জ'সা' 'সে'ক'সা' 'দ্যাং'
'আ'দ্য' । 'অ'তি' 'প্র'থো'তি' 'অ'ত'ব'গ্যা'তি' 'ন'র' 'ই'তা'
'খো'তি' ।

৯ সূর্য্যের হস্ত বিংশিট, বিবিধ দর্শন
কারী, সবিতা দেবতী ইত্যাদোক ঐ সূর্য্যোক
উত্তমের মধ্যে পুমন করেন, রোগাধি রূপ
বাধা নিবাকরণ করেন, এবং সূর্য্যের কিঞ্চিট
পুমন করুন, এবং অন্ধকার নিবারকর্তক
যশ্রা সর্ভতোভাবে আকাশকে ব্যাণ ক
বেব ।

ত্রিষ্টুপু রবক

৪২০

১০ হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীধঃ
সুমলীকঃ স্বর্বা বাধ্ববাৎ । অপ-
সেধনুকসো বাতুধানান স্বাক্ষবঃ
প্রতিদোষং পশানঃ ।

১০ = বিহীনত্বঃ। অৱস্থাঃ প্ৰাণসংহতঃ। 'সূৰীৰণ' স্বৰূপেই প্ৰশংসা। ইত্যং। 'সুপনীতাঃ'। সুবৰূপেই। 'হৰী' হৰান। প্ৰশংসাঃ। 'অৰী' অৰাৎ অতিযুগঃ। জন্ম-মেশে, 'যতু' বস্তুঃ। 'শিত' অৰ্থাৎ 'সেহ'। 'প্ৰতিবোধ'। প্ৰতিৱাদি। 'পুথানঃ'। পুথানঃ। 'অৰা' অৰিৎ। 'শিত'। 'শিত'। 'কৰ্জন'। 'রক্তমাঃ'। বাহকজেনে। 'রক্তমা'। 'শিত'। 'পানু-মানঃ'। 'অনু'। 'অনু'। 'কি'। 'কি'। 'কি'। 'কি'।

১০ = সুকৰ্ণময় হস্ত, প্ৰাণ সাতা, প্ৰেৰ্ত, সুখসাতা, ধনবান, এবং সঙ্গী অনুকূল সূৰ্য্য যজ্ঞ স্থানে গমন কৰুন। আৰু প্ৰতি সাতিতে সূৰ্য-মান এই সূৰ্য্যদেৱতা যজ্ঞৰ বাধা কাৰক অ-ব্ৰহ্মণিককে নিৰাকৰণ কৰত স্থিতি কৰিয়া-ছেন।

৪২১

১১যে তে পৰ্ব্বাঃ সৱিতঃ পূৰ্ব্যা-
সৌৱেণবঃ সূৰ্ব্বতা অন্তরিম্বে। তে-
তিম্মো অদ্য পধিতিঃ সূগেভী-
কা চনো অধি চত্ৰ হি দেৱাঃ ১১। ৩। ১।

১১ কে সৱিতাঃ। 'সে'। 'ত'। 'বে'। পৰ্ব্বাঃ। পৰ্ব্বাঃ। পূৰ্ব্যাসঃ। পূৰ্ব্যসিদ্ধাঃ। অৱশ্যঃ। 'সুপনীতাঃ'। 'অ-
ৱিক্বে'। 'সুৰ্ব্বতাঃ'। 'সুগুণসমপিতাঃ'। 'সুগেভী'। 'সুগু-
ণ'। 'সইতাঃ'। 'হেভী'। 'ইতাঃ'। 'পধিতিঃ'। 'হাৰ্গি'। 'অগতা'।
'অৰ্য'। 'অ'। 'অ'। 'সি'। 'সঃ'। 'অ'। 'অ'। 'স'। 'স'। 'স'। 'স'।
পালনঃ। 'ক্ৰ'। 'স'। 'হে'। 'সে'। 'সঃ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'।
'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'।
১১ কে সৱিতাঃ। 'সে'। 'ত'। 'বে'। পৰ্ব্বাঃ। পৰ্ব্বাঃ। পূৰ্ব্যাসঃ। পূৰ্ব্যসিদ্ধাঃ। অৱশ্যঃ। 'সুপনীতাঃ'। 'অ-
ৱিক্বে'। 'সুৰ্ব্বতাঃ'। 'সুগুণসমপিতাঃ'। 'সুগেভী'। 'সুগু-
ণ'। 'সইতাঃ'। 'হেভী'। 'ইতাঃ'। 'পধিতিঃ'। 'হাৰ্গি'। 'অগতা'।
'অৰ্য'। 'অ'। 'অ'। 'সি'। 'সঃ'। 'অ'। 'অ'। 'স'। 'স'। 'স'। 'স'।
পালনঃ। 'ক্ৰ'। 'স'। 'হে'। 'সে'। 'সঃ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'।
'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'। 'অ'।

১১ হে সৱিতা দেৱতাঃ। তোমাৰ পূৰ্ব
দিক্ ও ধূলি ৰূহিত যে পথ আকাশ হওলে
সম্পাদিত হইয়াছে সেই সুপথ হইয়া আঁপন
মন কৰিয়া অসা যজ্ঞ দিবসে আৱৰ্হিগনিক
ৰক্ষা এবং পালন কৰ। হে সৱিতা দেৱতা!
তুমি দেৱতাসিগেৰ অস্ত্ৰে আমৰ্হিগিগেৰ
অধিক কৰিয়া বৰ্ণনা কৰ। ১১। ৩। ১।

বাহুবন্তৰ সস্থিত মানব প্ৰকৃতিৰ সম্বন্ধ বিচাৰ

প্ৰাকৃতিক নিয়ম
৩৭ সংখ্যক পৰিচাৰ ২০৭ পৃষ্ঠেৰ পৰ।
জগতৰ নিয়ম বিচাৰে প্ৰবৃত্ত হইয়া
পূৰ্ব নিয়ম শব্দেৰ লক্ষণ নিৰ্দেশ কৰা আ-

ব্যয়ক হি সম্বন্ধেৰে তাৰ বস্তৰ ভাব
কাৰ্যই বিশেষ-বিশেষ নিৰ্দেশিত হৈছে।
সম্বন্ধিত হয়। সমুদ্ৰেৰ জল সুৰ্যেৰ তেজ
বান্ধ হইয়া উষ্ণ-পানীকৰ, এবং তাহা-
তেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বাৰিবৰণ কৰে।
এইলে জল ও তেজ এই উভয় পদাৰ্থেৰ
কাৰ্য বান্ধ বা মেঘ। বৰ্ণন আৱৰা এ
প্ৰকাৰ বলি যে এই কাৰ্য জগত্ৰেৰ নিয়ম-
নুসাৰে ঘটিয়া থাকে, তখন এ কথাৰ প্ৰ-
কাৰ তাৎপৰ্য প্ৰেৰণ কৰিতে হয় যে জল ও
তেজেৰ বায়ুল প্ৰকৃতি, এবং উভয়েৰ বায়ুল
পৰস্পৰ সম্বন্ধ তাহাতে এই কাৰ্যেৰ এই প্ৰ-
কাৰ শীতি ব্যতিক্ৰমে আৰ কিছুই হইতে
পারে না, অৰ্থাৎ এই কাৰ্য জল ও তেজেৰ
স্বভাৱ-স্বলক। জল ও তেজেৰ যে অব-
স্থা এই কাৰ্য একেধাৰ ঘটিয়াহে, পুনৰ্ণীয়া
তাহাৰেই সেই অবস্থা হইলে অবশ্যই সেই
কাৰ্য ঘটিবে, এই যে নিৰ্দিষ্ট শীতি আছে
ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগত্ৰেৰ সমস্ত
নিয়ম জগত্ৰেৰ বস্তু সমুদায়েৰ প্ৰকৃতি-স্বল-
ক, এ প্ৰকৃতি এই নিয়মকে প্ৰাকৃতিক নিয়ম
বলিয়া নিৰ্দেশ কৰা হৈল। নিয়ম থাকিলে
অৱশ্যই তাহাৰ আন্তৰ বস্তু বিশেষ ধা-
ৰিবে। পূৰ্বোক্ত উদাহৰণেৰে জল ও তেজ
এই পৰ্ব্বাৰ স্বৰূপে পৃথিকি বিধিক নিয়-
মেৰে পালয়। এইদৰে কোম না কোম
বস্তু জগত্ৰেৰ প্ৰত্যেক নিয়মেৰ আন্তৰ।

জগত্ৰীকৰ এই বিশ্ব ব্ৰাহ্ম পালনাত্ম
যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন কৰিয়াছেন, মনু-
ষ্যাদিগকে তাহাৰ জ্ঞান জিনিয়া ততনুসাৰী
কাৰ্য কৰিবাৰ ক্ষমতাও প্ৰদান কৰিয়া-
ছেন। তাহাৰ বাৰি বুদ্ধি-শক্তিৰে জগ-
ত্ৰেৰ নিয়ম অৱগত হইতে পাৰে, এবং
অৱগত হইলে পরে এই নিয়ম তাহাৰদিগেৰ
কৰ্মেৰ নিয়ম হয়। আমাৰদিগেৰ শাৰী-
ৰিক প্ৰকৃতিৰ স্তম্ভিত আদি ও প্ৰতিষ্ঠ পৰ্বা-
ৰ্ণেৰ যে প্ৰকাৰ সমস্ত নিৰ্দেশিত আছে, ততনু-
সাৰে অস্ত্যক জলে আৰ কৰিয়ে বল-হানি
হয়, এবং ভূৰ্গৰ পৰ্বাৰ্ণ-বৰ স্থানে ভান ক-
ৰিলে পাতা-জাৰ। মনুষ্যেৰ নিয়ম ৰূহিত
অথবা পৰিৱৰ্ত্ত কৰিবাৰ বাৰি নাই।
কিন্তু যখন ইনি এনিয়ম জগত্ৰেৰ পালে,।

এবং তাহার লক্ষন করিলে কি অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাঁহার হৃৎপ্রাণে-পক্তি বা দেহ ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই নিয়ম বৃদ্ধার স্বভূত হয়, এবং পরমেশ্বর যে অভিজ্ঞানে কাণ্ড বিশেষে হৃৎপ্রাণ নিয়োজন করিয়াছেন, তদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়া আমাদেরিগের রোগোৎপত্তি ও অকাল মৃত্যুর নিবারণ হয়।

কোন কর্ম কর্তব্য ও কোন কর্ম অকর্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কাণ্ড বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষণ্য হৃৎপ্রাণ হইলে তৎক্ষণাৎ মিস্ত্র জানা উচিত, যে কে হৃৎপ্রাণ-জনক কার্য মঙ্গলাকর আনন্দ কর পরমেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য নহে। অতএব জগদীশ্বরের এই রূপে কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ দেওয়া, আর মহাভীষণ নামে আজ্ঞা প্রকাশ করা, উভয়ই তুল্য। যদি তিনি মনুষ্যের ন্যায় শরীরী হইতেন, আর আমাদেরিগকে সম-ক্ষে নগ্নরম্য করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃ প্রদর্শন পূর্বক ঘনঘোর গভীর নামে অনুচিত কথ্যানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন, এবং কহিতেন এই নিবিদ্ধ কর্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাঁহার অনিবাধ্য অনুমতি গ্রহণ করিয়া যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত হইত, তাঁহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিত্তে তদনুযায়ী আচরণ করাও সেই রূপ আবশ্যক। তাহা না করিলেই হৃৎপ্রাণ বরং নিয়ম ভঙ্গের কল-অবিলম্বে অনুভূত হইলে বাচনিক উপদেশ অপ্রকৃৎ ও তাহা মূঢ়রূপে জননদম হইতে পারে। তিনি আমাদেরিগের হিতের নিমিত্তে ক্রেশের উপাতি করিয়াছেন—অধিক হৃৎপ্রাণ ঘটনার নিরাকরণ নিমিত্ত অল্প হৃৎপ্রাণের সৃষ্টি করিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শারীরিক ক্রেশের সৃজন করিয়াছেন। একবার কোন কর্ম-দোষে হৃৎপ্রাণ হইলে তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ জানিয়া বারান্তর তত্রূপ কর্ম না করি এই অভিজ্ঞানেই তিনি নিয়ম ভঙ্গকে হৃৎপ্রাণ-জনক করিয়াছেন। যদি-দেহ-হৃৎপ্রাণ-জনক কার্য্য আমাদেরিগের উপকার-স্বত্বাননা

না থাকিত, তবে নিয়ম লঙ্ঘন কাঁ পেও আমাদেরিগকে তক্ষণ্য হৃৎপ্রাণ প্রদান করিতেন না। তিনি যেমন রাজা স্বরূপ হইতেন শুভকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্বক বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তত্রূপ পরম কারুণিক আচার্য্য স্বরূপ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে এক হৃৎপ্রাণ আছে, সমস্তই পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের কল। অতএব কোন নিয়ম লঙ্ঘনে কেহ হৃৎপ্রাণের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা করা ও প্রতিকার করা, অর্থাৎ বিশ্বরাজ্যের শাসন-প্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিত্যত আবশ্যক।

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, তদনুযায়ী তাহার কার্য্য প্রকাশ পায়। প্রাণিগণ ও অপ্রাণ-পদ সমুদায় বস্তু পরস্পর স্বভূত ও অস্বভূত বিবেচনা করিলেও তাহাদের যত প্রকার কার্য্য শক্তি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে হইবে, যেহেতু কার্য্যেরই এক এক প্রকার নির্দিষ্ট রীতির নাম নিয়ম। কিন্তু প্রাণিগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধানুসারে তাহার কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়; যথা শুভ্র তৃণ অগ্নি দ্বারা যেক্ষপ দগ্ধ হয়, জল-সিক্ত তৃণ তত্রূপ কখনই হয় না; কারণ এখানে জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতেরও তত নিয়ম আছে। যৎ পরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের তত্ত্ব জানা যাইবে তৎপরিমাণে তদ্ব্যাপ্ত ব্যবহারিক নিয়ম সকলও সুনির্দিষ্ট ও সুশ্র-জনক হইবে।

কিন্তু কোন কালে যে এই সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব সম্যক রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তৎ সম্পাদন নিমিত্ত বুদ্ধি চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও কল্পনা করা যায় না। যদ্যপি কখনও কোন প্রতাপাঘিত সম্রাট স্বীয় বাচ বুলে সনাতন পৃথিবীকে একত্রতা করিয়া কহিতে পারেন, যে আমার জন-পতাকা

উড্ডীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাহি, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, যে আমার শিক্ষা করিবার আর অন্য পদার্থ নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত কালের কাব্য! অতএব তদ্বাধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যিক নিয়মের বিবরণ করা যাইতেছে।

উপাত্তের তিন প্রকার নিয়ম, যথা জৈতিক, শারীরিক, ও মানসিক।

প্রথমতঃ—জল, বায়ু, স্নান, রোগ্য, গৌল, মুক্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম জৈতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎ সমুদায়ের কার্য নিরীকৃত হয়, তাহার নাম জৈতিক নিয়ম। অদ্বিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা মগ্ন হয়, চূর্ণেতে হরিদ্রাদিলে রক্ত বর্ণ হয়, ইত্যাদি জড়-পদার্থ-ঘটিত কাব্য বিবিধ প্রকার জৈতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য নিরীকৃত হয়, তাহার নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরী বস্তুর এই প্রকার স্বভাব যে শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্তর কদাচিৎ প্রস্তরান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়ানকও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ লতা তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহার সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ যে নিয়মানুসারে জড় বস্তুজ্ঞের এই সমস্ত অবস্থার সংঘটন হইতে তাহারই নাম শারীরিক নিয়ম।

তৃতীয়তঃ—যে নিয়মে বিষয় বিবেচনা করাই প্রাণীর কার্য।

প্রথমতঃ—বুদ্ধি-জীবী যত জীব, বাহ্য-বুদ্ধি আপন সত্ত্ব-মাত্তরও বোধ হয়। তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহারদিগের দুই প্রধান প্রাণী; মনুষ্য এবং ইতর জন্তু। মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম প্রবৃত্তি ও অব্যাহা সামান্য প্রবৃত্তি, এই তিন প্রকার গুণ আছে, আর ইতর প্রাণীদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি সামান্য প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ধর্মাদি ধর্ম

প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধি-জীবী জীবের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সক্তি তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দ্রিয়সমূহ থাকিলে ইন্দ্রিয়ের স্বাদ কদাচিৎ ভিন্ন বোধ হয় না, ও নিয়ম প্রেরণও স্বাদ মিষ্ট হয় না। চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতি থাকিলে চম্পক পুষ্প কদাচিৎ শেতবর্ণ দেখায় না, ও বংশি ধ্বনিও কর্ণশ শুনায় না। তদ্রূপ আমারদিগের সদসম্বন্ধি ও দয়া শক্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে প্রেতাগণ ও মনুষ্য বধে অস্ত্রধারণ প্রকল্প হয় না। এই রূপ আমারদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্বয়ং প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সক্তি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ অনুসারে স্বয়ং কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তৎ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার কতক গুলি অত্যাচারের গুণ প্রকীর্ণ হয়। যথা

প্রথমতঃ—সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাচিৎ অন্য নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম উল্লেসে অন্য কদাচিৎ অন্য নিয়ম পালন দ্বারা বাধিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের পাত্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাচিৎ শোক বা মনস্তাপ ঘূর্ণ হয় না। কোন ব্যক্তি যদি পরম ধার্মিক হন, আর আপনীর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেও যদি সাংঘাতিক বিঘ্ন পান করেন, তবে শারীরিক নিয়ম উল্লেস জন্ম অবশ্য মৃত্যুর প্রাণে পতিত হইবেন। তখন তাহার সক্তি পুণ্যবলে দেহ ভঙ্গের নিবারণ হইবে না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অধীন নহে। যদি কোন, পার্শ্ব মিত্যাবাদী মতাদর্শ প্রেতাগণ ও বিশ্বাস ঘাতীও হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি বধ্যনিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে হৃৎ পুষ্ট ও বলিষ্ক হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন, যথা নিয়মে বধ্যকালে উপাধের জন্ম ভোজন, অসংযত

শারীরিক ও মানসিক পরিষ্কার, সুনির্মল বায়ুসেবন, চূর্ণক্ক-ক্রম-শূন্য স্থানে বাস, কামরিপু সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, মুশীল, শাস্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান হইলেও শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ জন্য রোগের যাতনায় আঁহের হইয়া যাবজ্জীবন শয্যায় লঙ্ঘমান থাকিবেন। যদি কেহ ক্রমিকর্মে ও বাণিজ্য বাণিজ্যে সর্বিশেষ পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্কক তাহা নিক্ষেপ করে, ও মিতব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি স্বৈরী ও পরপ্রোহী হইলেও বিপুল ধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি যদি বিষয় কর্মে অমৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জনে অক্ষম ধন, এবং আনামিত্ত কারক্রেমে যথাকাপে শাক্য আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম-পথাবলম্বী থাকেন—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক ও ঈশ্বর-পরায়ণ হইলে, তবে এই সকল সাধারণ ধর্ম প্রতিপালন করিয়া প্রকৃত্ত ও প্রসন্ন চিত্তে কালযাপন করিবেন।

ভিত্তরতঃ পৃথক পৃথক নিয়ম পালনের পৃথক পৃথক সুখ, ও পৃথক পৃথক নিয়ম ভঙ্গের পৃথক পৃথক দুঃখ। ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খ উদাহরণ সমূহায় দ্বারা ই সম্যক হইয়াছে। নাটকেরা ভৌতিক নিয়মানুসারে বায়ু জলাদির স্বভাব জানিয়া সুন্দররূপ নৌকাচালনা করিলে নিরুদ্বেগে স্বস্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে জলমগ্ন হইয়া অব্যাজে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে পারে। এবম্পৃকার মিন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ সংভোগ করেন, এবং মিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বলহীন ও বীর্ঘ্য হীন হইলে। মিনি ধর্ম-বিষয়ক নিয়মানুবর্তী হইয়া সদাচারে ও সছাবহারে রত থাকেন, চন্দ্রালোক তুল্য সুনির্মল আনন্দ-জ্যোতি তাঁহার চিত্তোপরি বিকীরণ থাকে, এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসে ও সমাদর করে। আর তাহার বিপর্যায় করিলে ধর্ম সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রান্তরিক প্রাণিযুক্ত, লোকের

অপ্রিয়, ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সংক্ষেপে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

ভিত্তরতঃ—প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্তনীয় ও অনতিক্রম্য, এবং সর্বস্বমনে ও সর্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। এদেশে বা সংহল জীবে সর্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে শরীরের অনুরোধ হয়, ও রোগ লক্ষণ। যথানিয়মে ব্যায়াম করিলে হিচ্ছ্বানের লোকেই বলিত্ত হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমনত লক্ষণই হইতে পারে না। উত্তরীয় দেশে দ্বাত্ত কেবল বাজালিরই বল হানি ও বীর্ঘ্য হানি হয়, আর শিখ ও ইং-রাজ্যদিগের সে শাপিত্ত হয় না, এমনত কথাই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সমস্ত-শারীরিক-নিয়ম-বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ভ্রাম্যত্ব হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগেব জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃত-কণ, হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে নাই। প্রত্যুত যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভ্রম গুলে জন্ম গুলক কল্পিয়াছে, এবং অনুপাদেয় জবাব ভুলক, চূর্ণক্ক স্থানের বায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিষ্কারের আতিশয্য দ্বারা কমাগত শারীরিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে উদ্ভিত্ত, বলিত্ত ও বীর্ঘ্যবান হইয়া সদা সুখ থাকে, ইহারও দুর্ভাগ্য পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি মার্কিন বেশ কুত্রাপি কমাগত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ পক্ষে মগ্ন আছে, সে ব্যক্তি যে শাস্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্মোৎপাদ্য নির্মল আনন্দ ভ্রোমতে সরসরণ করে, ও শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদ্বিগের আদরণীয় ও প্রিয় পাত্র হয়, ইহার

দৃষ্টান্ত কাশী, এক মন্দির, কোথাও দৃষ্ট হয়
নাই।

চতুর্থতঃ—মানব প্রকৃতির সহিত জগ-
তের সমুদায় নিয়মের একতা আছে। যদি
মদিরা মত্ত ও বাভ্যাস্যক্রান্ত ব্যক্তিদিগের
এ সকল দোষের আভির্ভাব ঘরে। শারীরিক
সুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার স-
হিত আমাদের নিয়মের বৃদ্ধি ও ধর্ম বিষয়ক
নিয়মের একতা থাকত না। কিন্তু জগদা-
শ্বর তাহা না করিয়া উত্তম প্রকার নিয়মের
পালনের একতা রাখিয়াছেন। আমাদের দি-
গের দরদার ধর্ম-প্রকৃতি থাকতে সংসা-
রের সুখ আকাজকা হয়। জগতের ভৌত-
ক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার
একতা দেখিতেছি, কারণ এই সকল নিয়ম প্র-
তিপালন করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, আর
ভঙ্গ করিলেই দুখে প্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ
পরমেশ্বর সে চুৎখণ্ড এই অভিপ্রায়ে নিয়ো-
জন করিয়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম
লঙ্ঘনের চুৎখণ্ড ফল অবগত হইয়া তৎপ-
বিরুদ্ধ কর্ম পুনর্বার না হয়, এমত সাধন
থাকি। যদি প্রথম ব্যতিকার সময় কোন
বেগবন্তী মদীর ভয়ানক পরিতাপকার ভয়-
ক্ষোপার নৌকা বাহন করা যায়, আর তাহা
জল মগ্ন হয়, তবে তাহা দেখিয়া লোকের
নৌকা-বাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনের
অবশ্যকতা দৃঢ় রূপে জন্মগ্রহণ হয়। পরি-
মিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করি-
লে যে রোগ জন্মে, তাহাও পরমেশ্বর আ-
মাদের নিয়মের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের
প্রয়োজন শিক্ষা নিমন্তই নিয়োজন করি-
য়াছেন। তদুদারা আমরা সাধন হইয়া উৎ-
কট শ্রেয় হইতে—অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা
পাইতে পারি, এবং শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ
ভোগ করিতে পারি। ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম
ভঙ্গন করিলে যে মনে মনে ঘৃণা, শ্রানি, অস-
ন্তোষ, ও নানাবিধ মানসিক বিরক্তি হয়,
তদুদারা পরমেশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়াছেন যে আমরা এই নিয়ম ভঙ্গের
চুৎখণ্ড ফল জ্ঞাত হইয়া ধর্ম বিষয়ক নিয়-
মানুবত্তী হইয়া সুখ-নির্ভর সুখ সন্তোষ
করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের একবার
উল্লঙ্ঘন হয়, যে তাহার প্রত্যকারের আর
সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া স-
কল চুৎখণ্ড নিবারণ করে। যদি কোন নৌকা
ভৌতিক নিয়ম বিশেষের উল্লঙ্ঘন জন্য সমু-
দ্র-গর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকাকর্ষ ব্যক্তি-
দিগের তাঁর প্রাপ্তির উপায় না থাকে, তবে
তাহারদিগের তদবস্থার চিরকাল সজীব
থাকবে কি প্রকার যাতনার বিষয়, তাহা
চিন্তা করিলেও লজ্জাকল্প হয়। কিন্তু জগ-
দীশ্বর আমাদের তৎকালে মৃত্যু অমৃত স্বরূপ
হইয়া তাহারদিগের যন্ত্রণামল এককালে
নির্ধারণ করি। যদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গন
ঘরে কোন মুখা পুরুষের পাকস্থলী ও হৃদ-
য়াদি অঙ্গাঙ্গার স্থান নষ্ট হয়, তবে তৎ-
কালে মৃত্যুই শ্রেয়; নতুবা হৃদয়াদি ব্যক্তি-
রকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে
প্রকার জ্বলন্ত যন্ত্রণার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা
মনে করাও মঙ্গল। অতএব মঙ্গল-স্বরূপ
পরমেশ্বর এখানে তাঁহাকে ইহ লোক হই-
তে অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ ক-
রেন। এখানে মৃত্যুও পরম হিতকারী
বস্তু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বর এর এক
অচিন্তনীয় আনন্দচিনী কৌশল-সম্পন্ন ম-
হান্ন যন্ত্র; বিশ্বাধিপতি বিশ্বব্রাহ্মণ জীবদি-
গের স্বর্ষ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন নিমিত্ত নিয়ম স-
কল সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায়
নিয়মের সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গ-
লাভিপ্রায়ে রক্ষণ করিয়াছেন। আপা-
তত যাহা অন্তত জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে তাহাই পরম শুভকর
বেলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি,
যে ছুই বালক পুরুষ এক দুর্বল বালকের
হস্ত পর ধৃত করিয়া রাখিয়াছে, আর এক
জন এক পাত তাহা অস্ত্রে লইয়া তাহার উরু
দেশে প্রবেশ করিয়া দিতেছে, এবং তাহা-
তে অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই
বালক চাৎকার করিতেছে,—যদি অকস্মাৎ
এ প্রকার দৃষ্টি করি, আর এই কর্মের আভ-
সঙ্কিত ও কলাকল বিবেচনা না করি, তবে এই
ভিন্ন ব্যক্তিকেই অস্বাভ্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্বল
করাইব বলিয়া প্রকৃত্যই মিত্যি করি।

পরে যদি শূনি এই বালকের উদ্দেশ্যে একটা বিস্ফটিক হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহাতে অস্ত্র করিতেছে সে এক জন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর ছুই জনের মধ্যে এক জন এই বালকের পিতা, ও এক জন তাহার জাতি, তবে আমাবদ্বিগের নিশ্চয় বোধ হইবে যে এই কর্ম বালকের আপাততঃ ক্ষেমা-নায়ক বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্গ-স্পিত হইয়াছে। তখন আর এই তিন ব্যক্তিকে নিশ্চিন্তা কবয়া বরঞ্চ বালকের হিতার্থে একজন বলিয় তাহারদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে প্ররতি হয়। সেই প্রকার পরমেশ্বর সমস্ত ছুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। জগতে ছুঃখ আছে বলিয়াই যে ব্যক্তি জগদীশ্বরকে নির্দয় বলে, তাহার অতিশয় জাতি। যদি তাহার মনুষ্যকে বন্দনা দিবার অভিপ্রায় থাকিত, তবে তিনি সমস্ত নিয়মই মানুষের ছুঃখজনক করিতেন। তিনি এমত করিতে পারিতেন যে আমরা যাহা আহাৰ করি তাহাই তিত্ত ও কটু, যাহা শ্রবণ করি তাহাই বিকট ও করুণ, যাহা দর্শন করি তাহাই কুৎসিত ও ভয়ানক, এবং যাহার স্রাণ পাই তাহাই দুঃস্বাদ ও পীড়াদায়ক। কেহ কেহ একুপ কাঁচিতে পারে যে সুখ ও ছুঃখ কিছুই তাহার অভিপ্রায়ে নহে, তিনি কার্য-গতিকে যে বস্তুর যেমন স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই রূপই রাখিয়াছেন। ইহা হইলে জগতের সকল নিয়ম এক প্রকার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কোন নিয়ম বা সংসারের শুভদায়ক হইত, কোন নিয়ম বা অশুভদায়ক হইত। কিন্তু বিশ্বের যত নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটিও অশুভদায়ক নহে। নিয়ম লঙ্ঘনেতেই সকল দুঃখ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য বিশ্ব নিয়মতাকে মঙ্গল স্বরূপ ব্যতিরেকে কদাপি অমঙ্গল স্বরূপ বলা যায় না। কলম কর্তন করিতে অক্ষল ক্ষেদন হইলে কেহ এমত কথা বলে না যে কর্ণকার অক্ষল-ক্ষেদনের নিমিত্ত ছুরিকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই রূপ লোকের বদ্বশূল ও শিরঃপীড়া হয় বলিয়া কেহ একুপ নিশ্চয় করে যে পরমেশ্বর মনুষ্য

গণকে বন্দনা দিবার নিমিত্ত দন্ত ও মস্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দন্ত ও মস্তককে যে হিতজনক প্রয়োগে জন তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল শাণ্ডিক নিয়ম তখন দ্বারাই তাহার বৈলক্ষণ্য হয়।
মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দাবৎ দুঃখ ঘটে, তাহার আমাৰদিগকে নিয়মানুযায়ী করবার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করবার প্রারম্ভ ও শক্তি দি-
য়েছেন। তাহার সমুদায় কৌশলই মঙ্গল কৌশল, এবং অস্ত্রে আমাৰদিগের মঙ্গল লক্ষ এই তাহার অভিপ্রায় এই প্রকার জ্ঞান করিয়া তাহার নিয়মানুযায়ী চাৰ্ঘ্য করাই আমাবদিগের পরম ধৰ্ম ও পরম সুখের কারণ।

মহাত্মরত

আদিপর্ক

প্রথম অধ্যায়

৩৭ সংখ্যক পরিচয় ১১০ পৃষ্ঠার পর

দুঃখোপন অধর্মনর মহাত্মক; কর্ণ তাহার কঙ্ক, শকুনি শাখা, ছুঃখাসন পুন্স ও কল, রাজা বুতরাই তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাত্মক, অর্জুন তাহার কঙ্ক, ভীমসেন শাখা, মাত্ৰাপুত্র নকুল সহদেব পুন্স ও কল, কুক, বেদ ও ব্রাহ্মণ গণ তাহার মূল। যুধিষ্ঠিরের চরিত কীর্তনে ধর্ম বুদ্ধি, ভীমসেনের চরিত কীর্তনে পাপ প্র-
কাশ, ও অর্জুনের চরিত কীর্তনে শৌর্য বুদ্ধি হয়, আর নকুল সহদেবের চরিত কীর্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে নানা দেশ জয় করেয়া, পরিশেষে মগরা-
নাগ-পরবশ হইয়া স্বাধি গণের সহিত অ-
রণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গৈব-
দুর্ভিপাক বশতঃ সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ ক-

রিয়া ঘোরতর আপদে পতিত হইলেন। তথাপি ধর্ম শাস্ত্র-বিদ্যানুসারে ধর্ম-বায়ু, ইচ্ছা ও অশ্বিনীকুমার যুগলের সমাগম দ্বারা পাণ্ডবদিগের কল্যাণ ও সনাতন-সাধি যাবতীয় ব্যাপারে নির্ভর হইল। কুশী ও মারী পরম পবিত্র আবেগে সখিাদ-গণের অক্লান্ত আহাবদিগের সালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে কাশিগম সেই রক্ষচরিত্র-বেশে শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-সম্পন্ন রাজকুমারদিগকে রাজবাণীতে ধৃত্যাস্ত্রীদিগ নিকট আনয়ন করিলেন। এখানেই তাঁরা পান্ডু পুত্র, ভীম, ব্রহ্মদেবের পুত্র, ভীতা, বিদ্যা ও সুজদ এই সাতটা পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহা শুনিয়া সমুদায় কৌরব ও মুখীল ধর্ম-পরম যত্ন পুস্তকসিগম এই চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কছিল, ইহারাই হইবে পুত্র মতে, কেহ কেহ বলিল, তাঁহারা বটে। কেহ কেহ কছিল, বহু কাল হইল পান্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি কামে সম্ভূতি হইতে পারে। অনন্তর সমুদায় উৎসাহ ত্রস্ত হইল, "আমরা আমরা কপে কমে পান্ডুর সম্ভূতি দেখিলাম; হে পুত্র মতে! তোমরা কুশলে আসিয়াছ, তাহার কথা কহিলেন, "আমরা কুশলে আসিয়াছি।" অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইল। "হে আকাশবাণী হইয়া: এবং পুত্র ব্যাধি মুগ্ধিত গন্ধ সঙ্গার ও শব্দ হ্রস্বভি ধ্বনি স্যাত্ত হইল। পান্ডু পুত্রেরা নগর প্রবেশ করিল। এই সকল অক্ষুত ব্যাপার পরিদর্শন। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে কাম প্রাপ্ত হইয়া: গৌরগণ মহা কোলাহল করিত্ত লাগিল।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথার পরমাত্মের ও অকুল-স্বভাব বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায়

লোক যুধিষ্ঠিরের সনাতন, তাঁমের ঐর্ষ্য অর্জুনের বিক্রম, এবং নকুল সকলেবের গুরুভক্তি, ক্রমা, ও বিনয় দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অর্জুন সমাগত ব্যাকরণ সম্বন্ধে কুরু কর্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং কন্যা (ক্রৌঞ্চী) আনয়ন করিলেন। ঔনবধি ভূমণ্ডলে, সকল সমুদায় সন্তোষ হইলেন এবং সমর কালে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় ছুনিরীক্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক পৃথক ও সমবেত সমুদায় রাজ্যনিধকে পরাক্রম করিয়া রাজ্য যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় মহাযজ্ঞ আচরণ করেন। যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে এবং ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে বলগর্ভিত কুরাসন্ধ ও শিশুপালের বদ সাধন করিয়া, অন্নদান দক্ষিণা প্রদানাদি সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন রাজসুয় মহাযজ্ঞ নির্বিন্দে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে দুর্যোধনের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গৌ, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র, প্রাণার, আবরণ, কয়ল, চর্ম, গন্ধক, আস্তরণ, এই সমস্ত উপঢৌকন উপহিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের হাতুশ ঐর্ষ্যা দর্শনে দুর্যোধনের অস্ত্রকরণে অত্যন্ত ঐর্ষ্যা ও বেদ উপহিত হইল। তিনি মগদানব-নির্মিত পরমাত্মর্ষা সত্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত পারতাপ পাইলেন। সেই সত্য তিনি ভ্রম বশতঃ স্মৃতি-ভ্রান্তি হওয়াতে, ভীম কুরুর সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রামাণ্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিল। দুর্যোধন 'অশেষবিধ' ভোগ-সুখ ও নানা-বস্ত্র সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দিনে দিনে বিবর্ণ ও ক্লম হইতে লাগিলেন। পুত্র বৎসল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মন:পীড়ার বিষয় অবগত হইয়া দ্যুত ক্রীড়ার অনুষ্ঠান দিলেন। তৎপ্রবশে কুরু অত্যন্ত

* উত্তরীয় বস্ত্র অর্থাৎ পরীরের উর্দদেশের আবরণ বস্ত্র। অথবা শিথির, পটুখ-ভাঁট।
† পরিধেয় বস্ত্র। অথবা জবনিকা; পরদা।
‡ রত্ন রোম নির্মিত। রত্নমুদ্র বিদেহ।
§ কলে হল পুত্র, অকুল কল পুত্র, অধারে মার পুত্র, যার অধার পুত্র ইত্যাদি।

* অপরূপ রূপ ভাবনে।
† সুগম্য কালে পান্ডু যুগলপ ধারি ধর্মিত সন্তোষ মধ্যে গান-হত করিত্তিলেন। ছবি তাঁহাকে এই শাপ দিলেন যে তোমার ও নন্দোপ কালে মৃত্যু হইবেকতারা ভেই পান্ডু পুত্রের পান্ডবের ব্যাধাত্ত ক্রমে।

রুই ও অসঙ্কট হইলেন বিবাদ উত্তরের চেষ্ঠা করিলেন না, দ্যুত প্রকৃতি অশেষ বিধ কুনীতিও মজ করিলেন। যেহেতু বিদুর, জয়, শ্রোগ ও রুপাচার্যের অনভিনতে আরক সেই তুমুল যুদ্ধে ক্রিয় কুল ধ্বংস হওনা তাহার অভিপ্রোক্তই ছিল।

দ্বতরাই পীণ্ডবদিগের জয়রূপ অপ্রিয় সন্ধান শ্রবণ এবং চর্যোগান, কর্ণ ও শকুনির প্রতিজ্ঞা।* মরণ করিয়া বচক্ষণ চিন্তা পূর্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি তোমাকে সম্বোধ্য কহিতেছি শ্রবণ কর; কিন্তু শুনিয়া আমাকে অপ্রাক্ত বিবেচনা করিও না। কুমি শকুজ, মেধাবী, বুদ্ধিমান, পাণ্ডিত ও মান। আমি বিবাদেও মনস্ত নহি এবং কুলক্ষয় দর্শনেও শ্রীত নহি; আমার ব-গুণ্ডে ও পাণ্ডু পুত্রের বিশেষ নাই। পুত্রেরা মন ক্রোধ পবায়ণ। আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, লঘুচিত্ত-এ। প্রযুক্ত পুত্রজ্ঞেই সকলি মত করি; অচেতন চর্যোগান মোহান্তিভূত হইলে আমিও মোহান্তিভূত হই। সে রাজস্বয় যজ্ঞে মহানুভব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ কালে সেইরূপে উপহ-সিত হইয়া অবমানিত বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল; এবং ক্রিয় কুলে জয় প্রচণ করিয়াও যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অশ-ক্ত ও রক্ত লক্ষী আকস্মিক করিবার বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়া গাঙ্গাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া কপট দ্যুত কৌড়ির মন্ত্রণা করিল।* সে বিষয়ে আমি অদ্যাত্ত দ্যুত জানি জ্ঞাতা কহিতেছি শুন, আর আমার বুদ্ধি-বুদ্ধ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমাকে প্রজ্ঞাবান করিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ পূর্বক লক্ষ্য বিন্দু ও ভূরলে পা-তিত করিয়া সমবেত রাজগণ সমক্ষে ক্রৌণ-দীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রাকে বধ

পূর্বক বিবাহ করিয়াছে, আর রাজ কুমা-বংশ কক্ষ বনসাম মিত্র ভাবে ঈদ্র প্রাপ্ত আগমন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ রুই করিতে লাগিলেন কিছু অ-র্জুন দিবা শরণকার দ্বারা সেই রুই শরণ করিয়া পাণ্ডবদাতার অধিকে তপ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দক্ষ গাণ্ডব কুর্য়ু মতিত জতগৃহ হইতে পরিত্যাগ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিত্তর গ্রহাদেব ইচ্ছ সাধনে যজ্ঞবান হইয়াছে; তদবধি আর আমি জ-য়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন ব্রহ্মক্ষেত্র লক্ষ্যভেদ করিয়া ক্রৌণ-দীকে আনিয়াছে এবং মহাপরাক্রান্ত পা-ণ্ডোল ও গাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম সমর বাত্রবলে, ক্রিয় মধো অতি তেজস্বী, নগবেশ্বর অরা-সন্ধকে বধ করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ে আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডু পুত্রেরা সিংহজনে নিগত হইয়া পরা-জয় লোক বনে সমস্ত জুপতিদিগকে বন্দীভূত করিয়া রাজস্বয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অন্ধ লক্ষী, অতি ক্রোধিতা, একবজ্র, ব্রহ্মবল, সনাতা ক্রৌণদীকে আ-নাথার নামে মত্তার হইয়া গিয়াছে; তদ-বধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পুত্র বন্দ বুদ্ধি ক্র. শাসন বজ্র-রাশি অর্জুন করিয়াছে অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুন পাশক্রান্তাতে যুধিষ্ঠিরকে পরাসিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার মহাপ্রজ্ঞা ব-হোদরের, অনুভূত আছে তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন জ্যেষ্ঠ-ভক্তি পরচক্রতা প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ সহিত ধর্মশীল পাণ্ডবদিগের বনপ্রস্থান কালে নামা চেষ্ঠা শ্রবণ করিলাম তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শূনি-লাম, সক্রম সক্রম তিক্ষেপজীবী মহায়া

* ময় হউক অথবা যুদ্ধ হউক, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যা-র্থে প্রদান করিব না।

শাক্ত* ব্রাহ্মণ বন বাসি যুধিষ্ঠিরের অনু-
গত হইয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন
দেবর্ষি দেব কিরাত কর্তৃক মৎসরকে যুদ্ধে
প্রসন্ন করিয়া, পাশ্চপত মৎসর নাশ করি-
য়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা
করি নাই। যখন শুনিলাম, সত্যযুগে পঞ্চদশ
বর্ষে পিতৃ স্বয়ং দেবর্ষির নিকটে যথা
বিধানে অস্ত্র শিক্ষা করিবে, তদবধি
আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন
শুনিলাম, অর্জুন বরদান গার্বত, দেবর্ষি-
নির্দেশে অস্ত্রের শুলোমাপুত্র কালকেয়ঃ দি-
গ্বেদে পরাভব করিয়াছে; তদবধি আর
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন
শুনিলাম, স্বর্গে-যাত্রা অর্জুন অমুর লগ্নে
ইন্দ্র লোককে গমন করিয়া চরিতার্থ হইয়া
প্রত্যাপন্ন করিয়াছে; তদবধি আর আমি
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,
ভীম ও অনান্না পাণ্ডবের সেই মানুষের
অগ্ন্যাদেশ কুবেরের সহিত সমাগত হই-
য়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা
করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ সত্যানু-
সারি, যোয-নাক্সা-প্রস্থিত, মৎসরপুত্রদিগকে
গজকেন্দ্রা বন্ধ করিয়াছিল অর্জুন তাহার-
দিগের উদ্ধার করিয়াছে; তদবধি আর
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শূনি-
লাম, দশ্য যক্ষরূপ পরিগ্রহ পূর্বক যুধিষ্টি-
রের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করি-
তাহেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা
করি নাই। যখন শুনিলাম, আমার পু-
ত্রের বিরাতীর জন্য জৌগন্ধী সচিত অ-
জ্ঞাত নগর বলে পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান
বর্জিত পাঠে নাই; তদবধি আর আমি
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,
শব্দ গোত্রকে মৎসরীয় অস্ত্র প্রধান
বার্হগিণীকে অর্জুন একাকী পরাক্রম করি-
য়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা
করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাত রাজ্য

শাপন কন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা
করিয়া অর্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, অ-
র্জুন তাহাকে আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতি-
গ্রহ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধি-
ষ্ঠির মিজিহত, নিজম, নির্যাসিত ও স্বজন বি-
ক্রোজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য
সংগ্রহ করিয়াছে তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যিনি
এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে অধিকার
করিয়াছিলেন, সেই ভগবান বাসুদেব পাণ্ড-
বদিগের পক্ষ হইয়াছেন; তদবধি আর
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদ
মুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জুন নরনারায়ণা-
বতার, আর তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের
দর্শন করেন; তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সৌক-
হিতার্থ কৃষ্ণ কুরুদিগের বিরোধ উত্তম ক-
রিতে আসিয়া অরুতকার্য প্রত্যাগমন করি-
য়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা
করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও চুর্যো-
ধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু
তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্বক তাহারদিগকে
হত দুর্কি করিয়াছেন; তদবধি আর আমি
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,
কৃষ্ণের প্রস্থান কালে কুন্তী নিতান্ত কাতরা
হইয়া একাকিনী রথের অগ্রে দণ্ডায়মান
হইলে, তিনি তাহাকে লাফুনা করিয়াছেন;
তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই।
যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীম উভয়ে
পাণ্ডবদিগের সত্রী হইয়াছেন; এবং
শ্রোণাচার্য তাহারদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা
করিতেছেন; তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম কর্ণ
“তুমি যুদ্ধ করিলে আমি হৃদ্ধ করিব না”
ভীম এই কথা কহিয়া সেনা পরিত্যাগ করি-
য়া গিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব,
অর্জুন ও অশ্রমেয় গাণ্ডিব ধনু, এই তিন
মহাবীর্য একত্র হইয়াছে; তদবধি আর
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শূনি-
লাম, অর্জুন রথোপরি বোহাজিহুত ও

* ব্রহ্মচর্য্য সমাধান পূর্বক গর্ভস্থাত্রয় প্রাপ্তি।

† পুত্রপুত্রিত।

‡ অস্ত্র শব্দ মৎসর মৎসরকণ্ড হস্তি শব্দ অমুর।

বিষয় হইলে, ক্রম ক্রমাক্রমে অশরীরে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন: তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, শত্রু বর্ধন ভীষ্ম, সংগ্রামে প্রতি দিন অযুক্ত ঘাড়া হইয়াও পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও নষ্ট করিতে পারেন নাই: তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, ধর্মপরাধন ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপন বণোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহারও ক্রটিভেদে সেই উপায় সাধন করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অর্জুন বিধিগুণে সম্যক স্থাপন করিয়া অতি দুর্দয় মহাপরাধাত্ম ভীষ্মকে হতবীর্য করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, ভীষ্ম কোংস মৎসপক্ষীয় দিগদেউ অম্পাবশিক্ত করিয়া, শরজালে শীর্ণকলেবর হইয়া শর শয়্যে শয়ন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যা পায়ন হইয়া পানীয় আহরণার্থে অস্ত্রের আশ্রয় করিলে, অর্জুন ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহাকে তুল্য করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, পবন, উল্লস ও সূর্য পাণ্ডবদিগের অনুকূল হইয়াছেন, এবং উল্লস ক্রম গণ নিরস্তর আমারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অস্ত্র ত যোদ্ধা যোদ্ধাচার্য্য সময়ে নানাবিধ অস্ত্র কৌশল প্রদর্শন করিয়াও পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতেছেন না; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অয়েমরা অর্জুন বধার্থে যে মহাবীর সংস্করণ নিযুক্ত করিয়াছিলাম; অর্জুন তাহারদিগের বিনাশ করিয়াছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, মহাবীর অভিমন্যু সশস্ত্র যোদ্ধাচার্য্য রক্ষিত,

অন্যের অভাব, বাচ ভেদ করিয়া তদবধি একাকা প্রবেশ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, জাম্ববৎসপক্ষীয় মহাবীরগণ অর্জুনকে অসমর্থ হইয়া মরণে নিতান্ত বিচলিত হইয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অম্বতসপক্ষীয়বীর অভিমন্যুকে বধ করিয়া জনৈক মহাকৌশলী হইয়াছে, কিন্তু অর্জুন ক্রম হইয়া জয়বধ বধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অর্জুন ভয়ত্রয় বধার্থে যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ক্রম মন্ত্রদ্বারা সেই প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, অর্জুনের অস্ত্র সকল একান্ত ক্ষয় হইলে বাসু দেব বন্ধন মোচন ও জগৎ পদেবন পুরীক সুক্তকণ্ঠে আনিয়া পুনর্বার বধে যোদ্ধা করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, বাহন গণ অক্ষয় হইলে, অর্জুন বণোপায় অবস্থিত হইয়া সমুদায় যোদ্ধাধিগণকে পরাভব করিয়াছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, সাত্যকি গজাধর সৈন্যের ও দুর্জয় যুদ্ধানন্ত্র যোদ্ধা সৈন্য পরাভব করিয়া ক্রম ও অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, কণ ধনুর মন্ত্রদ্বারা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্রেশ প্রেমান পুরীক ভীমকে ধরিয়া আনিয়াছিল এবং বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিল কিন্তু সে এইরূপে বধ হস্তে পতিত হইয়াও মৃত্যুপ্রার্থী হইতে মুক্ত হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, হোণ, ক্রতবীর্ষ, রূপ, বর্ন, অম্বতস; ও শত্রু প্রতিবিধান অসমর্থ হইয়া ভয়বধ বধ শুরু করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। এখন শুনিলাম, ক্রয় দেবরাজদত্ত দিব্য অস্ত্র যোরূপ ঘটোৎকচ রাক্ষসে প্রয়োগ করিয়া ইয়া বার্থ করিয়াছেন; তদবধি আর আমি

* যে ব্যক্তি অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ও একাদি বশ মনসু ধনুধারী সৈন্যের লিখিত মুক্ত করিতে সমর্থ তাহার নাম মহাবীর।

জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, কর্ণ অর্জুন ধর্মার্থ-দ্বাপিত দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিঃক্ষেপ করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, বেণুচাঁদায় মরণার্থে রক্ত-নিষ্ঠয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রথে পরিভ্রম্যবস্থিত হইলে, পৃষ্ঠভ্রায় ধর্ম অতিক্রম করিয়া তাঁহার মধুর হৃদয়ন করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, উদ্যোগের নুতন উজ্জয় পক্ষীয় সৈন্য সমূহকে সমন্বয় করিয়া অশ্বখামার সন্ধিত যুদ্ধ করিতেছে। তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, জ্যোতিষানন্দর অশ্বখামার নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ সাধারণ পাত্তবলিগের প্রাণ বধ করিতে অপারেন নাই; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম ভীমসেন যুদ্ধে ক্রশাসনের শোভিত পান করিয়াছে। চর্যোধন প্রভৃতি দেহে কাশ্য নিবারণ কবিত্তে পারে নাই; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, অর্জুন সমুদ্রে অতিপরজ্ঞাত চূড়ামণি কণের প্রাণ সংহার করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, ধর্মরাজ মুণ্ডিক্ত পরাক্রান্ত অশ্বখামার, ক্রশাসন ও প্রচণ্ড রক্তস্রাবকে পরাজয় করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, যে সঞ্জয় "সংগ্রামে কুরুক্ষে পরাজয় করিব" বলিয়া স্পর্ধা করিত; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, সত্বেদেব সংগ্রামে বিবাহে প্রসূত ক্রীড়ার মূল দারাদী গণগিত শকুনির প্রাণ বধ করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, চর্যোধন হস্ত সৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া চল স্তম্ভ করিয়া একাধী হৃদয় প্রবেশ করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, পাণ্ডবেরা বাসুদেব সমভিব্যাহারে সেই ক্রোধের তীরে মরণমান হইয়া, অসহন চর্যোধনের তিরস্কার করিতেছে, তখনবি

আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, চর্যোধন মদায়ুকে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পূর্বক পরাজয় করিতেছিল; ভীম ক্রোধের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, অশ্বখামা প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া হ্রৌপদীর নিজিত পুত্রপঞ্চকের বধ রূপে অতি বৃণিত কলরকর কর্ম করিয়াছেন; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, ভীম প্রতিকূল প্রমানার্থে অশ্বখামার পশ্চৎ দাবমান হইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগ পূর্বক তদুদার মুক্তায় গর্ত বিনাশ করিয়াছেন; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, অর্জুন স্বস্তি বলিয়া অস্ত্র ছাড়া ব্রহ্মশিরঃ* অস্ত্রে নিবারণ করিয়াছেন এবং অশ্বখামা মথিরত্ন বিয়াছেন; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন সুনীলাম, অশ্বখামা মহাস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভনাশ করিলে, ষ্টেপায়ন ও কুরু উভয়ে অশ্বখামাকে অভিধাপ প্রদান করিয়াছেন; তখনবি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। াকারী পুত্র পৌত্র, বন্ধু, পিতৃভ্রাতৃ, প্রভৃতি সমুদয় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তাহার অস্ত্র শোভনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। পাণ্ডবেরা অতি দুঃস্বপ্ন কাণ্ডা করিয়াছে ও পুনর্বীর অকটকর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! সুনীলাম, আমাদের তিন জন ও পাণ্ডবদিগের সাত জন; সমুদায়ের দশ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই উয়কর সময়ে অর্থাৎ দশ অকৌহিনী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঋষি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; মোহে অভিভূত হইতেছি; আর আমার চেতনা নাই; মন বিহ্বল হইতেছে।

* ব্রহ্মভেজোর মহাপ্রাণ অস্ত্র বিধেয়। অশ্বখামা অর্জুন বহুবারে ই অস্ত্রের অস্ত্র প্রয়োগ করেন।
† ভীমকে অস্ত্রোপ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত।

স্বাস্থিত ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে
কহিলেন, সঞ্জয়! যখন আমার ভাগ্যে
একপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই
শ্রেয়ঃ, আর আমি জীবন ধারণের কিছু
মাত্র কল দেখিতেছি না। রাজা দত্তরাজ
এইরূপ কহিয়া বিলাপ, দাঁড় নিঃশ্বাস
ত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ ক-
রিতে লাগিলেন। তখন পরমেশ্বর পুঞ্জদী
স্বয়ং সঞ্জয় তাহাকে প্রবেশ দানার্থে কহি-
লেন : মহারাজ ! ঐদেপারন ও নরেন্দ মুখে
ক্রোধ করিয়াও, শৈশ্য, সঞ্জয়, মুগ্ধতা, রাতি-
দেহ, কাঙ্ক্ষান, উশিষ্ট, বাহ্যিক, দমন,
শর্যাতি, অস্তিত্ব, মন, বিদ্বানিত, অদ্বীত,
সংস্কার, মনু, ইক্ষাকু, গয়, উরু, দাসগণি,
গোম, শশদিষ্ট, অগ্নিগণ, ক্রোধবীয়া এবং অতি-
শুভ-কর্ম্য : দত্ত-যজ্ঞোক্তা যথ্যিত, এই সকল
মহোক্তা, সত্য, সত্য, দ্বিধা, অস্তিত্ব, শক্র-
হন্যে, প্রত্যয়, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, প্রাধান
প্রত্যয় রাজ্যবোধে কথ্য প্রকরণ পরিচয়
লেন : এবং স্বয়ং পৃথিবী জয়, মানাধন্য-
নুষ্ঠান ও ব্রহ্মোক্তা করিয়া পরিশেষে কাল-
প্রাপ্ত পতিত হইয়াছেন। পুরুকালে
শৈব্যরাজা পুঞ্জশোকে সক্রম হইলে দেব-
ধি নরেন্দ তাহাকে এই চতুর্বিধ শক্তি রাজার
উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এত-
ক্ষিত পুরু, কুরু, মন্ত্র, পুরু, বিশেষ, অগ্নি,
যুবনাথ, ককুৎস্থ, রমু, বিদ্যা, বিত্তোক্ত,
মন্ত্র, ভব, শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা, উশীতর, শতরথ,
কম, ছলিদেব, জম, দাস্যাত্তব, বেণী, সগর,
সঙ্ঘতি, নিশি, অগ্নয়, পরশু, পুঞ্জ, শত্রু,
দেবার্থ, দেবার্থ, সুপ্রভিন, সুপ্রভিন, সু-
প্রভ, সুক্রত, নিবধাধিপতি নন্দ, মহাব্রত,
শান্তভয়, সুনিজ, সুপ্রভ, কনরথ,
অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্গ, কে, মন্ত্র, রুদ্রজ,
ধৃষ্টকেশু, বৃহৎকেশু, পুঞ্জকেশ, অধিক,
চপাল, ধূর্ত, রত্নবন্ধু, মুচুর্বেধি, মহাপুরাণ
মন্ত্রা, প্রত্যয়, গরুড়, এবং প্রত্যয় এই সম-
স্ত ও অন্যান্য শত শত ও মনোরম সত্য পদ্য
সংখ্য নরপতি গণ প্রসিদ্ধ হইলেন : তাহার
মহাবল-পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন
এবং অশেষ ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া পরিশেষে
তোমার পুঞ্জ গণের ন্যায় নিবন প্রাপ্ত হই-

যাছেন, বিদ্বানীন্ অকর্ষিত, পুঞ্জ
তাহারদিগের অসৌকর্য কথ্য নিবন, মন
মহাবল্য, অস্তিত্ব, মন, শ্রেষ্ঠ, মন, অ-
র্ক, কার্তন করিয়া বিদ্বাছেন : তাহার
সর্ব প্রকার সত্য, সত্য ও মনোরম সত্য
সত্য হইয়াও নিবন প্রাপ্ত হইয়াছেন :
তার পুঞ্জের দুরাচার, জেহা, পুঞ্জ, অতি
শ্রেষ্ঠ, ছিটা, তাহার নিবন, নিবন, মনোরম
শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। মন, মন,
শ্রেষ্ঠ, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, পশিত ও মনোরম
দুর্ভাগ্যদিগের বুদ্ধিরক্তি পাত্ৰানুগামিনী মন,
ইহার মোহা, অতুত করেন না। মন
নিগ্রহ ও বৈক অতুত হোমার অধিক
নহে। অতএব পুঞ্জ গণের নিবিত্ত হো-
মার অকর্ষিত মনোরম উচিত হন, মন
অধিক ছিটা ঘটনায়ে : তাহার অনুশো-
চনা করি অধিক। কোন ব্যক্তি প্রকৃত
বাল মন করিয়া অতুত করিতে পারে
শ্রেষ্ঠতার নিবন অধিক করা কহি বসন্ত
ভাব, অতুত, মুক্ত, অমৃত, গুণ্যায় কাল-মু-
দিত। মন সর্ব প্রকার অতি ও মনোরম
কর্তা, বাল মনোরম শাই মনোরম : সর্বজন
শান্ত করেন। ইতি লোকের মনোরম শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠ হইয়া হন : মনোরম কাল মন : কাল
মনোরম মনোরম মনোরম, এবং কাল মনোরম
শ্রেষ্ঠ মনোরম, মনোরম মনোরম : সকল মনোরম
মনোরম কাল মনোরম মনোরম। অতএব
কাল মনোরম মনোরম প্রত্যয়।
মনোরম, মনোরম মনোরম করেন। অতীত,
মনোরম, মনোরম মনোরম, কাল-
মনোরম করিয়া মনোরম বিবেচন হওয়া
উচিত নহে। সঞ্জয় পুঞ্জ-শোকা পুঞ্জ
দত্তরাজকে এইরূপ প্রবেশ দিয়া স্বয়ং চিত্ত
করিলেন। পরম কামনিক উপদানে কক্ষ
ঐদেপারন লোক দ্বিতার্থে এই বিষয়ে গদির
উপনিষদ, কামন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান
নবকর্ষিত পুঞ্জগণের মনোরম উপনিষদ কীর্তন
করিয়া থাকেন।

ভারত অধ্যয়ন পুণ্য জন্মে : অধিক
কি কহিব, অন্ধা পুঞ্জক শ্রোকের এক চরণ
মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়।
এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ও বক্ষ, উরুগ

ইত্যাদির কীর্তন আছে এবং সনাতন ভগবান বাসুদেবেরও কীর্তন আছে। তিনি সত্য স্বরূপ, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছদাতীত, পরহিত, কালত্রয়ে অবিরুদ্ধ, জ্যোতির্শয় ও কাম্যকর। পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন যে সকল কীর্তন করিয়া থাকেন; তিনি এই কার্যকারণরূপে বিশ্ব কৃতি করেন; তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা ও যক্ষাদি কায়া সৃষ্টি করেন; তিনি মৃত, মৃত ও পুনর্জন্মের কারণ, তিনি ইত্যাদি কৌতুকময়ের অধিষ্ঠাতা। জীবন এবং নিষ্কর্মে পরব্রহ্ম স্বরূপ। যিনি মৃত্যু ও জন্মের চক্রের পাতন ও মোক্ষের দর্শন ও ভগবত প্রত্যবিলের ন্যায় ভাষাকে জন্মের দর্শন করেন।

ধর্ম-প্ৰাণের মনুষ্য প্রাণী ও নিয়ম পূর্বক এই অধ্যায় পাঠ করিয়া, পাপ হইতে মুক্ত হয়। আশ্বিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুজ্ঞামণিকায়, প্রথমবারি সর্বাঙ্গ প্রবেশ করিলে নিপদে পতিত হয় না। ছই সঙ্খ্যা অনুজ্ঞামণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, তৎফলে এ অধ্যায়ের সঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের শরীর স্বরূপ; ইহাকে সত্য ও অমৃত উভয় আছে। যেমন গবোর মধ্যে নবনীত; দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ; বেদের মধ্যে আরণ্যক; ওষধির মধ্যে অমৃত; জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র; চতুষ্পদের মধ্যে খেচর, সেইরূপ সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত জ্যেষ্ঠ। যে ব্যক্তি স্নানকালে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় স্নানকের এক চরণও প্রবেশ করায়, তাহার পিতৃলোকের অক্ষয়্য ভূক্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেন। বেদ, অংগের নিকট এই উয় করেন যে এ আমাকে প্রহার করিবেন। বিদ্বান ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রোত্র এই বেদ স্মরণ করায়তঃ। অর্থ লাভ করেন, এবং ভ্রণ হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শুষ্ক হইয়া পর্কে পর্কে এই পরম পবিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে তাহার সমুদায় ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রাতঃদিন স্নানাবান হইয়া এই স্ববি

প্রীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ কীর্তি ও স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্বকালে সমুদায় দেবতারা একত্র হইয়া তুলাব্রহ্মের এক দিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে এই ভারত ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাৎ ভাবত সরহস্য বেদ চতুর্কয় অপেক্ষা, ভারত অধিক হয়, অতএব তদবধি ইহা লোকে সকলে মহাভারত বলিয়া কহে। যেক্ট্র পরিমাণ কালে ইহার মহত্ত্ব ও ভার উভয়ই অপিক হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি মহাভারত শ্রবণের সুখ পাই জানে, সে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

তপস্যা পাপ জনক নহে; বেদাধ্যয়ন পাপ জনক নহে; ব্রহ্মশ্রমাদি নিয়মিত বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পাপ জনক নহে; এবং অশেষ ক্রেশ স্বীকার পূর্বক জীবিকা নিষ্কাত করা পাপ নহে; কিন্তু এই সমস্ত অসদভিপ্রায় দূষিত হইলেই পাপ জনক হয়।

অনুজ্ঞামণিক, সমাধা

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যানুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে সভার প্রচলিত নিয়ম সকল সংশোধন ও পরিবর্তন অথবা একেবারে রহিত করিবার এবং নূতন নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার বিবেচনায় আগামী ১১ টৈজ শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটীর সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সত্য মহাশয়েরা তৎকালে সভায় হইবেন।

ঈনপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অশুদ্ধশোধন

৩৭ সখ্যিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় শ্রেণীর অষ্টম পংক্তিতে যে “স্বত” শব্দ আছে তাহার পরিবর্তে “স্বত কুলোদ্ভব” হইবেক। এবং ১৯২ পৃষ্ঠের প্রথমশ্রেণীর ৩৬ পংক্তিতে যে “৩৩৩৩৩৩” অক্ষ আছে তৎপরিবর্তে “৩৬৩৩৩” হইবেক।

